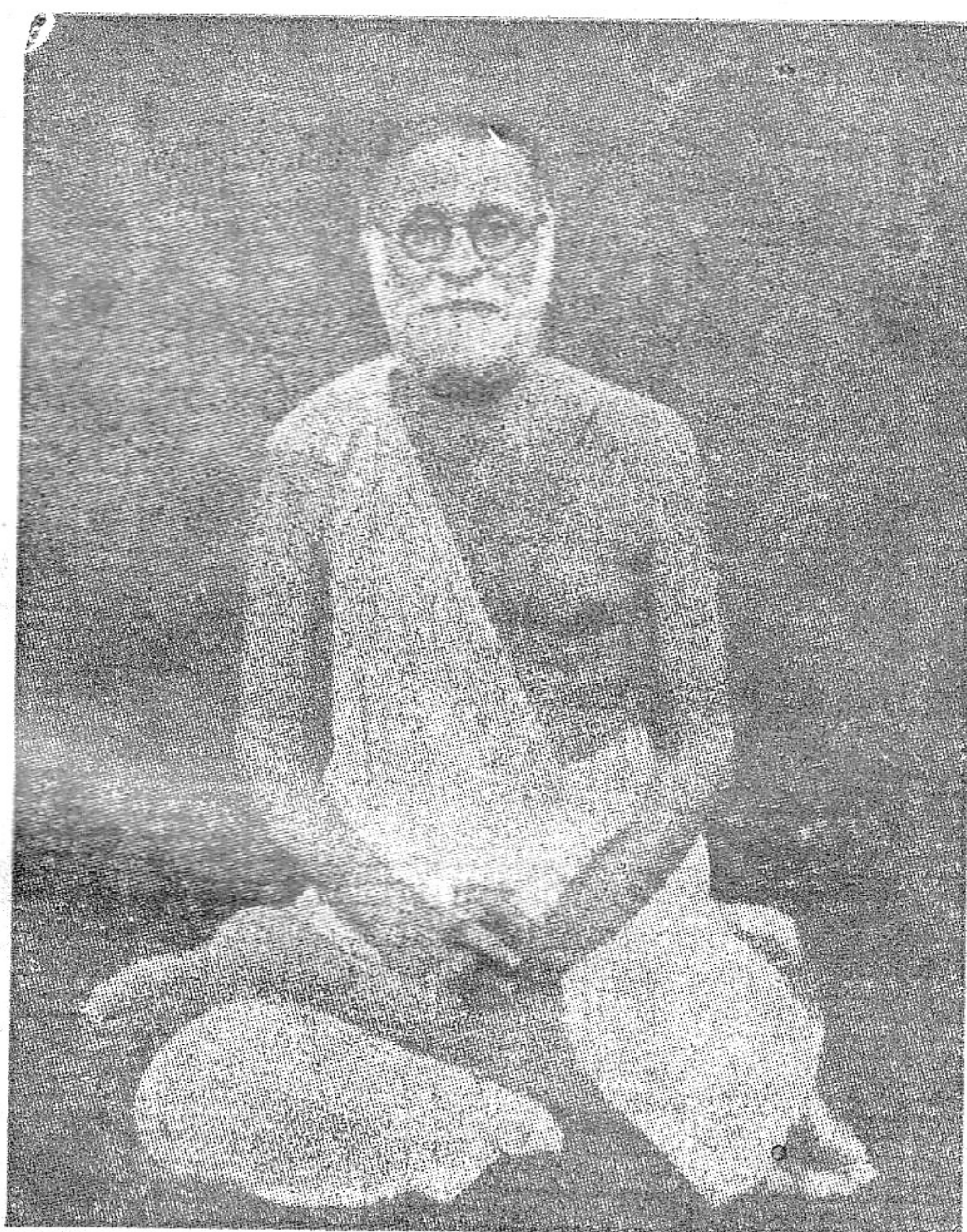


୧୧ମ ବର୍ଷ { କାବ୍ଜନ, ୧୭୭୬ { ୧ମ ନଂବର୍ଗ



চাতুর্দশ্যকালে শ্রীল প্রভুপাদ

সম্পাদক—ত্রিদিবিশ্রামী শ্রী শ্রীমন্তকিরেদাস্ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গোঁড়ায় মহা, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঔ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

আচার্য ও সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত স্বামী মহারাজ (সঙ্ঘপতি)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত উদ্ধমন্তী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত পর্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবাক্তব-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ



নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥
অতিমর্ত্যচরিত্রায় স্বাপ্নিতানাঞ্চ পামিনে ।
জীবহুঃখে সদাৰ্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেমদায়িনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

দ্বাবিংশবর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাক্ষ ৪৮৩ গোবিন্দ হইতে ৪৮৪ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৭৬ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৭ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭০ মার্চ হইতে ১৯৭১ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সভাপতি-তাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তি-বান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

বার্ষিক ভিক্ষা—৬.০০ টাকা মাত্র

দ্বাবিংশতি বর্ষে শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী


প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অনর্থ নিবৃত্তির প্রশস্ত সরণি	১।৩২, ২।৬৯
২। অন্নকূট-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী	৭।২৭৮
৩। অবতারের রহস্য	৩।১০৬
৪। অমায়্যা	৮।৩১১
৫। অর্থ	৮।৩১৩
৬। অসহিষ্ণুতা	৪।১৩৮, ৫।১৭৯
৭। আমাদের ইষ্টগোষ্ঠী	৫।১২১
৮। আমি কি অত কথা বলতে পারি ?	৮।২৯২
৯। আর কি প্রভু আসবে না ? (কবিতা)	৬।২০৯
১০। আন্তি নিবেদন (কবিতা)	১২।৪৫১
১১। আত্মপ্রাণী জীবনের ইতিহাস	৩।১১৬
১২। উৎসব-সমাচার	৬।২৩৯
১৩। কয়েকটি জ্ঞাতব্য-বিষয়	৯।৩৬০
১৪। কার্দ্ধমি ও নিরীশ্বর কপিল	৩।১১৫, ৫।১৮৮
১৫। কিসে প্রয়াস থাকিবে ?	১।২১
১৬। কৃষ্ণলভিতে বিষয় তিযাগী	
শুদ্ধভক্ত সঙ্গ চাই (কবিতা)	৫।১৭০
১৭। কীর্তন নিত্য	১১।৪২৩
১৮। কালিন্দীর বিষজল হইল অমৃত	৪।১৫৩
১৯। কেদার-বজ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী	২।৭৯, ৪।১৫৬
২০। গুরুপাদপদ্মে ও সাধুগণসমীপে	
দীনহীনের নিবেদন—শ্রী (কবিতা)	১১।৪০৮
২১। গোপালদেবকষ্টক—শ্রীশ্রী (কবিতা)	৯।৩২৭
২২। গোড়ীয়ের দ্বাবিংশ বর্ষ	১।৩৫
২৩। গৌরভজনে অধিকার—শ্রী (কবিতা)	১০।৪০০
২৪। চাওয়া ও পাওয়া (কবিতা)	৮।২৮৮

২৫।	চাতুৰ্ম্মাস্ত্র ব্রত	৭।২৫৬
২৬।	চাঁদকাজী-উদ্ধার (নাটিকা)	৭।২৫২, ৯।৩৪০, ১০।৩৯২
২৭।	জড়শা স্বরূপসাধনার প্রতিবন্ধক	১।২৪
২৮।	জানাও তারে নতি (কবিতা)	৩।৯১
২৯।	জীবগোশ্বামী প্রভু—শ্রীল	৭।২৬৮
৩০।	দন্তবক্র বধ	৬।২৩১
৩১।	দীনের বিজ্ঞপ্তি (কবিতা)	১।৮
৩২।	নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, নবনির্মিত সমাধি মন্দিরে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও গৌর-জন্মোৎসব—শ্রীশ্রী	২।৭৪
৩৩।	নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী	১২।৪৬৯
৩৪।	নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল	১২।৪৭১
৩৫।	নরোত্তম ঠাকুর—শ্রীল	৮।৩০৫
৩৬।	নামমহিমা—শ্রী (কবিতা)	৭।২৫০, ১০।৩৬৮
৩৭।	পত্রোত্তরে শ্রীরথযাত্রার সিদ্ধান্ত	১০।৩৮৮
৩৮।	প্রভুপদে হৃদয় বারতা (কবিতা)	৪।১৫৮
৩৯।	প্রশ্নোত্তর—[রস-কীর্তন ১।৬ ; ভক্তি-প্রাতিকূল্য ২।৪৮, ৪।১২৭, ৩।৮৭, ৫।১৬৬ ; অষ্টাভিলাষ ৬।২০৬ ; মৰ্কট-বৈরাগ্য ৭।২৪৬ ; যোষিৎসঙ্গ ৮।২৮৬ ; প্রাতিষ্ঠাশা ৯।৩২৫ ; কুটীনাটী ১০।৩৬৬ ; জীব-হিংসা ১১।৪০৬ ; অপরাধ ১২।৪৪৬ ।]	
৪০।	বণিগবৃত্তি	১২।৪৬৫
৪১।	বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি	১২।৪৭২
৪২।	বাসুদেব গোড়ীয় মঠে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা—শ্রী	৫।১৯৭
৪৩।	বিনা প্রেম্ছে নাহি মিলে নন্দলালা	৫।১৮৩
৪৪।	বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মথ	৩।১১০
৪৫।	বৈষ্ণব ও শ্রীর্ত্তের ব্যবধান	১।১৪
৪৬।	ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী (পত্র)	১১।৪৪০
৪৭।	ভক্তপ্রবর মহারাজ পরিক্ষীত	৬।২১৯
৪৮।	ভক্তি ও ভীতি	৯।৩৪৯
৪৯।	ভক্তি বলিতে কি বুঝি ?	৬।২১৬
৫০।	ভক্তিই জীবের পরম ধর্ম্ম	২।৫৮, ৩।৯৭
৫১।	ভক্তির তাৎপর্য্য	১২।৪৫৭

৫২।	ঐশ্বর্যের সার্থকতা	৪।১৪২, ৫।১৮৬
৫৩।	মনুষ্যে ঈশ্বরত্বারোপ	৯।৩৫৫
৫৪।	মানবদেহধারী অশ্বর	১।২৭, ২।৬৮
৫৫।	যথার্থ ধনী	৫।১৯৩
৫৬।	রথযাত্রার নিমন্ত্রণ-পত্র	৪।১৫৯
৫৭।	লান্সপট্য	৭।২৬৫
৫৮।	লোকনাথ গোস্বামী প্রভু—শ্রী	১১।৪৩৩
৫৯।	শত্রু ও মিত্র	১১।৪২৫
৬০।	শুদ্ধভজন	১১।৪২৮
৬১।	শ্রাদ্ধ	৮।২৯৭, ৯।৩৪৬, ১০।৩৭৪, ১১।৪২০
৬২।	শ্রীধর	১২।৪৬৫
৬৩।	শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিলেই কি ধান্মিক হওয়া যায় ?	৬।২২৪
৬৪।	শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরথযাত্রা-প্রচলন কি শ্রীকৃষ্ণগুণগতের বিরুদ্ধ ?	১।৩৭৯
৬৫।	শ্রীমদুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি	৬।২২৪ ২।৫২, ২।৭১, ৩।১০৩, ৪।১৩১, ৪।১৪৫
৬৬।	শ্রীমদুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব	৮।৩১৭
৬৭।	শ্রীশ্রীমদুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথি-পূজায় আহ্বান (পত্র)	৭।২৭৯
৬৮।	শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসার্বভৌম-সংলাপ	৯।৩৩৪
৬৯।	শ্রীনন্দ	১১।৪৩৪
৭০।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী— [অর্ধাচীনতার কুনাট্য ও তৎপ্রতিকার ১।৬ ; কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা ২।৪৫, ৩।৮৪ ৪।১২৪ ; 'খিওসপি', মায়াবাদ ও প্রাকৃত সাহজিক মত ৫।১৬৫ ; আচার্য্য- চরিত্র ও দৈব-বর্ণাশ্রম ৬।২০৪ ; মঠের স্বরূপ, দিব্যোন্মাদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ৭।২৪৫ ; বাস্তবসত্য অজ্ঞেয় নহে ৮।২৮৫ ; সংসারিক ক্লেশ ও ভগবানের দয়া ৯।৩২৪ ; জাগতিক উচ্চবচজাতিত্ব পারমাণ্বিক-বিচার ১০।৩৬৫ ; অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন ১১।৪০৫ ; শোক-শাতন ১২।৪৪৪ ।]	

৭১।	শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্—[প্রার্থনা ১।১ ; শ্রীব্রজবিলাস-স্তবম্ ২।৪১, ৩।৮১, ৪।১২১, ৫।১৬১, ৬।২০১, ৭।২৪১, ৮।২৮১, ৯।৩২১, ১০।৩৬১, ১১।৪০১, ১২।৪৪১।]	
৭২।	শ্রীশ্রীমধুপুরী-মাহাত্ম্যম্	১।১৮, ২।৬৩
৭৩।	সংপুত্রের পত্র	১১।৪১৩
৭৪।	সমিতির উৎসব-সমীক্ষা (ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী)	৭।২৭৪
৭৫।	সমিতির সংবাদ-সমীক্ষা (নেপাল দর্শন ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসব)	৮।৩১৬
৭৬।	সমিতি-সমাচার (শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব-উৎসব)	১১।৪৩৮
৭৭।	সম্পাদকীয়	১০।৩৯৮
৭৮।	সম্বন্ধের তাৎপর্য্য	৪।১৪৯
৭৯।	সন্দর্ভ-সার [ভক্তিসন্দর্ভ ১।১০, ২।৪৪, ৩।৯২, ৪।১৩৩, ৫।১৭৩, ৬।২১০, ৭।২৫২, ৮।২৮৯ ; প্রীতিসন্দর্ভ ৯।৩২৯, ১০।৩৭০, ১১।৪০৯, ১২।৪৫২।]	
৮০।	সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শন (আস্থান)	৭।২৭৭
৮১।	সংশয়ান্না বিনশ্চতি	৯।৩৫৩
৮২।	সংসারে আসক্তির পরিণাম	৬।২২৭
৮৩।	স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ	৬।২৩৩
৮৪।	স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ	৮।৩১৯
৮৫।	স্বার্থসর্বস্বতা	৭।২৬২
৮৬।	Statement about Ownership and Particulars about Newspaper	১।৪০

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরথোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা ধর্মাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর । অত্র ধর্ম হইরূপে পালে যেই জন ।
 অধোক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন । হরি-কথার বসি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

১২৭-বর্ষ } কীরোদশায়ী, ২১ গোবিন্দ, ৪৮৩ গৌরাক
 শনিবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৭৬; ইং ১৪/৩/১৯৭০ } ১ম-সংখ্যা

সান্নিধ্য

[শ্রীরঘুনাথ-দাস-গোস্বামিনঃ প্রার্থনা]

প্রাতঃ পীতপটে কুচোপরি রুষা ঘূর্ণাভরে লোচনে
 বিম্বোষ্ঠে পৃথু বিক্ষতে জটিলয়া সংদৃশ্যমানে মুহুঃ ।
 বাচা যুক্তিযুষা মৃষা ললিতয়া তাং সং প্রত্যাখ্য ক্রুধা
 দৃষ্টেমাং হৃদি ভীষিতা স্তবতবতী রাধা ধ্রুবং পাতু বঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর প্রাতঃকালে বানরীর প্রবোধ বচন শঙ্কায় সত্তর গাত্রোথানপূর্বক
 ভ্রাস্ত্রবশতঃ প্রিয়তমের পীতবসনকে উত্তরীয় বিধানকরত স্বীয় গৃহে শয়ন
 করণান্তর এবং স্বশ্রুকোপ পরিভূত ললিতাসখী কর্তৃক স্বশ্রুকোপ বিঘ্নহেতু
 আনন্দিত হইলে তৎকালীন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তা শ্রীরাধার নিকটে অবস্থিত
 আপনাকে অশুভব করিয়া আনন্দসম্মগ্ন কবি (রঘুনাথদাস গোস্বামী যেন আপনার
 সম্মুখবর্তি তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি শ্রীরাধার রূপা অভিলাষ করিয়া কহিতেছেন)

কহিতেছেন, যাঁহার পীতবসনে স্তনমণ্ডল আবৃত, নিদ্রাবেশে নয়নদ্বয় ঘূর্ণমান ও অধরবিশ্ব অতিশয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে প্রাতঃকালে এই অবস্থা পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া জটিল। ক্রুদ্ধ হইলে, ললিতা মিথ্যাযুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা অর্থাৎ ললিতা জটিলকে কহিলেন, হে মাতঃ ! তোমার বধূ স্বাধীনা, কি করিব ? আমাদের বাক্য গ্রাহ্য করেন না, আমরা গত রজনীতে ইঁহাকে নিবারণ করিলেও ইনি যথেষ্ট মধুপান করিয়াছিলেন, তাহার ফল ইঁহার লোচনে অবলোকন করুন এবং আমরা বলিয়াছিলাম, অয়ি রাধে ! তুমি বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া শয়ন কর, যেহেতু এক্ষণে প্রবল মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে, কি জানি তোমার বিশ্ব-সদৃশ-ওষ্ঠে ব্রণ হইতে পারে, আমরা এই প্রকার অভিযর্থনা করিলেও ইনি অনাবৃত বদনে শয়ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার ফল ইঁহার অধরে অবলোকন করুন। অহে সখীগণ। তোমরাও দুঃখের উপর দুঃখ অল্পভব কর ? হে মাত জটিলে ! সূর্য্যমণ্ডল দর্শনে আমরা যে যুবতি আমাদেরও লোচনে ঐ প্রকার প্রতীতি হয়, যেহেতু স্বপ্নেতেও যে-শ্রীরাধা কখন পীতবসন পরিধান করেন না, সেই শ্রীরাধার অঙ্গে অল্প পীতবসনের ভান হইতেছে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জটিলকে প্রতারণা করায় মিথ্যা ক্রোধে শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলে যিনি অন্তরে ভীতা হইয়া ললিতাকে স্তব করিয়াছিলেন অর্থাৎ হে ললিতে ! তুমি পরমাভিজ্ঞ, পরমহিতৈষিনী আমাতে করুণার্দ্রচিত্তা তোমার বচন লঙ্ঘন করিমা আমার দশা হইয়াছে, এখন কি হইবে, কিরূপেতেই বা স্বাস্থ্য লাভ করিব তাহা বল ইত্যাদি প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই শ্রীমতী রাধিকা তোমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

পিকপটুরববাত্তে ভূঙ্গবাক্ষারগানৈঃ

স্মুরদতুলকুডুঙ্গকোড়রঙ্গে সরঙ্গং ।

স্মর সদসি কুতোত্তমূত্যতঃ শ্রান্তগাত্রং

ব্রজনবযুবযুগ্মং নর্তকং বীজয়ানি ॥ ২ ॥

অনন্তর দাস গোস্বামী পরমানন্দে বিবশ হইয়া স্বীয় অমুভব সেবা বাঞ্ছা প্রকাশ করত কহিলেন ; কোকিলের স্তমধুর শব্দরূপ বাত দ্বারা ও ভ্রমরের বাক্ষাররূপ সঙ্গীত দ্বারা সুশোভিত নিরুপম নিকুঞ্জবনরূপ নৃত্যালয়ে যেন কন্দর্পোদ্দীপক সভার কন্দর্পের প্রসাদনরূপ কার্য্যের নিমিত্ত আনন্দে নৃত্য

করিয়া যাহারা শ্রান্তপ্রায় হইতেছেন সেই নর্তনশীল ব্রজনবয়ুবুগ্মকে অর্থাৎ
শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি চামর বীজন করি ॥ ২ ॥

কুহুকগীকণ্ঠাদপি কমনকণ্ঠী ময়ি পুনঃ

বিশাখা গানশ্রাপিচ রুচির শিক্ষাং প্রণয়তু ।

যথাহং তেনৈতদযুবযুগলমল্লাস্ত্য সগণা-

ল্লভে রাসে তস্মান্মণিপদক হারানিহ মুহুঃ ॥ ৩ ॥

দাসগোস্বামী শ্রীবিশাখার সৌভাগ্য অনুভব করিয়া আপনাতে তাঁহার
কৃপা প্রার্থনাপূর্বক কহিতেছেন। কোকিল-স্বর অপেক্ষাও তাঁহার অতি
মনোহর স্বর সেই শ্রীবিশাখা আমাকে উত্তমরূপে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করুন,
যে প্রকারে আমি সেই সঙ্গীত দ্বারা রাসে অর্থাৎ উভয় মিলিত ক্রীড়া,
বিশেষে এই সগণ যুবযুগলকে অর্থাৎ সখীপরিবৃত যুগলমূর্ত্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে
পরিভূষিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বারম্বার মণি, পদক ও হার প্রভৃতি
পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতে পারি ॥ ৩ ॥

কান্ত্যা নিন্দন্তুমুচ্ছজ্জলধরনিচয়ং তপ্তকাক্ষস্বরাভং

বাসো বিভ্রাণমীষং স্মিত রুচিরমুখান্তোজমাকল্লিতাঙ্গং ।

বামাঙ্কে রাধিকাং তাং প্রথম রসকলা কেলিসৌভাগ্যমত্তা

মালিঙ্গালাপভঙ্গ্যা ব্রজপতিতনয়ং স্মেরয়ন্তং স্মরামি ॥ ৪ ॥

॥ ইতি শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা ॥

নির্জন নিকুঞ্জে অসংখ্য পরম পরিহাস প্রকাশি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত
আলাপ করিতে অনুভব করিয়া দাসগোস্বামী কহিলেন; যিনি স্বীয়
অঙ্গকান্তি দ্বারা নবোদিত মেঘমালাকে তিরস্কার করিতেছেন, যাহার তপ্ত-
কাক্ষ-সদৃশ অক্ষর পরিধান, যাহার বদনকমল ঈষদ্ভাস্ত্রে সুশোভিত, যাহার
সর্বাঙ্গ-বিবিধ বেশ দ্বারা বিভূষিত এবং যিনি শৃঙ্গারকেলিমত্তা শ্রীরাধিকাকে
বাম ক্রোড়ে স্থাপনপূর্বক তাঁহাকে নানাবিধ বাক্যাতুরী দ্বারা হাস্যরসে নিমগ্ন
করিতেছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি নিয়ত স্মরণ করি ॥ ৪ ॥

॥ ইতি শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামির প্রার্থনা ॥

অর্কাচীনতার কুনাট্য ও তৎপ্রতিকার

শ্রীশ্রীশুরুগোরাঙ্গো ভ্রমতঃ

গৌড়ীয়মঠ

প্রক্টর রোড, বোম্বে ৭

৬ই শ্রাবণ, ১৩৪২

২২শে জুলাই, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেযু—

আপনার পত্রের দুর্লভতা-হেতু আমি চিন্তিত ছিলাম। পত্র পাইলাম বটে, আমি স্নেহাস্পদ * * বাবুর নিরাময়-সংবাদে নিশ্চিন্ত হইব, আশা করিয়াছিল, কিন্তু এখনও তিনি প্রাক্তন ক্লেশ ভোগ করিতেছেন জানিয়া চিন্তিত রহিলাম। ভগবৎকৃপা কি জিনিষ, আমাদের অম্ময় ও ব্যতিরেকভাবে তাহা উপলব্ধি করিবার বিষয়। * *

মূর্খগণ—ডেঁপোরা যে-সকল কুৎসিত নৃত্যে আত্মগ্লানি আনয়ন করে, উহা devil's dance বলিয়া মনে করি। শিক্ষিতের চক্ষু যে-কালে devil's dance দেখিবার শক্তি লাভ করে, তখনই উহা ভাল। নতুবা “নৈতৎ সমাচরেৎ” শ্লোকের বক্তা, শ্রোতা ও পাঠক—সকলকেই তমোগুণে লিপ্ত করায়। বিষ্ঠাভোজী মক্ষিকা যেরূপ সৌগন্ধে বীতরাগী, ভোগিসম্প্রদায় তদ্রূপ কৃষ্ণভোগের কথায় ছটফট করিয়া অগ্নিতে বাষ্প প্রদান করে। সাধুপ্রসঙ্গক্রমে হৃৎকর্ণরসায়নীর হরিকথার উদয়কে যাহারা torture মনে করে, সেই সকল “ঠাকুর মা-নাত্নীর গল্প”বাজ নিরর্থক পড়ুয়াগণের ডেঁপোমি, দস্ত বা ডফ মৃত ডাঃ * * মিত্রের পাগলামীর মত হইয়া যায়। যাহাদের বিচারে Sacred text শব্দ ভোগীর কপটতা ভেদ করিবার তীব্র ঔষধ বলিয়া জ্ঞান হয়, সেই তমোগুণত্যাগিত, রজোগুণ-প্রতিপালিত অবিবেচকগণ running deer হইয়া পড়ে। তাহাদের তখনও oural reception to the Transcendental Message-এর eligibility হয় নাই। কপট সহজিয়ারা শ্রীচৈতন্যদেবকে তাহাদের হাতগড়া পুতুল মনে করিয়া পদ্মা নীতির বশীভূত হয়। সেই অর্কাচীনগণের অবিবেচনা-প্রসূত অক্ষুট কপটানগুলি—

“তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশুনাং লগুড়ো বথা”।

নীতির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচ্য। উক্ত উদ্ধৃত ছোঁড়াটা বুড়ো হইয়া গেলেও বালচাপল্য সে ভুলিতে পারে নাই; অতরাং beneath notice, ঠাকুর

মা-নাত্নীর গল্পপ্রিয়জগণ উহাদের নির্বোধিতা অপনোদন করিবার যে ‘দাওয়াই’ আসে, তাহার তীব্রতা সহ্য করিতে পারে না। আমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্বক নিত্যকৃষ্ণভক্তির অহুসন্ধান করিবার উপদেশ পাইয়াছি। তবে নিজোপকার, পরোপকার ও বন্ধুগণের মঙ্গল সাধনোদ্দেশ্যে আপনাদের যে কার্য্য পড়িয়াছে, তাহাতে বিমুখ জীবগণকে নির্ভেদজ্ঞান ও ভোগের হস্ত হইতে চিরতরে আপনাদের মুক্তি দেবার চেষ্টা দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী হওয়া আবশ্যিক। তাই বলিয়া আমি এক্রপ বলিতেছি না যে, এক্রপ কুপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন জনগণের প্রমত্ততা নিবারণের জন্ত আপনারা সতী চেষ্টা ছাড়িয়া দিবেন। তাহাদিগকে ‘আফারা’ দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। এই শ্রেণীর লোকদিগকে কোন হরিকথা শুনান যাইবে না—এক্রপ নয়। কিন্তু তাহারা মুঢ়-অগ্রমনস্ক-বালচাপল্যযুক্ত থাকিলে তাহাদের নিকট উচ্চ হরিকথা বলিবেন না। “পশুনাং লগুড়ো যথা” যেখানে ঔষধ, সেখানে বাক্যকষাঘাত করাই শ্রেয়ঃ তবে উহা-দিগকে ‘শিক্ষিতজ্ঞানে’ পরিগণিত না করিয়া “বর্কর সাংখ্যবাদী” অভিধানে ভূষিত করাই আবশ্যিক। *Etherial vibration* এর একটা *particular range* এর মধ্যে শব্দ শুনিবার যোগ্যতা বর্তমানে আমাদের আছে। *Range* এর বেশী-কম হইলে উহা আমাদের নিকট বিষদূশ বোধ হয়, তজ্জন্ত আমরা জানি যে, *advice gratis* এর বদলে তাঁহার নিকট হইতে *fee* দাখিল করিবার ক্রিয়াটিই তাহার পক্ষে *eligibility*র *prominent mark* বা *criterion*.

জয়শ্রীর *materials* এর কার্য্য অধিক অগ্রসর হয় নাই। লেখক পাইলেই এবং *ingridients* বা *materials* আমার *accessible* হইলেই অস্থ শরীরে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম, কিন্তু বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। রাবণ বা কংস না থাকিলে—জটীলা-কুটীলা না থাকিলে লীলা-সৌন্দর্য্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ থাকার সময়ে চমৎকারিতা প্রসব করে না। কিন্তু নিত্যধামে ঐ *undesirable elements* এর প্রবেশ না থাকায় অবাধ সেব্য-সেবক-ধর্ম্ম সবিশেষ চিদ্বেচিত্র্য সহ নিত্য বিরাজমান। সুতরাং উহা দূষ নহে।

নিত্যাশীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(রস-কীর্তন)

১। কৃষ্ণলীলা-গানের প্রণালী কি ?

“গৌরচন্দ্রের লীলা-গীতই সর্বাগ্রে গান করা উচিত ; বিশেষতঃ গাধু-দিগের প্রথা এই যে, গৌরচন্দ্রের লীলা-গান না করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা গান করেন না।”

—‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ২।৬

২। সাধকের পক্ষে কিরূপ সঙ্গীত শ্রবণ করা উচিত ?

“যে সঙ্গীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্য করে না, কিন্তু ভগবানের লীলা-বর্ণনের দ্বারা ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সঙ্গীত-বাছাদিই শ্রবণ করিবে। যে সঙ্গীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়া-ভিভূত চিত্তের বিষয়রাগ-মাত্র সমৃদ্ধি করে, তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।”

—‘চৈঃ শিঃ ৩।২

৩। গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে সঙ্গীতের পারিপাট্য কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ?

“শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর সময়েই গানের পারিপাট্য হয়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাস-আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম দাস ও শ্রীশ্যামানন্দ,—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিন জনেই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতি বিদ্যায় তিন জনেই পারদর্শী। তিন জনেই পরস্পর এক-প্রাণ, একাশয় ও হৃদয়-বন্ধু।”

—‘ভক্তিসিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ ও রসভাস’, সঃ তোঃ ৬।২

৪। ‘মনোহরসাহী’, ‘গরাগহাটী’ ও ‘রেণেটী’ গানের প্রচলন কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ?

“শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য কাটোয়া-প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন ; তাঁহার প্রদেশটি মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্তিত গান-পদ্ধতির নাম—‘মনোহরসাহী’ গান। শ্রীনরোত্তমদাস রাজসাহী জেলার গরাগহাটী বা গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামের অধিবাসী। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্তিত গান-পদ্ধতির নাম ‘গরাগহাটী’ গান। শ্রীশ্যামানন্দ

মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রবর্তিত গীত-পদ্ধতিকে ‘রেণেটী’ গান বলা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী গান্যচার্য্যাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্ত শ্রীনিবাস আচার্য্যকে—‘প্রভু’-পদ, শ্রীনরোত্তম দাসকে—‘ঠাকুর’-পদ ও শ্রীশ্যামানন্দকে—‘প্রভু’-পদ দিয়াছিলেন।”

—‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস’, সঃ তোঃ ৬।২

৫। মহাজন-পদে অরসজ্ঞ ব্যক্তির অক্ষর সংযোগ করা অহুচিত কেন ?

“মহাজনের বাক্যে রসাভাস ও বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই। অরসজ্ঞ ব্যক্তি বা গায়ক অক্ষর সংযুক্ত করিলে কাজে-কাজেই রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে।”

—‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস’, সঃ তোঃ ৬।২

৬। রস-কীর্তন-ব্যবসায়ীর মূল্য কতদূর ও তাহার কীর্তন কি বৈষ্ণবের শ্রোতব্য ?

“ইহারা (ব্যবসাদার লীলা-রস-গায়কগণ) সকলেই নামে-রসিকমাত্র ; তাহারা রসবোধ-শূন্য এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-ভাষী। তাহাদের গানে রাগ-রাগিণী, রং-ঢং যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের শ্রোতব্য অধিক দেখা যায় না। তাহারা সমাগত স্ত্রীলোক ও মূর্খ লোকদিগকে রঞ্জন করিবার মানসে গানে এতদূর অক্ষর দেয় যে, মহাজনের পদটী কোথায় থাকে, তাহা জানা যায় না। মূর্খলোক বাহবা দেয়, অর্থ দেয়, তাহাতেই তাহারা অহঙ্কারে পরিপূর্ণ।”

—‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস’, সঃ তোঃ, ৬।২

৭। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অনধিকারীর পক্ষে যে রসকীর্তন নিষিদ্ধ, তৎসম্বন্ধে কিরূপ তীব্র উক্তি করিয়াছেন ?

“জগতে অধিকাংশ মহাশয় বিকৃত ; তাহারা রং ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেষ্ট করিয়া থাকে। যে-পর্য্যন্ত এই কুপন্থা স্থগিত না হইবে, সে-পর্য্যন্ত শৃঙ্গার-রসের গান্ধীর্ঘ্য থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ ! স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রস-গান শ্রবণ করিবেন না। শ্রাদ্ধ-সভা ত’ দূরে যাউক, বৈষ্ণবদিগের আখড়ায়ও এ পদ্ধতি যাহাতে না থাকে, তাহার যত্ন করুন। সর্ব্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্ত্য-রসের গান হওয়াই উচিত। যেখানে অমিশ্র শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণব-মাত্র

উপস্থিত থাকেন, সেখানে রস-গান শ্রবণ করুন এবং রস-গান শ্রবণ-সময়ে নিজ-সিদ্ধ-স্বরূপোচিত-ভজনভাব অমুভব করুন। ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায়, যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থ-লোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রস-গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।”

—‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাতাস’, ৪: তো: ৬২

৮। দেহারামী ব্যক্তি অপ্রাকৃত-লীলার কথা শ্রবণে কি গতি লাভ করে?

“যে-সকল ব্যক্তি স্থূল দেহগত সুখকে বহুমানন করত চিন্ময় দেহগত এই সকল আনন্দ-বৈচিত্র্য অবগত হন নাই, তাঁহারা এই সকল কথার প্রতি দৃষ্টিপাত, মনন ও আলোচনা করিবেন না; কেন না, তাহা করিলে ঐ সকল বর্ণনাকে মাৎসর্ধ্যগত ক্রিয়া মনে করিয়া হয় অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিবেন, নয় আদর করিয়া সহজিয়া-ভাবে অধঃপতন লাভ করিবেন।”

—চৈ: শি: ৭।৭

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

দীনের বিজ্ঞপ্তি

গৌরধাম মায়াপুর! স্বরূপের ভূমি।

বিমুখেরে ক্রোড়ে স্থান কবে দিবে তুমি ॥

যতপি অযোগ্য আমি অঙ্কে উঠিবার।

জননী কুপুত্রে কবে বঞ্চে অধিকার??

দেহের পনর আনা পঙ্কে ডুবে গেছে।

বাকীমাত্র এক আনা—ডুবিলে নিমেষে ॥

এবেও যতপি মোরে কেশে ধরি টানে।

রক্ষা পেতে পারে এই হতভাগ্য প্রাণে ॥

শক্তি বা জ্ঞান মোর বিন্দুমাত্র নাই।

সহায়বিহীন হয়ে ডুবিতেছি তাই ॥

আত্মতত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব, ভুলিয়া স্বদেশে ।
 মোহাচ্ছন্ন হয়ে আমি আছি বিদেশে ॥
 তব কৃপাবলে তার স্মৃতিটী জাগিলে ।
 থাকিবে কি সে-গো আর বিষয়-অনলে ??
 শাপগ্রস্থ ইন্দ্রপ্রায় স্থানভ্রষ্ট হয়ে ।
 কতই না কষ্ট পাচ্ছি মতিচ্ছন্ন হয়ে ॥
 তোমার স্বরূপ যদি হৃদয়েতে স্কুরে ।
 পারিবে কি থাকিতে সে তোমা হতে দূরে ??
 কুদর্শন, কুস্বপন ছুটিবে কি আর ?
 দূর হবে কি গো আর চিন্তের বিভার ??
 উন্মত্তের প্রায় এবে আত্মহত্যা তরে ।
 বিষয়ে পক্ষে সদা চায় ডুবিলারে ॥
 সাধু-উপদেশ শুনি শূন্যদৃষ্টে চাই ।
 বিষয়ের লোলুপ দৃষ্টি ছাড়িতে না পাই ॥
 বিকৃত মস্তিস্কে মম সাধু-উপদেশ ।
 কিছুতেই বিন্দুমাত্র না করে প্রবেশ ॥
 এ ভীষণ উন্মাদ-রোগ সারিবে কিরূপে !
 স্বরূপ লভিব কিসে ছাড়িয়া বিরূপে ॥
 আশা নাই, আশা নাই কিছুমাত্র আর ।
 দূর নাহি হবে কভু মোহ-অন্ধকার ॥
 স্বরূপস্থ ধামবাসী কৃপালু সজ্জন ।
 কৃপা করি তুলে লও পঙ্কমগ্ন জন ॥
 ঘৃণা না করিও মোরে ভাবিয়া পতিত ।
 পতিতের হিত করা সাধুর চরিত ॥

—শ্রীখগপতিদাস অধিকারী

কাচুয়াগাওঁ, গোয়ালপাড়া

(আসাম)

গ্রাহক নং ২৩০৪

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-৪৯)

অনন্তর গুণকীর্তন বর্ণিত হইতেছে—

ইদং হি পুংসস্তপসঃশ্রুতশ্চ বা

শ্রিষ্টশ্চ শ্রুতশ্চ চ বুদ্ধদত্তয়োঃ ।

অবিচ্যুতোহর্থঃ কবিভিনিরূপিতো

যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ (ভাঃ ১।৫।২২)

উত্তমঃ শ্লোক ভগবানের গুণানুকীর্তনই জীবের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যাগোক্ত, মন্ত্রজপ, শাস্ত্রজ্ঞান, দান প্রভৃতির অবিচ্যুত অর্থ অর্থাৎ নিত্যকাল-রূপে কবিগণ গান করিয়াছেন ।

তৎপরে লীলাকীর্তন বলা হইতেছে—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ ।

নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥

(ভাঃ ২।৮।৪)

শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান শ্রীহরির লীলাসকল শ্রবণ ও কীর্তন করিলে শ্রীহরি অনতিবিলম্বে ঐ ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করেন (স্মুরিত হন) ।

মৃষাগিরস্তা হৃসতীরসংকথা

ন কথ্যতে যদ্ ভগবানধোক্ষজঃ ।

তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং

তদেব পুণ্যং ভগবদুগোদয়ম্ ॥

যদুত্তমঃশ্লোকযশোহনুগীযতে ॥ (ভাঃ ১২।১২।৪৯)

যাহাতে ভগবান অধোক্ষজ কীর্তিত না হন, তাদৃশী অসংকথাযুক্ত মিথ্যাবাক্য সকল অসতী, কিন্তু ভগবদুগোদয়—যাহাতে উত্তমঃ শ্লোক ভগবান অনুক্ষণ কীর্তিত হন । তাহাই সত্য মঙ্গল ও পুণ্যস্বরূপ ।

স্কান্দে বলিয়াছেন—

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ততে কথা ।

তত্র তত্র হরিষ্যাতি গৌর্যথা সূতবৎসলা ॥

সন্তানবৎসলা ধেনু যেরূপ সন্তানের অনুগামিনী হয় । তদ্রূপ যেখানে হরিকথা কীর্তিত হয় । শ্রীহরি ও তথায় গমন করেন ।

মংকথাবাচকং নিত্যং মংকথাশ্রবণে রতম্ ।

মংকথাপ্ৰীতিমনসং নাহং ত্যক্ত্যামি তং নরম্ ॥

(কান্দে ও বিষ্ণুধর্ম)

নিত্য আমার কথাবাচক, আমার কথা শ্রবণেরত এবং আমার কথায়
প্ৰীতিযুক্তমনা ব্যক্তিকে আমি কখনও ত্যাগ করি না । (শ্ৰীহরির উক্তি)

যানীহ বিশ্ববিলয়েস্তববৃত্তিহেতুঃ

কর্মাণ্যনন্তবিষয়াগি হরিশ্চকার ।

যন্তুগ গায়তি শৃণোত্যহুমোদতে বা

ভক্তির্ভবেদৃভগবতি হৃপবর্গমার্গে ॥ (ভাঃ ১০।৬২।৪৫)

বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্তা ভগবান শ্ৰীহরি যে সকল অনন্তসাধ্য
কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যিনি সে সকল বিষয় কীর্তন শ্রবণ বা অহুমোদন
করেন, তাঁহার অপবর্গমার্গস্বরূপ শ্ৰীহরিতে ভক্তি হইয়া থাকে ।

গায়কের শক্তি না থাকিলে অথবা নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গায়ক থাকিলে
যিনি তাঁহার কীর্তন শ্রবণ করেন কিম্বা অহুমোদন করেন তিনিও ভক্তি লাভ
করেন ।

রাগেণাকুশ্যতে চেতো গান্ধর্বাভিমুখং যদি ।

ময়ি বুদ্ধিঃ সমাস্তায় গায়েথা মম সংকথাঃ ॥

(বিষ্ণুধর্মো বিষ্ণুভক্তি)

পাণ্ডে চ ভগবত্বুক্তি—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ ।

মন্তুত্রা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

তেষাং পূজাদিকং গন্ধধূপাঘৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ ।

তেন প্ৰীতিং পরাং যামি ন তথা মম পূজনাং ॥

যদি শ্ৰীগান্ধর্ব্যার (শ্ৰীরাধার) প্রতি অনুরাগবশতঃ চিত্ত আকৃষ্ট হয় ।
তাহা হইলে আমার প্রতি বুদ্ধি স্থাপনপূর্বক মদীয় সংকথা গান করিবে ।

হে নারদ ! আমি বৈকুণ্ঠে বা যোগিগণের হৃদয়ে বাস করি না । কিন্তু
আমার ভক্তগণ যেখানে আমার কীর্তন করে আমি সেইখানেই বাস করি ।
গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা আমার ভক্তগণের পূজাদ্বারাই আমার যেরূপ পরমপ্ৰীতি
হয় । কিন্তু আমার পূজাতে ততটা প্ৰীতি হয় না ।

নৃসিংহ পুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি —

তে সন্তঃ সৰ্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ ।

যে নৃসিংহ ভগবন্নাম গায়ন্ত্যচৈমুদাষিতাঃ ॥

হে নৃসিংহদেব ! যে সকল সাধু হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈশ্বরে আপনার নাম কীৰ্ত্তন করেন, তাহারা সৰ্বপ্রাণীর অহৈতুক বান্ধবস্বরূপ ।

অনেক ব্যক্তির সম্মিলিতভাবে কীৰ্ত্তনকে সংকীৰ্ত্তন বলা হয় । তাহা কীৰ্ত্তন অপেক্ষা চমৎকার বিশেষ পোষণ করে ।

এই নাম সঙ্কীৰ্ত্তন বিষয়ে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ —

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু ও অমানী-মানদ হইয়া সৰ্বদা হরি কীৰ্ত্তন কর্তব্য ।

যাহারা দ্রব্য, জাতি এবং ক্রিয়াবিষয়ে দীন অর্থাৎ যাহাদের উত্তম দ্রব্য জাতি-গুণ-ক্রিয়া বর্তমান নাই, তাহাদের একমাত্র বিষয়রূপে শ্রীহরির অপার করুণারূপিণী এই কীৰ্ত্তনাখ্যা ভক্তির বিধান করিয়াছেন ।

ব্রহ্মবৈবর্তে—

অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যাজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।

সাজ্জা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ ॥

অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষাবিভূষ তাননায়াসেনৈব তত্তদ্যুগগত-মহাসাধনানাং সৰ্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি । অতএব ত্রৈলোক্যেব কলৌ ভগবতো বিশেষতঃ সন্তোষো ভবতি —

তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীৰ্ত্তনম্ ।

কলৌ যুগে বিশেষণ বিষ্ণুপ্ৰীত্যে সমাচরেৎ ॥

অতএব তপস্যা, যোগ, জ্ঞান, যজ্ঞাদি ক্রিয়া সকল কলিযুগে স্থনিপুণ ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা সাজ্জা হয় না । অতএব কলিযুগে স্বভাবতঃ অতি দীন ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে আবিভূতা হইয়া এই কীৰ্ত্তনাখ্যা ভক্তি তাহাদিগকে অনায়াসে অন্ত্যাত্ম যুগপৎ মহাসাধন সকলের যাবতীয় ফলই প্রদান করে । যেহেতু তাহা দ্বারাই কলিযুগে ভগবানের বিশেষ সন্তোষ হয় । কলিযুগে শ্রীহরিকীৰ্ত্তনই উত্তম তপঃস্বরূপ, অতএব শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য বিশেষভাবে তাহারই অনুষ্ঠান কর্তব্য ।

শ্রীভাগবতে ১২।৩।৫২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

কৃতে যদধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পবিচর্য্যয়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাং ॥

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যাদ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিতে কেবল হরি কীর্তনে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।

যত্র সংকীর্তনে নৈব সৰ্ব্বঃ স্বার্থোইভিলভ্যতে ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

যাঁহারা কলিযুগের কীর্তন প্রচাররূপ গুণ অবগত আছেন, কলির দোষ গ্রহণ না করিয়া তাদৃশ সারভাগী ব্যক্তি অর্থাৎ সারগ্রাহী ব্যক্তি কলিযুগেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন, যেহেতু কলিতে কেবল সংকীর্তন দ্বারা সমস্ত স্বার্থ (অন্যান্য যুগের সাধনাদি দ্বারা সাধ্য হইলে) লাভ হইয়া থাকে ।

ন হৃতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ ।

যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্রুতি সংস্রুতিঃ ॥

(ভাঃ ১১।৫।৩৭)

যে কীর্তন ইহিতে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং কীর্তনকারীর সংসারও নষ্ট হয়, তাদৃশ কীর্তন অপেক্ষা ইহলোকে ভ্রমণশীল ব্যক্তির পরম লাভ আর কিছুই নাই ।

কৃতাতিথ্যু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সন্তবন্ ।

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৮)

সত্যাদিযুগের প্রজাগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণ ইচ্ছা করিয়া থাকেন । যেহেতু কলিতে মনুষ্যগণ নারায়ণপরায়ণ হইবেন ।

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা ।

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরেনামানি লুপ্তকঃ ॥ (বিষ্ণুধর্ম্মে)

হরিনাম গ্রহণ বিষয়ে দেশনিয়ম, কালনিয়ম অথবা উচ্ছিষ্টাদি অবস্থায়ও কোন নিষেধ নাই ।

যস্মিন্তন্ত মতির্নযাতি নরকং স্বর্গোহপি যচ্ছিন্তনে

বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মনসাং ব্রহ্মোহপি লোকোহল্লকঃ ।

মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোহমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ

কিং চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্তিতে ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

যাহাতে মনোনিবেশ করিলে মাহুয নরকগামী হয় না, স্বর্গস্থও যাহার ধ্যানে বিষ্ণুরূপে অনুভূত হয়, যাহার প্রতি মনোনিবেশ করিলে ব্রহ্মলোকও ক্ষুদ্ররূপে নির্ণীত হয় এবং যিনি নির্মলচিত্ত ব্যক্তিগণের চিত্তে অবস্থিত হইয়া মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করেন, সেই শ্রীহরির কীর্তন প্রভাবে যে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং

ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্ ।

প্রায়েণ মর্ত্য্য ভগবন্তমচ্যুতং

যক্ষ্যন্তি পাষণ্ড বিভিন্নচেতসঃ ॥

যন্মামধেয় ত্রিযমাণ আতুরঃ পতন্

স্থলন্ বা বিবশো গুণন্ পুমান্ ।

বিমুক্তকর্মাংগল উত্তমাং গতিং

প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥ (ভাঃ ১২।৩৪৩-৪৪)

ত্রিলোকনাথগণ যাহার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া থাকেন, কলিযুগে প্রজাগণ পাষণ্ড মত দ্বারা বিভিন্নচিত্ত হইয়া সেই শ্রীহরির পূজা করিবে না । ত্রিযমান, আতুর, পতিত, স্থলিত বা বিবশভাবে যাহার নাম উচ্চারণ করিলে জীব কর্মবন্ধনমুক্ত হইয়া উত্তমগতি লাভ করেন, কলির প্রজাগণ সেই শ্রীহরির পূজা করিবে না ।

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

বৈষ্ণব ও স্মার্তের ব্যবধান

জীব যখন দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি করত নিজে ফলভোগকামী হইয়া নানাবিধ কর্মের আবাহন করে, তখন সে স্মার্ত-নামে অভিহিত হয় । যে-সকল জীব ভগবানে শরণাপন্ন নহেন বা সাধুজনে প্রপন্ন নহেন, কেবলমাত্র নিজ-নিজ দৈহিক চেষ্টাতেই ব্যাপ্ত, তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্ত স্মৃত্যুক্ত বিধান-সমূহ রচিত হইয়াছে । যাহারা সর্বদাই নিজ স্বার্থলাভের জন্ত মিথ্যা-কথা, প্রবঞ্চনা, অসদাচার, পরদ্রব্য লোভ, পরহিংসা প্রভৃতি অসৎকার্য্যে নিযুক্ত, তাহাদিগের ঐসকল কুপ্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিবার জন্ত স্মৃতির কঠোর আদেশ ।

অতরাং স্বতন্ত্র কার্যসমূহ নিত্য নহে—নৈমিত্তিক মাত্র অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ভগবৎ-কার্যসমূহ নিত্য। কারণ, সেখানে কার্যের ফলভোক্তা শ্রীভগবান্। তাহা একমাত্র ভগবদ্দেশ্যেই কৃত হয় এবং পরেও নিত্যকাল কৃত হইবে। ভগবানে শরণাপন্ন বৈষ্ণবগণের নৈমিত্তিক কর্মের আবাহন নাই। তাঁহার সর্বদাই ভগবানের উদ্দেশ্যে ভগবানকেই একমাত্র সর্বফল-ভোক্তা জানিয়া নিত্য ভগবদ্ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন।

স্মার্ত ও বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনে বাহ্য দৃষ্টিতে অনেক সময় আকারগত ভেদ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যগত সম্পূর্ণ ভেদ রহিয়াছে। বৈষ্ণবের ব্যবহার—একান্ত পরমার্থের অনুকূল, আর স্মার্তের ব্যবহার—অর্থের অনুগত। স্মার্তের ব্যবহারে পরমার্থের ভাণ আছে বটে, কিন্তু তাহা অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কপটময়-আচরণমাত্র। বৈষ্ণবের ব্যবহার অন্তর্দৃষ্টিতে অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য লক্ষিত হইলেও তাহা কপটশূন্য কৃষ্ণসেবোন্মুখতাৎপর্যময়ী চেষ্টা। বৈষ্ণবের সমস্ত কার্য, সমস্ত চেষ্টা, আচার-ব্যবহার, ব্রত, শরীর-রক্ষা, বর্ণাশ্রম-বিধি, সমস্ত জীবন—কৃষ্ণসেবার অনুকূল; আর স্মার্তের কার্য, সমস্ত চেষ্টা, ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভিনয় ইত্যাদি বর্ণাশ্রমবিধি, সমস্ত জীবনের আচার-ব্যবহার—কৈতবযুক্ত ধর্ম্মার্থকামাদি ফললাভের উদ্দেশ্যমূলক।

স্মার্ত প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া যে দন্তধাবন, কেশসংস্কার, স্নান ইত্যাদি ক্রিয়া করেন, সে-সমস্তই তাঁহার কোন না কোন (স্থূল বা সূক্ষ্ম) ভোগের অনুকূল। স্মার্তের শয়ন, গমন, আহার, দেহযাত্রানির্ব্বাহ, সংসার—সমস্তই তাঁহার ভোগের সাধক, কিন্তু পরমার্থ-বৈষ্ণবের ঐসমস্ত কার্যই হরिভক্তনের অনুকূল। বৈষ্ণব যে শৌচাদি কার্য করেন, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার করেন, দেহের মার্জনভূষণ করেন, শয়ন, গমন, ভোজন করেন—তাঁহার মূলে একমাত্র উদ্দেশ্য—শ্রীভগবানের সেবা। হরিপ्रीতির জন্তই তাঁহার শরীর সুস্থ রাখিবার আবশ্যকতা, নতুবা তাঁহার বাঁচিবার কোন বাসনা নাই। হরিসেবার জন্তই তাঁহার শয়ন, ভোজন, পরিব্রজ্যাদির আবশ্যকতা, নতুবা তিনি আশ্রয়ভোগানুকূল বৃথা কার্যের জন্ত গমনাগমন করিবার কোনও অভিলাষ রাখেন না। মোট কথা, যে কার্যে হরিসেবা বা হরিসেবার কোনপ্রকার অনুকূল্য হয় না, সেরূপ কোন কার্যের জন্ত তাঁহার লেশমাত্রও উদ্যম নাই। তিনি হরিসেবানুকূল কার্য-ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য,

এমন কি, নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সংরক্ষণ করেন না। মহাজনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহার বিচার এইরূপ,—

তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয়।
 পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয় ॥
 তুয়া ভক্তি-বহির্মুখ সঙ্গ না করিব।
 গৌরাঙ্গ-বিরোধি-জন-মুখ না হেরিব ॥
 ভক্তিপ্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
 ভক্তির অপ্রিয়কার্য্যে নাহি করি রতি ॥
 ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
 ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব ॥
 গৌরাঙ্গবর্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
 ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি ॥
 ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
 ভক্তি-বহির্মুখ নিজজনে জানি পর ॥
 ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জন।
 অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ ॥
 যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি।
 ত্যজিব যতনে তাহা,—এ নিশ্চয় বাণী ॥

আবার হরিভক্তির অনুকূল-বিষয়ে তিনি বিচার করেন,—

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
 পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥
 ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
 করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥
 শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
 দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া।
 তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
 নৈবেদ্য-তুলসী-দ্বাণ করিব গ্রহণ ॥
 কর-দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
 তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্বদা ॥

তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব ।

তোমার বিদ্বৈষিণ্যে ক্রোধ দেখাইব ॥

এইরূপে সর্ববৃত্তি, আর সর্বভাব ।

তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাব ॥

তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি ।

তুয়া ভক্তি-অনুকূল বলি' তাহা ধরি ॥

আর শ্রীমদ্ভক্তের ব্যবহারিক কার্যের ত' কথাই নাই, যাহাকে তিনি 'পারমার্থিক' কার্য বলিয়া প্রচার করেন, তাহাও তাঁহার ভোগেরই অনুকূল হওয়ায় তাহা ভগবৎসেবার বিরোধী কার্য। শ্রীমদ্ভক্তের সন্ধ্যা-বন্দনা, শাস্ত্র-পাঠ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা প্রভৃতি পারমার্থিকতার ভাগযুক্ত কার্যগুলিও ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ ফলাভিনন্দিযুক্ত কপটময়। শ্রীমদ্ভক্তের ফলার্পণ-চেষ্ঠার অভিনয় বা "উড়ো খই—গোবিন্দায় নমঃ"—চেষ্ঠার আবাহনও কপটতায়ুক্ত আত্মভোগ-চেষ্টানুসন্ধান। শ্রীমদ্ভক্ত সন্ধ্যা-বন্দনা করেন—ধর্ম্মপ্রাপ্তির জন্ত, শাস্ত্র পাঠ করেন—পুণ্যের জন্ত, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন—অর্থাদিপ্রাপ্তির জন্ত। কাজেই শ্রীমদ্ভক্তের পারমার্থিক-কার্যও অর্থপ্রাপ্তির চেষ্টামাত্র। আর বৈষ্ণব, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, শাস্ত্র পাঠ করেন—কৃষ্ণপ্ৰীতির জন্ত—কৃষ্ণসেবা-সুখ-সমৃদ্ধির জন্ত। তিনি ধর্ম্মার্থ-কামবাঞ্ছায়ুক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়াকে "সন্ধ্যাবন্দনং ভদ্রমন্তু ভবতো ভো স্নান তুভ্যং নমঃ" বলিয়া ঐসকল কপটতাময়ী চেষ্ঠার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। বৈষ্ণব অর্থ-চেষ্টা করেন,—ভগবানের কথা প্রচার এবং ভগবদ্ভক্তের সেবার জন্ত। যাহারা হরিসেবাবিমুখ, সেই সকল দেহ-মনস্কীয় আত্মীয়-স্বজন-নামধারী ব্যক্তিগণকে 'ভগবজ্জন' বলিয়া তাঁহারা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করেন না—'কর্তব্যের' দোহাই দিয়া তাঁহারা বিমুখগণের সেবায় আত্মনিয়োগ ও আত্মভোগের আবাহন করেন না। যেসকল শ্রদ্ধতিবান্ ব্যক্তি সত্য সত্য নিষ্কপটে হরিসেবা করেন, তাঁহাদের জন্তই বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের নির্দেশানুসারে সকলপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকেন—তাঁহাদের জন্তই অর্থোপার্জন করেন, তাঁহাদিগের সর্ববিধ পরিচর্যা করিয়া থাকেন। কাজেই শ্রীমদ্ভক্ত ও বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনে আন্তর-উদ্দেশ্যগত আকাশ-পাতাল-ভেদ বর্তমান। শ্রীমদ্ভক্তের জীবন—হরিবিমুখতায় পুষ্ট, আর বৈষ্ণবের জীবন—হরিসেবায় সমৃদ্ধ।

ও বিষ্ণুপাদ ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ 'জৈবধর্মে' লিখিয়াছেন,—কৃষ্ণে ভক্তিশূন্য ব্যক্তি বিষয়ী, স্ত্রী-সঙ্গী (অর্থাৎ বিষয় ও স্ত্রীলোক-সঙ্গে আসক্তি যাহাদের), মায়াবাদ ও নাস্তিক্যদোষে দূষিত-হৃদয় এবং কৰ্ম্মজড়—এই চারি-প্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণবিমুখ; ইহাদের সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে। ভাব উদিত হইলে ভক্তি গাঢ় হয়। যে পর্য্যন্ত ভাবের উদয় হয় নাই, সে পর্য্যন্ত ভক্তির বিরোধী সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যিক। 'সঙ্গ'-শব্দে আসক্তি; কার্য্য-গতিকে অস্বাভাবিক ব্যক্তির সহিত যে সঙ্গিকর্ষ হয়, তাহাকে 'সঙ্গ' বলে না; অত্য়ের সঙ্গিকর্ষে স্পৃহা জন্মিলে সঙ্গ হয়। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিতান্ত বর্জনীয়। ভাবোদয়ে বহির্গুণসঙ্গ-স্পৃহা কখনই জন্মে না। বৈধী ভক্তি-অধিকারীর পক্ষে সেরূপ দূঃসঙ্গ যত্পূর্ব্বক বর্জন করা চাই। বৃক্ষলতা যেরূপ মন্দ বায়ুতে ও বিশেষ উত্তাপে বিনষ্ট হয়, কৃষ্ণবিমুখতাক্রমে সেইরূপ ভক্তিলতা শুষ্ক হইয়া পড়ে; সুতরাং স্মার্ত্ত প্রভৃতির সঙ্গ করা ভক্তের ভক্তিবৃদ্ধির হানিকারক বলিয়া তাঁহারা তাহা হইতে বিরত হন।

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত হরিশজন মহারাজ

শ্রীশ্রীমধুপুরীমাহাত্ম্যম্

“পুরী মধুপুরীবরা” ইদং বৈষ্ণবানাং ধ্যানং। তে তু অত্যাশ্রয়ং বসন্তঃ ধ্যানেনাপি তত্র বাসং কল্পয়ন্তি। অত্র মধুপুরীপদেন শ্রীবৃন্দাবনমপি তত্রান্তর্ভবেৎ। চতুঃষষ্ঠিতন্ত্র্যঙ্গানাং পঞ্চকং পরমং শ্রেষ্ঠং—নামসঙ্কীর্ণনং, শ্রদ্ধয়া শ্রীমূর্ত্তিসেবনং, শ্রীভাগবতাস্বাদঃ, সতাং সঙ্গঃ, মথুরামণ্ডলে বাসঃ। এতেষু একস্ত কিঞ্চিদপি অনুষ্ঠীয়তে চেদ্ ভক্তিরূপং ততঃ নাত্র বহুসেবনং অপেক্ষ্যতে, কেবলং সদ্বুদ্ধিভূম্ অপেক্ষ্যতে যদ্বক্তঃ শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ—যত্র স্বল্পোহপিসম্বন্ধঃ যদ্বিষাভাবজন্মেন অলমিতিশেষঃ। অথ মথুরামাহাত্ম্যে সংগ্রহশ্লোকাঃ তন্মাহাত্ম্যসূচকাঃ কথাঃ॥ ত্রৈলোক্যবাস্তীর্থানাং সেবনাং দুর্লভা হি যা। “পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ।”

জ্ঞানেন সৰ্ব্বতীর্থানাং যং স্ত্রাং পুণ্যসঞ্চয়ঃ।

ততোহধিকতরং প্রোক্তং মাথুরে সৰ্ব্বমণ্ডলে ॥

অত্ৰ দশভির্কর্ষৈঃ প্রারব্ধভুজ্যতো তু যং-

কিল্লিষং তন্মহাদেবি মাথুরে দশভির্দিনৈঃ ॥

ন তীর্থং মথুরায়্যা হি ন দেবঃ কেশবাংপরঃ ।
 গোপ্যাং সপ্তপুরীগান্ত মথুরামণ্ডলং স্মৃতম্ ॥
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু বারাগস্তান্ত যৎ ফলং ।
 তৎ ফলং লভতে দেবি মথুরায়াং ক্ষণেন হি ।
 (পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু তীর্থরাজেষু যৎ ফলং ।
 তৎ ফলং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে দিনে) ।
 ন দ্বারকাকালীকাক্ষী ন মায়া গদাভূতোযশ্চ সমং ন তীর্থং ।
 সন্তপিতা যদ্ যমুনাঙ্গলেন বাঙ্কন্তি নো পিতরঃ পিণ্ডদানম্ ॥
 মথুরায়াং প্রকুর্কন্তি পুরীসাধারণীদৃশম্ ।
 যে নরা স্তেহপি বিজ্ঞেয়াঃ পাপরাশিভিরন্বিতাঃ ॥
 শ্রীকৃষ্ণাখ্যাং পরংব্রহ্ম যত্র ক্রীড়তি সর্বদা ।
 তদত্মাখিলতীর্থভোক্ত্যধিকং যত্নং কিমুচ্যতে ॥
 ক্ষতিস্মৃতিবিহীনা যে শৌচ্চারবিবর্জিতাঃ ।
 যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং মধুপুরীগতিঃ ॥
 হরৌ যেষাং স্থিরাভক্তিভূয়সী তেষু তৎকৃপা ।
 তেষামেব হি ধ্যানাং মথুরায়াং ভবেদ্রতিঃ ॥
 তীর্থেচৈব গৃহেবাপি চত্বরে পথিচৈব হি ।
 যত্র তত্র মৃত্যু দেবি মুক্তিং যান্তি ন চাতথা ॥
 কাশ্মাদিপুৰ্য্যো যদি সন্তি লোকে তানাস্ত মধ্য মথুরৈব ধত্বা ।
 যা জন্ম মোঞ্জীৱতমৃত্যুদাহৈর্নৃণাং চতুর্ধাবিদধাতি মোক্ষম্ ॥
 কুমিকটপতঙ্গাত্মা মথুরায়াং মৃত্যু হি যে ।
 কূলাং পতন্তি যে বৃক্ষান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
 প্রণাল্যামিষ্টকচিত্তে শ্মশানে ব্যোম্নি মঞ্চকে ।
 অট্টালে বা মৃত্যু দেবি মাথুরে মুক্তিমাণুযুঃ ॥
 সর্পদষ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাস্থবিনাশিতাঃ ।
 লঙ্কাপমৃত্যুবো যে চ মাথুরে হরিলোকগাঃ ॥
 সত্যং সত্যং মুনিশ্রেষ্ঠ ক্রবে শপথপূর্ব্বকং ।
 সর্বাভীষ্টপ্রদং নাশ্চমথুরায়া সমং কচিৎ ॥
 তারকং পালকং তস্মৈ প্রভাবোহয়মনাহতঃ ।
 তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিশ্চ পারকাং ॥

অজ্ঞাতমথবা জ্ঞাতং তারকং জপতে যদি ।
 যত্র তত্র ভবেন্মৃত্যুঃ কাশ্মাস্ত ফলমাদিশেৎ ॥
 মকারে চ উকারে চ অকারে চাত্তসংস্থিতে ।
 মাথুরঃ শব্দনিষ্পন্নঃ ঔকারস্ত ততঃ সমঃ ॥
 অন্তেষু পুণ্যতীর্থেষু মুক্তিরেব মহাফলং ।
 মুক্তৈঃ প্রার্থ্যোহরেভক্তির্মথুরায়াঞ্চ লভ্যতে ॥
 অহো মধুপুরী ধন্য বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী ।
 দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥
 অথ সপ্তপুরীণাস্ত সর্বোৎকৃষ্টস্তমাথুরং ।
 শ্রীযতাং মহিমা দেবি বৈকুণ্ঠভুবনোত্তমঃ ॥

“শ্রীমধুপুরীই সর্বশ্রেষ্ঠা” ইহাই বৈষ্ণবগণের ধ্যান। তাঁহারা অত্র বাস করিলেও ধ্যানেও সেখানে বাসের চিন্তা করেন। এখানে মধুপুরী শব্দে শ্রীবন্দাবন অর্থও অন্তর্ভূত বুঝায়। চৌষটি ভক্ত্যঙ্গের পাঁচটি পরম শ্রেষ্ঠ—নামসংকীৰ্ত্তন; শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবা, শ্রীভাগবতাস্বাদ, সংসঙ্গ ও মথুরাবাস। ইহাদের একটীরও যৎকিঞ্চিদ্ অনুষ্ঠিত হইলেই ভক্তি জন্মে। এখানে বহু সেবার অপেক্ষা নাই, কেবল সদবুদ্ধিহের অপেক্ষা। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও তাহা বলা হইয়াছে।

[অতঃপর মথুরা মাহাত্ম্যের সংগ্রহশ্লোকগুলিই তাঁহার মাহাত্ম্য স্থচনা করিতেছে, যথা—ত্রৈলোক্যবর্ত্তী তীর্থসকলের সেবা করিলেও যাহা হুল্লভ, সেই পরানন্দময়ী সিদ্ধি মথুরা স্পর্শমাত্রেই হয়। সর্বতীর্থে স্নান করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহারও অধিক পুণ্য মথুরামণ্ডলে হয়। অত্র দশ বর্ষে যে প্রারব্ধ ভোগ হয়, সেই পাপও মহাদেবি মথুরায় দশ দিনে মাত্র ভোগ হয়। মথুরার অধিক শ্রেষ্ঠ তীর্থ নাই, কেশবের অধিক শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই, কাশ্মাদি সপ্ত পুরীর গোপ্যই আমার মথুরাধাম। সহস্র বৎসর কাশীবাস করিলে যে ফল হয়, মথুরায় তাহা ক্ষণমাত্র বাসেই হয়। সহস্র বৎসর তীর্থরাজ্যে বাস করিলে যে ফল হয়, তাহা মথুরায় একদিনেই হয়। দ্বারকা কাশী কাঞ্চী মায়া কোন তীর্থই গদাধরের তীর্থের সমান নয়। যেখানে যমুনাঙ্গলে তর্পণ ও পিণ্ডদান আমাদের পিতৃগণ বাঞ্ছা করেন। মথুরায় যাহারা সামান্ত পুরী দৃষ্টি করেন, তাহারাও পাপরাশি দ্বারা যুক্ত জানিবে। শ্রীকৃষ্ণরূপ পরব্রহ্ম যেখানে সর্বদা ক্রীড়া করেন, তাহা যে অত্র সব তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা আর কি বলিব ?

শ্রুতিস্মৃতিহীন শৌচাচারবর্জিত যাহারা এবং যাহাদের অশ্রু গতি নাই, মথুরাই তাহাদের গতি। হরিতে যাহাদের ভক্তি স্থির ও হরিকৃপা যাহাদিগতে প্রচুর, সেই সব ধনুজনেরই মথুরায় রতি হয়। তীর্থে, গৃহে, চত্বরে বা পথে যেখানে সেখানে সেই তীর্থে মরিলেই মুক্তি হয় ইহাতে অশ্রুতা নাই। কাশ্মাদি নানা পুরীই পৃথিবীতে আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মথুরাই ধনু, যিনি মৌজী-ব্রত-মৃত্যু ও দাহ দ্বারা মানুষের চতুর্বিধ মুক্তি বিধান করেন। কুমিকীটপতঙ্গাদি যে কেহ মথুরায় মরিলেই বা কুলপতিত বৃক্ষও পরমা গতি লাভ করে। প্রণালীতে, ইষ্টকালয়ে, শ্মশানে, আকাশে, মঞ্চে, অট্টালিকায় মৃত ব্যক্তিও মথুরায় মুক্ত হয়। সর্পদষ্ট, পশুহত, অগ্নিঞ্জলে মৃত অপমৃত্যুশালী লোকও তথায় হরিলোকগামী হয়। মুনিবর সত্যসত্যই বলিতেছি, শপথই করিতেছি মথুরার সমান কেহ সর্বাভীষ্টপ্রদ নয়। তারক ও পারক দুইটি প্রভাবই তাহার অব্যাহত; তারক হইতে মুক্তি, পারক হইতে প্রেম হয়। অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারে তারকরূপে যেখানেই মৃত্যু হউক, কাশীমৃত্যুর ফল পাইয়া থাকে। মকারের, উকারের ও অকারের অন্তর্কর্ত্তী মথুরা শব্দ, স্তবরাং তাহা প্রণবের সমান। অশ্রু তীর্থে মুক্তিই মহাক্স, আর মুক্তের প্রার্থনীয়া হরিভক্তি মথুরায় লাভ হয়। অহো মধুপুরী ধনু! বৈকুণ্ঠেরও শ্রেষ্ঠা, একদিন বাসেই যেখানে হরিভক্তি লাভ হয়। অতএব কাশ্মাদি সপ্তপুরীর মথুরাই সর্বোৎকৃষ্ট। হে দেবি! তাহার মহিমা শুন—তাহা বৈকুণ্ঠভূবন হইতেও উত্তম।]

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি-এ (অনার্স)

অধ্যাপক, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

নবদ্বীপ (নদীয়া)।

কিসে প্রয়াস থাকিবে ?

‘প্রয়াস’ বলিতে অত্যাভিলাষিতা, কৰ্ম্মকাণ্ড ও নির্ভেদ-জ্ঞানকাণ্ডে বদ্ধ-জীবের যে বিবিধ চেষ্টা, তাহাই বুঝায়। ভক্ত্যঙ্গ সাধনে যে যত্ন ও তৎপরতা, তাহা কখনও ভক্তিত্যাগিকারক প্রয়াস মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; বরং ভক্ত্যঙ্গসাধনে উৎসাহই একান্ত আবশ্যক।

তামসবৃত্তিবিশিষ্ট মানবের বেদবিধিবিরুদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলতামূলক নানাপ্রকার চেষ্টা দেখা যায়। বদ্ধজীব নানাপ্রকার অসৎকামনার আবাহন করিয়াই এই দেবীধামের কারাগারে নিষ্কিন্ত হইয়াছে। যাহাদের সংযম-শক্তি একেবারে বিনষ্ট হয় নাই তাহার কখনও তমোবৃত্তির প্রশ্রয় দেন না; বরং

উহাকে সম্পূর্ণ অনর্থের মূল জানিয়া সাবধানে প্রশমিত করিতে যত্ন করেন। যখন চিত্তে কোনপ্রকার অসংযত বাসনার আবির্ভাব হয়, তখন তাহাকে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিতে দিলে জীবের সর্বনাশ উপস্থিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তির যথাযোগ্য চালনার দ্বারা বহিস্মুখ দুর্দমনীয় ইঞ্জিয়বৃত্তিগুলিকে যদি বশে না রাখা যায়, তাহা হইলে তাহারা যে সর্বনাশ সাধন করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? বদ্ধজীবের উদ্যম-ইন্দ্রিয়সমূহ কেবল কলির স্থানগুলিতেই বিচরণশীল—অধ্যম্বেই তাহাদের স্বাভাবিক রুচি ও অত্যাভিলাষিগণ সর্বদাই বহিস্মুখ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার প্রয়াস করিয়া উন্মার্গগামী হয়, স্বীয় মঙ্গল চিন্তায় আদৌ মনোনিবেশে অবসর পায় না। এইমূল প্রয়াসী ব্যক্তির সঙ্গ সর্বদা পরিত্যজ্য।

রাস্তাসিক-বৃত্তিবিশিষ্ট কৰ্ম্মিগণের ভোগপর কৰ্ম্ম-চেষ্টাসমূহও জীবের ভক্তিবৃত্তির উচ্ছেদ করে। পুণ্যফলভোগকামনার বশবর্তী ব্যক্তিগণ নানা-বিধ শুভকৰ্ম্মের আবাহনে যত্নশীল হয়। তাহারা পুঙ্করিণী ও কুপ খনন-দ্বারা সাধারণের জলাভাব দূরীকরণ, ক্ষুধাপীড়িত ব্যক্তিকে অন্নদান, বস্ত্র-হীনকে বস্ত্রদান প্রভৃতি নানা লোকহিতকর কার্যে ব্রতী হইয়া সামাজিক ক্লেশের অপনোদনে ব্যস্ত হয়। তামসবৃত্তিবিশিষ্ট অত্যাভিলাষিগণের উচ্ছৃঙ্খল-তার তুলনায় এগুলি অবশ্যই খুব উচ্চ-অঙ্গের। উচ্ছৃঙ্খল-চেষ্টার ফল নরক, পুণ্যকৰ্ম্মের ফল ঐহীক জীবনে শ্রীবুদ্ধি এবং পর-জন্মে স্বর্গ-সুখ ভোগ। কিন্তু স্বর্গে এইরূপ সুখ ভোগ বা নরকে যন্ত্রণাসুভব—উভয়েই সমান; কারণ উভয়েই ভক্তির প্রতিকূল।

ভক্তিব্যাজনেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেক সময় কৰ্ম্মীর প্রয়াস কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নাধিকারিগণ অর্চনমার্গে আবদ্ধ থাকিয়া কৰ্ম্মজড়বুদ্ধিবশতঃ কৰ্ম্মাজ্ঞের প্রয়াসেই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাদের ভক্তি শুদ্ধা নহে—কৰ্ম্মমিশ্রা। তাহারা একেবারে কৰ্ম্মবশ না হইলেও তাহাদের কৰ্ম্মের ভাবই প্রবল থাকে। ক্রমে তাহারা এই কৰ্ম্মভাবকে ভক্তিদ্বারা শুদ্ধ করিতে থাকেন এবং ক্রমশঃ শুদ্ধ-ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। ভক্তিপথে প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষা না হইলে শুদ্ধা হয় না। সাধুগুরু কৰ্ম্মের উপদেশ দেন না, তবে কৰ্ম্মভাবযুক্ত শিষ্য-গণকে ক্রমে কৰ্ম্মমিশ্রা ভক্তির মধ্য দিয়া শুদ্ধভক্তির দিকে পরিচালিত করেন। কৰ্ম্মভাব ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভক্তির পরিমাণের বৃদ্ধিতে ক্রমশঃ বিদূরিত হয়।

যাঁহাদের সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জ্ঞান-প্রয়াসী। তাঁহারাও শুদ্ধা ভক্তিদেবীর সন্ধান পান না। বিপুলসংখ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞানকর্মাতির প্রয়াস-শূন্য ভক্তিবোধীই শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে সমর্থ। অষ্টাঙ্গ-যোগাদির প্রয়াসও ভক্তির অন্তরায়। ভগবন্মায়াশ্রয়ই ভক্তির মূল। নাম ও নামী অভিন্ন—এই সকল বিশ্বাসের অভাবজনিত যে কিছু ধারণা তদুৎথ প্রয়াস-মাত্রই ভক্তিবৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলে। নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানীর যে প্রয়াস, তাহা ভক্তি নহে, ভক্তির অভিনয় মাত্র। ভক্তি এস্থলে অনিত্য উপায়-স্বরূপে গৃহীত হয়; ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় তাহাদের প্রয়াসসমূহ মায়াবাদদৃষ্ট, ঈশ্বর-বিশ্বাসবিরুদ্ধ। তবে যেখানে ভক্তিই প্রবলা সেখানে কিছু কিছু জ্ঞানের ভাব থাকিলেও তাহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি; তাহা ক্রমে সাধু-গুরুর উপদেশে শুদ্ধ ভক্তিতে পরিণত হইতে পারে। তবে জ্ঞানের প্রয়াসসমূহ ত্যাগ না করিলে শুদ্ধভক্তির প্রাপ্তির আশা হুরাশা মাত্র। ভক্তগণ জ্ঞানের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া ভক্তিনতচিত্তে ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া থাকেন,—

“জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত্র নমস্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তম্বাব্জানোভির্যে-

প্রায়শোহজিতজিতোহপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩)

নির্ভেদ-ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখবিগলিত ভগবৎকথা শ্রবণ করেন এবং কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন, ত্রিলোকের মধ্যে ভগবান্ দুর্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া থাকেন।

ভগবান্ অজিত হইয়াও কর্মজ্ঞান-প্রয়াসহীন ভক্তগণকর্তৃক বিজিত হইয়াছেন,—ইহাই তাঁহার মহিমা। তিনি কেবল ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য।

শাস্ত্রে-জ্ঞান-কর্মের প্রয়াস বিশেষভাবে গহিত হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণ-সেবার জন্ত যে প্রয়াস, তাহা সর্বতোভাবে আদৃত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

যে কর্ম করিলে হয় ভক্তির উল্লাস।

সে কর্ম জীবনযাত্রা-নির্বাহে প্রয়াস।

—শ্রীগেহেন্দ্রমোচনদাস ব্রহ্মচারী

জড়শা স্বরূপসাধনার প্রতিবন্ধক

‘আশা’ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা। বাসনা দুই প্রকার—কুবাসনা ও সুবাসনা। কুবাসনার ফলে জীবের সাসার-বন্ধন হয়, আর সুবাসনার ফলে জীবের মায়াবন্ধ দূর হয়। মাদৃশ কৃষ্ণবহিন্মুখ জীব সৰ্বক্ষণ কুবাসনায় রত। এইভাবে কুবাসনার ফেরে চৌরাশী লক্ষ যোনি গতাগতির পর সৌভাগ্যবশে যদিও এই সুহৃৎ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিলাম, তথাপি আশার দাসত্ব পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। দুষ্টাশাই আমাকে জীবনের চরম কল্যাণ সাধন হইতে বিচ্যুত করিয়া নিজ ভোগবাসনা পরিতৃপ্তি করিবার জন্ত বেগবতী নদীর জায় আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন আশার পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিলাম। আশার অপর নাম এষণা। সাধুমুখারবিন্দে শ্রবণ করিয়াছিলাম, কৃষ্ণসেবক এষণা যাহাদের হৃদে অধিকার করে নাই, তাহারা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর জন্ত এষণা করিয়া থাকে। যথা—পুত্রৈষণা, বিষ্টৈষণা, ত্রিবর্গৈষণা ও মোক্ষৈষণা। ইতরপিপাসু ব্যক্তিমাত্রকেই এই চতুর্বিধ এষণা আশ্রয় করিয়া থাকে। অপুত্রক ব্যক্তি পুত্রের জন্ত, নির্ধন ব্যক্তি ধনের জন্ত, ত্রিবর্গকামী ব্যক্তি ত্রিবর্গের জন্ত, মোক্ষকামী ব্যক্তি মুক্তির জন্ত ব্যস্ত। এই চতুর্বিধ বাসনার দ্বারা তাড়িত হইয়া যে ভজনের অভিনয় করে তাহা ভগবদ্ভজন নয়, ভগবদ্ভজনের ছলে নিজেঞ্জিয়-তৃপ্তিসাধনরূপ আশা পরিপূরণ মাত্র। যেমন একটা ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্ত ভগবানের নিকট বাতাসা ভোগ দেওয়া মানসিক করিল, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে সে আর বাতাসা ভোগ দেয় না, বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সে কিছু বাতাসা ভোগ দিল। এই যে কামনামূলে ভগবানের সেবা, ইহাতে নিজের কিছু মঙ্গল হয় না ভগবান্কে দিয়ে নিজের সেবা করিয়ে নেওয়া হয় মাত্র; তাহাতে শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ ঘটে। শুধু এই চতুর্বিধ বাসনা কেন, ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত বাসনা যে রহিয়াছে তাহা গণনা করা যায় না। সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবদ্ভজনের পরিবর্তে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাও আশা-মধ্যে পরিগণিত। এই সকল ব্যক্তি জীবনের চরম কল্যাণ-লাভে সমর্থ হয় না। পরন্তু তাহাদের অধঃপতনই ঘটে। পরিদৃষ্টমান্ জগতের যাবতীয় বস্তুই নশ্বর। অতএব নশ্বর বস্তু প্রার্থনা দ্বারা নশ্বর বস্তু লাভ হয় বটে, কিন্তু নশ্বর বস্তুসমূহ যখন চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যায়, তখন পুনরায় ঐ প্রকার কালক্ষেপ্য বস্তু পাইবার জন্ত আশা বা স্পৃহা জন্মে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

তাবস্ত্বং দ্রবিণদেহ-স্বল্পমিমিঙ

শোকঃ স্পৃহাপরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ ।

তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং

যাবন্ম তেহজ্জ্বমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥ (ভাঃ ৩।৯।৬)

যেকাল পর্য্যন্ত মহুয়গণ তোমার (ঈশ্বরে) অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেকাল পর্য্যন্ত অর্থ, দেহ, আত্মীয়-স্বজনের বিনাশ আশঙ্কায় ভয়ের উদয় হয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনঃপ্রাপ্তির জ্ঞাত আকাজ্জ্ঞা, তদনন্তর তিরস্কার এবং পুনরায় উহাদের জ্ঞাত বিপুল লোভের উদয় হয় এবং পুনঃপ্রাপ্তিতে ‘আমি আমার’ এই প্রকার অনিত্য বস্তুতে আর্তিমূল্য অসতী আকাজ্জ্ঞা তাহাদের হৃদয় অধিকার করে ।

অনিত্যবস্তু লাভের পূর্বে কষ্ট, প্রাপ্তিতে পাছে বিনষ্ট হয় তজ্জ্ঞাত ভয় বিনষ্ট হইলে শোক । এই প্রকার কষ্ট, ভয়, শোকে জর্জরিত হইয়াও আশা-বশে মানব অনিত্য বস্তুর প্রয়াস করে । তাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য হইতে লুপ্ত হয় ।

উপরিউক্ত চতুর্বিধ এষণার মধ্যে মোক্ষেষণা নিতান্ত হেয় ; কেন না, আশার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মানব যখন বাহ্যবস্তুতে তৃপ্তি না পাইয়া ত্রিতাপদগ্ধ হয় তখন পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহে বিরাগ জন্মে । পরিশেষে ‘নেতি নেতি’ বিচার করতঃ ব্রহ্মসাবুজ্যলাভের জ্ঞাত আশা করেন । আর কেহ কেহ ব্রহ্মসাবুজ্য বাদ দিয়া ঈশ্বর সাবুজ্য-লাভের জ্ঞাত প্রয়াস করেন । ভগবদ্ভক্তগণ তাহাদের মুখ দর্শন করেন না, তাহাদের সঙ্গ হইতে শত সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করেন । ভগবদ্ভক্তগণ বলেন, ‘কৈবল্যং নরকায়তে’ ; সাবুজ্যমুক্তি নরকসদৃশ, এমন কি ভক্তকে চতুর্বিধ মুক্তি প্রদান করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না ।

“সালোক্যসাষ্টিসামীপ্যসাক্ষৈপ্যকল্পমপ্যুত ।

দীয়মানং ন গুরুন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥”

“মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্ ।

নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহতৎ কালবিপ্লুতম্ ॥

কেন না, উহাদের আশা ছুরাশামাত্র, ইহাতে নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না । এ সমুদয়ই কালক্ষেপ্য । “মোক্ষং বিমুক্তিযুক্তলাভম্”—কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভই একমাত্র মোক্ষ ; কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবাকে অনাদর করতঃ যাহারা আশার

মাত্রা বাড়াইতে বাড়াইতে নরকের দ্বারস্বরূপ আশাধারা আত্মবিনাশকে চরম গতি করে, তাহাদের পতন অবশুস্তাবী।

“যেহেতুহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-

স্ব্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ কচ্ছের্ণ পরং পদং ততঃ

পতন্ত্যধোহিনাদৃতযুগ্মদজ্যুয়ঃ ॥”

শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় যাহাদের চিত্ত অর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা নিজেদ্রিয়তর্পণ-মূলে কোন পার্থিব বস্তুর প্রার্থনা করেন না, তাঁহাদের চিত্ত সর্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখবিধানের জন্ত ব্যস্ত। তাঁহারা জাগতিক বিচারের সু-বাসনা ও কু-বাসনা কোনটিই প্রার্থনা করেন না, তাঁহারা পাপ-পুণ্যের অতীত বস্ত। তাঁহারা বলেন,—

“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং

কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে

ভবতান্ত্রিকিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥”

হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না, আমি এইমাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

কিন্তু মায়া-প্রলীড়িত জীব কামনা-পরিতৃপ্তি করিবার জন্ত কৃষ্ণভজন বাদ দিয়া কামনাতৃপ্তিকারী আধিকারীক দেবদেবীর সেবাকেই বরণ করেন।

“কামৈস্তৈস্তৈহৃতজ্ঞানাঃ প্রপত্ত্বেষ্টেহুদেবতাঃ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥”

আর্তাদি ব্যক্তিগণ কষায়-শূন্য হইয়া আমার প্রতি ভক্তি আচরণ করে। যেকাল পর্য্যন্ত তাহাদের কামরূপ কষায় বিগত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত স্বভাবতঃ বহির্মুখ। কামী হইয়াও যাহারা আমার স্বরূপকে আশ্রয় করে, তাহারা বহির্মুখতাকে আশ্রয় দেয় না। আমি অতি স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের কামকে দূর করি। কিন্তু যাহারা আমা হইতে বহির্মুখ এবং কাম দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া শীঘ্র ক্ষুদ্র ফললাভের জন্ত সেই সেই কাম্যফলদাতা দেবতাদিগের উপাসনা করে, তাহারা বিশুদ্ধস্বরূপ আমাকে ভালবাসে না ;

যেহেতু তাহাদের স্ব স্ব তামসিকী প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া তাহাদের সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম পালন করতঃ তদনুরূপ দেবতাসকলকে উপাসনা করে।

অতএব আশা পরিত্যাগ না করিলে মানবের ভগবৎসেবার অধিকার হয় না। শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিবিনোদ ঠাকুর একটা সহজ ও সরল গানের দ্বারা আমাদের আশাসমূহ বিসর্জন দিবার জন্ত শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—

আশা-বশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে।

(আশার শেষ নাই রে)

হরি ব'লে দেও ভাই 'আশার মুখে ছাই রে'

(নিরাশ ত' স্মৃথ রে)

ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাই রে।

(তুচ্ছকলে প্রয়াস ছেড়ে রে)

বিনোদ বলে যাই ল'য়ে নামের বালাই রে ॥

(নামের বালাই ছেড়ে রে)

আশার শেষ নাই, যত আশা করা যায়, আশা ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অভাব কোনদিন মেটে না, তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সহজ ও সরল ভাষায় আমাদের এই গানটির দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা অলুপ্যবন করিলে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিব যে, জড়াশা দ্বারা তাড়িত হইলে শ্রীভগবচ্চরণ লাভ হইবে না ; অতএব “জড়াশার মুখে ছাই প্রদান করিতে হইবে।” জড়াশার মুখে ছাই প্রদান করতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সমস্ত আশার আশ্রয়স্থল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবাসম্পৎ লাভ হইবে। অতএব “হরি ব'লে দাও ভাই আশার মুখে ছাই রে।”

—শ্রীমধুসূদন বিদ্যানিধি, বি.এ

মানব-দেহধারী অশ্বর

‘অশ্বর’, ‘দৈত্য’—এইপ্রকার শব্দ উচ্চারণ করিলেই আমরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকি, উহা কিস্তৃত-কিমাকার কোন প্রাণী বা জানোয়ার-বিশেষ হইবে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিলে অশ্বর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, পিশাচ—এইপ্রকার বহু শব্দ পাওয়া যায়। দেবাস্বর-সংগ্রাম, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, অশ্বর-মারণ, অশ্বর-সংহার, দৈত্যবধ, রাক্ষস-বধ, অশ্বর-স্বভাব, অশ্বরে

গণন ইত্যাদি বহু কথাও শাস্ত্রাদিতে শুনা যায়। কিন্তু সর্বত্রই যে কোন অদ্ভুত প্রাণীকে লক্ষ্য করিয়াই এরূপ নাম প্রদান করা হইয়াছে, তাহা নহে।

বেদ-বেদান্ত-ভাগবত-গীতা-পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি, —মনুষ্য-জাতির মধ্যে যেসকল ব্যক্তি জগৎপিতা, জগৎপ্রাণ, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরি, নারায়ণ বা বিষ্ণুর ও তদীয় পার্শ্বদগণের আনুগত্য বা সেবা করেন, তাহাদিগকে দেবতা, দিব্যশ্রী, সাধু-গুরু, বৈষ্ণব, মহাজন প্রভৃতি নামে, আর যাহারা শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বা সেবা করে না, পরন্তু তাহাদের হিংসা, নিন্দা বা বিরোধাচরণ করে, তাহাদিগকে অসুর, দৈত্য, দানবাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ‘অসুর’ শব্দের অর্থ দৈত্য—সুরবিরোধী, আর ‘সুর’ শব্দের অর্থ—দেব, সুরাধী। দেব-শব্দে—বিষ্ণু, দেবতা প্রভৃতি বুঝায়; সুরাং ‘অসুর-দৈত্য’—শব্দে বিষ্ণু-গুরু-বৈষ্ণব-সাধু-দেব-সজ্জন-বিরোধীকে বুঝায়। বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্রাদি ইহাই তারতম্যে কীর্তন করিয়াছেন।

“তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ”

অর্থাৎ দেবগণ সর্বক্ষণ বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। (উপনিষদ্)

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যায়ঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ এই লোকে দৈব ও আসুরভেদে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণু-ভক্তগণ দৈব এবং যাহারা বিষ্ণু বিরোধী, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর-স্বভাব।

পূর্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।

বেদ-ধর্ম করি’ করে বিষ্ণুর পূজন ॥

কৃষ্ণ নাহি মানে, তা’তে দৈত্য করি’ মানি।

চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তা’রে জানি ॥

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।

সর্বোত্তম হইলেও তা’রে অসুরে গণন ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৮।৭-৮, ১২)

অসুর-স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।

লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৩।৮২)

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে ।

বিষ্ণু-দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে ॥

আমুষঙ্গ-কর্ষ এই অসুর-মারণ ।

যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪।১৩-১৪)

এই অসুর, দৈত্য, দানবগণের স্বভাব কিরূপ, তাহাদের ধর্ম কি, কার্য কি, তাহারা কিরূপ গতি লাভ করে এসব বিষয়ে সর্বজন মান্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শাস্ত্র স্পষ্টভাষায় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

ধৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিত্ততে ॥

অসতামপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহরনীশ্বরম্ ।

অপরস্পর-মাস্তৃতং কিমগ্রং কামহেতুকম্ ॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টান্মানোহল্লবুদ্ধয়ঃ ।

প্রভবন্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ।

কামমাপ্রিত্য দুস্পুরং দন্তমানমদাঘিতাঃ ।

মোহাদ্গৃহীত্বাহসদগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহন্তুচিহ্নতাঃ ॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়াস্তামুপাশ্রিতাঃ ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥

আশাপাশশতৈর্কীক্কাঃ কামক্ৰোধপরায়ণাঃ ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমচ্ছায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥

ইদমদ্য ময়া লক্শমিদং প্রাপ্স্যো মনোরথম্ ।

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥

অসৌ ময়া হতঃ শক্রহ্নিষ্যে চাপরানপি ।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সখী ॥

আচ্যোহভিজ্ঞানবানস্মি কোহচ্যোহস্তি সদৃশো ময়া ।

যক্ষ্যে দাস্তামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥

অনেকচিত্তবিস্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহুণ্টৌ ॥

আত্মসন্তোষিতাঃ শুদ্ধা ধনমানমদাঘিতাঃ ।

যজন্তে নামযজ্ঞন্তে দন্তেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।

মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যস্বরকাঃ ॥

তানহং দ্বিষতঃ কুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু ॥

আসুরীং যোনিমাপন্নানু জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপ্যেব কোন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

(গীতা ১৬।৬-২০)

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন হে পার্থ ! এই জগতে দুই প্রকার ভূত সৃষ্টি—অর্থাৎ দৈব ও আসুর। দৈবসম্প্রদায়সম্বন্ধে আমি তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়াছি, এক্ষণে আসুর-সম্প্রদায় বলিতেছি শ্রবণ কর। আসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মভেদ জানে না ; শৌচ আচার, ও সত্য তাহাদের নিকট আদৃত হয় না। আসুর-স্বভাব লোকেরাই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন ও অনাথ বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে কার্য্যাকারণের পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয় অর্থাৎ কারণ-শূন্য কার্য্যসত্ত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই ; যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তবে তিনি কামপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমাদের উপাসনার যোগ্য নহেন।

এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বহীন, অল্পবুদ্ধি ও উগ্র-কর্মা আসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়-কার্য্যে প্রভাব লাভ করে। দুস্পূর অর্থাৎ দুঃখে পরিপূর্ণ কামকে আশ্রয় করতঃ দন্ত, মান ও মদযুক্ত সেই পুরুষগণ অণুচি কার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা প্রলয়-পর্য্যন্ত-ব্যাপী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করতঃ কামের উপভোগকে পরম বা শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানে। শত শত আশা-পাশে আবদ্ধ, কাম ও ক্রোধ দ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অত্যা-রূপে কাম-ভোগের জন্ত অর্থ সঞ্চয় করে।

তাহারা মনে করে—অচ্ছ আমি ধন লাভ করিলাম, এই মনোরথ আমার সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে ও পুনরায় আমার এই ধন লাভ হইবে; এই শত্রুটিকে নাশ করিলাম এবং অত্যাচ্ছ শত্রুগণকেও শীঘ্র নাশ করিব; আমি ঈশ্বর, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী, আমিই আঢ্য অর্থাৎ ধনী, আমিই কুলীন, আমার ছায় আর কে আছে? আমি যাগ করিব, দান করিব ও স্ত্রীসঙ্গাদি আনন্দ ভোগ করিব’,—অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া তাহারা এইরূপ বলে। অনেক বিষয়ে বিভ্রান্ত-চিত্ত ও মোহজাল-দ্বারা আবৃত হইয়া কাম-ভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ পুরুষেরা অবশেষে বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয়।

সেই স্বয়ং সম্মানলব্ধ, অনম্র ও ধন-মান-মদাস্বিত পুরুষগণ অবিধিপূর্বক দন্তের সহিত নামে মাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজন করে। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বীয় দেহ ও পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্ব-স্বরূপ আমাকে ঘৃষ করে এবং সাধুদিগের গুণে দোষ আরোপ করে। সেই বিদেহী, ক্রুর অর্থাৎ নির্দয় ও পরদ্রোহী নরাধমদিগকে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) এই সংসার মধ্যেই অশুভ আত্মরী-ঘোনিতে সর্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়ার দ্বারা তাহাদের আত্মর-ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। আত্মরী-ঘোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে জন্মে আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।

অমরা সকলেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রকে মাগ্ন করি; সুতরাং গীতার ভগবদ্বাক্যগুলি অবশ্যই আমরা সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। শাস্ত্রের কথা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে সহজেই আমাদের বিশ্বাস হয়। এই বিচারে যদি আমরা গীতার উপরি-উক্ত বাণীসমূহের সঙ্গে বর্তমান জগতের মানবজাতির স্বভাব, বিচার-আচার করিয়া, চিন্তাধারা, কার্যকলাপ স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখি, তবে আলোচ্য-বিষয়ের সত্যতা সহজেই আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবিষ্ণুরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ

অনর্থ নিরন্তর প্রসস্ত সরণি

অনাদি-বহির্নু জীবকুলকে ভবকারাগারে নিষ্পেষিত করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্ত মায়াদেবী যে-সমস্ত শাণিত অস্ত্র-শস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যর্যাদি রিপুষ্টকই প্রধান ও প্রবল শক্তিধর । এই সমুদয় নিগঢ়দ্বারাই মায়াদেবী জীবকুলকে ভবকারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন । সাক্ষাৎ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া মায়াদেবী ‘যুদ্ধং দেহি’ বলিয়া সাধারণের নিকট অঙ্গুর হন না । তবে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের শ্রায় মহাভাগবতের ব্রতভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে সময়ে সময়ে রূপ ধরিয়াই সাক্ষাদভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার অভিনয়পূর্ব্বক অতঃপর নিজেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া জগতে কৃষ্ণভক্তের অবিচিন্ত্য মহাশক্তির বিজয়-বার্ত্তাই ঘোষণা করিয়া থাকেন । দেবতাগণ পর্য্যন্ত যাহার নিকট পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্য-দেবের চরণের ভূঙ্গকূল তাঁহাকে গ্রাহ্যই করেন না—এই শিক্ষাদান করিবার অভিপ্রায়েই হরিদাসের চরণে শরণাগত হইয়া পরাজিতা মায়াদেবী রলিতেছেন—

“তবে নারী কহে, তাঁ’রে করি’ নমস্কার ।

‘আমি মায়া’ করিতে আইলাও পরীক্ষা তোমার ॥

ব্রহ্মাদি জীব আমি সবারে মোহিলুঁ ।

একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিহু ॥

মহাভাগবত তুমি,—তোমার দর্শনে ।

তোমার কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে ॥

চিন্ত শুদ্ধ হইল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে ।

‘কৃষ্ণ-উপদেশি’ কৃপা করহ আমাতে ॥

* * * * *

কৃষ্ণনাম দেহ’ তুমি মোরে কর ধখা ।

আমারে ভাসাও যৈছে এই প্রেমবতী ॥”

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়)

ভক্তগণ সাধনমার্গে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মায়াদেবীও তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সাধকের কৃষ্ণভক্তির নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ আক্রমণ

করিয়া থাকেন। এ আক্রমণ সাক্ষাদ্ভাবে না হইলেও অন্তর্জগতে প্রায়ই আসিয়া উপস্থিত হয়। অনর্থনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এ বিপ্লব থাকিবেই। কখনও কাম, কখনও ক্রোধ, কখনও লোভ, কখনও মোহ, কখনও মদ, কখনও মাৎস্য্য সাধককে কতই না বিভীষিকা দেখায়। এদের হাত থেকে নিস্তার না পাওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণভক্তির রাজ্যে প্রবেশের কোনই আশা নাই। কৃষ্ণভক্তি এই সমস্ত অনর্থাদি নিবৃত্ত হওয়ার অনেক পরের কথা। সুতরাং তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে চিরতরে ভক্তির পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। তবে উপায় কি? এদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার পথ—এদের জয় করিয়া জ্বিতেন্দ্রিয় হইবার উপায় পতিতপাবন হরিদাসগণের নিকটই আমরা জানিতে পারি, অস্ত্র ইহার কোনও সন্ধানই নাই। তাহাদের নিকট আমরা জানিতে পারি, এই সমস্ত রিপু নিজ চেষ্টায় দমিত হয় না। বিশ্বামিত্র, ঋষাশৃঙ্গ, সৌভরী আদি মহামহারথিগণ অদ্ভুত শক্তিশালী হইয়াও ইহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাদের চেষ্টাদি সমস্তই উল্টাপাথে। ইহাদের পছা অংগ পছা। ঐ সমস্ত নিজচেষ্টায় বাহাহুরীর পথ অথবা আরোহপছা দূরে পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবত-কীৰ্ত্তিত শরণাগতির পথ—ব্যাকুল ক্রন্দনমুখে গুরুবৈষ্ণবের রূপাভিষ্কার পথ অথবা অবরোহপছারই স্তুতি করিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ সাধককুলের হিতার্থে তাহার মনঃশিক্ষায় এই সব রিপু দমনের নিকপট পছা প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

“কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মৎসরতা সহ

জীবের জীবন-পথে বসি’।

অসচেষ্টা-রজ্জু ফাঁসে, পণিকের ধর্ম নাশে,

প্রাণ লয়ে করে কসাকসি ॥

মন তুমি ধর বাক্য মোর।

এইসব বাটপাড়, অতিশয় দুনিবার,

যখন ঘেরিয়া করে জোর ॥

আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লৈয়া,

ফুকরিয়া ডাকে উচ্চরায়।

বকশত্রু সেনাগণে, রূপা করি’ নিজজনে

যাতে করে উদ্ধার তোমার ॥

বাটপাড় ছয়জন, অসচেষ্টা-জুগণ,
দিয়া গলে করিল বন্ধন ।

প্রাণবায়ুগত প্রায় রূপ-রঘুনাথ হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ ॥”

সমস্ত মহাজনই রিপুর উৎপাত হইতে উদ্ধার হওয়ার একই পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন । শরণাগতির পথের পথিকদের একই সুর । এখানে সবারই ঐক্য আছে । ‘যত মত তত পথ’-বাদীদের বিভিন্ন বেসুরো-ঝঙ্কার এখানে নাই । এখানে পন্থা খুঁজিতে আসিয়া বহুরূপের প্রদর্শনী দেখিয়া মাথাথারাপ হইয়া যাওয়ার কোনই ভয় নাই । ব্যাসদেবের যে সুরের ঝঙ্কার, শ্রীকৃপেরও সেই ঝঙ্কার, শ্রীনরোত্তমেরও সেই ঝঙ্কার, আবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদেরও সেই একই ঝঙ্কার । শ্রীকৃপের যে ধারা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সেই একই ধারা । ভক্তিবিনোদ-ধারায় স্নাত ভাগ্যবান্-জীবকুল চমৎকৃত হইয়া শ্রবণ-যুগলে পান করেন ঠাকুর নরোত্তমের সেই সুরের ঝঙ্কার—যাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সুরের ঝঙ্কারের সঙ্গে সমভাবে ঐক্যতানে বাজিতেছে ।

রিপু-উৎপীড়িত জীবকুলকে পরম অভয় দিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

‘কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ।
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভমোহ এই ত কখন ।

ছয় রিপু সদা হীন, করিবে মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥

আপনি পলাবে সব, গুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ ।

সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দসুখ পাবে
যার হয় একান্ত ভজন ॥” (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

(ক্রমশঃ)

— শ্রীরসিকরঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ

গৌড়ীয়ের দ্বাবিংশ-বর্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা দ্বাবিংশ-বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের তিরোধান-লীলার এক বর্ষকাল অতিক্রান্ত হইল। তদীয় বিরহ-কাতর সেবকগণ এই সময়টুকু “ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ” (ভাঃ ১০।১৯।১৬)—বিচারে অতিকষ্টে অতিবাহিত করিয়াছেন ; অপরপক্ষে গুরুভোগী ও গুরুত্যাগি-সম্প্রদায় আজ ‘যখন যেদিকে বয়’ নীতির অনুসরণে সুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক স্ব-স্ব প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াসী। গুরু-গৌড়ীয় ভোগী ও ত্যাগি-কূলের এই পদানীতি স্বীয় অপ্রাকৃত জগৎ হইতে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই প্রমাদ গণিতেছেন। শ্রীগুরুতত্ত্বে সন্ধিহান ও অবিশ্বাসী শিষ্যাভিমानी “বড় আমি ও ভাল আমি” সাজিয়া আজ গুরু-সেবৈকনিষ্ঠ ভক্ত-বৃন্দের অন্তর-নিষ্ঠা ও সেবারুতি যাচাই করিতে ব্যস্ত ! তাহারা শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃত শিক্ষা ও বাণীর অনুসরণ না করিয়া অবৈধ অনুকরণে পরস্পর প্রতি-যোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাকেই তাহারা গুরুসেবা ও ভজন-চাতুর্য্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের “বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি”—অতিমর্ত্য্য দিব্য-জীবন-দর্শন ও বাণীই আজ এই দুঃসময় ও দুর্দিনে আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তিনি পরজগৎ হইতে কঠোর নির্দেশ দ্বারা নিশ্চয়ই আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি সংশোধনপূর্বক নাস্তিক্য-মতবাদ-দূষিত এই অনিত্য জগৎ হইতে উদ্ধার করিবেন। আজিকার দিনে তাহার শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্বাদই আমাদের একমাত্র সহায়, সম্বল ও সাহুনা। অগ্ন্যভিলাষ ও ভোগবাদে পরিপূর্ণ এই বিশ্বের কখনই শ্রীগুরু-ভগবানের নির্দিষ্ট পন্থা—বাস্তব-সত্যধর্ম্ম আশ্রয় না করিলে নিস্তার নাই। অনাশ্রিত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা নাই—নিরীশ্বর যুক্তি-তর্কই সাধককে বিপথগামী করে। “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং”(২।১।১১)—ব্রহ্মসূত্রে তাহাই বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। “আশ্রয় লইয়া ভজ, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ”—ইহাই শ্রীগুরুবাহুগত্য ও বিরোধিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শ্রীগুরুদেব মর্ত্য্যমানব-চক্ষুর অন্তরালে থাকিলে তাহার অনন্তিত্ব বা অকৃপা প্রমাণিত হয় না। যাহারা ঐক্লপ বিরোধী চিন্তা ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত তাহারাও ন্যূনাধিক নাস্তিক-পর্য্যায়ভুক্ত। গুরুতত্ত্বে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধাই ইহার মূল কারণ। যাহারা শ্রীগুরুদেবকে কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষ ও ভোগের জনক বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহারা বঞ্চিত ও গুরুতত্ত্বে হইতে শতযোজন দূরে অবস্থিত।

“শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী”—এই বাণী আজ অবহেলিত ও অবজ্ঞাত। তজ্জন্তু বিশ্বের শিক্ষা-পরিস্থিতি এক অদ্ভুত পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। পাশ্চাত্য নিরীশ্বর শিক্ষা-ব্যবস্থাই আজ স্ফুট সামাজিক পরিবেশকে বিধাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। লঘু-গুরু জ্ঞান যথায় বিনষ্ট হইয়াছে, তথায় কোন কিছু শুভ আশা করা বৃথা। যে শিক্ষাদ্বারা শিক্ষার্থী বা বিদ্যার্থী গুরুজনদিগকে নিরন্তর অবহেলা ও অবজ্ঞা করিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই সংচিন্তার অভাব আছে। তাই আজ অর্থকরী বিদ্যায় মঙ্গলের সম্ভাবনা খুব কম। নিরীশ্বর শিক্ষা মানুষকে আজ অতি হীনমুগ্ধ দণায় স্থাপন করিয়াছে। তজ্জন্তু কোন চিন্তাশীল মনীষী বলিয়াছেন,—“We think our forefathers and superiors fool, our wiser sons and daughters will no doubt think us so—আমরা আমাদের পিতৃপুরুষ ও মুনি-ঋষিগণকে বোকা বানাইতে শিখিয়াছি, আমাদের ভাবী বিজ্ঞ পুত্রকন্যাগণও আমাদের অধিকারী অর্ধাচীন বলিয়াই ভাবিবে।” মানবজাতি তাই আজ জড়-জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হইয়াও পণ্ডিত আচরণে অভ্যস্ত হইতে চলিয়াছে। তাঁহারা জড়বাদ-মূলে যে শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নাস্তিকতারই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। এই নিরীশ্বর শিক্ষাধারার আমূল পরিবর্তন না হইলে সমগ্র জগৎ ধ্বংস অনিবার্য। এই আশুরিক চিন্তাশ্রোত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সৎগুরুর উপদেশ—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-শিক্ষা প্রয়োজন। সংশিষ্যের উহাই একমাত্র যোগ্যতা।

আধুনিক শোধনবাদিগণ শিষ্য বা ছাত্রের পূর্বোক্ত যোগ্যতা অস্বীকার-পূর্বক সাম্যবাদের দোহাই দিয়া নীতি, আদর্শ ও ধর্মকর্মকে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের বিচারে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রয়োজন নাই, ধর্ম-কর্ম লৌকিকতা মাত্র; আশ্রম-মঠ-মন্দিরাদি ও ত্রিবিগ্রহসেবা চলনা ও অজ্ঞতার প্রতীক; দেব-দ্বিজের ভক্তি বিডম্বনা-বিশেষ ও ত্রিমূর্তি কাষ্ঠ-প্রস্তরাদি জড়বস্তু হওয়ায় দেবোত্তর সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব “জনতা-জনার্দনের” (?) করতলগত হওয়া বাঞ্ছনীয়! জগতে এইরূপ অসংখ্য নাস্তিক কর্মবীর, জ্ঞানবীর, যোগবীর ও তথাকথিত সমাজকল্যাণকামীর আগমন ঘটিয়াছে। তাঁহারা “নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ” করিতেও পশ্চাদ্পদ হন নাই। “স্বৈ স্বৈধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকৌত্তিভঃ”, “স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ” শাস্ত্রবাক্য অবজ্ঞা করিয়া কেহ কেহ নবীন ধর্মমত ও পথ প্রবর্তন ও প্রদর্শন

করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা “ভাষ্যোৎসং ব্রহ্মসূত্রানাম্” ব্যাসবাণীর প্রতিবাদ করিয়া স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক স্বেচ্ছ হইয়া তত্ত্বচিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। আবার কেহ শ্রুতি-স্মৃতির সিদ্ধান্ত অসমীচীন বোধে ‘জীব প্রেম’ ধূয়া তুলিয়া কু-কর্মী সাজিয়াছেন ; ইঁহারা Anthropomorphism ও Apotheosis এর নামক হইয়া ‘মানুষরূপে ভগবানের উপাসনার’ নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন ; খাড়াখাণ্ডের শুদ্ধি-অশুদ্ধি শাস্ত্রীয় বিচারাদি উল্লঙ্ঘন করিয়া সমাজে যথেষ্টাচার প্রবর্তনপূর্বক মনুষ্যের প্রাণীর প্রতি সহিংস-নীতি অবলম্বনে স্বীয় অত্যন্ত উদারতা ও প্রেম-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন ! আজিকার ভেজালের দুনিয়ায় ‘জবরদস্ত মোলবী’ ও ‘খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী’র পক্ষে একরূপ নবীন মতবাদ প্রচার খুবই স্বাভাবিক ও যুগোপযোগী !

জড়বাদ ও ভোগবাদে বিশ্বাসী জগৎ আজ ভগবানকে নির্বাসিত করিয়া তাঁহার স্থান দখল করিতে চাহিতেছে। “ঈশ্বরোৎসং ভোগী সিদ্ধোৎসং বলবান্ সুখী”—ইহাই আজ নাস্তিকগণের বুলি বা ধূয়া। “বীরভোগ্যা বসুন্ধরা” নীতি অবলম্বনপূর্বক তাহারা সহিংস হইয়া সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত করিতেছে। নাস্তিক ভগবদ্বিমুখগণ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া যে-সকল লৌকিক ও বৈদিক কর্মের আবাহন করে তাহা বন্ধনেরই কারণ হয় এবং তাহাদিগকে নির্বোধ কর্মবীর করিয়া তুলে। ভবিষ্যদর্শন না থাকায় তাহারা কর্মকাণ্ডের বিষময় ফলে লালসিত হইয়া দুর্দশা বরণ করে এবং রজো-তমোগুণে-তাড়িত হইয়া হিংসক, কামুক, ক্রুরস্বভাব, দান্তিক ও পাপাচারী হইয়া ভগবদ্বক্তাগণকেও উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহারা পরস্পর গ্রাম্যবার্তা আলোচনা, অবিধিপূর্বক যজ্ঞাহুষ্ঠান এবং জীবিকানির্বাহ কামনায় প্রাণীহিংসায় প্রবৃত্তি লাভ করে। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, রূপ, দেহবলাদি গর্ভহেতু বিবেক-বুদ্ধিরহিত হইয়া জগদীশ্বর হরি ও তদীয় ভক্তগণের প্রতিও দ্রোহাচরণে সচেষ্ট হয়। এইরূপে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে রত হইয়া তাহারা তাহাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য—বিশুদ্ধ আত্মধর্ম-যাজনে প্রেরণা লাভ করে না। এই সকল আত্মবঞ্চক অশান্তচিত্ত ব্যক্তিগণ পরিণামে বিফলমনোরথ হইয়া চরম অধোগতি বরণ করে।

জড়শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শিক্ষার যে ধারা অবলম্বন করেন, তাহা ন্যূনাধিক স্বার্থ-বিজুড়িত ও ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। জড়শব্দশক্তি অপ্রাকৃত

তত্ত্ববোধিকা না হওয়ায় ‘লক্ষণা’ করিবার একটা স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি বদ্ধজীবের মধ্যে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—দোষ-চতুষ্টয় সচ্চিদানন্দ বস্তুকে জানিয়া উঠিতে পারে না। তজ্জন্তু শাস্ত্রে শ্রোতজ্ঞানের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রোতপন্থায় ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। দেহ-মনোধর্ম্য অতিক্রম করিয়া উহা জীবকে আত্মধর্ম্মে উন্নতি করে। চৈতন জীবাত্মার ধর্ম্ম—ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম। শক্তিতত্ত্ব জীব শক্তিমানের সেবা-বজ্জিত হইয়াই স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন। স্বীয় স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইলেই তাহার চরম কল্যাণ লাভ হয়। মনোধর্ম্মী জীব অসংবস্তুকে ‘সং’ বলিয়া ধারণা করিলেই তাহাদের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা বিনষ্ট হয়। তখন তর্কপথশ্রয়ী হইয়া মায়াধীশ ভগবানের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহে। প্রেয়ঃপন্থী হইয়া তাহারা প্রথমতঃ ভোগী, পরে ত্যাগীর সজ্জা গ্রহণ করে। মায়াবদ্ধ জীব সদগুরুপদাশ্রয়ে সরলভাবে শব্দব্রহ্মের উপাসনা করিলে আত্যন্তিক কল্যাণলাভ করেন। প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি প্রমাণাবলী জড়জগতে কার্য্যকরী হইলেও অপ্রাকৃত তত্ত্ব-নিরূপণে শব্দই মূল-প্রমাণ।

বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ পরাংপর তত্ত্ববস্তুকেই জগতের আদিকর্ত্তা ও নিয়ন্তৃরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া জগৎ ও জীবের কোন অস্তিত্বই প্রমাণিত হয় না। তিনি জগন্ময়, অমর, নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত; তিনি জ্ঞাতা, সর্বব্যাপী এবং এই জগতের পালয়িতা। তিনি অনন্তকাল জগৎ শাসন করিতেছেন, এই জগৎ শাসনের অন্ত হেতু কেহ নাই। যিনি আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরে তাঁহাকে বেদ প্রদান করিয়াছিলেন, ভক্তিলাভের জন্তু আত্মতত্ত্ববিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক সেই পর-দেবতারই শরণ গ্রহণ কর্তব্য—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্কং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তম্।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং, মুমুক্শুর্বে শরণমহং প্রপদ্যে ॥

(শ্বেঃ উঃ ৬।১৮)

সর্ববেদান্তিসার শ্রীমদ্ভাগবত কন্ম-জ্ঞান-ভক্তির তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তিই প্রতিজীবের স্বরূপের ধর্ম্ম, তাহার উদ্বোধনই সাধন, ভগবানই একমাত্র সাধ্য বস্তু। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু জগৎকে শ্রীনাম-প্রেম বিতরণের জন্তুই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন যাহার সহিত জগতের কোন দানের তুলনা হয় না। “শ্রীমদ্ভাগবতই অমল

শব্দ-প্ৰমাণ ও প্ৰেমই পৰম-পুৰুষাৰ্থ”—ইহাই শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছেন। শব্দব্ৰহ্মেৰ উপাসনা বা শ্ৰীনামসঙ্কীৰ্ত্তন তিনিই স্বয়ং আচৰণ-মুখে প্ৰচাৰ কৰিয়া আপামৰ জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন।

সপ্তজিহ্বা শ্ৰীনামসঙ্কীৰ্ত্তন-যজ্ঞেৰ বাহনেৰ তিন প্ৰকাৰভেদ—মৃদঙ্গ, বৃহৎমৃদঙ্গ ও জীবন্ত-মৃদঙ্গ। শ্ৰীপত্ৰিকা এই তিনতন্ত্ৰেৰ মহিমাই জগতে ঘোষণা কৰেন। পৰাশক্তি ও শক্তিমান্ৰেৰ শ্ৰীনাম-ৰূপ-লীলাদি গুণগানে শ্ৰীপত্ৰিকা পঞ্চমুখ। ব্ৰহ্মবিদ্যা আশ্ৰয়বাণী প্ৰচাৰই শ্ৰীপত্ৰিকা একমাত্ৰ কৰ্ত্তব্য বলিয়া নিৰ্ণয় কৰিয়াছেন। যাহাৰা আশ্ৰয় বা গুৰু-পৰম্পৰা স্বীকাৰ কৰেন না, শ্ৰীপত্ৰিকা মহাজনগণেৰ ভাষায় তাহাদিগকে “কলিৰ গুপ্তচৰ” বলিয়াই জানেন। যাহাৰা এই গুৰু-প্ৰণালীকে অস্বীকাৰ কৰেন তাহাৰা অসংসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত। স্তৱাং শ্ৰীপত্ৰিকা “না সন্তাষে তাৰে, থাকে সদা মোন ধৰি”—তাহাদেৰ প্ৰতি এই নিৰপেক্ষ-নীতিই অবলম্বন কৰিয়া থাকেন।

শ্ৰীপত্ৰিকাৰ বৰ্ষপ্ৰবেশ-দিবসে শ্ৰীশ্ৰীগুৰু-গোৱাঙ্গ-ৰাধাবিনোদবিহাৰী-জীউৰ জয়গান কৰিয়া আমৰা তাহাদেৰ অহৈতুকী কৰুণা ভিক্ষা কৰিতেছি তাহাদেৰ শুভাশীষ ও কৃপা-কটাক্ষে ভক্তিলাভ-বিষয়ে যাবতীয় বিঘ্ন দূৰীভূত হউক—ইহাই প্ৰাৰ্থনা। পৰমাৰাধ্যতম শ্ৰীল গুৰুপাদপদ্মেৰ অপ্ৰাকৃত উপদেশ-নিৰ্দেশ পালন কৰিয়া নিৰ্ভীক ও নিৰপেক্ষভাবে যাতাতে ভক্তিধৰ্ম্মেৰ আচাৰ-প্ৰচাৰে ব্ৰতী হইতে পাৰি—ৰূপানুগ গুৰুবৰ্গেৰ শ্ৰীপাদপদ্মে ইহাই সকাহু নিবেদন।

বৰ্ত্তমান বিশ্বেৰ ছৰবস্থা চিন্তা কৰিয়া শ্ৰীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গোৱকিশোৰ-সৱস্বতী-শ্ৰীকেশবাদি গোড়ীয়-গুৰুবৰ্গ একে একে অস্বদৃশ ভক্তনবিমুখ জনগণকে পৰিত্যাগপূৰ্বক স্ব স্ব অপ্ৰাকৃত ধামে শুভবিজয় কৰিয়াছেন। হে আশ্ৰয়-কেশব! আপনাৰ উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া ভক্তগণেৰ সহিত শব্দীয় অতিমৰ্ত্ত্য চৰিতাবলী শ্ৰবণ-কীৰ্ত্তনদ্বাৰা বিষয়-বাসনা পৰিত্যাগপূৰ্বক এই দুস্তৰ সংসাৰ-সাগৰ অতিক্ৰম কৰিব—ইহাই আমাদেৰ একমাত্ৰ আকাঙ্ক্ষা। হে কেশব! আমি ক্ষণাৰ্দ্ধশালও আপনাৰ শ্ৰীপাদপদ্ম পৰিত্যাগ কৰিতে ইচ্ছুক নহি; হে নাথ! আমাকেও নিজধামে কৃপাপূৰ্বক স্থান প্ৰদান কৰুন—

“নাহং তবাজি কৰ্মণং ক্ষণাৰ্দ্ধমপি কেশব।

ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ! স্বধাম নয় মামপি।”

FORM-IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

“SHRI GOUDIYA PATRIKA”

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules, 1956]

1. Place of publication—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every
Bengali month i. e. once in a month.
3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari,
Bhakti-Bandhab.

Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.

Address—Shri Devananda Goudiya Math,

Tegharipara. P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.

4. Publisher's Name—Do
Nationality—Do
Address—Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Trivikram Maharaj.

Nationality—Indian - Goudiya-Vaishnab.

Address--Shri Devananda Goudiya Math

Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Names and Address—Tridandi-Swami Shri
of individuals who own the Shrimad Bhakti Vedanta
newspaper and partners or Baman Maharaj, President-
share-holders holding more Acharyya on behalf of
than one percent of the Shri Goudiya Vedanta
total capital. Society (Somiti).

I, Nabajogendra Brahmachari, hereby declare that the
particulars given above are true to the best of my
knowledge and belief

23. 2. 1970. Sd/- NABAJOGENDRABRAHMACHARI
Signature of Publisher.

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।




০ গোবিন্দ-পট্টিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা ধয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্ম: সমুৎপত্তি: পুংসাং বিশ্বকুসেন-কথাসু য: ॥

নোংপাশরেদেষ্যি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥

অন্য ধর্ম সুহৃৎপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার বত্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৭-বর্ষ }

প্রহ্মায়, ২২ বিষ্ণু, ৪৮৪ গৌরাদ
মঙ্গলবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৭৬ ; ইং ১৪।৪।১৯৭০

{ ২য়-সংখ্যা

সান্নিহাদং শ্রী ব্রজবিলাস স্তবঃ [শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্থামি-বিরচিতম্]

শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদানুজ্ঞেভ্যো নমঃ ॥

প্রতিষ্ঠা রজ্জুভির্বন্ধং কামাত্তৈর্বত্নপাতিভিঃ ।

ছিত্বা তাং সংহরন্তস্তান্নধারে: পান্তু মাং ভট্টা: ॥ ১ ॥

কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু, সংসার পথে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত হইয়া প্রতিষ্ঠা-
রজ্জু দ্বারা আমাকে বন্ধ করিয়াছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ বীরগণ
হাদের রজ্জুচ্ছেদনপূর্বক তাহাদিগকে সংহার করিয়া আমাকে রক্ষা
করুন ॥ ১ ॥

দন্ধং বান্ধক বন্যবহ্নিভিরলং দষ্টং তুরাক্যাহিনা

বিদ্ধং মামতিপারবশ্য বিশিথৈঃ ক্রোধাদি সিংহৈর্বৃতং ।

স্বামিন্ প্রেমসুধাদ্রবং করুণয়া দ্রাক্ পায়য় শ্রীহরে
যেনৈতানবধীৰ্য্য সন্ততমহং ধীরো ভবন্তং ভজে ॥ ২ ॥

আমি বার্কাক্যরূপ দাবানলে অতিশয় দগ্ধ হইতেছি ও ভয়ানক অন্ধতারূপ
কালসর্প আমাকে দংশন করিতেছে এবং পরাধীনতারূপ শাণিত শরে ও
ক্রোধাদিরূপ সিংহসমূহে আবৃত হইয়াছি, অতএব হে হরে ! হে স্বামিন্ !
আমি সেই সমস্ত উপদ্রব পরাজয় করিয়া যাহাতে সুস্থ চিত্তে নিরন্তর তোমাকে
ভজনা করিতে সক্ষম হই করুণাপূর্বক আশু তোমার সেই প্রেমসুধারস
আমাকে পান করাও ॥ ২ ॥

যন্মাধুরী দিব্য সুধারসাক্কে:

স্মৃতেঃ কণেনাপ্যতিলোলিতাত্মা ।

পদ্মৈব ব্রজস্থানখিলান্ ব্রজঞ্চ

নত্বা স্বনাথৌ বত তৌ দিদৃক্ষে ॥ ৩ ॥

আমি যাহাদের মাধুর্য্যরূপ সুদিব্য সুধাসমুদ্র স্মরণ করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্ত
হইতেছি স্মতরাং কতিপয় শ্লোক দ্বারা তদীয় ব্রজধাম ও নিখিল ব্রজবাসি-
দিগকে প্রণামপূর্বক সেই নিজ ইষ্টদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত ইচ্ছা
করি ॥ ৩ ॥

প্রাচুর্ভাব সুধাদ্রবেণ নিতরামঙ্গিত্বমাপ্ত্বা যয়ো-

গোষ্ঠেহতীক্ষ্মমনঙ্গ এষ পরিতঃ ক্রীড়াবিনোদং রসৈঃ ।

প্ৰীত্যোল্লাসয়তীহ মুকুমিথুনশ্রেণীবতংসাবিমৌ

গান্ধব্বা গিরিধারিণৌ বত কদা দ্রক্ষ্যামি রাগেণ তৌ ॥ ৪ ॥

প্রকটিত লীলার স্বরূপ অমৃত লাভে এই অনঙ্গ অঙ্গলাভ করিয়া প্রীতি-
পূর্বক শৃঙ্গারাদি রস দ্বারা পুনঃ পুনঃ যাহাদের ক্রীড়া কোতুক পরিবর্দ্ধন
করিতেছেন এবং নিখিল যুগল মূর্তির শিরোভূষণস্বরূপ সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে
কবে আমি অহুরাগ নয়নে দর্শন করিব ॥ ৪ ॥

বৈকুণ্ঠাদপি সোদরাত্মজবৃত্তা দ্বারাবতা সা প্রিয়া

যত্র শ্রীশতনিন্দি পটুমহিষীবৃন্দৈঃ প্রভুঃ খেলতি ।

প্রেমক্ষেত্রমসৌ ততোহপি মথুরা শ্রেষ্ঠা হরের্জন্মতো

যত্র শ্রীব্রজ এব রাজতিতরাং তামেব নত্যং ভজে ॥ ৫ ॥

যে স্থানে শত শত লক্ষ্মীতুল্য ক্লষ্ণী, সত্যভামা প্রভৃতি পটুমহিবীগণের
সহিত স্বয়ং প্রভু বিহার করিয়াছিলেন এবং যে স্থান সহোদর বলদেব ও পুত্র
প্রহ্লাদ প্রভৃতি আত্মীয় পরিকরে পরিবৃত, সেই দ্বারাবতী বৈকুণ্ঠধাম অপেক্ষাও
শ্রেষ্ঠ এবং প্রেম ক্ষেত্র শ্রীব্রজধাম ষাঁহার অন্তর্গত ও স্বয়ং ভগবান্ যে স্থানে
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং দ্বারাবতী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সেই মথুরামণ্ডলকে
আমি নিয়ত ভজনা করি ॥ ৫ ॥

যত্র ক্রীড়তি মাধবঃ প্রিয়তমৈঃ স্নিগ্ধঃ সখীনাং কুলৈ-
নিত্যং গাঢ়রসেন রামসহিতোহপ্যত্মাপি গোচারণৈঃ ।

যস্ত্যাপ্যদ্যুত মধুরীরসবিদাং হৃদেব কাপি স্মুরেৎ
প্রেষ্ঠং তন্মথুরাপুরীদপি হরের্গোষ্ঠং তদেবাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি প্রিয়বয়স্ক ও বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া
গাঢ় অনুরাগবশতঃ গোচারণ দ্বারা অত্মাপি নিয়ত ক্রীড়া করিতেছেন এবং
ষাঁহার অনির্কচনীয় কোন রসমধুরী সহদয় ভক্তগণের হৃদয়ে জাগরুক
রহিয়াছে এবং যিনি মথুরাপুরী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম সেই ব্রজ-
মণ্ডলকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৬ ॥

বৈদঙ্কোত্তর নৰ্ম্ম কৰ্ম্মঠ সখীবৃন্দৈঃ পরীতং রসৈঃ
প্রত্যেকং তরু কুঞ্জবল্লরিরিগিরিজৌলীষু রাত্রিন্দিবং ।

নানাকেলিভরণে যত্র রমতে তন্মব্যযুনৌষুগং
তৎপাদাযুজগন্ধবকুরতরং বৃন্দাবনং তদ্ভজে ॥ ৭ ॥

যে স্থানে হাস্তপরিহাসাদি নৰ্ম্ম চতুরা ললিতাদি সখীগণ দ্বারা পরিবৃত ও
অনুরাগপূর্বক কেলিতৎপর হইয়া রাধাকৃষ্ণ প্রত্যেক তরু, কুঞ্জ, লতা ও গিরি-
গুহায় নিয়ত বিহার করিতেছেন এবং ঐ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মের সৌরভে
যে স্থান অতি রমণীয় সেই শ্রীবৃন্দাবনধাম আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

যত্র শ্রীঃ পরিতোভ্রমত্যবিরতং তাস্তা মহাসিদ্ধয়ঃ
স্বীতাঃ সৃষ্টিরলং গবামুদয়নী বাসোহপি গোষ্ঠৌকসাং ।
বাৎসল্যাৎ পরিপালিতো বিহরতে কৃষ্ণঃ পিতৃভ্যাং সুখৈ
সুন্দরীশ্বরমালয়ং ব্রজপতির্গোষ্ঠোত্তমাজং ভজে ॥ ৮ ॥

যে স্থানে স্বয়ং লক্ষ্মী মূর্তিমতী হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, যে স্থানে অগ্নিমাди অষ্ট সিদ্ধি নিয়ত পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ধেনুগণের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত বাহার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্রজবাসিগণ নিয়ত যে স্থানে অবস্থিতি করেন, বাৎসল্য হেতু পিতামাতা অর্থাৎ নন্দ যশোদা কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পরম সুখে যে স্থানে বিহার করিতেছেন গোষ্ঠের শীর্ষস্থানস্বরূপ সেই নন্দালয় নন্দীশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥ ৮ ॥

পুত্রস্যাভ্যাদয়ার্থমাদরভরৈর্মিষ্টান্নপানোৎকরৈ-

দিব্যানাক্ষ গবাং মণিব্রজযুযাং দানৈরিহ প্রত্যহং ।

যো বিপ্রান্ গণশঃ প্রতোষয়তি তদ্ব্যস্ত্য বার্তাং মুহুঃ

স্নেহাৎ পৃচ্ছতি যশ্চ তদগতমনাস্তং গোকুলেন্দ্রং ভজে ॥ ৯ ॥

যিনি এই স্থানে পুত্রের কল্যাণ কামনায় সমাদরপূর্বক প্রত্যহ নানাবিধ মিষ্টান্ন ও রত্নাদিভূষিত সুদিব্য গাভীসকল দান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং যিনি পুত্রস্নেহবশতঃ তদগতচিত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঐসকল ব্রাহ্মণগণের নিকট নিজ পুত্রের মঙ্গলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই গোকুলেন্দ্র শ্রীনন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৯ ॥

পুত্রস্নেহভরৈঃ সদাস্নুতকুচদ্বন্দ্বা তদীয়োচ্ছল-

দ্যর্মস্যাপি লবস্ত্য রক্ষণ বিধৌ স্বপ্রাণ দেহাৰ্বুদৈঃ ।

আসক্তা ক্ষণমাত্রমপ্যকলনাৎ সত্বঃ প্রসূতেব গৌ-

বাগ্রায়া বিলপত্যলং বহুভয়াং সা পাতু গোষ্ঠেশ্বরী ॥ ১০ ॥

পুত্রস্নেহবশতঃ সর্বদা বাহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইত এবং যিনি কোন কারণ বশতঃ পুত্রের অঙ্গ হইতে ঘর্ষোদগম হইতেছে দেখিয়া এতই ব্যস্ত হইতেন যে, যেন অর্ধুত পরিমিত দেহ প্রাণ ধারণ করিয়া তাহার শান্তি বিধান করিতেছেন এবং যিনি ক্ষণকাল পুত্রমুখ দর্শন না করিলে সত্বঃপ্রসূত গাভীর ঞ্চায় ভয়বিহ্বল ও ব্যগ্র হইয়া অতিশয় বিলাপ করিতেন, সেই গোষ্ঠেশ্বরী শ্রীযশোদা আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥ (ক্রমশঃ)

কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাদ্যাপহা

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

Harjee Sorabjee Building
c/o Messrs Kissen Chand Chelaram Road
New Queen's Road, Chaupatty Bombay.

১৪ই চৈত্র, ১৩৩৯ ; ২৮শে মার্চ, ১৯৩৩

শ্রদ্ধাস্পদেধু—

আপনার ১৮ই মার্চ তারিখের লিখিত বিনয়পূর্ণ পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’-গ্রন্থ প্রচুর যত্নের সহিত পাঠ করিয়া ভাষান্তরিত করিবার কালে অনেক বিষয় সূত্ৰভাবে পর্যালোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন—পত্রোত্তর প্রদান-কালে ইহাই আমাকে উৎসাহ প্রদান করিতেছে। বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে লিখিত বিষয়সমূহ—শ্রীমদ্ভাগবতেরই বিরূতি বিশেষ। সূত্রাং ভাগবতের অনুকূল জীবন লাভ করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়।

চিঞ্জগৎ পরম উপাদেয় মূল-বিশ্ব-সদৃশ। অচিঞ্জগৎ তাহার হেয় প্রতিবিম্ব ; প্রভেদ এই যে, চিন্ময় রাজ্যে যে-সকল ইন্দ্রিয় কার্য্য করে, তাহাতে কোন অচিৎ পিণ্ডের বাধা নাই। চিন্ময় সদৃশ-সমূহ এই অচিঞ্জগতের সহিত বিচিত্রতায় সাদৃশ্য লাভ করিলেও অচিঞ্জগৎ চিঞ্জগতের বিকৃত প্রতিফলিত ছায়া মাত্র। ইহাতে চিঞ্জগতের সহিত অচিঞ্জগতের সাদৃশ্য থাকিলেও বাস্তব-বস্তু ও বস্তু-প্রতিমের বিচার বস্তু ও ছায়ার ত্রায় পরস্পর ভেদধর্ম্মে অবস্থিত। এখানে কালক্ষোভ্য বিষয়, আনন্দ-বোধ ও নানাপ্রকার অভাব প্রভৃতি ধর্ম্ম ছায়ার ত্রায় দেশ, কাল ও পাত্রকে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্ময় জগৎ নিত্য, অচিদ্বর্জিত, সর্বগুণ ও সুখময় বিচিত্রতাপূর্ণ এবং সকল সদৃশগুণমণ্ডিত ভাবমালায় প্রদীপ্ত হইয়া সর্বক্ষণ নিত্যানন্দ বিধান করে ; আর অচিঞ্জগতে নানাপ্রকার হেয়তা, অমুপাদেয়তা, অভাব প্রভৃতি বিষয় আমাদের প্রয়োজনের ব্যাঘাত করে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই সকল কথা অনুভব করি।

অভাব-নামক সমস্তার সমাধানই শোক হইতে পরিত্রাণ পাইবার হেতু। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—আমরা শোকের হস্ত হইতে সে-কাল পর্য্যন্তই মুক্তি লাভ করিতে পারি না—যে-কাল-পর্য্যন্ত আমরা ‘আমি’ ও ‘আমার’-বুদ্ধিতে

কালানধীনতা, অজ্ঞান-পরিচর্যা ও অসন্তুষ্টি-নাম্নী বিরুদ্ধবৃত্তি—যাহা আমাদের স্বতোষণ-ধর্মের ব্যাঘাতকারক—বশবর্তী হইয়া উহাদের আনুগত্য করিতে ধাবিত হই।

অভাব-রাজ্যে পুষ্টিকার্য্যই বর্তমান অনুভূতিতে স্বতোষণ। অপর-তোষণ ব্যতীত ইহজগতে স্বতোষণ-লাভের অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যে-পরিমাণে নিজে ত্যাগ স্বীকার করি অর্থাৎ তপস্বী হইয়া অপর-তোষণ-কার্য্যে ব্রতী হই, তাহার বিনিময়ে সেই পরিমাণে পুষ্প-ফলাদি লাভ করিয়া স্বতোষণ-সাধনে উন্নতি লাভ করি। কিন্তু সেই স্বতোষণ খণ্ডকালের অধীন,—নিত্য নহে।

আমরা যে-কালে অপরের উপকারের জন্ত নিযুক্ত হওয়ার প্রণালীকে সর্বোত্তম মঙ্গলের আকার বলিয়া জ্ঞান করি, তৎকালে যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহাও একটি অনিত্য খণ্ডকালের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার-বিশেষ, তাহা হইলে তখনই আমাদের নিত্যানিত্য-বিবেক, চিদচিদ-বিবেক, আনন্দ-নিরানন্দ-বিবেক আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার ফলে পরবস্তুর বিচারে বাস্তব-সত্যের নিত্যতা, বাস্তব-বস্তুর কেবলচিন্ময়তা ও বাস্তব-বস্তুর নিত্যানন্দ-ময়তা আমাদের লক্ষ্যবস্তু হয়। তখনই আমরা ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির উদ্দিষ্ট পদার্থের সেবায় আমাদের শোক-সমস্তার মীমাংসা লক্ষ্য করি।

আমাদের দুর্বলতার অপনোদন-কল্পে আমরা ভগবানের বলদেব-বিগ্রহের শরণাপন্ন হই। সেই বলদেবপ্রকাশ-বিগ্রহ মহান্ত-গুরুরূপে আমাদের লঘুতা স্বীয় গুরুতার দ্বারা পরিপূরণ করেন।

আমাদের যে কাব্য ও সাহিত্যের অভাব আছে, তাহা পরিপূরণ করিবার জন্তই পরমেশ্বর স্বীয় প্রকাশ-বিশেষকে অবতারণ করাইয়া আমাদেরকে পরম-মঙ্গল-লাভের সুযোগ দিয়া থাকেন এবং আমাদের বিবেককে নিয়মিত করেন। অচিজ্জগতের প্রভু-স্বত্রে আমাদের নিজস্ব যে অহঙ্কার বর্তমান আছে, ভগবৎপ্রপত্তি ব্যতীত সেই অহঙ্কারকে প্রশমন করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। যেখানে আমাদের সম্বল—ভগবৎপ্রপত্তির কিয়দংশ-মাত্র, তথায় আমরা আমাদের বললাভের জন্ত শ্রীবলদেবের প্রকাশ-বিগ্রহের নানা আকার দর্শন করি। শ্রীবলদেব দশদেহ ধারণপূর্বক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। তাহারই দশদেহ দশদিকে কার্য্য করিবার জন্তই

জগতে যে মহাস্তম্ভও তাঁহার উপাদানরূপে বিরাজ করেন,—আমরা এই গুট বিষয়ের সন্ধান পাই।

জগতে যে-সকল বস্তু ভগবৎসেবোপকরণ বলিয়া গৃহীত হয় না, সেই সকল বস্তুর সঙ্গত্যাগ-পিণাসা আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হইলে আমরা কৃষ্ণসেবার অনুকূল চেষ্টা-সমূহে নিযুক্ত হই। তাদৃশী চেষ্টার ফলে আমাদের অভাব-জনিত শোকের উৎপত্তি হয় না। বর্তমান কালের এই তাৎকালিক শোক নিত্য-ভগবানের ও ভাগবতের সেবা-প্রভাবেই হ্রাস পায়। হরিসেবোন্মুখতা উদিত হইলে উহা স্বতোষণ ও অপর-তোষণের বাসনা হইতে আমাদেরিগকে ক্রমশঃ মোচন করিয়া পরতোষণ বা হরিভক্তিতে অবস্থান করায়।

সেইকালেই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রচুর রূপা লাভ করিবার জন্ম তাঁহাদের অকপট অনুগামিগণের সেবানুশীলনমুখে মহাজন-লিখিত ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’, ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ প্রভৃতির শ্রবণ ও কীর্তনাদিতে বিচার-পরায়ণ হই। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের আত্মধর্ম ভগবদ্ভক্তির বিকাশ ঘটে। গোণ বা আনুষ্ঠানিকভাবে জাগতিক-অভাব-জন্ম শোক হইতেও আমাদের অবসর লাভ হয়।

কৃষ্ণসেবা-বিমুখতারই অপর নাম—কাম। পূর্ণবস্তুর সেবা করাই অপূর্ণ-অংশের একমাত্র কৃত্য। সেবা দুইপ্রকারে বিহিত হয়—অনুকূল সেবায় কৃষ্ণপ্রেমা; আর প্রতিকূল-সেবা-চেষ্টায় সেবা-বিরোধি-নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ। সেবার প্রতিকূলা চেষ্টা আমাদেরিগকে সর্বদা ষড়্‌বিধ ক্লেশে নিমজ্জিত করে। এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে নির্গুণের কৃষ্ণসেবকের সেবাই আমাদের একমাত্র ঔষধ জানিতে হইবে। ইহজগতে কৃষ্ণসেবকই আমাদের কৃষ্ণপ্রেমবিরোধি কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী। অপ্ৰাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার অভাবেই আমাদের প্রাকৃত-কাম-প্রবৃত্তি। কামের আংশিক ব্যাঘাত বা ক্ষুণ্ণতাই ক্রোধোৎপত্তির হেতু। কামকে বর্তমানকালে ব্যাধিগ্রস্ত নিজত্বের ইন্দ্রিয়-তোষণের জনক জানিতে হইবে। অপ্ৰাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণই ব্যাধিবিমুক্ত নিজত্বের একমাত্র বৃত্তি। কৃষ্ণপ্রপত্তি বা কৃষ্ণসেবাই আমাদের প্রাকৃত কামবীজ-বিনাশক ও একমাত্র প্রতিষেধক। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিজনকিঙ্কর অকিঙ্কন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভক্তি-প্রাতিকূল্য)

১। ভক্তির অনুকূল বিষয় স্বীকার ও প্রতিকূল বিষয় বর্জনে দৃঢ়তার আবশ্যক তা কি ?

“ভক্তির অনুকূল স্বীকার এবং প্রতিকূল পরিহার-বিষয়ে সাধকের দৃঢ়তা ও যত্ন আবশ্যক। সংসারী জীবের অনেক-সময়ে অনেক ভজন-প্রতিকূল ব্যাপার বটে ; বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তা-পূর্বক সেগুলি পরিত্যাগ না করিলে সাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট-লাভে বিলম্ব ঘটায়।”

—‘সাধন’, সঃ তোঃ ১১।৫

২। ‘প্রাতিকূল্য-বর্জন’ কাহাকে বলে ?

“ভগবদ্-ভাগবত-প্রসাদ ব্যতীত কিছুই ভোজন করিব না, ভগবদ্-ভাগবত-রূপ মন্দির ও স্থানাদি ব্যতীত আর কিছুই দেখিব না, প্রসাদ-গন্ধ ব্যতীত আর কিছুর ঘ্রাণ লইব না, ভগবদ্-ভাগবত-কথা ব্যতীত আর কোন কথা শুনিব না, হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট শরীরকে ভগবদ্-ভাগবত-সম্বন্ধশূন্য ব্যাপারে নিযুক্ত করিব না, তদ্ব্যতীত কিছুই ধ্যান, বিচার ও আশ্বাদন করিব না, তদ্বিষয় ব্যতীত অন্য কাব্য-গীতাদি বলিব না’—এইরূপ সঙ্কল্পই প্রাতিকূল্য-বর্জন।”

—‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, সঃ তোঃ ৪।২

৩। প্রাতিকূল্যবর্জনকারীর প্রতিজ্ঞা কি ?

“তুয়া ভক্তি-বহির্মুখ-সঙ্গ না করিব।

গৌরাদ-বিরোধ-জন-মুখ না হেরিব ॥”

—শ

৪। কিরূপ লোকের সঙ্গত্যাগ বিধেয় ?

“যেখানে ভক্তিবিরুদ্ধ আচার, সেখানে ভক্তি নাই ; সে রূপ লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই বিধান হইয়াছে। —‘কুটীনাটী’, সঃ তোঃ ৬।৭

৫। দুঃসঙ্গ ও সুসঙ্গ নির্ধারণের বিচার কি ?

“ভগবদ্বিমুখ পুণ্যবান্ ও পাপী—উভয়ই ‘দুঃসঙ্গ’, ভগবৎসামুখ্য-প্রাপ্ত পাপী ব্যক্তিও ‘সুসঙ্গ’ বলিয়া জানিতে হইবে।” —‘জনসঙ্গ’ সঃ তোঃ ১০।১১

৬। কাহাদের সঙ্গকে ‘সৎসঙ্গ’ বলা যায় ?

“ধন, পাণ্ডিত্য, জাতি বা বর্ণ ইত্যাদি যতই থাকুক, তৎসম্পন্ন বহির্মুখ-লোকের সঙ্গ সর্বদা যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে এবং কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তিরই

সঙ্গ করিবে। চারি প্রকারে পরিদৃষ্ট হইয়া অনেকে কৃষ্ণানুখ বলিয়া পরিচয় দেন ; তন্মধ্যে ষাঁহার। সরল ও নিকপট, তাঁহারাই সৎসঙ্গ। চারি প্রকার এইরূপ—(১) কৰ্ম্ম-ধৰ্ম্ম-সাপেক্ষ ভক্ত, (২) কৰ্ম্ম-ধৰ্ম্ম-নিরপেক্ষ পকযোগী, (৩) অপকযোগী, (৪) তত্ত্ববেশধারী।” —আঃ বিঃ ভাঃ টী

৭। অসৎসঙ্গ ও সাধুসঙ্গের ফল কি ?

“অসৎজনের সঙ্গ করিলে ঘোর-সংসাররূপ-ফলপ্রাপ্তি হয়। কে অসৎ, কেই বা সৎ—এ বিষয় বিচার না করিয়াও সঙ্গ-ফল অবশ্য লাভ হয়। সাধুলোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গত্বরূপ ফলোদয় হয়।”

—‘সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার’, সঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

৮। বিষয়ী ও মায়াবাদী—ইহারা কি কৃষ্ণভক্ত ?

“বিষয়-বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।

ভক্তিশূন্য হুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ ॥”

—শঃ

৯। মায়াবাদী ও বিষয়ীর মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত শ্লাঘ্য ?

“সে হুঁয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।

মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল ॥”

—শঃ

১০। ব্যবহারিক কার্যে বহির্নুগণের সঙ্গ কতটুকু করা যায় ?

“ভগবদ্বহির্নুগ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করিবেন না ; ব্যবহারিক কার্যে তাঁহাদের সহিত সম্মিলন অবশ্য হইবে, সেই সেই কার্য পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। কার্য সমাপ্ত হইলে আর তাঁহাদের সহিত ব্যবহার রাখিবেন না।”

—‘তত্ত্বকৰ্ম্মপ্রবর্তন’, সঃ তোঃ ১১।৬

১১। কি চিত্তবৃত্তিতে সঙ্গ হয় ?

“অসতের প্রতিদান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতি-সহকারে হয়, তবেই ‘অসৎসঙ্গ’ হইয়া পড়ে। অসৎ ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্তব্য-কৰ্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্তব্য-বোধে করিবে। পরস্পরের গুঢ় কথার জল্পনা করিবে না ; গুঢ় জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে, তাহাতে সঙ্গ হয়। নিতান্ত সংসারী বান্ধবদিগের মিলনে আবশ্যক-বার্তা-মাত্র করিবে ; হৃদয়ের সহিত প্রীতি তখন না করাই ভাল।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১।১১

১২। বহির্মুখগণের সহিত আন্তরিক ভাতৃভাব কি নিন্দনীয় নয় ?

“কোন সত্য একত্র উপবিষ্ট হওয়া বা নৌকারোহণে একত্র নদী পার হওয়া, এক-ঘাটে স্নান করা বা এক-বিপণিতে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করাকে ‘সঙ্গ’ বলা যায় না। কোন ব্যক্তির সহিত আন্তরিক ভাতৃভাব-সহকারে ব্যবহার করার নামই ‘সঙ্গ’। বহির্মুখ-জনের সহিত তদ্রূপ সঙ্গ করিবে না।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

১৩। ভক্তি-প্রতিকূল ষড়্বেগ সাধকের কি অনিষ্ট করে ?

“কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা—এই সকল উৎপাত মানবের মনে সর্বদা উদিত হইয়া, বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বৈগকর বচনের প্রয়োগের দ্বারা, মানসের বেগ অর্থাৎ নানাবিধ মনোরথের দ্বারা ক্রোধের বেগ অর্থাৎ ক্লট-বাক্যাদির প্রয়োগ দ্বারা, জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর, অন্ন, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত-ভেদে ষড়্বেগ রস-লালসার দ্বারা উদরের বেগ অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজন-প্রয়াসের দ্বারা, উপস্থের বেগ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগ-লালসার দ্বারা মনকে অসবিষয়ে আবিষ্ট করে ; সুতরাং চিত্ত ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন হয় না।”

—পাঃ পঃ বৃঃ ১

১৪। শ্রু-চন্দন-বনিতা-ভোগাদির সুখ নিত্য,—না অনিত্য ?

“স্ত্রী-সন্তোগ, আহার, গাত্রমার্জন, অনুলেপন, স্নগন্ধি-সেবন প্রভৃতি যত প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ আছে, তাহা অত্যন্ত অনিত্য, ভোগ হইবামাত্রই দুঃখের উদয় হয়। মদ্যপায়ী ও বেশাগামী পুরুষদিগের চরিত্রই ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। স্বর্গের নন্দন-কানন, উর্বশী-মেনকাদি অঙ্গরার নৃত্য ও ভোগ এবং অমৃত পানেই বা নিত্য-সুখ কোথায় ? সেই সমুদায়ই ইন্দ্রিয়-সুখের কাল্পনিক উৎকৃষ্টতা-মাত্র।”

—তঃ সৃঃ ২৭ সৃঃ

১৫। দ্রব্যাসক্তি ভক্তির বিঘ্নকর কেন ? উহা কিরূপে দূরীভূত হয় ?

“দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহ-দ্বারে, ব্যবহার্য্য-দ্রব্যে, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজ-শরীরে, ভোজ্য-বস্তুতে, বৃক্ষ-পশু প্রভৃতিতে গৃহী লোকের নিসর্গসিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন-কোন-লোকের ধূম্র-পানে, তাম্বুল-ভোজনে, মৎস্য-মাংসাদিতে এবং মাদকবস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থসাধনে

তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্তাদির লোভে ভগবৎ-প্রদাদাদিতে আদর করে না। ধূম্রপানে মূহুমূহি স্পৃহাঘারা অনেকের ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি-আশ্বাদন এবং দেবমন্দিরে বহুক্ষণ অবস্থিতি নিবারিত হয়। নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহুযত্ন-পূর্ব্বক সেই সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজনমুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐসকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করা চাই। ভগদুক্তি-সম্মত ব্রতচারণের দ্বারা ঐসকল দূরীভূত হইয়া থাকে।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১।১১

১৬। ভোগ্যদ্রব্য-সঙ্গ কি কি? অনুকল্প-বিধানে কোন্ কোন্ দ্রব্যের সঙ্গত্যাগ ও সঙ্কোচ করিবার বিধি আছে? কিরূপে দ্রব্যসঙ্গ-ত্যাগ হইতে পারে?

“ভোগ্যদ্রব্য দুই প্রকার—অর্থাৎ প্রাণরক্ষক ও ইন্দ্রিয়-তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্যই প্রাণ-রক্ষক এবং মৎস্ত, মাংস, তাম্বুল, মাদক-দ্রব্য, তাম্রকুটাদির ধূম্রপান—এই সমস্তই ইন্দ্রিয়-তোষক। ব্রতদিনে—ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্য একবারে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে ব্রত হয় না। (ব্রতদিনে) যতদূর সাধ্য প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহও পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থানুসারে যে অনুকল্পের বিধান তাহাতে প্রাণরক্ষক দ্রব্য সকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে তাহা করা চাই। ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্যের অনুকল্পাদি নাই, পরিত্যাগই বিধি। ভক্ত-জীবের ভোগ-প্রবৃত্তির খর্ষাভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি এরূপ মনে হয়—“কষ্টে-শ্রুটে অথ ত্যাগ করিয়া আবার কল্য সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ করিব”, তবে ব্রতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না; কেন না, ক্রমে-ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যসঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জন্ত ব্রতসকল নির্নীত হইয়াছে।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১।১১

১৭। কোন্ ব্যক্তি অদর্শনীয়? কাহাদের সঙ্গ বিধেয়?

“গুরুর প্রতি অপরাধী ক্রুর ব্যক্তিগণকে কখনও দেখিবে না। গুরু ও বৈষ্ণবে যাহারা একনিষ্ঠ, এরূপ পুরুষদিগের সহিত সর্বদা সঙ্গ করিবে।”

—‘শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ’—৪৯, সঃ তোঃ ৭।৪

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচুড়ামণি জগদগুরু ১০৮ শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
দ্বিসপ্ততিতম বর্ষপূর্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে
শ্রীব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

“যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদাম্ গতিঃ কুতোহপি ।
য্যাস্তংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসংখ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥”

মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথি ভক্তিজননী ।
কৃপা করি প্রসবিলি প্রজ্ঞান-নৃমণি ॥
তথি বাহিরিলি গর্ভ-শৈলেরক্ল হ'তে ।
সিংহশিশুসম গরজিয়া চারিভিতে ॥
দমিলে অশুরবৃন্দে দৃপ্ত পদতলে ।
সিঞ্চিলে ভক্তগণে কৃপাসিন্ধুজলে ॥
অধম পতিত হেরি' মহাজনরূপে ।
তারিলি সকলে যারা মগ্ন গৃহকূপে ॥
“কেশব”-কেশরি ! শৌর্য্য ব্যক্ত করি' গেলে ।
সেবকবর্গে বঞ্চিত কোথা বা লুকালে ॥
তাই এবে নিরখি সর্বত্র হীনবীর্য্য ।
মহাপ্রয়াণে সাজ বুঝি এ মর্ত্যকার্য্য ॥
হরি-গুরু-ভক্ত তব ছিল ধন-প্রাণ ।
দেখালে ভুবনে তার অলন্তু প্রমাণ ॥

আজি এই বাসরেতে জাগে সেই স্মৃতি ।
 ব্যাসপূজা-যজ্ঞে দিহু শ্রদ্ধা-যত্নাভিতি ॥
 করুণা-মূর্ত্তবিগ্রহ তুমি ত্রিভুবনে ।
 তোমাবিদ্যা রক্ষিবারে নারে কোন জনে ॥
 নিত্যানন্দাবতার গুরু শাস্ত্রে কহয় ।
 ও পদবরণে ভগবান্ তুষ্ট হয় ॥
 তুমিত স্থলিতপদ-জনের সম্বল ।
 ভব-কারাবদ্ধজীবগতি-শক্তি-বল ॥
 সেবন করি' সেব্য-সেবকভগবানে ।
 মিলায় পরমাগতি শরীরাবসানে ॥
 এই উক্তি-সফলতা নহিল জীবনে ।
 জনম সার্থক ক'রো তব গুণগানে ॥
 আশিস্ বরিষ সবার মস্তক-পরে ।
 ছরত্যায়া মায়া যাতে জিনিবারে পারে ॥
 অবশেষে সকাতরে মাগি তব ঠাঁই ।
 জন্মে জন্মে পাদপদ্মে ভক্তি যেন পাই ॥
 ভকতি-প্রসূনে রচি এই তুচ্ছ হার ।
 শ্রীচরণে অর্পিলু', লহ অর্ঘ্য-সস্তার ॥

বিনয়াবনত—

সজ্জনকিঙ্করাভাস

(ত্রিদিগুভিক্ষু) উদ্ধমস্থী

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-৫০)

পূর্বপ্রবন্ধে কীর্তনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দৈন্ত ও নিজাভীষ্ট বিজ্ঞাপন এবং স্তবপাঠও কীর্তনের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষণে স্মরণের কথা বলা হইতেছে। শরণাপত্তি দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে নামকীর্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ করিবে। মন দ্বারা নামের অনুসন্ধানই স্মরণ। তাহা বহুপ্রকার। সর্ববিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি সমর্পণই স্মরণ।

নামস্মরণ—

হরেনাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্।

কীর্তনীয়ঞ্চ বহুধা নিবৃতির্বহুধেচ্ছতা ॥ (জাবালিসংহিতা)

নিবৃত্তিকামী ব্যক্তি নিরন্তর বহুভাবে হরিনাম, রূপধ্যান, গান ও কীর্তন করিবেন। এই নামস্মরণ অন্তঃকরণ শুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। ইহা কীর্তন অপেক্ষা ন্যূন।

রূপস্মরণ (ভাঃ ১২।১২।৫৫)—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।

সদৃশ্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মযুগলের নিরন্তর স্মৃতি অমঙ্গল নাশ করে এবং মঙ্গল, চিত্তশুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি ও বিজ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত-জ্ঞান বিস্তার করিয়া থাকে। পরমাত্মভক্তি অর্থে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণাভক্তি। ইহাই মুখ্যফল, অপরগুলি আনুষঙ্গিকফল।

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।

কিংবর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮০।১১)

জগদ্গুরু শ্রীহরি নিজপাদপদ্মস্মরণকারী ব্যক্তিকে নিজকে পর্যন্ত প্রদান করেন। স্মরণে তত্ত্বগণের অনতিবাহিত অর্থ-কাম-প্রদানবিষয়ে আর বক্তব্য কি? আত্মপ্রদান করেন অর্থে সাক্ষাৎ আবিভূত হইয়া নিজ আত্মস্মরণকারী ব্যক্তিকে বশীভূত করিয়া থাকেন। অর্থকামান্ অর্থে মোক্ষও অন্তর্ভুক্ত।

গারুড়েও উক্ত হইয়াছে,—

একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে মুহুর্তে ধ্যানবজ্জিতে।

দস্য্যতিমুর্ষিতে নৈব যুক্তমাক্রন্দিতুং ভ্রশম্ ॥

যদি একমুহূর্তকালও স্মরণশূণ্যরূপে অতীত হয়, তবে দৃশ্যকর্তৃক হতসর্বস্ব ব্যক্তির ন্যায় জীবের তজ্জন্তু অতিশয় ক্রন্দন করা কর্তব্য হইয়া থাকে ।

পূর্ববৎ ক্রমানুসারে গুণ, পরিকর, সেবা এবং লীলার স্মরণ করিতে হইবে । এই স্মরণ পঞ্চবিধ—যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম ‘স্মরণ’ । সর্ববস্তু হইতে চিত্ত আকর্ষণপূর্বক সামান্যাকারে মনোনিবেশকে ‘ধারণা’ বলে । বিশেষভাবে রূপাদির চিত্তাকে ‘ধ্যান’ বলে । উহা অমৃতধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন হইলে তাহা ‘ধ্রুবানুস্মৃতি’ ; আর কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুর স্মৃতিতে ‘সমাধি’ বলে ।

স্মরণ সম্বন্ধে নারদীয় পুরাণের উক্তি,—

যেন কেনাপ্যাপায়েন স্মৃতো নারায়ণোব্যয়ঃ ।

অপি পাতকযুক্তশ্চ প্রসন্নঃ স্তান্ন সংশয়ঃ ॥

এই অব্যয়পুরুষ নারায়ণ যেকোন প্রকারে স্মৃত হইলে পাতকী ব্যক্তির প্রতিও প্রসন্ন হন ।

বিষয়ান্ ধ্যায়তচ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে ।

মামনুস্মরতচ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীযতে ।

বিষয়ধ্যানরত ব্যক্তির চিত্ত বিষয়েই আসক্ত হয় আর অনুক্ষণ ভগবৎস্মরণ-রত ব্যক্তির চিত্ত ভগবানে বিলীন হয় ।

ধ্রুবানুস্মৃতি—

মদৃগুণশ্রুতিমাত্রেন ময়ি সর্বগুহাশয়ে ।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্তসোহনুধৌ ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১১)

শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন,—আমার গুণকথা শ্রবণমাত্র সর্বহৃদয়গুহাশায়ী আমাতে মনোবৃত্তি অবিচ্ছিন্নভাবে স্থাপিত হয় । (যে প্রকার গঙ্গার সমুদ্রাভিমুখে গমনের গতি কেহ রোধ করিতে পারে না তদ্রূপ) ।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেহপ্যকুণ্ডস্মৃতিঃ ।

ত্রিভুবনের বৈভবলাভের জন্তুও স্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না ।

সমাধি সম্বন্ধে যুক্তি—

তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়োর্জগদাত্মনোঃ ।

ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানং বিশ্বমেব চ ॥ (ভাঃ ১২।১০।৯)

তিনি কল্পদ্বীপ অর্থাৎ শ্রীভগবানে পরম ভক্তি দ্বারা আবিষ্টচিত্ত হওয়ায় ঈশদ্বয়ের (হরপার্বতীর) আগমন এবং নিম্ন বা বিশ্ব সম্বন্ধে কিছুই অবগত হন নাই। ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে ভিন্ন।

কখনও লীলাদিযুক্ত ভগবদ্বিষয়ে অশুশ্রুতিরহিত সমাধি হইয়া থাকে। দাসাদি ভক্তগণের পক্ষে এই সমাধি এবং শান্তভক্তের পক্ষে পূর্বোক্ত সমাধি জানিতে হইবে। (ভাঃ ১২।১২।৬৯) যথা—

স্বস্বখনিভৃতচেতাশ্চদ্ব্যুদগ্ধাত্তাবোহপ্যজিতকুচিরলীলাকুণ্ডসারসদীয়ম্।

ব্যতনুত কুপয়া যন্তুদদীপং পুরাণং তমখিলবৃদ্ধিনয়ং ব্যাসস্বনুং নতোহস্মি ॥

যিনি নিজস্বখপূর্ণচিত্ত এবং তন্নিবন্ধন অনাসক্তিরহিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলাপকলে আকৃষ্ট হইয়া জীবের প্রতি কৃপা হেতু পরমার্থপ্রকাশক এই ভাগবত পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই নিখিলপাপনাশন ব্যাসনন্দনকে প্রণাম করি।

কুচি ও শক্তি থাকিলে স্মরণ পরিত্যাগ না করিয়া পাদসেবাও কর্তব্য। কেহ কেহ স্মরণসিদ্ধির জন্তুও এই সেবা করিয়া থাকেন। যথা—

যৎপাদসেবাভিকুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।

সত্ত্বঃ ক্ষিপোত্যবহমেধতী সতী যথা পদাস্তুষ্ঠবিনিঃসৃত্য সরিৎ ॥

(ভাঃ ৪।২।৩১)

সাঁহার (শ্রীভগবানের) পাদসেবাকাজ্জা প্রত্যহ বুদ্ধিশীলা হইয়া ভগবৎ-পদাস্তুষ্ঠপ্রসূতা গঙ্গাদেবীর স্থায় সত্তাই তপস্বিগণের (সংসারতাপে সংসারতপ্ত-জনগণের) অশেষজন্মাজ্জিত চিত্তমল (বিবিধ বিষয়বাসনা) বিনাশ করিয়া থাকে। (ভাঃ ১০।৫১।৫৫ শ্লোকে)—

ন কাময়েহস্তং তব পাদসেবনাদকিঞ্চন-প্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।

আরাধ্য কস্তাং হৃপবর্গদং হরে বৃণীত আৰ্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥

হে বিভো! অকিঞ্চনগণের (মোক্ষকামনা পর্যন্ত রহিত জনগণের) প্রার্থনীয় ভবদীয় পাদপদ্ম সেবনব্যতীত আমি অত কোন বস্তুই প্রার্থনা করি না। যেহেতু কোন্ ব্যক্তি আপনার আরাধনা করিয়া অপবর্গপ্রদরূপে আপনাকে বরণ করেন? বরণ আত্মবন্ধনই বরণ করেন অর্থাৎ আত্মবন্ধনও ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিং প্রিয় মনে করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৫১।৫৬ শ্লোকে উক্ত আছে,—

তস্মাদ্বিস্বজ্যাশিষ ঈশ সর্বতো রক্তস্বমঃসত্ত্বগ্ণানুবন্ধনাঃ।

নিরঞ্জনং নিগূর্ণমদ্বয়ং পরং ত্বাং জ্ঞপ্তিমাভ্রং পুরুষং ব্রহ্মাম্যহম্ ॥

অতএব হে ঈশ ! আমি সর্বতোভাবে সত্ত্বরজস্বমোগুণাহুবন্ধ কামসমূহ পরিত্যাগপূর্বক অদ্বয়, নিগুণ, নিরঞ্জন, জ্ঞান-ঘন পরমপুরুষ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ।

শ্রীমূর্তিदर्शन, স্পর্শ, তৎপরিক্রমা, তদনুগমন, ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা, মথুরাদি তদীয় তীর্থে গমন ও স্নানাदि তৎপরিকরস্বরূপ বলিয়া ঐসকলকে পাদসেবার অন্তর্গত জানিতে হইবে । যাবজ্জীবন ভগবন্মন্দিরে বাস শরণাপত্তিরই অন্তর্গত । গঙ্গা প্রভৃতি এবং তত্রত্য প্রাণীসকল পরম ভাগবত বলিয়া তাহাদের সেবা মহৎসেবাদিতেই পর্য্যবসিত হয় । অতএব গঙ্গাদিও ভক্তির কারণ হইয়া থাকে । এইজন্তই (ভাঃ ১।২।১৬) শ্রীশ্রুতের উক্তি,—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্ধাধানশ্চ বাসুদেবকথাকুচিঃ ।

শ্রান্নহংসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥

শ্রবণাভিলাষী শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির মহৎসেবা ও পুণ্যতীর্থসেবা দ্বারা শ্রীহরির কথাতে রুচি জন্মে । পুণ্যতীর্থ বলিতে গঙ্গাদিতীর্থ ও শ্রীগুরুদেবকে বুঝায় ।

যৎপাদনিঃসৃতসরিংপ্রবরোদকেন

তীর্থেন মূর্খ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোহভূৎ ।

যাঁহার পাদপদ্মপ্রসূতা নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাজল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব 'শিবত্ব' লাভ করিয়াছেন । শিব অর্থে মঙ্গলময় বা সুখময় । তাদৃশ সুখপ্রাপ্তি একমাত্র ভক্তিতেই পর্য্যবসিত । ব্রহ্মপুরাণে পুরুষোত্তমক্ষেত্রসম্বন্ধে উক্তি—

অহো ক্ষেত্রশ্চ মাহাত্ম্যং সমন্তাদশযোজনম্ ।

দিবিষ্ঠা যত্র পশুন্তি সর্বানিব চতুর্ভুজান্ ॥

এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের চতুর্দিকে দশযোজন পর্য্যন্ত অদ্ভুত মাহাত্ম্য বর্তমান । দেবতাগণ ক্ষেত্রমধ্যস্থ প্রাণিগণকে চতুর্ভুজরূপে দর্শন করেন ।

স্বাক্ষে— সংবৎসরং বা ষণ্মাসান্মাসং মাসার্দ্ধমেব বা ।

দ্বারকাবাসিনঃ সর্বনরানার্য্যশ্চতুর্ভুজাঃ ॥

পাদপাতালখণ্ডে—

অহো মধুপুরী ধৃত্বা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী ।

দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥

সংবৎসর, ছয়মাস, একমাস বা মাসার্দ্ধকাল দ্বারকায় বাস করিলে নরনারী সকলেই চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন ।

অহো ! এই মধুপুরী ধন্থা এবং বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা । যেহেতু এখানে
একদিন বাস করিলেও হরিভক্তি জন্মে ।

আদি বরাহে—

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোহন্যত্র কুরুতে রতিম্ ।

মৃতো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়ায়া ॥

যে মৃত মথুরা পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে রতি করে, সে আমার মায়ায়
মুগ্ধ হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে ।

তুলসীসেবাও সংসেবার অন্তর্গত । যথা—

বিষ্ণোঽষ্টলোকানাথশ্চ রামশ্চ জনকাত্মজা ।

প্রিয়া তথৈব তুলসী সর্বলোকৈকপাবনী ॥ (গরুড়সংহিতা)

রতিং বধ্নাতি নাহ্যত্র তুলসীকাননং বিনা ।

দেবদেবো জগৎস্বামী কলিকালে বিশেষতঃ ॥

নিরীক্ষিতা নরৈর্ধৈর্যন্ত তুলসীবনবাটিকা ।

রোপিতা যৈস্তু বিধিনা সংপ্রাপ্তং পরমং পদম্ ॥ (স্কান্দে)

জনকনন্দিনী সীতাদেবী যেরূপ রামচন্দ্রের প্রিয়া, সর্বলোকপাবনী তুলসী
দেবীও তদ্রূপ ত্রিলোকনাথের প্রিয়া । দেবদেব জগদীশ্বর তুলসীকানন ব্যতীত
কলিযুগে অন্যত্র অমুরক্ত হন না । যাঁহারা তুলসীকানন দর্শন অথবা যথাবিধি
রোপণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

ভক্তিই জীবের পরম ধর্ম

জগদ্বরণ্যে ত্রিকালদর্শী মহর্ষি শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পুরাণসম্রাট
শ্রীমদ্ভাগবতে জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্রজে ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যযাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ (শ্রীভাঃ ১।২।৬)

ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানাভীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী ও কর্ম-জ্ঞানাদিবিঘ্ন-
শূন্য নিত্যভক্তিই জীবের পর বা শ্রেষ্ঠধর্ম । এই শ্রেষ্ঠধর্ম পালনের দ্বারাই
আত্মা সুপ্রসন্নতা লাভ করে ।

ভক্তির মহিমায় ক্রতি বলেন,—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি

ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ।

(বেদান্তের ৩।৩।৫৩ সূত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত মাঠর-কৃতি-বচন)

অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদর্শন করান। সেই পরমেশ্বর একমাত্র ভক্তিরই বশ। সেই কারণে ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদ্বাক্য যথা,—

ভক্ত্যা হুনন্তয়া শক্যঃ অহমেবম্বিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরস্তপ ॥ (গী: ১১।৫৪)

“হে অর্জুন। একমাত্র অনন্ত ভক্তি দ্বারাই এইরূপ যথার্থভাবে আমাকে জানিতে, দর্শন করিতে ও আশ্রয় করিতে সমর্থ হইবে।”

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র উপায় বা অভিধেয়। ভক্তির এদাদৃশী মহিমা শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে কীর্তিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকেই এই নিষ্কণ্টক ভক্তিপথ পরিত্যাগ করতঃ কণ্টকাকীর্ণ কর্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে আশ্রয় করিয়া পরতত্ত্ববস্তুরূপে লাভ করিবার জন্য বৃথা প্রয়াসী হন। মরুভূমিতে জলাশেষে মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া যেমন জলপ্রাপ্তি ঘটেনা তদ্রূপ জ্ঞান, কর্ম ও যোগের আশ্রয়ে ভগবদ্-প্রাপ্তিও সুদূরপর্যায়ত। এক্ষণে কর্ম, জ্ঞান ও যোগের এইরূপ অমুপাদেয়তা আলোচনা করা হইতেছে। ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে পশ্চাৎ বিস্তৃত আলোচনা করিব। ‘আদৌ কর্মের সংজ্ঞা যৎ ক্রিয়তে তদেব কর্ম’ অর্থাৎ যাহা করা যায় তাহাই কর্ম। ধর্মতত্ত্ববিদগণ কর্মের সংজ্ঞায় ‘ফলভোগীত্বাৎ’ এই শব্দটিও সংযোগ করিয়াছেন। অর্থাৎ যে কর্মের ফল নিজেই ভোগ করিব তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম। কর্মের নিন্দা শাস্ত্রে বহুস্থলে দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৩।৯ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মাগোহন্তত্র লোকহয়ং কর্মবন্ধনঃ ।

যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নিমিত্ত তিন অন্ত কর্মের দ্বারা এই মনুষ্যালোকে কর্ম বন্ধন হয়। কর্মের ফল অনিত্য তথা দুঃখপ্রদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ছাড়াও শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১।৩।১৮) কর্মের অসারতা লক্ষিত হয়।

কর্ম্যাণ্যারভমাণানাং দুঃখহতৌ সুখায় চ ।

পশ্যেৎ পাকবিপর্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥

জগতে মানবগণ দুঃখবিনাশ ও সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত কৰ্মের সূচনা করিয়া থাকেন কিন্তু ফললাভে বিপরীত ঘটয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ যেমন কোন ব্যক্তি সুখলাভ করিবার নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হয় কিন্তু কালক্রমে দেখা যায় স্ত্রী ও পুত্রকন্যাতির রোগশোকে বা তাহাদের দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত উজ্জ্বলিত হইয়া পড়ে। ইহসংসারে তাহারা সকলেই অনিত্য। সেই সকল আত্মীয়-স্বজন জীবের নিত্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং সুখ পাওয়া তো দূরে থাকুক দুঃখই চরম ঘটয়া থাকে। এবম্প্রকার কৰ্মের বিবশ্য ফল ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রমাণস্বরূপে জগতে পরিলক্ষিত হইতেছে।

ইহলোকে তো কৰ্মের দ্বারা নিত্য সুখ হয়ই না এমন কি পুণ্যজনক কৰ্মের দ্বারা নিশ্চিত পরলোকও নিত্য সুখদায়ক নহে। যথা—

এবং লোকং পরং বিচারস্বরং কৰ্মনিশ্চিতম্ । (শ্রীভাঃ ১১।৩।২০)

এমন কি পুণ্য অর্থাৎ কৰ্মাজ্জিত ঐহিক ভোগ্যবস্তুর ত্রায় কৰ্মাজ্জিত পারলৌকিক স্বর্গীয় ভোগবস্তুও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মান বলিয়া বিনষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়েও (৯।২১) উহার প্রতিধ্বনি রহিয়াছে,—

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।

পুণ্যক্ষয়ান্তে জীবের পুনঃ দুঃখপ্রদ এই সংসারে পুনরাগমন হয়। শ্রুতিতেও উক্ত আছে,—

“তদ্বথেহ কৰ্মাজ্জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ।”

সুতরাং দেখা যাইতেছে কৰ্মপ্রসূত সকল ফলই তুচ্ছ, অনিত্য ও দুঃখপ্রদ। তদ্বারা নিত্য সুখলাভ অসম্ভব।

এখন জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। মায়াবাদিগণ জ্ঞান বলিতে ‘আমি ব্রহ্ম’—এই বোধ লাভকেই কহিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ এবম্প্রকার জ্ঞানিগণের অতীত সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২।২৬ শ্লোকে বর্ণিত আছে—

যেহন্তেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন্দ্রিয়ান্ততাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

আরুহ কুচ্ছেন্ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃতযুগ্মদজ্জয়ঃ ॥

হে অরবিন্দাক্ষ, জ্ঞানিগণ বিমুক্ত হইয়াছি বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু তাহারা আপনাতে ভক্তি শূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধ বুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্রেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত আরোহন করিয়াও

ভগবদ্ভক্তির অনাদর করায় অধঃপতিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য-২২।২২) বলেন,—

জ্ঞানী জীবমুক্তদশা পাইলু করি' মানৈ ।

বস্তুতঃ বুদ্ধি 'গুহ্য' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥

মায়াবাদপ্রভৃতি মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ আপনাকে আপনি 'জ্ঞানী' বলিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ কৃষ্ণভক্তি বিনা বুদ্ধি গুহ্য হয় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও (মধ্য ২২।২১) উক্ত আছে,—

কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা ।

জ্ঞানিগণ যতই না কেন মুক্ত বলিয়া অভিমান করুন শ্রীভগবদ্ভক্তিতে অনাদর হেতু তাহারা অধঃপতিত হইয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ একটি গল্প বলিলে জ্ঞানিগণের অবস্থা সকলের বোধগম্য হইবে।—এক সময় এক চিলের সহিত এক কচ্ছপের বন্ধুত্ব হয়। চিল উর্দ্ধদেশে উড়িয়া যায় আবার বন্ধুর নিকট নামিয়া আসে। কচ্ছপটি রোজ চিলবন্ধুকে বহু উপরে উড়িতে দেখিয়া তাহার নিজেরও উপরে যাইবার ইচ্ছা হইল। সেকারণ একদিন সে চিলবন্ধুকে কহিল,—“বন্ধু তুমি তো আকাশের উপরে উড়িয়া যাও, আমাকেও একদিন উপরে লইয়া যাইতে হইবে। চিলবন্ধু বলিল,—‘সে কি হয় বন্ধু! তোমার তো ডানা নাই, তুমি কি করিয়া যাইবে?’ কচ্ছপটি তো নাছোড়বান্দা। সে বলিল “তামি জানিনা, যেমন করিয়াই হউক আমাকে একবার উপরে লইয়া যাইতেই হইবে।” কচ্ছপবন্ধুর এবশ্প্রকার বারংবার অনুরোধে চিলবন্ধু একটি বুদ্ধি করিয়া বলিল —“আচ্ছা বন্ধু! তুমি এক কাজ কর; তুমি আমার পা আশ্বে কামড় দিয়া ধরিয়া থাকিবে, আর আমি তোমায় লইয়া উপরে উড়িয়া যাইব। কিন্তু ভাই সাবধান! মুখ খুলিও না। যদি মুখ খোল তাহা হইলে তোমার শ্বাস প্রাণের বন্ধুকে চিরতরে হারাইতে হইবে। কচ্ছপ তাহাতেই রাজী হইল। কচ্ছপ চিলের একটি পদ আশ্বে কামড় দিয়া ধরিয়া রহিল। চিলটি তখন কচ্ছপটী লইয়া সোঁ সোঁ করিয়া আকাশের উর্দ্ধদেশে উড়িয়া চলিল। সেই সময় কচ্ছপটীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। তখন নিয়ে সরোবরস্থ কচ্ছপসকলকে 'সে যে আজ কত উপরে উঠিয়াছে এই সৌভাগ্যের কথা অহঙ্কারভরে বলিতে উদ্বৃত্ত হওয়ামাত্রই

অধঃপতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। জ্ঞানিগণের অবস্থা ঠিক কচ্ছপের
হ্রাস, তাহারা বহুকষ্টে মুক্তলোকে গমন করিলেও ভক্তিরূপী পদ্মাভাবে
পুনঃ অধোগতি লাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪)
ভক্তির মহিমা কীর্তনপূর্বক জ্ঞানকে নিন্দা করিয়াছেন, যথা —

শ্রেয়ঃ সৃষ্টিং ভক্তিমুদন্ত তে বিভো ক্রিশ্চিস্তি যে কেবলবোধলক্ষ্যে ।

তেষামসৌ ক্রেশল এব শিষ্যতে নাত্তৎ যথা স্থলতুষাবঘাতিনাম্ ॥

অর্থাৎ ‘হে বিভো ! ভোমাতে ভক্তিই শ্রেয়ঃপথ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া
যে-সকল ব্যক্তি কেবল বোধলাভের জন্ত অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এইটি স্থির
করিবার জন্ত নানাবিধ ক্রেশল স্বীকার করেন, স্থলতোষণকে যাহারা পোষণ
করে তাহারা সেইরূপ তণ্ডুল পায় না, সেইরূপ তাহাদের ক্রেশমাত্রই সার হয় ।

কেবল জ্ঞান অর্থাৎ ভক্তিরহিত সখিদৃষ্টির অনুভব জীবকে জড়বদ্ধ
হইতে মোচন করিতে পারে না। যতই না কেন জীব অতন্নিসন করুন
কৃষ্ণস্বরূপের অজ্ঞানতাক্রমে অহং-গ্রহোপাসনা প্রবল হইয়া অধঃপতিত
হয়। জ্ঞান না করিয়াও জীব কৃষ্ণসেবায় তৎপর হইলে জড়বদ্ধন হইতে
মুক্তি পাইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করতঃ আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত হন।

সুতরাং শ্রীভগবদ্পাদপদ্মে কৰ্ম্ম-জ্ঞানের গোচরীভূত নহে তাহা
আলোচিত হইল। যোগের দ্বারাও ভগবান্ যে বশীভূত হন না তাহাও
দেখান হইতেছে, যথা—

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৪।২ • শ্লোকে—

ন সাধ্যতি মাং যোগো ন সাজ্য্যং ধৰ্ম্ম উদ্ধব ।

ন স্বাধ্যায়ন্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তিৰ্মমোৰ্জিতা ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলিয়াছেন আমার প্রতি প্রবলাভক্তি সেইরূপ আমাকে
বশীভূত করিতে পারে ; আসন-প্রণামাদিরূপ যোগ, সাজ্য্য, জ্ঞান, ব্রাহ্মণের
স্বশাখা অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায় সৰ্ব্ববিধ তপস্তা ও ত্যাগরূপ সম্রাসাদি দ্বারা
আমি সেইরূপ বশীভূত হই না। শ্রীপুরুষোত্তমের সেবায় ঐগুলি বিশেষ
অত্যাবশ্যক নহে। কেবলাভক্তিই পুরুষোত্তমকে লাভ করাইতে সমর্থ।

সুতরাং কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের দ্বারা শ্রীভগবান্ লভ্য নহেন তাহা
আলোচিত হইল এবং ইহাদের অনুপাদেয়ত্বও প্রদর্শিত হইল। (ক্রমশঃ)

— ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীশ্রীমধুপুরীমাহাত্ম্যম্

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ-বর্ষ, ১ম-সংখ্যা, ২১ পৃষ্ঠার পর)

নানা প্রমাণৈরিদমবগম্যতেযং গঙ্গাসম্পর্কাদ্ এব বারাগস্তা মাহাত্ম্যাধিক্যং
তারকব্রহ্মপ্রভাবাদেব মুক্ত্যাদিকং অত্থা তস্তামপি তীর্থনামানুজ্ঞমেব স্তাৎ
পরন্তু শ্রীমথুরায়া মাহাত্ম্যং স্বতঃসিদ্ধং তস্তাঃ শ্রীভগবন্নিত্যধামত্বাৎ তত্র
শ্রীভগবন্নিত্যসান্নিধ্যাৎ তস্তাঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপত্বকীর্তনাচ্চ তথাহি—“তাসাং
মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরী” “গঙ্গা শতগুণা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে”
“পরানন্দময়ীসিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ” “মুঁক্তৈঃ প্রার্থ্যাহরেভক্তির্মথুরায়াস্তলভ্যতে”
“অথ সপ্তপুরীনাঙ্ক সর্বোৎকৃষ্টত্বমাথুরং” পূর্বে বর্ষে সহস্রে তু বারাগস্তাস্তু যং
ফলং তৎফলং লভতে দেবি মথুরায়াস্তু স্মানেনহি।” ইত্যাদি সাক্ষাৎ শ্রুত্যা
অনুপ্রমাণবাধাৎ মথুরায়াং বারাগসীতঃ শ্রেষ্ঠাৎ সুসিদ্ধমেব স্তাৎ। যস্তাঃ
গঙ্গায়াঃ সম্পর্কাৎ বারাগস্তা মাহাত্ম্যং তস্তা এব মথুরাসম্পর্কাৎ শতগুণ-
মাহাত্ম্যাবৃদ্ধিশ্রবণাৎ অতো ন কোইপি মতিমান্ বিবদেত যন্ত পাদোদকং
গঙ্গাং কাশ্যাধিপতিঃ শিরসা বিভক্তি তত্শৈব সাক্ষাৎ ক্রীড়ানিলয়ভূতায়া
মথুরায়া মাহাত্ম্যং ততোইধিকমিতি কিমু বক্তব্যম্। শ্রীহরেঃ সর্বেশ্বরত্বং
সমস্তপুরাণাগমৈঃ নির্ণীতং আচারে চ প্রবর্তিতং দৃশ্যতে সর্বদেবার্চনকালে
উপচারদানপ্রসঙ্গে এতদধিপত্যে বিষ্ণবে নমঃ ইত্যনন্তরমেব তং তত্শৈব
দেবায় দীযতে সর্বকর্মাণ্ডে চ তং ফলং হরয়ে এব সমর্প্যতে অঙ্গবৈকল্য-
নাশায়তনাম এব কীর্ত্যতে। “ভোক্তাহং সর্বযজ্ঞানাং” ইতি গীতোক্তং
অত্ৰ চ “যেহপ্যন্তদেবতাভক্তাস্তেইপি মামেব যজন্ত্যবিধিপূর্বকং” “কেশবং
প্রতিগচ্ছতি” ইত্যাদি শত শত প্রমাণদৃষ্ট্যা সুনিশ্চিতং অতন্তুশ্রদ্ধামতয়া
মথুরাপিসর্বতঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যত্র নাস্তি কোইপি সন্দেহলেশঃ তেন কানীতঃ
মথুরা শ্রেষ্ঠা ইত্যেব মন্ত্বে” ॥

নানা প্রমাণের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, গঙ্গা সম্পর্কেই কানীর
মাহাত্ম্যাধিক্য আর তারকব্রহ্মপ্রভাবেই মুক্তি, নতুবা তাহারও তীর্থ-
সাধারণতাই। পরন্তু শ্রীমথুরার মাহাত্ম্য স্বতঃসিদ্ধ, সেখানে ভগবান্ নিত্য-
বিরাজমান। তাহা তাহার নিত্যধাম আর তাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপই শাস্ত্রে
উক্ত আছে, যথা—তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মই গোপালপুরী (বেদ), আমার
মথুরা মণ্ডলে গঙ্গাই শতগুণমাহাত্ম্যবৃদ্ধা (যমুনাখ্যাতা), পরানন্দময়ীসিদ্ধি

মথুরা স্পর্শমাত্রেই হয়, মুক্তদের প্রার্থ্যা হরিভক্তি মথুরায় পাওয়া যায়। সপ্তপুরীরও গোপ্যামথুরা, সহস্রবৎসর কাশীবাসের ফল মথুরায় একক্ষণেই হয় ইত্যাদি প্রমাণ সাক্ষাৎশ্রুতি অথবা প্রমাণবাহক, সুতরাং বারানসী হইতে মথুরার শ্রেষ্ঠতা সুসিদ্ধই হয়। যে গঙ্গার প্রবেশে কাশীর মাহাত্ম্য, সেই গঙ্গারই মাহাত্ম্য মথুরা সম্পর্কে শতগুণ হয় বলায় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আর বিবাদ করিতে পারে না। যার পাদোদক গঙ্গাকে কাশ্যাধিপতি শিব মস্তকে বহন করেন, তাহারই ক্রীড়াভূমির মাহাত্ম্য অধিক ইহাতে আর কি বলার আছে? শ্রীহরির সর্বেশ্বরত্ব সর্বপুরাণ-আগমই নির্ণয় করিয়াছেন, আচারেও দেখা যায় সর্ব-দেবার্চনাদিতে উপচারদানে অধিপতি বিষ্ণুকে দিয়া মূলদেবতাকে দেওয়ার রীতি আছে। সর্বকর্মান্তেও তাহার ফল তাহাকেই অর্পণ করা হয়। অঙ্গবৈকল্যনাশের জন্তও তাহারই নাম কীর্ত্তন করা হয়। “আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা”—এই গীতোক্তি; যাহারা অমৃতদেবতাভক্ত তাহারাও আমাকেই অবিধিপূর্বক যজ্ঞনা করেন। সমস্ত পূজাই সমুদ্রবৎ কেশবে সঞ্চিত হয়। এই সব প্রমাণই নিশ্চয় করিয়াছেন; সুতরাং তাহারই ধামহেতু মথুরাই সর্বশ্রেষ্ঠা, ইহাতে কোন সন্দেহলেশও নাই। তাই কাশী হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠা ইহাই মনে হয় ॥ ২ ॥

যন্তু “কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গামুপরিষেবণম্” ইত্যত্র প্রথম-নির্দেশাৎ কাশীবাসস্ত প্রধানত্বং কেনচিৎ পণ্ডিতপ্রবরেণ উচ্যতে তন্তু ন-সম্যক্ যতঃ তথাত্তে অযোধ্যা মথুরা মায়েত্যাди শ্লোকে প্রথমনির্দেশাৎ অযোধ্যায়া অপি তথাত্তাপত্তিঃ দুর্কারা। কিঞ্চ বারানস্ত্যাং বিশেষেণ গঙ্গা ত্রিপথগামিনী—প্রবিষ্টা নাশয়েৎ পাপং জন্মান্তরশতৈঃ কৃতং ইত্যাদি তদু-বচনবলাৎ গঙ্গায়াঃ সংযোগাৎ তন্মাহাত্ম্যবৈশিষ্ট্যং সমায়াতং ইত্যস্তাপি স্পষ্টচক্ষাৎ। অত্থা তন্মাহাত্ম্যে তদংশপ্রবেশানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ দুর্কারঃ। তথাচ “প্রয়াগং নৈমিষং পুণ্যং... গোকর্ণং ভদ্রকর্ণকং এতানি পুণ্যস্থানানি ইত্যাত্ত-নন্তরমেব “ন যাস্তন্তি পরং মোক্ষং বারানস্ত্যাং যথা মৃত্যুঃ” ইত্যুক্তেন্নতেনৈব বারানস্ত্যাঃ অযোধ্যাদিতঃ শ্রেষ্ঠ্যমায়াতি। তত্র তেষামগ্রহণাৎ।

তীর্থান্তরাণি ক্ষেত্রাণি বিষ্ণুভক্তিঞ্চ নারদ—অন্তঃকরণসংস্কৃতিং জনয়ন্তি ন সংশয়ঃ। বারানস্ত্যাপি দেবর্ষে তাদৃশেব পরন্তু সা প্রকাশয়তি ব্রহ্মৈক্যং তারকস্তোপদেশতঃ ইতি পাদ্মাৎ অযোধ্যাদীনাং জ্ঞানোৎপাদনদ্বারা সালোক্য-প্রদত্বং কথমায়াতি কথং বা তেষামেবাত্র গ্রহণং ইত্যপি পূর্বপ্রসঙ্গসাপেক্ষং

গ্রহণোহপি তেষাম্ অন্তঃকরণভুদ্ধৌ সংশয়াভাবঃ বারাগস্তা অপিতথাত্বং
চেন্ননৃত্তে তথাপি ব্রহ্মৈক্যপ্রকাশং প্রতি তু তারকোপদেশস্ত হেতুত্বং অন্তেষাং
তু স্বতঃ মুক্তিপ্রদত্বং সিদ্ধেৎ অতঃ তেষামেব বারাগস্তপেক্ষয়া কথং শ্রেষ্ঠত্বং
ন স্তাৎ ইত্যপি প্রষ্টব্যাবসরঃ আপততি । তেষাং স্বতঃ মুক্তিপ্রদত্বং অযোধ্যা-
মথুরা-মায়েতি শ্লোকে অন্তত্ৰাপি প্রসিদ্ধমেব অন্তানি মুক্তিক্ষেত্রানি কাশী-
প্রাপ্তিকরানীতি বচনং নিমূলং প্রক্ষিপ্তং বা স্তাৎ যদি বা সমূলং প্রমাণং তথাপি
অন্তানিপদেন কেবাং গ্রহণং তজ্জ্ঞানার্থং পূর্বপ্রসঙ্গমপেক্ষ্যতে নাত্র মথুরাদিকং
ব্যাঘাতাৎ । অপিচ অত্র মুক্তিপদোপাদানাং পুনর্গর্ভবাসং প্রযচ্ছতীতি কথং
সমায়াতি সালোক্যাদিমুক্ত্যানন্তরং গর্ভবাসং যদি মন্যতে তর্হি কাশীমরণা-
নন্তরমপি গর্ভবাসং ভবত্যেব তত্রাপি চতুর্বিধধামভেদাৎ সালোক্যাদে-
ব্যবস্থাপিতত্বাৎ ইত্যসামঞ্জস্যং স্তাৎ ॥

আর যে “কাশীতে বাস সতের সঙ্গ” ইত্যাদি শ্লোকে কাশীর প্রথমতঃ
নির্দেশ থাকায় কাশীবাসের প্রাধান্য কোন পণ্ডিতপ্রবর বলিয়াছেন, তাহা
ঠিক নয় । তাহা হইলে “অযোধ্যা-মথুরা-মায়া” ইত্যাদি শ্লোকে প্রথম-
নির্দেশহেতু অযোধ্যারও কাশী হইতে প্রাধান্যাপত্তি দুর্ব্বার হয় । আরও
“বারাগসী বিশেষভাবে গঙ্গা ত্রিপথগামিনী হইয়া প্রবেশকরতঃ জন্মান্তর-
শতকৃত পাপনাশ করেন” ইহা তিনিই বলেন ; এই বচন বলে গঙ্গার সংগেই
কাশীমাহাত্ম্যবৈশিষ্ট্য আসে ইহাও বলা সম্ভব হয় । অন্তথা কাশীমাহাত্ম্যে
গঙ্গার প্রবেশ বলা নিরর্থক হয়, এই প্রসঙ্গও দুর্ব্বার । তথা “প্রয়াগ
নৈমিষ পুণ্য গোকর্ণ ভদ্রকর্ণক” এই সব পুণ্যস্থান বলিয়াই এসবে মৃত
বারাগসীতে মরার ন্যায় পরমোক্ষ লাভ করে না বলায় তদ্বারা বারাগসীরই
অযোধ্যাদি হইতে শ্রেষ্ঠত্ব আসে না ; কারণ সেখানে অযোধ্যাদি ধরা হয়
নাই । তীর্থান্তরক্ষেত্রসমূহ ও বিষ্ণুভক্তি অন্তঃকরণ ভুদ্ধি করেন সন্দেহ নাই
নারদ । বারাগসীও সেরূপ পরন্তু তিনি তারকব্রহ্ম উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মৈক্য
প্রাপ্তি করান । এই পাদ্যবচন হইতে তাহার কথিত অযোধ্যাদির জ্ঞানোৎ-
পাদন দ্বারা সালোক্যপ্রদত্ব কেমন করিয়া আসে, আর কেমন করে তাহাদের
এখানে টানিয়া আনা যায় ইহা পূর্ব প্রসঙ্গসাপেক্ষ, আনিলেও তাহাদের
অন্তঃকরণ ভুদ্ধিতে সন্দেহ নাই—বারাগসীর তথাহে ও ব্রহ্মৈক্যের প্রতি
তারকের উপদেশ হেতু অন্তঃকলের স্বয়ং মুক্তিপ্রদত্বই সিদ্ধ হয় । অতএব
তাহাদের বারাগসী হইতে শ্রেষ্ঠতা কেন হবে না ইহা জিজ্ঞাসার অবসর

আসে। তাহাদের স্বতঃমুক্তিপ্রদত্ত “অযোধ্যা-মথুরা-মায়া” ইত্যাদি শ্লোকে ও
অন্যত্রও প্রসিদ্ধ আছে। অন্য মুক্তিক্ষেত্রগুলি ‘কাশী প্রাপ্তিকর’ এরূপ
বচন নির্মূল বা প্রক্ষিপ্ত বলা যায়, যদি সমূল ও প্রমাণই বলেন, তথাপি অন্য
পদে কাহাদের গ্রহণ তাহা স্থির করার জন্য পূর্ব প্রসঙ্গ জানা চাই, তাহাতে
মথুরাদির গ্রহণ হইতে পারে না তাহাতে পূর্বপ্রসঙ্গের ব্যাধাত হয়। আরও
এখানে মুক্তিশব্দ বলায় ও কেমন করে পুনরায় গর্ভবাস হয় বলা যায়।
সালোক্যাদি মুক্তির পর গর্ভবাস হইলে কাশী মরণের পরও তাহা হয় বলা
যায়। সেখানেও সেই সব মুক্তিই হয় দেখান হইয়াছে। চতুর্বিধ ধামের ভেদ
সেজন্যই দেখান হইল। কাজেই কথাগুলির অসামঞ্জস্যই হয় ॥ ৩ ॥

অপিচ অযোধ্যাদীনি সম্যক্ জ্ঞানোৎপাদন দ্বারা সালোক্যমুক্তিপ্রদানীতি
উপরোক্তে: “অগ্নানি মুক্তিক্ষেত্রানি কাশী প্রাপ্তিকরাণি বৈ” ইতিপূর্বোক্তেন
বিরোধঃ দুস্পরিহর এব। “রুদ্রস্তারকং ব্রহ্মব্যচষ্টে” ইত্যন্থ মোক্ষহেতুত্বাৎ
স্বয়ং ব্রহ্মরূপধায়াং মথুরাদীনাং স্বয়ং মোক্ষপ্রদানাং কা কথা ততঃ বৈশিষ্ট্যে।
জিতেন্দ্রিয়াঃ পাপবিবর্জিতাশ্চ শাস্ত্রামহান্তো মধুসূদনাশ্রয়াঃ অত্রৈষু তীর্থেষুপি-
মুক্তিভাজোভবন্তি কাশ্যামপি কো বিশেষ ইতি দীপক প্রশ্নে অন্য
সামান্য-তীর্থাপেক্ষয়া তস্যাঃ স্বল্পসাধনগিদ্ধিদাত্রীত্বমেব বৈশিষ্ট্যমুক্তং। নতু
অযোধ্যাওপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠত্বপ্রসঙ্গলেশোহপি। তীর্থাস্তরানিক্ষেত্রানি বিষ্ণুভক্তিশ্চ
নারদঃ ইত্যাদি বচনবলাৎ বিষ্ণুভক্তেরস্তকরণশুদ্ধিকরত্বোক্তেস্তুমাত্রসামর্থ্যদৃষ্ট্যা
কাশ্যাঃ ততোগরীয়স্ত্বং নহি সিদ্ধ্যৎ যতস্তৎ বিষ্ণোটকাদয়োদেহে ন বাধস্তে
কদাচন ইতি গীতাপাঠফলবৎ অবাস্তুরফলং গীতাপাঠস্য সামান্যৌষধ
সাম্যমননমিবাযৌক্তিকং। তয়োঁরবাস্তুরফলমাত্রত্বাৎ তয়োঁমুখ্যফলস্ত মুক্তি-
ভক্ত্যাদিকমেব পূর্বোক্তেন “ন তীর্থং মথুরায়াহি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ গোপাৎ
সপ্তপুরীনাং মথুরামণ্ডলং স্মৃতং” ইত্যাদি বচনজ্ঞাতেন বিশেষতো বৈষ্ণবানাং
মথুরাতঃ পরং ধাম কিঞ্চন নাস্তীত্যেব সম্যক্। শিবস্য বৈষ্ণবত্বেন তৎ
প্রিয়ত্বেন ঐক্যাৎ তদ্ধায়ো গরীয়স্ত্বং ন বয়ং নিহুঁমঃ কিন্তু মথুরাসাম্যমননে
আধিক্যমননে বা কোষক্রতেঃ তদেব বয়ং নিন্দামঃ যতঃ বিষ্ণোঃ নাম-রূপ-স্বগ-
ধামমহিমাদেবদেবসামান্যমননমপি প্রমাদমিতি নামাপরাধপ্রসঙ্গে গদিতং।
শৈবাস্তুতদভীষ্টদেবধামতয়া বারাগস্তা মাহাত্ম্যাধিক্যং বদন্ত তাদৃশ নানা
পুরাণবচনমপ্যাকলয়ন্ত। তৈঃসহ বৃথালোপেনালং কিন্তু বৈষ্ণবৈঃ সর্বথা

বিষ্ণুধামোমহিমাধিক্যং বর্ণ্যং তৈঃসাত্ত্বিকপুরাণং শ্রীভাগবতং প্রমাণং মত্ততে ।
যদজ্জি- জল মস্তকে ধারণেন শিবঃ শিবোভূৎ ইত্যত্র দুর্কাসঃ প্রসঙ্গে চ
বিক্ষোঃ সর্বেশ্বরত্বং স্বীকৃতমিত্যলম্ ॥

আরও “অযোধ্যাদি সম্যক্ জ্ঞানোৎপাদন দ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি প্রদ”
পরে বলায় পূর্বের অগ্র মুক্তিক্ষেত্রগুলি কাশীপ্রাপ্তিকর বলায় বিরোধও
দুস্পরিহর হয়। “রুদ্র তারক ব্রহ্ম বলেন” ইহাই মোক্ষ হেতু বলায়
স্বয়ং ব্রহ্মরূপধাম মথুরাদির স্বতঃমুক্তিপ্রদাতার ন্যূনতার কথাই উঠে না।
জিতেপ্রিয় পাপশূন্য শান্ত মধুসূদনাশ্রয় মহাস্তম্ভগণ অগ্রতীর্থে মরিলেও মুক্তি-
ভাগীহন কাশীতেও হন, তবে বিশেষত্ব কি এই দীপকপ্রশ্নে অগ্র সামান্য
তীর্থ হইতে কাশীর স্বল্পসাধনে সিদ্ধিদানই বিশেষ বলা হয়। তীর্থান্তর
ক্ষেত্রাদি শ্লোকে বিষ্ণুভক্তির চিত্তশোধকত্ব বলায় কাশীর তাহা অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য
আসে না। কারণ তাহা গীতাপাঠের বিক্ষোটকাদিনাশরূপ অবাস্তুর ফলই
ইহাতে গীতাপাঠের সামান্য ঔষধতুল্যত্ব মনে করা অযৌক্তিক ; উভয়েরই
মুখ্যফল কৃষ্ণেরতি বা প্রেম ভক্ত্যাদি। পূর্বোক্ত “মথুরার শ্রেষ্ঠ তীর্থ নাই”
“সপ্ত পুরীতে মথুরাই গোপ্য” ইত্যাদি বচন বলে বিশেষতঃ বৈষ্ণবের পক্ষে
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ ধাম থাকিতে পারে না ইহাই ঠিক। শিব ও বৈষ্ণব বিষ্ণু-
প্রিয়, উভয়ের ঐক্যহেতু তাঁর ধামের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু
মথুরার সাম্য বা আধিক্যমননে দোষশ্রুতি থাকায় তাহাই নিন্দনীয়,
যেহেতু “বিষ্ণুর নাম রূপ-গুণ-ধামমহিমাতির অগ্রদেবসাম্যমননও প্রমাদ”
নামাপরাধে বলা হইয়াছে। শৈবগণ তাদের ঈষ্টদেবধামের অধিক মাহাত্ম্য
বলুন, বা প্রমাণ তুলুন, তাদের সঙ্গেবাক্য ব্যয় নিরর্থক। কিন্তু বৈষ্ণবগণ
সর্বপ্রকারেই বিষ্ণুধামের মহিমা অধিক বলিবেন ; যেহেতু তাঁহারা সাত্ত্বিক
পুরাণ শ্রীভাগবতকে প্রমাণ বলেন। তাহাতে “যাঁহার চরণজল মস্তকে
ধারণ করিয়া শিব ‘শিব’ হইলেন” এখানেও দুর্কাসা প্রসঙ্গে বিষ্ণুর
সর্বেশ্বরত্বই স্বীকার করিলেন। আর অধিক বলা নিম্প্রয়োজন। ইতি—

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ (বি.এ, অনার্স)

অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ; নবদ্বীপ।

মানব-দেহধারী অসুর

(পূর্বা প্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃষ্ঠার পর)

মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহারা সপার্বদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে মান্ত বা উপাস্তবস্তুরূপে স্বীকার করে না অর্থাৎ যাহারা ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ ও তদীয় নিজ-জন সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের উপদেশমত জীবন-যাপন করিতে চায় না, যাহারা ‘ভূঁই’ অর্থাৎ ভূমি বা মাটি আর ‘ভূঁড়ি’ অর্থাৎ উদর বা পেটকেই সারাংসার জানিয়া ‘ভূঁড়ি’র অভাব মোচন বা ভূমির উপর প্রভুত্ব করিবার জন্ত আশ্রয় চেষ্টা করিয়া থাকে— যাহারা’ নাস্তিক হইয়া পাশবিক বল লাভ করতঃ হিংসা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির দ্বারা কেবল নিজের দেহ-মনের ভোগ-সম্পদ বুদ্ধির জন্ত প্রাণ-অর্থ-বাক্য-বুদ্ধি ব্যয় করে—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অবমাননা, নিন্দা, অপবাদ প্রভৃতি কার্য্যই যাহাদের স্বভাব বা ধর্ম, তাহারাই অসুর, দৈত্য বা দানব।

এতদ্ব্যতীত যাহারা স্থূল-দেহকে আমি বুদ্ধি করিয়া ভগবান্ বা ঈশ্বর, নিয়ামক, কর্তা বা প্রভু জগতে কেহ নাই, আমি অর্থাৎ আমার স্থূল দেহটাই ঈশ্বর, আমিই ভগবান্, আমিই কর্তা, আমিই মালিক, আমিই প্রভু—এইপ্রকার অভিমান-অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া দেহ-মনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বা ভোগের উপকরণ জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ প্রভৃতি পাপে বা পুণ্যে বুদ্ধি করিবার যত্ন করিতে থাকে, তাহারাও স্বয়ং ভগবান্ ও শাস্ত্রকারগণ—কর্তৃক অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে।

অসুর, দৈত্য, দানবগণ বা তাহাদের স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আর একটি স্বভাব বা ধর্ম এই যে, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার পার্বদগণসহ জগতে বিদ্যমান থাকিলেও ইহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না বা তাঁহাদের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারে না।

“দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।

উলুকে না দেখে যৈছে সূর্যের কিরণ ॥

অসুর-স্বভাব কক্ষ কভু নাহি জানে।

লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে ॥ (চৈঃ চঃ)

“দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহশ্বিনু দৈব অশুর এব চ।” —এই ভগবদ্-বাক্যানুসারে দেবতা ও অশুর, ভক্ত ও অভক্ত, সাধু ও অসাধু, সৎ ও অসৎ নত্যকাল এই জগতে থাকিবেই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর-যুগে যেমন প্রহ্লাদ, হুম্যানু, সুগ্রীব, উদ্ধব, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, প্রভৃতি ভগবদ্ভক্ত-গণের নাম শুনা যায়, তদ্রূপ হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুন্তকর্ণ, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র, দুৰ্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি অশুর দৈত্য, দানব, রাক্ষসগণের নামও শুনা যায়। তদনুসারে এই কলিযুগেও শ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণ জগতে থাকিয়া পরা শাস্তি, আত্মমঙ্গল বা পরমমঙ্গল শুদ্ধভক্তের কথা কীর্তন করিবেন, আর তদ্বিরোধী অশুর-দৈত্য-দানবগণও জগতে থাকিয়া তাহাদের আশুরিক স্বভাবের পরিচয় প্রদান বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের বিরোদ্ধাচরণ করিবে,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অশুর, দৈত্য, দানবগণ পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া জন্ম জন্ম অধোগতি লাভ করতঃ ভীষণ দুঃখ-যাতনা প্রাপ্ত হয়। বর্তমান জগতের মানব-দেহধারী অশুর-দৈত্যগণের ঐ প্রকার শোচনীয় পরিণাম-দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সাধুবৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—

“হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্তেব্য নাস্তেব্য নাস্তেব্য গতিরন্থথা ॥”

“সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনান—এইমাত্র চাই।

সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥

“মহাজনো যেন গতঃ স পস্থা।”—নান্দ্যঃ পস্থা বিত্ততে অয়নায়।

—শ্রীবিষ্ণুরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ

অনর্থ নিবৃত্তির প্রশস্ত সরণি

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ৩৪ পৃষ্ঠার পর)

স্বতরাং রিপুর আক্রমণ থেকে নিজকে রক্ষা করিতে হইলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ‘আর কিছু না করিয়া’ বাক্যটির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিলেই আমরা পথ পাইয়া যাইব। বৈষ্ণব অভ্রান্ত। তিনি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয়শূন্য। “মুনীনাক্ষ মতিভ্রমঃ” কথা বৈষ্ণবের উপর প্রযুক্ত হয় না। মহামুগ্ধ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অভ্রান্তভাবে জানাইয়াছেন

যে, 'আর কিছু না করিয়া বৈষ্ণবের নাম ধরিয়া' উচ্চৈশ্বরে ডাকিলে নিশ্চয়ই বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্য করুণাশক্তি আর্ত ভক্তকে রক্ষা করিবেই। অত্যাশ্রুতাদপি ক্ষুদ্র দুর্বল জীবকুলের এমন কি শক্তি আছে যে নিজ নিজ চেষ্টা দ্বারা এই দুর্দমনীয় অনর্থের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে? নিজচেষ্টায় হইবে না বলিয়া যে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহাও নহে। ক্রন্দনমুখে শরণাগতির পথে শ্রীগুরুদেবের আশ্রুগতো আমাদিগকে তৎপর হইতে হইবে। আমাদের ব্যাকুলতা দেখিয়া, ব্যাকুল ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া গুরুবৈষ্ণবের কৃপা হইবে। গুরুবৈষ্ণব এবং শ্রীভগবান্ ইহাদের করুণা-বিতরণের প্রণালী একই প্রকার। অতি দূরে থাকিয়াও তাঁহারা আমাদিগের অতি নিকটেই আছেন। অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁহারা সকলে বিরাজিত আছেন। যে মুহূর্ত্তে আমাদের অন্তর হইতে ব্যাকুল ক্রন্দন ফুটিয়া উঠিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সেই ব্যাকুল বেদনাতুরা ক্রন্দন বৈষ্ণবের কর্ণে পৌঁছিয়া যাইবে। তাঁহারা ভক্তবৎসল, করুণাময়। আমাদের বিপুল ভরসা আছে যে, তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া কখনও চুপচাপ বসিয়া থাকেন না, আর্তকে—শরণাগতকে চিরদিনই রক্ষা করিয়া থাকেন। তাই শ্রীল ঠাকুর আমাদিগকে অত্যাশ্রুত কিছু করিতে নিষেধ করিয়া কেবলমাত্র বৈষ্ণবদের নাম লইয়া উচ্চৈশ্বরে ডাকিতে বলিলেন। বৈষ্ণবগণ সকলের গুরু। তাঁহারা হরিনাস—গুরুদাস। স্মরণ্য মায়া শাণিত অস্ত্রশস্ত্র বৈষ্ণব-কিঙ্করের নিকট নিষ্ফল হইয়া যায়।

আমরা অনেকসময় ভ্রান্ত হইয়া মনে করি, বৈষ্ণবগণ যখন নিকটে নাই তখন বাতুলের মত তাঁহাদের নাম ধরিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? আশ্রু বিপৎ হইতে নিরুজ্জ্বল হইবার জন্য নিজে চেষ্টা করিয়াই দেখা ভাল। কিন্তু গুরুশ্রুগত্য ছাড়িয়া নিজে নিজে চেষ্টার কসরৎ দেখাইতে গেলে যে কি ফল হইবে, ব্যাসদেব তাহা মহাভারতে কুরুসভায় দ্রোপদীকে উপলক্ষ্য করিয়া বহু পূর্বেই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। কুরুসভায় দুঃশাসন যখন দ্রোপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিলেন, তখন দ্রোপদী ব্যাকুলভাবে পঞ্চস্বামীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হওয়ায় নিজে নিজেই বস্ত্র রক্ষা করিবার চেষ্টা করতঃ একহাত উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন শ্রীকৃষ্ণের কোন সাড়াই নাই। তিনি তখন অতি দূরে—দ্বারকায়। নিজের সমস্ত চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া একান্ত শরণাগত

হইয়া বস্ত্ররক্ষার কোনই চেষ্টা না করিয়া তদগতচিত্তে যে মুহূর্ত্তে দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া তিনি কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন তন্মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণ তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলেন। তাঁহাকে তিনি রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন কেবলমাত্র দ্রোপদীর একান্ত শরণাগতির ভাবটী উদয় হওয়ারই অপেক্ষায় ছিলেন। সুতরাং 'আর কিছু না করিয়া' এই মহামূল্য উপদেশের অনুসরণ ব্যতীত আমরা যদি অন্য কোন প্রকারে চেষ্টাদি করিতে যাই তাহা হইলে বৃথা সময়ক্ষেপ হইবে মাত্র। অতএব ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতি মহাজনবৃন্দের অমূল্য উপদেশাবলী যদি আমরা কণ্ঠভূষণ করিয়া চলি তাহা হইলে আমাদের আর বিপদের কোনই আশঙ্কা থাকিতে পারে না।

— শ্রীরসিকরঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ

নিত্যলীলাশ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচুড়ামণি জগদগুরু ১০৮ শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

দ্বিসপ্ততিম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে

শ্রীব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

[১]

হে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব !

আজ আপনাকে আশ্রয় করিয়া পরম পবিত্রা শুদ্ধ-ভক্তি প্রদায়িনী মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া ধন্যতিথ্য হইয়াছেন। এই তিথিতে আপনার একনিষ্ঠ-সেবকগণ গুরুনিষ্ঠাপূরিত হৃদয়-ডালিতে শ্রদ্ধাকুসুম লইয়া আপনার শ্রীরাতুল-চরণকমলে অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। কিন্তু আমি ভক্তিহীন কি কখনও আপনার মনোভীষ্ট পূরণ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়া শ্রীচরণ কমলে শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিব ? হে করুণার ঘন-বিগ্রহ ! তাই অতঃ এই দুর্ভাগা শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলির অভাবে কেবলমাত্র অশ্রুবিন্দু শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছে, তাহাই শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলিরূপে কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন শ্রীল গুরুদেব !

পতিত-দুর্গত, কলি পরাহত, স্বরূপবিস্মৃত মায়াবদ্ধ মাদৃশ অধমজনকে উদ্ধারের নিমিত্ত পতিতপাবন মূর্তিতে গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতে এই জগতে আবিভূত হইয়াছেন। আপনি ঔদার্য্য-শিরোমণি শ্রীগৌরহরির সেই করুণা-রাশির মূর্ত-ঘন-বিগ্রহ। তাই নিখিল ভুবন-বাসীর মঙ্গল নিমিত্ত তত্ত্ব জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকার দ্বারা, তাহারা যে স্বরূপগত কৃষ্ণদাস বা গৌরদাস তাহা উপলব্ধি করাইয়াছেন। সুতরাং এ অধমকেও আপনার পাদপদ্মের দাসত্ব দানে কৃপা করিতে প্রার্থনা।

হে শ্রীগৌর-করুণার মূর্ত-বিগ্রহ !

বদ্ধজীব পরম ধর্ম্মের অনুসন্ধান রাখে না, কেবলমাত্র লোক ধর্ম্ম করিতে চায়। অসার মাকাল ফলের লোভে পড়িয়া অনিত্য সংসারে গণ-গড্ডলিকার পিছনে ধাবিত হয়; কোটি বিঘ্নাবৃত ভক্তিপথের সন্ধান খুঁজিয়া পায় না। ব্যাসগুরু-পরম্পরা জগতে অবতীর্ণ হইয়া সেই পরম ধনের বার্তা জগতে ঐপ্রকার মায়ামোহিত জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দেন। আপনি সেই ব্যাসাভিন্ন গুরু-পরম্পরার একজন অন্ততম। সুতরাং এই অধমকেও ভক্তিপথের সন্ধানদানে কৃপা করিতে প্রার্থনা।

হে গৌরসুন্দরের নিজজন !

আপনি ভুক্তি-মুক্তির কুহকনাশিয়া জগতে ভক্তির উত্তমতা দেখাইয়াছেন। আপনি ভক্তিবহীন মরু-ধরণীতে কৃষ্ণ-প্রেম-বত্যা প্লাবিত করিয়াছেন। আপনার সেই কৃষ্ণ-প্রেমের দ্বারা সৌভাগ্যশালী সুধি-সজ্জনগণ উন্মুখপানে কর্ণপথে পান করিয়াছেন। কিন্তু আমি অতীব ভাগ্যহীন, তাই সেই কৃষ্ণ-প্রেমধন লাভ হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াছি। আপনি আমাকে সর্ব্বতোভাবে কৃপা করিলেও আমি তাহা নিজের অযোগ্যতাবশতঃ গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাই আজ এই শুভ-তিথিতে আপনার শ্রীচরণ সেবার যোগ্যতা দানে কৃপা করিতে প্রার্থনা।

হে জগদ্গুরো !

কর্ণের দ্বারা দর্শন, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, কর্ণের দ্বারা আশ্বাদন, ভক্তিসাধনে একমাত্র সহায় যে কর্ণ তাহা আপনি বারংবার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন আপনাকে এই জড়-চক্ষুর দ্বারা দর্শনে কেবলমাত্র অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছি। তাই আপনার দর্শন তখন আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এখন

বুঝিয়াছি যে, আপনার শ্রীবিগ্রহের স্তূপ দর্শন আমার পক্ষে তখনই সম্ভব হইবে যখন আমি চারি দোষ ও চারি অনর্থশূন্য হইয়া নিষ্কপটচিত্তে আপনার নিজজননের আশ্রয়গত্যে আপনার শ্রীরাতুলচরণযুগলে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিব। কিন্তু প্রভো! উক্ত দর্শন তাও সম্পূর্ণ আপনার অহৈতুকী কৃপাসাপেক্ষ। স্মরণ্য অধমকে অহৈতুকী কৃপা করিতে প্রার্থনা।

হে নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী!

অনাদিকাল হইতে মায়ায় কবলে পতিত ছিলাম। আমরা দেশ-দেশান্তর হইতে আপনারই আকর্ষণে সকলে সেবকসূত্রে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করিয়াছি। সহস্র মাতৃগর্ভস্থিত চঞ্চলমতি শিশু-সন্তান একত্রিত হইয়া আপনার তায় পারমাথিক পিতার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াছি এবং হইতেছি। সহস্র মতাবলম্বি সহস্র শিশু-সন্তানদিগকে একত্রিত করিয়া একই প্রয়োজনে, একই অভিধেয়ে একই সম্বন্ধে সবার সহিত যোগসূত্র রচনা করিয়াছেন। মহা-মিলনের এই মহাক্ষেত্রে সবাইকে গুরু ও কৃষ্ণসেবার অধিকার দান করিয়াছেন। স্মরণ্য এ অধমকেও গুরু-কৃষ্ণ সেবার অধিকার দানে কৃপা করিতে প্রার্থনা।

হে পরমকারুণিক!

আপনি মাদৃশ অধমকে গৃহ হইতে টানিয়া হরিভক্তনে উদ্ধুদ্ধ করিয়াছেন। আপনি প্রকট থাকাকালে আপনার কোন সেবা করিতে পারি নাই। আপনি এ অধমকে এমনই কৃপা করুন যে—কৃপার দ্বারা আপনার নিজজনগণের আনুগত্যে আপনার মনোভীষ্ট কিঞ্চিৎ পরিমাণেও পূরণ করিতে সমর্থ হই। ইহাই শ্রীচরণে এ অধমের সাকরুণ প্রার্থনা।

হে গুরুদেব!

পতিত পাবন তুমি, পতিত অধম আমি,
সেবা আশে মোর কাঁদে না পরাণ।
শ্রীব্যাসপূজার শুভ- বাসরেতে প্রণমি
অধিকারী হব কি পূজিতে শ্রীচরণ?
হে পতিত বন্ধো, হে অনাথ তারণ,
দীনাতিদীন এ ভিক্ষা করে।
যেন হৃদয় মাঝারে তোমার শ্রীচরণ
সতত' সেবিতে পারে।

শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠ

পোঃ ও জেলা—মথুরা (উঃ প্রঃ)

শ্রীচরণসেবাভিলাষী—

“শ্রীনিকুঞ্জবিহারী”

শ্রীমদ্বীপধাম-পরিক্রমা, নবনির্মিত সমাধি-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

অত্রাঙ্ক বৎসরের অতুলনীয়, অতুজ্জ্বল ঐতিহ্য-মণ্ডিত শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৪শে গোবিন্দ, ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ মঙ্গলবার হইতে ৩০শে গোবিন্দ (৪৮৩ গৌরাক্ষ), ২ই চৈত্র (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), ২৩শে মার্চ (ইং ১৯৭০), সোমবার দিন পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই বৎসর আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য-সভাপতি নিতলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্বক্ত্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সমাধিপীঠে নবনির্মিত মন্দিরগর্ভে তাঁহার শ্রীমুক্তি অর্চাবিগ্রহরূপে শ্রীধাম-পরিক্রমার তৃতীয় দিবসে প্রকাশিত হন, তাহা যথাক্রমে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ, সোমবার দিন সপ্তাহকালব্যাপী মহা-মহোৎসবের সঙ্কল্প গ্রহণ উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় শ্রীগৌর-বাণী-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই সভায় ব্যারগ্রামস্থ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকআচার্য্যবর্ষ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্বক্ত্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রার্থনায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই দিনের বিষয়বস্তু ছিল শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার ধারা ও ইহার প্রয়োজনীয়তা।

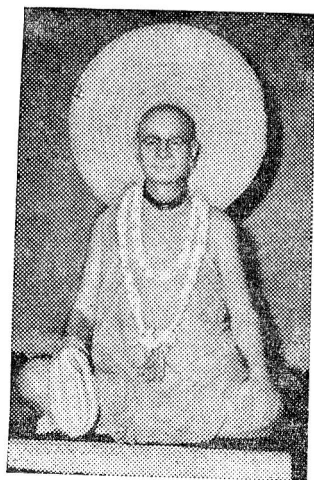
উক্ত দিন বিভিন্ন ত্রিদণ্ডিপাদ ও ব্রহ্মচারিগণের বক্তৃতা হইলে সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ আচার্য্যকেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্বক্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তদীয় অমূল্য জীবনের বৈশিষ্ট্যসম্বিত অবদান সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। পরিশেষে শ্রীসমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকআচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্ত্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সমিতির তরফ হইতে পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ভক্তমণ্ডলীকে স্বাগত ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

এই বৎসর রাজনৈতিক গোলোযোগের জন্ত পরিক্রমার প্রথম দিবস অর্থাৎ ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ, মঙ্গলবার দিন পূর্বপরিক্রমা-সূচী অনুযায়ী

কীৰ্ত্তনাখ্য শ্রীগোক্রমদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীনৃসিংহদেবপল্লী পরিক্রমা করা সম্ভব হয় নাই। ঐ দিন সকাল হইতেই উপস্থিত ভক্তবৃন্দ শ্রীমঠে পাঠ-কীৰ্ত্তন-বক্তৃতা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ, বুধবার দিন প্রাতে পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ ভাগিরথী গঙ্গা স্পর্ষণ করতঃ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া কীৰ্ত্তনাখ্য শ্রীগোক্রমদ্বীপস্থ স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ পরিক্রমাতে সুবর্ণ-বিহার হইয়া শ্রীনৃসিংহদেবপল্লীতে পরিক্রমা-সম্পন্ন উপনীত হন। তথায় মধ্যাহ্ন-প্রসাদ গ্রহণান্তে শ্রীহরিহরক্ষেত্র হইয়া অরুণাখ্য শ্রীমধ্যদ্বীপস্থ হংসবাহন দর্শনান্তে সন্ধ্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে



আচার্য্যকেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী
শ্রীমন্তজিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
মহারাজের অর্চাবিগ্রহ

৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ, বৃহস্পতিবার দিন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যসীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অর্চামূর্তি প্রতিষ্ঠাহেতু অতি প্রত্যাষেই মঙ্গল-আরতি-কীর্তন বিশেষ আনুষ্ঠানিক ভাবে মাঙ্গলিকতা সূচনা করে। চতুর্দিকে প্রতিষ্ঠাকার্যের আয়োজনে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাদিগণকে সাতিশয় ব্যাপ্ত দেখা যায়।

পরিব্রাজকাচার্য্যব্যব্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের পৌরহিত্যে সমাধিপীঠে নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহকে পঞ্চামৃত-মিশ্রিত গন্ধাদকে যথাবিধি অভিষেককার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ-প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্তূললিত স্বরে বেদাদিশাস্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন; অদূরে যজ্ঞানলে ওঁ-কার-সমন্বিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আছতি দানরত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রভৃতি উপবিষ্ট।

নাট্যমন্দির ও শ্রীমন্দিরের চতুর্পার্শ্বে অগণিতব্যক্তি অনিমেষ-নেত্রে এই মহাভিষেক দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীবিগ্রহ অভিষিক্ত হইলে পর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে ভক্তবৃন্দ অভিষেকের সৌভাগ্য গ্রহণ করেন। চতুর্দিকে জয়ধ্বনি, হরিধ্বনি ও নারীগণের স্তবধ্বনি, সংকীর্তন, মৃদঙ্গ, মন্দিরা ও শঙ্খনিবাদ নানাবিধ বাতের শব্দে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। ভক্তগণ প্রবল আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহ-দর্শন-সুখে নিমগ্ন হন। এই দিন পঞ্চবর্দ্ধিনী-মহাদ্বাদশীর উপবাসহেতু অন্নজাতীয় প্রসাদ বাদে ফল-মূল, ছানা-দধি প্রভৃতি প্রসাদ ভক্তবৃন্দকে বিতরণ করা হয়।

উক্ত মহোৎসব-অনুষ্ঠানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিসৌরভ তক্তিসার মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিকঙ্কন তপস্বী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিকমল পরীত মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ মুকুন্দদাস বাবাজী মহারাজ-প্রমুখ বৈষ্ণবগণও রূপাপূর্বক আতিথ্য স্বীকার করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে সেবার সুযোগ দান করিয়াছেন।

বৈকালে পাদসেবনাথ্য শ্রীকোলদ্বীপস্থ সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ও অর্চনাথ্য শ্রীঋতুদ্বীপস্থ রাতুপুর কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করা হয়। সন্ধ্যায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক মহারাজের স্মৃতিসভার আয়োজন হয়। এই দিনও পরিব্রাজকাচার্য্যাবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রীতী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এবং স্থানীয় নবদ্বীপ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত আশুতোষ সিদ্ধান্ত-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি মহাশয় ঝাঁহার স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া অগ্নি বিরাট সভার আয়োজন করা হইয়াছে তাঁহার অতুলনীয় বহুমুখী প্রতিভার কথা সাবলীল গতিতে প্রাজ্ঞল ভাষায় আবেগভরে হৃদয়তাপূর্ণভাবে দীর্ঘসময় ধরিয়া বক্তৃতা করেন ও পরিশেষে তিনি বলেন,— “শ্রীল মহারাজের জীবন-চরিত্রের অনন্ত-বৈচিত্র্যতার কথা বর্ণনা করার ভাষা আমার নাই। তাঁহার অকৃত্রিম ও অহৈতুকী কৃপা আমাদের উপর বর্ষীত হইলে আমাদের স্নানচিত্ত মঙ্গল হইবে ইহা আমার সূদৃঢ় বিশ্বাস।” তদন্তর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত বামন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত রাধাস্তী মহারাজ-প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ এবং বিশিষ্ট ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দও অল্পবিস্তর তাঁহার জীবন-দর্শন আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ তদীয় সতীর্থের দিব্যজীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া বাষ্পপূরিত নয়নে গদগদভাবে পরিশেষে বলেন,— “তাঁহার বিরহ-ব্যথা যে কিরূপ হৃদয়সহ তাহা প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার নেই। তাঁহার বিরহে আজ অপূরণীয় অভাব মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করিতেছি—ইহা শুধু আমাদের কেন ধর্ম্মভুক্তিক্লিষ্ট বিশ্বের অপূরণীয় অভাবই বলিতে হইবে।” তাঁহার এইরূপ আবেগপূর্ণ ও হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারীজী “যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর” মহাজন-পদাবলী ও শ্রীকানাইলালদাস ব্রহ্মচারীজীর নায়কস্বৈ শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ, শুক্রবার ব্রহ্মমূহুর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে পরিক্রমা-সজ্জ বন্দনাথ্য শ্রীজহ্নুদ্বীপস্থ জাননগর হইয়া বিজ্ঞানগরে পৌছেন।

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাটে একাদশীর পারণার জন্ত প্রচুর পরিমাণে জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তথা হইতে দাস্তাখ্য শ্রীমোদক্রম-দ্বীপস্থ মামগাছিতে পৌঁছিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট দর্শনান্তে মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করতঃ ভক্তগণকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ, শনিবার প্রাতে পূর্বদিনের ন্যায় সখ্যাখ্য শ্রীরুদ্রদ্বীপ, শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ হইয়া আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীঅন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরাজ-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমাতে চাঁদকাজির সমাধি দর্শন করতঃ তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্বক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমঠ ও তদীয় সমাধি-মন্দিরে পরিক্রমা-সঙ্ঘ উপনীত হন। এই বৎসর মধ্যাহ্ন-প্রসাদের এই স্থানেই ব্যবস্থা করা হওয়ায় যাত্রীগণ উক্ত মঠে প্রসাদ পাইলে বৈকালে ঈশোত্তানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ দর্শন ও পরিক্রমাতে সন্ধ্যায় নবদ্বীপ সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে যাত্রীগণ উপনীত হন।

৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ, শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে যথারীতি মঙ্গল আরতি সম্পন্ন হইলে শ্রীগুরুষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতন্ত্র ও পরে মহাজন পদাবলী-কীর্তন হইতে থাকে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সম্পূর্ণ দিন পারায়ণ হয়। অপরদিকে দীক্ষা-লাভেচ্ছু ভক্তগণ সমিতির আচার্য্য-সভাপতি মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন।

৯ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ, সোমবার দিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবীর আনন্দোৎসব উপলক্ষে সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত আগত ব্যক্তি-মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরদিকে সন্ত-দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তবৃন্দের উপনয়ন-সংস্কার উপলক্ষে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ ও হোমাদিক্রিয়া চলিতে থাকে।

বলা বাহুল্য প্রত্যেক দিবসের সন্ধ্যায় বিরাট মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম পঞ্চদিবস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্ষ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্বক্তি-ভূদেব শ্রোতী মহারাজ ও শেষের ত্রয়ঃদিবস পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তিবৈদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রত্যহই বিভিন্ন বক্তাগণ বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। এই মহান্ উদ্দেশ্যে সমিতির সন্ধ্যাসৌ, বাণপ্রস্তু, ব্রহ্মচারী ও অনেক গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম আদর্শস্থানীয়।

মহাসেবা

হুগলী-জিলার শ্রীরামপুর-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী মহোদয় ও তদীয় ভক্তিমতী সহধর্মিণী শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবীর সেবা-আদর্শ শ্রীপত্রিকার গ্রাহকবর্গ দীর্ঘদিন হঠতেই অবগত হইয়া আছেন। তাঁহাদের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে নবনির্মিত শ্রীসমাধি-মন্দির নির্মিত হইয়াছে। ইহাদের শুভ সেবা-প্রচেষ্টা সকলেরই সেবা-প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিয়া তুলুক ইহাই শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-চরণে আমাদের প্রার্থনা। উক্ত কার্য্য দক্ষতার সহিত সমিতির সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্রিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের তত্ত্বাবধানে খুব অল্প সময় ও শ্রুতভাবে উহার নিষ্কাণ-কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ায় সমিতির সেবকবৃন্দ পরমানন্দিত ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন।

—প্রকাশক

শ্রীকেদার-বন্দী-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়ত:

শ্রীউদ্ধারন গোড়ীয় মঠ

চৌমাথা, পো: চুঁচুড়া (হুগলী)।

ইং ১৩৮৪/১৯৭০

সাদরসম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

আগামী ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭, ইং ৭ই জুন ১৯৭০, রবিবার দিবসে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির কতিপয় সেবক শ্রীকেদার-বন্দী তীর্থদর্শনের জন্ত যাত্রা করিবেন। পথিমধ্যে হরিদ্বার, কংখল, দ্বীকেশ, লচ্‌মন্‌ঝোলা, প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিও পরিদর্শন করিবেন। তাঁহারা উক্ত-দিবসে হাওড়া ষ্টেশনের ৮ নং প্লাটফর্ম হইতে রাত্রি ৮টার সময় রওনা হইবেন, অতএব যাত্রিগণ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই উক্ত প্লাটফর্মে উপস্থিতি থাকিবেন। পরপৃষ্ঠায় নিয়মামুসারে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতে পারেন। বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে উল্লিখিত ঠিকানায় অথবা শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পো: নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় শ্রীশ্রীমন্ত্রিবেদান্ত বামন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্রালাপ করুন। ইতি—৩০শে চৈত্র, ১৩৭৬।

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মানবলী :—

১। দুইবেলা প্রসাদ ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি যাতায়াত ট্রেন-বাস-ভাড়া ও কেদার-বজ্রীর কুলি খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৩৫৫.০০ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রীগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারীসহ), গরম জামা-কাপড় ইত্যাদি এবং ১টী করিয়া এলুমিনিয়ামের থালা ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু লেজেন্স ও তালমিষ্ট্রী লইবেন। বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্বসমেত যেন দশ/বার সেরের অধিক না হয়।

৩। কোন যাত্রীর ১২ সেরের বেশী মাল লইলে প্রতিসেরে ৩.০০ টাকা হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৪। দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ১৫০.০০ টাকা আগামী ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ২২শে মে তারিখের মধ্যে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ঠিকানায় জমা দিতে হইবে।

৫। অগ্রি ১৫০.০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা যাত্রা-দিবসে অথবা তৎপূর্বে সমিতির কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন; পাণ্ডা বিদায় স্বতন্ত্র লাগিবে।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী, প্রভৃতির ভাড়া পৃথকভাবে লাগিবে।

৭। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতা, লাঠি ও বৃষ্টি হইতে বিছানা ঢাকবার জন্য ৪ ফুট X ৬ ফুট রাবারক্লথ সঙ্গে লইবেন।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা :—

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছ্মন্ঝোলা, ত্রিযুগীনারায়ণ, শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডুকাটা-গণেশ, গোড়ীকুণ্ড, কেদারনাথ। তথা হইতে অবতরান্তে পুনরায় রুদ্রপ্রয়াগ, যোশীমঠ হইয়া শ্রীশ্রীবজ্রীনারায়ণ পৌঁছাইবেন। তথায় তপ্তকুণ্ড, পঞ্চশীলা, ব্রহ্মকপাল প্রভৃতি দর্শন সমাপনান্তে বাসযোগে হৃষীকেশ প্রত্যাবর্তন ও তথা হইতে হাওড়া যাত্রা। *

[কেহ গঙ্গোত্রী ও যমুনেত্রী দর্শনইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে আরও ২০০.০০ শত টাকা বেশী দিতে হইবে এবং পূর্কেই তাহা কর্তৃপক্ষের নিকট জানাইতে হইবে।]

* বিশেষ দ্রষ্টব্য—দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্তন স্বীকার্য্য এবং যে-কোন দৈব-দুর্বিপাকের জন্য সমিতি বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



ধর্মঃ স্বহৃদিতঃ পুংসাং বিশ্বকুসেন-কথাস্থ যঃ ॥

নোংপাদম্নেদ্যেদি রুতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥

অম্ব ধর্ম সুহৃদ্রূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রুতি নৈলে পশু সেই শ্রম ॥

২২শ বর্ষ } কারগোদশায়ী, ২৩ মধুসূদন, ৪৮৪ গৌরাক্ষ
বৃহস্পতিবার, ৩০ বৈশাখ, ১৩৭৭ ; ইং ১৪।৫।১৯৭০ { ৩য় সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

পুত্রাছুচ্চৈরপি হলধরাং সিন্ধতি স্নেহপূরৈ-

গৌবিন্দং যাদুত রসবতী প্রক্রিয়াসু প্রবীনা ।

সখ্য শ্রীভিব্রজপুরমহারাজরাজ্ঞীং নয়ে স্ত

দেগাপেন্দ্র যা সুখয়তি ভজে রোহিণীমীশ্বরীং তাং ॥ ১১ ॥

যিনি নিজ পুত্র বলদেব অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহরসে অভিষিক্ত করিতেন,
যিনি আশ্চর্য্য পাকাদি কার্য্যে প্রবীণা এবং যিনি নিজ সখ্যভাব দ্বারা যশোদা
ও গোপরাজ নন্দের অতিশয় প্রীতি বর্দ্ধন করিতেন, সেই ঈশ্বরী রোহিণীকে
আমি ভজনা করি ॥ ১১ ॥

উত্তচ্ছ্রাংগুকোটীহ্যতি নিকর তিরস্কার্যুজ্জলশ্রী
তুর্বারোদ্যামধাম প্রকর রিপুঘটোন্মাদ বিধ্বংসিগন্ধঃ ।

স্নেহাদপ্যুন্নিমেষণে নিজমনুজমিতোহরণ্যভূমৌ স্ববীতং
তদ্বীৰ্য্যজ্ঞোহপি যো ন ক্ষণমূপনয়তে স্তৌমিতং ধেনুকারিং ॥ ১২ ॥

কোট চন্দ্রের দীপ্তি অপেক্ষাও যাহার উজ্জল কান্তি, যিনি তুর্বার ও অতি
তুর্দান্ত রিপুগণের মদগর্ষ খর্ব করিয়াছেন এবং যিনি স্নেহবশতঃ অরণ্য প্রদেশে
নিমেষকালের নিমিত্তও চঞ্চল বলিয়া নিজ অনুজ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্ব পরিত্যাগ
করিতেন না অর্থাৎ সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন এবং তদীয় বলবীৰ্য্য অবগত
হইয়াও যিনি তাঁহাকে শিক্ষা দিতে ক্রটি করিতেন না, সেই ধেনুকারী
বলদেবকে আমি স্তব করি ॥ ১২ ॥

পর্য্যাত্ত নামা নিজনপ্তৃগবৈৰঃ পর্য্যাত্ত লক্ষানভিতো বিনিন্দন ।

যো নৰ্ম্ম তব্ধনমতেহস্ত্য কর্ণে নমাম্যহো কৃষ্ণপিতামহং তং ॥ ১৩ ॥

যাহার নাম পর্য্যাত্ত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অহঙ্কারে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার পৌত্র
এই বলিয়া অত্যাচ্ছ মেঘগণকে নিয়ত অবজ্ঞা করিতেন এবং যিনি এই সমস্ত
রহস্য বিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিহার করিতেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ
যাহার কথা শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন সেই শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ শ্রীপর্য্যাত্তকে
আমি প্রণাম করি ॥ ১৩ ॥

প্রিয়স্ত্য নপ্তুঃ সুখতোহতিগব্বাং পাদৌ ন যস্ত্যাঃ পততঃ পৃথিব্যাং ।

নমামি নৰ্ম্মাচ্ছিত নপ্তু চন্দ্রাং বীরয়সীংকৃষ্ণপিতামহীং তাং ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণ আমার নাতী, আমার প্রিয় কৃষ্ণের কতই সুখসমৃদ্ধি এই বলিয়া যিনি
অহঙ্কারে পৃথিবীতে পা দিতেন না এবং নাতী বলিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত
সর্বদা হাস্তপরিহাসাদি করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতামহী বলিয়া যাহার
কৌতুক কথা শুনিতে ভালবাসিতেন, সেই বীরয়সী কৃষ্ণপিতামহীকে আমি
প্রণাম করি ॥ ১৪ ॥

শ্বেত শ্মশ্রুভরেণ সুন্দরমুখঃ শ্যামঃ কৃতী মন্ত্রণাভিজ্ঞঃ

সংসদি সন্ততংব্রজপতেঃ কুব্বন্ স্থিতিং যোহচ্ছিতঃ ।

স্বপ্রাণাব্দুদখণ্ডনৈর্মূরভিদং ভ্রাতুঃ স্ততং তোষয়েৎ

সাহারে নিবসন্ সগোষ্ঠমবতান্নোপনন্দঃ সদা ॥ ১৫ ॥

শ্বেত শ্মশ্রুভাজীতে যাহার মুখ অতি সুন্দর, যিনি শ্যামবর্ণ ও পণ্ডিত এবং
সকল মন্ত্রণাভিজ্ঞ ব্রজপতি নন্দের সভায় যিনি অবস্থিতি করিয়া নিয়ত পূজিত

হইতেন ও যিনি ভ্রাতৃপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া প্রাণপণে তাঁহার সন্তোষ-
বিধান করিতেন সেই কৃষ্ণপিতৃব্য উপানন্দ নিয়ত এই গোষ্ঠ রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥

গৌরঃ কোমলধীরুদারচরিতঃ স্নিকো ব্রজেন্দ্রানুজঃ

শ্যামশুশ্রুবলং তদীয় চরণে ভক্তঃ সুনন্দাপিতা ।

যঃ প্রাণৈঃ পরিমণ্ড্য মাধবসুখং দগ্ধা মহিষ্যাঃ পরং

সন্নন্দস্তনুতে স পাতু নিতরাং নঃ কাসরীণাং পতিঃ ॥ ১৬ ॥

যিনি গৌরবর্ণ স্নিকোমলমতি ও উদারচরিত, যিনি নন্দের কনিষ্ঠ ও স্নেহের
পাত্র শ্যামবর্ণ শ্মশ্রুভাজীতে যাহার মুখ অতি সুন্দর, নন্দের প্রতি যাহার
অতিশয় ভক্তি, যিনি সুনন্দার পিতা এবং যিনি মাহিষদধি দ্বারা প্রাণপণে
নির্মণ্ডন অর্থাৎ নীরাজনায় তৎপর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্নেহসন্ততি বিস্তার
করিতেছেন সেই মহিষীপতি সন্নন্দ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

শ্যামঃ সূক্ষ্মমতিযুবাতি মধুরোজ্যোতির্বিদ্যামগ্রীঃ

পাণ্ডিত্যজিত গীপতিব্রজপতেঃ সবে্য কৃতাবস্থিতিঃ ।

কৃষ্ণং পালয়তীহ যঃ প্রিয়তমা প্রাণার্ঘ্যদৈরপ্যলং

মন্ত্ৰেণাপ্যপনন্দসুহৃমিহ তং প্রীত্যা স্তভদ্রং হুমঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি শ্যামবর্ণ ও সূক্ষ্মমতি, যিনি যুবা ও প্রিয়দর্শন, যিনি জ্যোতির্বিদ
পণ্ডিতগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পাণ্ডিত্য বলে বৃহস্পতিকেও জয় করিয়াছেন, যিনি
ব্রজপতি নন্দের বাম ভাগে অবস্থিত এবং যিনি প্রিয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে
প্রাণপণে রক্ষা ও নিয়ত উপদেশ করিতেছেন, আমি প্রীতিপূর্বক সেই উপানন্দ
পুত্র স্তভদ্রকে স্তব করি ॥ ১৭ ॥

দৈত্যাদ্যন্তীরতিবিকলধীঃ কোমলাঙ্গস্য সুনোঃ

কৃষ্ণশ্রোষ্ঠৈঃ সতত মবনেবংসলা ব্যগ্রচিত্তা ।

কুচ্ছেরন্থাং বহুভিরভিতোহস্ত সন্তোষ্য শূরং

দৈত্যপ্লং যা স্তমজনয়ং সান্বিকা পাতু ধাত্রী ॥ ১৮ ॥

যিনি বাৎসল্যবশতঃ দৈত্যভয়ে অতিশয় ব্যাকুল ও কোমলাঙ্গ পুত্র কৃষ্ণের
রক্ষায় সতত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া উপবাসাদি বহুবিধ ব্রতাবলম্বনে জগন্মাতা
ভগবতীকে সন্তোষ করিয়াছিলেন, অনন্তর তাঁহার অহুগ্রহে যিনি দৈত্যঘাতী
বীরপুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা অম্বিকা আমাদিগকে
রক্ষা করুন ॥ ১৮ ॥

নাদৈর্ঘ্যস্থ স্মৃতি পরিতোদিব্য বিদ্যাকোটঃ

কে তে তাবৎ কিল দিতিস্মৃতাঃ ক্ষুদ্রকাং ক্ষুদ্রজীবাঃ ।

স্নেহমাত্রা বিজয়মভিতো রক্ষণে সন্নিযুক্তং

কৃষ্ণস্মারাং পরমিহ ভজে হন্তু ধাত্রী সূতং তং ॥ ১৯ ॥

যাহার বীরত্বচক শব্দে অর্থাৎ এই সমস্ত দানবগণ ইহারা কে ? ইহারা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র জীব ইহাদিগকে আমি অতি দূরে নিষ্ক্ষেপ করিতে পারি ইত্যাকার অহঙ্কারসূচক বাক্যে অন্তকটাহ স্মৃতিত হইত এবং স্নেহপরতন্ত্র হইয়া জননী অধিকা রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যাহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিযুক্ত করিয়াছিলেন এই ভ্রজমণ্ডলে সেই ধাত্রীপুত্র বিজয়কে আমি ভজনা করি ॥১৯॥

কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা

(পূর্ব প্রকাশিত ২২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ৪৭ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শলাভেচ্ছায় অন্তর্গামী (Afferent) জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক-জনকের কার্য্য করে। জড়েন্দ্রিয়-তোষণ-পিপাসার গর্ভে জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক-জনকের ঔরসে পুরুষ-প্রকৃতিগত নশ্বর ব্যবহারের উদয়। এই নশ্বর ব্যবহার-সিদ্ধির জন্ত বহির্গামী (Efferent) কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক জনক-সূত্রে ক্রিয়ার গর্ভে অল্পকাল স্থায়ী আনন্দ-নামক নশ্বর সন্তানের প্রার্থী হয়। জনক-জননীসূত্রে বাসনা নিযুক্ত হইলে বাৎসল্য-রসের উদয় হয়। সেই বাৎসল্যের বিচারে কৃষ্ণকেই একমাত্র তনয় বলিয়া আবির্ভাবিত করিবার বিমুখতাক্রমে শৌক্ৰবংশ-পরম্পরা বৃদ্ধি লাভ করে। জনকজাতীয় ও জননীজাতীয়া সন্তান-সন্ততি বাৎসল্যাহুষ্ঠানে জড়জগতে বৃদ্ধি লাভ করে।

জীবের কৃষ্ণসেবারহিত পতনের উল্লেখমুখে আমরা মধুর রস-বিকার, বাৎসল্যরস-বিকার ও বিশ্রান্তসখ্যাক্ষরসবিকারে অধঃপতন বর্ণন করিয়া ঐহিক পরোপকারের চিন্তাশ্রোতোজাত ধর্ম্ম-বিচারে জনক-জননী, সন্তান-সন্ততি পাইয়াছি। সুতরাং একের বহু বা বিশ্লেষণ-বিচারের অবতীর্ণ বহুত্বের মধ্যে যে বন্ধুত্বের আবশ্যকতা আছে, সেই গৌরব স্পষ্ট হইলে যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তাহাতে অবরতা, হেয়তা, গুণজড়তা, কালক্ষোভ্যতা প্রভৃতি নানাপ্রকার নিরানন্দ, অজ্ঞান ও তাৎকালিকতার দোষ আহুত হইয়া থাকে।

যাহারা জীবের বদ্ধদশায় নশ্বর, পরিবর্তনশীল বিশ্বপ্রতীতির প্রতি অধিক দৃষ্টিপাত করেন, তাহারা কৃষ্ণভজনে হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা-অবলম্বনপূর্বক বাস্তব-বস্তুতে মর্যাদা-বিচারাত্মক দাস্তুরস-মূলক মধুর, বৎসল ও গৌরব-বন্ধুত্ব-মাত্র বর্তমান—জানিয়া কৃষ্ণভজনের পারতম্য-নির্দেশে স্থায়ী ও দাসীত্ব প্রকাশ করেন। তখনই আমার মত কৃষ্ণবিমুখ-ধুষ্ট জীব গৌরব-পূজিত চতুর্হস্ত-বিশিষ্ট বিষ্ণুতত্ত্বের আবাহন করেন এবং বিষ্ণুই একমাত্র মর্যাদাপথের সেব্য ও সর্বশক্তিমান প্রভূতি বিচারে প্রবিষ্ট হন।

জড়জগতে বিধি ও রাগের পরস্পর তাৎপর্য্য বৃদ্ধিতে অসমর্থ হইবার ফলেই আমরা বিষ্ণুকে পরম গৌরবান্বিত বস্তু-জ্ঞান-পূর্বক আপনাকে হীন জ্ঞান করিয়া জড়জগতের প্রতিবাদী (আসামী) মাত্র মনে করি।

বর্তমান কালে আমরা নানাপ্রকার চিন্তাযুক্ত জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে যাই। তাহাতে জাগতিক নীতিসমূহ আমাদের নিকট দার্শনিক তথ্যরূপে বিক্রম প্রকাশ করে। আমরা তখন বলিয়া থাকি যে, নাভিদেশের নিম্নাংশের দ্বারা ভগবৎসেবার ক্রিয়াগুলি উপাদেয়ভাবে চিহ্নিত নাই। বহির্গামী ইন্দ্রিয়-মল-সমূহের যখন চিহ্নিত অবকাশ বা অধিষ্ঠান নাই, তখন নাভিদেশের নিম্নাঙ্গে হরিমন্দির স্থাপনের সম্ভাবনা নাই,—বিচার করি। জাগতিক আপেক্ষিক বিচারে ইহার যুক্তিযুক্ততা আছে। চিহ্নিত পরম নির্মল অবস্থাকে বিকৃত করিয়া খণ্ডিত কালাধীন-রাজ্যের আদর্শে দর্শন করিলে বা মুখ্যবিচারকে গুণজাত রাজ্যে কলুষিত করিবার অধিকারলাভের আশায় ব্যস্ত হইলে সর্বশক্তিমান পুরুষোত্তমকে সর্বতোভাবে সর্বক্ষণ কান্তরূপে, পুত্ররূপে, সখারূপে, প্রভুরূপে গ্রহণ করিবার পরিবর্তে তাহার নিকট হইতে উপদেশাত্মক সেবা-লাভের উদ্দেশে অর্জুনের দ্বায় উপদিষ্টের বিচার গ্রহণ-পূর্বক ভগবানের দ্বারা আমাদের সেবা করাইয়া ফেলি অর্থাৎ আমরা ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্তে ভগবানের সেবা গ্রহণ করি। ইহাতে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দেশ্য ন্যূনাধিক বিপন্ন হইতে আরম্ভ করে।

বিষ্ণুকে পরতত্ত্বজ্ঞান-পূর্বক কৃষ্ণকে তাহার অবতাররূপে বিচার করিলে আমাদের কৃষ্ণভজনে দরিদ্রতা উপস্থিত করায়। কৃষ্ণের সর্বতোভাবে অনুকূল অনুশীলনের অভাবে কৃষ্ণের বস্তুকে পাল্যজ্ঞান করিলে তাহার প্রভুত্ব আসিয়া আমাদের নিত্যকৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিকে বিপন্ন করে। তখন আমরা বিষ্ণুকে সখারূপে জ্ঞান করিয়া কখনও কখনও তাহার দ্বারা আমাদের নানা

মনোরথ চালাইবার জন্ত নীতি-প্রতিষ্ঠানের ঔজ্জ্বল্য বিধান করি—ক্রমশঃ বিষ্ণুর নিকট হইতে নানাপ্রকার আব্দার করিয়া সেবা প্রার্থনা করি—বিষ্ণুকেই আমাদের প্রয়োজনের একমাত্র সরবরাহকারী বলিয়া মনে করি। এই সরবরাহ-কার্যের সৌকর্য্যার্থ আমাদের বাসনাই ভগবন্তায় পিতৃত্ব ও মাতৃত্বারোপণে ব্যস্ত হয়। ইহজগতে আমাদের জন্মের প্রারম্ভের পূর্ক হইতেই জনক-জননী আমাদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। আমাদের অতি শৈশবের—যে-কালে মাতা-পিতার সেবায় আমাদের কোন যোগ্যতার অনুভূতি থাকে না, তৎকালে তাঁহারা আমাদের সেবা করেন। তখন আমাদের প্রাক্তনী বাসনার ফলে তাঁহাদের নিকট হইতে অসমর্থ্যবস্থায়ও আমরা সেবা আদায় করি। আমাদের প্রতি জনক-জননীর সেবা-বিধানই এই নম্বর জগতে প্রদত্ত ঋণ-পরিশোধার্থ অপর-তোষণ (Altruism) প্রবৃত্তির ফল অর্থাৎ দাদন-দেওয়া টাকাগুলির ব্যাঙ্ক হইতে পুনরায় প্রাপ্তির কালই পিতা-মাতার নিকট সেবা-লাভের সময়।

এইরূপে আমরাও আবার সন্তানের জনক-জননীরূপে আমাদের পুত্র-কন্যার সেবা করিয়া থাকি ; যেহেতু আমরা পূর্কে তাঁহাদের নিকট হইতে সেই সেবা লাভ করিয়াছি, তজ্জন্তই তাহার প্রতিদানের কাল ঐ অবস্থায় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে-সময় আমরা অপর-তোষণ-প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া পরতোষণ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ ভুলিয়া যাইব, সে-কালে অপস্বার্থপরতা আমাদের গ্রাস করিবে। ইহার উদাহরণ আমাদের জীবনে আমরা সর্বক্ষণ উপলব্ধি করিতেছি। বর্তমানে স্বতোষণের অন্তর্গত আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি, পুত্র-পৌত্রের সেবক-সম্প্রদায়, সমাজ ও অচিজ্জগতের সমগ্র মানব-জাতির সমাজের ভৃত্য-সমূহ আমাদের সেবা বিধান করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিজনকিঙ্কর অকিঙ্কর

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অশোভন

(ভক্তি-প্রতিকূল্য)

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ৫১ পৃষ্ঠার পর)

১৮। বৈষ্ণব-নিন্দকের প্রতি মহাভাগবতের ব্যবহার কি ?

“বৈষ্ণব-চরিত্র সর্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি’।

ভক্তি-বিনোদ না সম্ভাষে’ তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি ॥”

—কঃ কঃ ‘প্রার্থনা’ (লালসাময়ী)—৭

১৯। ভক্তির প্রতিকূলাচরণকারীর প্রতি শরণাগতের ব্যবহার কি ?

“বাধিয়া নিকটে আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।

প্রতীপ-জনেরে আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে ॥”

—শঃ

২০। লোকাপেক্ষায় সত্যে ঐকান্তিকতা পরিত্যাগ করা কি উচিত ?

“বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত, লোকাপেক্ষা করিয়া নানা-স্থানে
নানা-মতে মত দেওয়া উচিত নয়।” —‘সাধুবৃত্তি’, সঃ তোঃ ১১।১২

২১। কাহাদের সহবাস উচিত নহে ? বিষয়াতুরগণ যদি বৈষ্ণব চিহ্নধ্বক
হ’ন, তবে তাহাদের সঙ্গে কি বিধেয় ?

“দেহাভিমাত্রী ব্যক্তির সহিত সহবাস করিবে না। বিষয়াতুর বন্ধকগণ
যদি বৈষ্ণব-চিহ্নসকল ধারণ করে, তথাপি তাহাদের সহিত সহবাস
করিবে না।”

—‘শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ’ ৪৬’, সঃ তোঃ ৭।৪

২২। জড়বিদ্যায় অনুরাগ ভক্তি-প্রতিকূল কেন ?

জড়-বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।

মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা ॥”

—শঃ

২৩। ভক্তি-প্রতিকূল ও ভক্তির অনুকূল বিদ্যাকে কিরূপভাবে বর্জন ও
বরণ করিতে হইবে ?

“ভক্তি বাধা যাহা হ’তে সে বিচার মস্তকেতে
পদাঘাত কর অকৈতব।

সরস্বতী-কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণভক্তি তাঁ’র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।”

—ক: ক: ‘উপদেশ’—১০

২৪। বিজ্ঞব্যক্তি কি বৃদ্ধকালের জ্ঞান হরিভজন স্থগিত রাখেন?

“জীবন-সমাপ্তিকালে, করিব ভজন,
এবে করি গৃহ স্মৃতি।

কখন এ কথা নাহি কহে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ ॥”

—ক: ক: ‘প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি’—৪

২৫। ভক্তগণের জীবনযাত্রার বিধি কি? আধিক্য ও ন্যূনতায় কি অসুবিধা হয়?

“ভাল-ভাল ভোগ্যদ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জ্ঞান যত্ন করিবে না। স্বল্পায়াস লব্ধ পবিত্র ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ কর। ইহাই ভক্তদিগের জীবন-যাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন তাহাই আহরণ কর। অধিক বা স্বল্প আহরণে শুভফল হইবে না। অধিক আরহণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। আবার উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায়-স্বরূপ শরীরের রক্ষা হইবে না।”

—‘অত্যাহার’, স: তো: ১০৯

২৬। দেবতাস্তরের নিন্দা ভক্তি-প্রতিকূল কেন?

“অন্ত দেবতার অবজ্ঞা করা নিতান্ত নিষিদ্ধ; * * * তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া কৃষ্ণভক্তি-বর প্রার্থনা করিবেন,—কোন জীবকেই অবজ্ঞা করিবেন না। ভিন্ন-ভিন্ন দেশে যে-সকল দেবোপাসনার লিঙ্গ পূজিত হয়, সে-সমুদয়কে সম্মান করিবেন; যেহেতু তত্তল্লিঙ্গদ্বারা নিগ্নাধিকারস্থ জীবসকল ভক্তির প্রাগ্ভাব শিক্ষা করিতেছে। অবজ্ঞা করিলে নিজের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়, অকিঞ্চনতা-বুদ্ধি খর্ব হইয়া যায়,—চিন্তা আর ভক্তি-পীঠ হইবার যোগ্য থাকে না।

—চৈ: শি: ৩।৩

২৭। বৈষ্ণব-চিহ্নধ্বক ও বৈষ্ণবাভিমানী কোন কোন ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যজ্য?

“বৈষ্ণবচিহ্নধারী ও বৈষ্ণব-অভিমানকারীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে অবশ্য পরিহার করিবে,—

(১) যাহারা কেবল ধূর্ততা-পূর্বক বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করে। (২) কেবল অভেদবাদ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চালাইবার জন্ত যাহারা বৈষ্ণব-আচার্য্য-দিগের অনুগত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়। (৩) অর্থ-লোভে, প্রতিষ্ঠা-লোভে বা কোনপ্রকার ভোগ-লোভে যাহারা বৈষ্ণবপক্ষীয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।” —চৈঃ শিঃ ৩।২

২৮। মায়াবাদীর সঙ্গ কি কর্তব্য ?

“মুক্তাভিমানী মায়াবাদীর সঙ্গ কর্তব্য নয়।”

—‘ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৪।৪৭

২৯। মায়াবাদীতে ভাব-বিকার দৃষ্ট হইলে কি তাঁহাকে বৈষ্ণব মনে করিতে হইবে না ?

“মায়াবাদীর অষ্টসাঙ্গিক বিকারাদিও কাজের নয়।”

—‘মায়াবাদী কাহাকে বলি ?’ সঃ তোঃ ৫।১২

৩০। ভক্তিবহির্গুণগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ?

“তব কই নিজ-মতে ভুক্তি-মুক্তি যাচত,

পাতই নানাবিধ ফাঁদ।

সো সবু বঞ্চক,

তুয়া ভক্তিবহির্গুণ,

ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥

বৈমুখ বঞ্চে,

ভটসো সবু,

নিরমিল বিবিধ পসার।

দণ্ডবৎ ছরতঃ

ভকতিবিনোদ ভেল,

ভকত-চরণ করি’ সার ॥”

—শঃ

৩১। বহুজন-সাধ্য ধর্ম-কার্য্য ভক্তি-প্রতিকূল হইলে তৎসম্বন্ধে কি কর্তব্য ?

“বহুজনের সাহায্য ব্যতীত যে কার্য্য হয় না, অথচ সেরূপ সাহায্য প্রাপ্তির সহজ উপায় নাই, সে-কার্য্যের উদ্যম করা শ্রেয়ঃ নয় ; কেবল ভজনের ব্যাঘাত করিবে। মঠ, আখড়া, মন্দির, সভা ইত্যাদি বৃহৎ কার্য্য উক্ত বিধিক্রমে কঠিন হইলে তাহাতে যত্নমাত্র করিবে না।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৩২। সাধক কি মাদক-দ্রব্য সেবন করিতে পারেন ?

“মত্ত, গাজা, অহিফেন, চরস, সিদ্ধি, গুলির ত’ কথাই নাই, তামাক পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের সেবনীয় নয় ; এই সকল বস্তুর সেবন বৈষ্ণব-শাস্ত্রের

বিরুদ্ধ। তামাকের ধূমপানের দ্বারা জীব তাহার অত্যন্ত বশীভূত হয় ;
এমত কি, তাহার জ্ঞান অসংসঙ্গ করিতে বাধ্য হয়।” — চৈঃ শিঃ ৩।৩
৩৩। উত্তম ভোজনাদি ও আসব-পানাদিতে লোভ অথবা পাপজনক ও
পুণ্যময় বস্তুতে আসক্তি ভক্তি-প্রতিকূল কেন ?

“ভালরূপ ভোজন, পান, শয়ন ও ধূম-আসবাদি সেবায় যে লোভ
থাকে, সেই লোভ দ্বারা জীবের ভক্তি সঙ্কুচিত হয়। আসব ও কনক-
কামিনীতে লোভ ভক্তির নিতান্ত বিরোধী। যাহাদের শুদ্ধভক্তি-লাভের
বাসনা থাকে, তাঁহারা অতি যত্নে ঐ সকল লোভ পরিত্যাগ করিবেন।
পাপ-বস্তুতেই হউক, বা পুণ্যময় বিষয়েই হউক, ইতর লোভ অত্যন্ত
হেয়। কেবল কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভই সর্বমঙ্গলের হেতু।”

—‘লৌল্য’, সঃ তোঃ ১০।১১

৩৪। বিষয়ি লোকের মনস্তৃষ্টি-সাধনার্থ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা-বিরুদ্ধ কথা স্বীকার
করা যাইতে পারে কি ?

“কেবল সংসারী-লোকদিগকে সন্তোষ করিতে গেলে ক্রমশঃ অনর্থের
উদয় হইবে, তাঁহাদের মতে মত দিয়া নিরবচ্ছিন্ন মায়াবাদ-চেউতে
ভাসিতে থাকিবেন। শ্রীগোরাঙ্গ-ভক্তি প্রচার করিবার জন্ত সেই সকল
সংসারী লোকের নির্দোষ সহায়তা গ্রহণ করা ভাল। কিন্তু
তাহাদিগের মনস্তৃষ্টি-সাধনের জন্ত শ্রীগোরাঙ্গের শিক্ষা-বিরুদ্ধ
কথা স্বীকার করা অতীব অগ্ৰায়।”

—‘শ্রীগোরাঙ্গ-সমাজ’, সঃ তোঃ ১১।৩

৩৫। জিহ্বা-লালসা কি ভক্তি-প্রতিকূল ?

“জিহ্বার লালসায় যাহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণ প্রাপ্তি
বড়ই দুর্ঘট।”

—‘ধৈর্য্য’, সঃ তোঃ ১১।৫

৩৬। দ্যুতক্রীড়া কি কি ? তাহা কি ভক্তি-প্রতিকূল ?

“যে-স্থলে অপ্রাণী বস্তুর দ্বারা ক্রীড়া হয়, তাহাই দ্যুতক্রীড়া-স্থান।
ভাস, পাশা, সতরঞ্চ, দশ-পাঁচিশ, বাঘ-বন্দীরূপ যতপ্রকার ক্রীড়া আছে,
সে-সকল স্থানকে ‘দ্যুতক্রীড়া’-স্থান বলা যায়। অধুনাতন ‘লটারি’ গৃহকেও
দ্যুতক্রীড়া স্থান বলা যায়। নলরাজা, যুধিষ্ঠির, দুর্ঘ্যোধন, শকুনি প্রভৃতি
রাজগণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দ্যুতক্রীড়া-
স্থানে জুয়াচুরি, কপটতা প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা অর্থ-লাভের জন্ত বিষম

কলহ ও সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখনও যে-সকল ক্রীড়া-মন্দির আছে সে-সকল স্থানে অনেকের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-চতুর্কণের নাশ হইতেছে। এই সকল ক্রীড়ায় যাহারা রত হয়, তাহারা ভয়ঙ্কর আলস্য ও কলহ-প্রিয়তা লাভ করে; তাহাদের দ্বারা কোন ধর্ম-কর্ম হইতে পারে না।” —‘কলি’, সমঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।১

৩৭। পশু-পক্ষী-পালন কি ভক্তি-প্রতিকূল ?

“পশু-পক্ষীর প্রতিপালনে আসক্তি করিবে না।”

—‘ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৪।৩৭

৩৮। ‘মাৎসর্য্য’ কাহাকে বলে ? মাৎসর্য্য ও প্রেম কি পরস্পর বিরোধী ?

“পরসুখে দুঃখী ও পরদুঃখে সুখী হওয়ার নাম—‘মাৎসর্য্য’। ‘মাৎসর্য্য’ ও ‘প্রেম’—পরস্পর-বিরুদ্ধ। যেখানে মাৎসর্য্য, সেখানে প্রেম নাই এবং যেখানে প্রেম, সেখানে মাৎসর্য্য নাই।

—‘ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব’, সঃ তোঃ ৪।৬

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জানাও তাঁরে নতি

ওরে লুটিয়ে পড় ভক্তি-ভরে।

গুরুর চরণ-তলে,

পুরিবে তোর মনোভিলাষ

তাঁহার কৃপা-বলে।

যা’ কিছু তোর সঁপে দে তাঁয়,

তিনি ছাড়া তোর কেহ নাই,

তাঁর কৃপাতেই পার্বে যেতে

ভব-সাগর-কূলে।

বিপদ-বাধা কাটবে রে তোর,

ডাকনা গুরু ব’লে।

গুরুর শরণ ছাড়া জীবের

নাইকো কোনই গতি'

হরির পূজন হয় না কভু

গুরুর শরণ ত্যজি'

গুরুর চরণধূলি মেখে

ভজন কর তাঁর নিদেশে,

তবেই রে তোর ব্যাকুল ডাকে

আসবে জগৎপতি

যাঁহার কৃপাতে মিলবে হরি

জানাও তাঁরে নতি ।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-৫১)

অনন্তর অর্চন সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—আগমোক্ত আবাহনাদি ক্রমবিশিষ্ট কৃত্যই অর্চন । যদি অর্চনমার্গে শ্রদ্ধা হয়, তবে মন্ত্রগুরুর আশ্রিত হইয়া তৎসম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে । আচার্য্য হইতে অর্চন-প্রণালী অবগত হইয়া অতীষ্টমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চন করিবে । যদিও ভাগবতমতে অর্চন ব্যতীতও শরণাগতি প্রভৃতির যে কোন একটি দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধি হইতে পারে, তথাপি শ্রীনারদাদি মহাজনগণের মার্গানুগমনশীল যে সকল ব্যক্তি ভগবানের সহিত শ্রীগুরুকর্ত্তৃক দীক্ষা বিধান দ্বারা সম্পাদিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণের পর অবশ্যই অর্চন করিবেন ।

যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ, তাঁহাদের পক্ষে অর্চন-মার্গই মুখ্য । বিশুদ্ধপ্রকৃতি দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীহরির অর্চনই গৃহস্থভক্তগণের পক্ষে মঙ্গললাভের মার্গস্বরূপ । অপরের দ্বারা অর্চন করাইলে নিজের বিষয়-ব্যবহারে নিষ্ঠা বা আলস্য প্রতিপাদিত হয় । অতএব অশ্রদ্ধাময় বলিয়া তাদৃশ অর্চন নিকৃষ্টই জানিতে হইবে । বিশেষতঃ গৃহস্থগণের পক্ষে দ্রব্যসাধ্যত্ব-

নিবন্ধন পরিচর্যামার্গ অর্চনমার্গ হইতে সবিশেষরূপে প্রাপ্ত হইলেও বিধি-
সাপেক্ষ বলিয়া অর্চনমার্গেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। এইরূপ ভগবদর্চন
গৃহস্থধর্মোচিত শাখাপল্লবাদিসেবন স্থানীয় দেবতাগণের মূল সেবনস্বরূপ বলিয়া
তাহা না করিলে মহাদোষ ঘটে। এজন্ত স্কন্ধপুরাণে প্রহ্লাদবাক্য—

কেশবার্চা গৃহে যশ্চ ন তিষ্ঠতি মহীপতে ।

তস্মান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং শ্রুতম্ ।

যাহার গৃহে শ্রীহরির অর্চা প্রতিষ্ঠিত নাই, তাহার অন্ন ভক্ষণযোগ্য
নহে। যেহেতু তাহা অভক্ষ্যতুল্য বলিয়া কথিত।

দীক্ষিত ব্যক্তির অর্চন না করিলে নরকপাত শ্রুত হয়। অসক্ত ও অযোগ্য
ব্যক্তির সম্বন্ধে শ্রীহরিপূজাকালে বা পূজিত অবস্থায় দর্শন করিলে অর্চন-ফল
লাভ হয়। অর্চনবিষয়ে মানসযোগ ও বিহিত আছে। অর্চনকারীর পূর্বে
দীক্ষাগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। যথা আগমে—

দ্বিজানামুপনীতানাং স্বকর্মাধ্যয়নাদিষু ।

যথাধিকারো নাস্তীহ স্মাচ্চোপনয়নাদনু ॥

তথাব্রাদীক্ষিতানাস্তু মন্ত্রদেবার্চনাদিষু ।

নাধিকারোইস্ত্যতঃ কুর্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্ ॥

অনুপনীত উপনয়নরহিত দ্বিজগণের যেকোন নিজ কর্ম বেদাধ্যয়নাদিতে
অধিকার হয় না, উপনয়নের পরই তাহা হয়, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির মন্ত্র ও
দেবার্চনে অধিকার নাই। এজন্ত নিজকে দীক্ষিত করিতে হইবে।

শাস্ত্রীয়বিধান শিক্ষা-বিষয়ে বিষ্ণু-রহস্য বচন—

অবিজ্ঞায় বিধানোক্তং হরিপূজাবিধিক্রিয়াম্ ।

কুর্কন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ ॥

বিধিবচন না জানিয়া কেবল ভক্তিসহকারে শ্রীহরির অর্চন করিলে
বিধানোক্ত অর্চনাপেক্ষা শতভাগের একভাগ মাত্র ফল লাভ হয়। এখানে
ভক্তি অর্থে পরম আদর সহকারে। অতথা তাহাও হয় না। বিধিবিষয়ে
বৈষ্ণবসম্প্রদায় অনুসরণ কর্তব্য।

বিষ্ণুরহস্যে উক্ত হইয়াছে—

অর্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্কায়কর্মভিঃ ।

তেষাং হি বচনং গ্রাহং তে হি বিষ্ণুসমা মতাঃ ॥

কুর্শ্চপুরাণে—সংপৃষ্ঠ্বা বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদান্ ।

চীর্ণব্রতান্ সদাচারান্ তদুক্তং যত্নতশ্চরেৎ ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে—যেষাং গুরো চ জপো চ বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি ।

নাস্তি ভক্তিঃ সদা তেষাং বচনং পরিবর্জয়েৎ ॥

যাহারা কায়মনোবাক্যে নিরন্তর বিষ্ণুর অর্চন করেন, তাহাদেরই বাক্য গ্রহণযোগ্য ; যেহেতু তাহারা বিষ্ণুতুল্যরূপে-সমত ।

বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদ, কৃতব্রত, সদাচারী বৈষ্ণববিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া যত্নপূর্বক তত্পদিষ্ট বিষয় আচরণ করিবে ।

গুরু, জপ্যমন্ত্র এবং পরমাত্মা বিষ্ণুর প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই, তাহাদের বাক্য গ্রহণ করিবে না ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও অন্বয়ীষ-চরিত্রে জানা যায় যে, তিনি ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পরমপুরুষ শ্রীহরিতে কর্মসমূহ অর্পণ করিয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন ।

এক্ষণে আশঙ্কা এই যে, মন্ত্রসকল ভগবন্নামাত্মকই হইয়া থাকে । বিশেষতঃ তাহা নমঃ শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত এবং শ্রীভগবান্ ও ঋষিগণকর্তৃক সমর্পিত শক্তিবিশেষযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষের প্রতিপাদক হয় । তন্মধ্যে কেবল ভগবানের নামসকলই অত্ন নিরূপেক্ষভাবে পরমপুরুষার্থ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকে । অতএব মন্ত্রসকলের নাম অপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্যলব্ধ হইতেছে না বলিয়া তদ্বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রদীক্ষার অপেক্ষা কেন ? তদন্তর—যদিও জীবের স্বরূপতঃ দীক্ষার অপেক্ষা নাই, তথাপি দেহাদিসম্বন্ধবশতঃ কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের তত্তৎপ্রবৃত্তির সঙ্কোচার্থ শ্রীঋষিগণকর্তৃক অর্চনমার্গে কোন কোন স্থলে বিশেষ মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে । অতএব তাহার লজ্জনে শাস্ত্রমর্য্যাদার অপালনহেতু প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে । এই মন্ত্রদীক্ষা পুরস্চরণাদি এবং গ্রাসবিধান ব্যতীতও জপ মাত্রেই সিদ্ধিপ্রদ হয় । সনৎকুমার সংহিতাবচনানুসারে জানা যায় যে গোপালমন্ত্রে সাধ্য সিদ্ধ, অসিদ্ধ এবং অরি-জ্ঞান করিতে হইবে না । এই গোপালমন্ত্র সর্ববর্ণগত, সর্বাশ্রমগত, নানাজন্ম-নক্ষত্রবিশিষ্ট জনগণের গর্ভাগ্রে অতিবাহিত ফল প্রদান করে । তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহলোক বা পরলোক বিষয়ে পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্ত উপায় সকলের দর্শন ও অনুষ্ঠান করিয়াছেন । পরবর্তী যে ব্যক্তি (বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্) শ্রদ্ধাসহকারে ঐসকল উপায়ের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সত্ত্বর সেইসকল ফল প্রাপ্ত হন, আর যিনি উহার অনাদর করেন, তাহার আরকবিষয় অসিদ্ধ হয় ।

অতএব পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—যে ভক্ত শ্রীহরির নির্দেশক্রমে তাঁহার পূজা করেন, তাঁহার স্বপ্নেও কোন বিঘ্ন হয় না এবং তিনি সর্বতোভাবে নির্ভয় হইয়া থাকেন।

অর্চন দ্বিবিধ—কেবল ও কৰ্ম্মমিশ্র। যিনি সত্ত্বর জীবাশ্মার অহঙ্কার-বন্ধন পরিবার ইচ্ছা করেন, তিনি তন্ত্রোক্ত-বিধানে শ্রীহরির অর্চন করিবেন, ইহা পূৰ্ব্বোক্ত অর্চন। যাহারা ভগবদ্ভক্তিবার্তায় অনভিজ্ঞ, তাদৃশ ব্যক্তির অর্চন কৰ্ম্মমিশ্র। সিদ্ধব্যক্তিগণও লোকশিক্ষার জন্য বিধিসকলের আচরণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা পিতৃতর্পণ এবং বিষ্ণুপ্রসাদ দ্বারা অগ্নি দেবতার পূজা কর্তব্য। ইহাই শাস্ত্রের বিধান।

ভগবানের পীঠাবরণপূজায় গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি যাহারা পূজিত হন, তাহারা বিশ্বকুসেনাদির আশ্রয় ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠসেবক। অতএব মায়াশক্ত্যান্নক গণেশ দুর্গাদি হইতে তাহারা ভিন্ন। অষ্টদশাক্ষরমন্ত্রগণেও অধিষ্ঠাতৃশক্তিরূপে দুর্গানাম পাওয়া যায়, তিনিও তদ্রূপ। নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্মাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ । যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা, তিনিই কৃষ্ণ। মায়াংশরূপা তদধীনা প্রাকৃতলোকमध्ये মন্তরক্ষা-রূপসেবাকার্য্যে নিযুক্তা হইয়া চিচ্ছক্তিরূপিণী দুর্গা দাসীর আশ্রয় কার্য্য করেন, পরন্তু স্বয়ং সেবাধিষ্ঠাত্রী নহেন।

মায়াতীত বৈকুণ্ঠাবরণকথন প্রসঙ্গে পাদ্মোত্তর ও লঘুভাগবতায়ুত বচন—

১ম আচরণে—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ পূর্বাদিক্রমে চতুর্বুহ এবং চারিকোণে আগ্নেয়াদিক্রমে লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি ও কান্তি শক্তিচতুষ্টয়।

২য় ” কেশবাди দ্বাদশ তিলক ও দ্বাদশ মাসের অধিদেবতা।

৩য় ” মংস্তাদি দশাবতার।

৪র্থ ” পূর্বাদিক্রমে সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিশ্বকুসেন, গজানন, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি।

৫ম ” ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব, সাবিত্রী, গরুড়, ধর্ম্ম ও যজ্ঞ।

৬ষ্ঠ ” শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, শাঙ্গধনু, হল ও মুবল।

৭ম ” ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান।

বৈকুণ্ঠরূপ পরমধামে ইঁহারা সকলেই নিত্যরূপে বিরাজমান। কিন্তু প্রাকৃত স্বর্গে উক্ত দেবগণ অনিত্য।

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর ষড়ঙ্গাদি দেবতাভেদকথনারিতে উক্ত হইয়াছে—

সর্বত্র দেবদেবোহসৌ গোপবেশধরো हरिः ।

केवलं रूपभेदेन नामभेदः प्रकीर्तितः ॥

গোপবেশধারী দেবদেব শ্রীহরিই সর্বত্র বিরাজিত, কেবল রূপভেদহেতু নামভেদ উক্ত হইয়াছে। অতএব নামমাত্রে সাম্যহেতু অনন্তভক্তগণ ভয় করিবেন না। পরন্তু ভাগবতত্ব ও নিত্যবৈকুণ্ঠসেবকত্বহেতু বিশ্বকুসেনাদির জ্ঞায় তাঁহাদের সংকারই করিবেন। যিনি গোবিন্দের অর্চন করিয়া তদ্-গণান্তর্গত অগ্নাত্মের অর্চন না করেন, তাহাতে দোষই শ্রুত হয়। অতএব অবৈদিক দেবগণের অর্চন এবং বৈদিক দেবগণের স্বতন্ত্র অর্চন পরিত্যাগ করিবেন। প্রথমতঃ শ্রীহরির পূজা করিয়া পশ্চাতে আবরণ দেবতাগণের অর্চন করিবেন এবং শ্রীহরির নৈবেদ্যাবশেষ তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন।

ভূতাদিপূজা কর্তব্য নহে। যেহেতু তাঁহারা আবরণদেবতাস্বরূপ নহেন। যক্ষ, পিশাচ ও মনুষ্যমাংসভোজী দেবগণের পূজা সুরাপানতুল্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অবশ্য পূজ্য দেবগণের মধ্যে কাহারও মনুষ্যাদি সেবন অভ্যস্ত থাকিলেও তাহা দ্বারা পূজা করিবেন না। শ্রীসঙ্কর্ষণ বারুণী মদিরাপানে অভ্যস্ত থাকিলেও পূজায় তাহা নিষিদ্ধ। পীঠপূজায় ভগবানের বামদেশে শ্রীগুরুপাদুকাপূজা সম্ভব।

সম্প্রতি শুদ্ধভক্তগণের ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়া জ্ঞানানুসারে ব্যাঘাত হইতেছে—যাঁহারা ভগবৎসেবাই একমাত্র পুরুষার্থরূপে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিজাভীষ্ট ভগবৎসেবার উপযোগী তদীয় পার্শদদেহ ভাবনা পর্যন্ত ভূতশুদ্ধি করিবেন। যে যে স্থলে নিজাভীষ্ট দেবতারূপে নিজের চিন্তাবিহিত, তদ্বৎ স্থানে পার্শদরূপে চিন্তা জ্ঞানিতে হইবে। যেহেতু অহংগ্রহোপাসনা শুদ্ধ ভক্তগণের অনভীষ্ট, তজ্জন্ম তাদৃশ স্থলে প্রায়শঃ উভয়ের তুল্যত্ব লক্ষ্য করিয়াই ঐক্য অভিহিত। অনন্তর কেশবাदिগ্ৰাস সম্বন্ধে যাহাতে অধমাস্ত্রের বিষয়ত্ব বর্তমান, তৎস্থলে তন্মূর্ত্তির ধ্যান এবং তত্তন্মাস্ত্রসকলের জপ করিয়া তত্তদঙ্গস্পর্শ করিবেন কিন্তু তত্তৎস্থানে তত্তন্মাস্ত্রদেবতাকে বিভূষিতরূপে ধ্যান করিবেন না। ভক্তগণের তাহা অসুচিত, সূর্য্যমণ্ডলে বৃন্দাবনেশ্বর সাক্ষাৎ অবস্থান করেন না।

পরন্তু তেজোময় প্রতিমাকারেই অবস্থান করেন, সুতরাং যাহা স্বর্ধ্যমণ্ডলে শ্রুত হয়, তাহা তদীয় ধামগতরূপেই চিন্তনীয়।

মানসপূজায় বেণু প্রভৃতির যে পূজা উক্ত হইয়াছে, তাহা ভগবানের অঙ্গকাস্তিতে বিলীনাঙ্গ নিজের অঙ্গসমূহে নিবিষ্ট ভগবানের মুখাদিতেই চিন্তা করিবেন, নিজমুখাদিতে নহে। নিজমুখাদিতে যে তাদৃশ বেণু প্রভৃতি গৃহীত হয়, উহা কেবল ভগবানকে উক্ত প্রিয়বস্তুসকলের প্রদর্শনার্থই জ্ঞাতব্য। এইরূপ মানসপূজায় তদীয় পরিকরলীলাযুক্তত্বও কাল্পনিক নহে। তত্রত্য অশ্বরগণ চেতন নহে, কিন্তু যন্ত্রময় অশ্বর প্রতিমাতুল্য। ভগবানের বিভিন্ন লীলাসমূহের নানাবিধ প্রকাশ দ্বারা কৌতুকবশতঃ ঐসকল অশ্বর-প্রতিমার অনুকরণ হইয়া থাকে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

ভক্তিই জীবের পরম ধর্ম

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যায় ৬২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীভগবৎপাদপদ্ম বলিতে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মকেই বুঝিতে হইবে। কেন না শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮) “কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্” অর্থাৎ ‘কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্’ কথিত আছে। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই লভ্য হয় তাহার ইঙ্গিত পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। এক্ষণে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

ভজ্-ধাতু ‘ক্তি’ প্রত্যয় করিয়া ‘ভক্তি’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গোপাল-তাপনি বলেন, ভক্তিরশু ভজনম্। অর্থাৎ হরিভজনই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপার্ষদ পরমপূজ্য শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তদীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ভক্তির সূত্র সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

অন্যভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাচনাবৃতম্।

আনুকূল্যেণ কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপম্॥

শ্রীকৃষ্ণসেবাভিলাষ ব্যতীত ইতর অভিলাষ শূন্য, জ্ঞান, কর্মের দ্বারা অনাবৃত তথা অনুরাগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির কথা শ্রবণ-কীর্তনই শুদ্ধভক্তি।

শাণ্ডিল্যসূত্র বলেন— ‘সা পরানুরক্তিরীশ্বরে’। ঈশ্বরে শ্রেষ্ঠ অনুরাগই ভক্তি, এই শুদ্ধভক্তিই জীবের পরম মঙ্গল ও পুরুষার্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৭।৫৫) উক্ত আছে,—

এতাবানৈব লোকেহস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

একান্তভক্তির্গৌবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষনম্ ।

অর্থাৎ এই সংসারে ভগবান্ শ্রীগৌবিন্দে ঐকান্তিকী ভক্তি ও সর্ব-
জীবকে কৃষ্ণদাসরূপে জানিয়া তাহাদের প্রতি সেবাবুদ্ধি তাৎপর্য্যই
মানবের চরম কল্যাণ বলিয়া সর্বশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২১) শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উক্তবকে বলিয়াছেন,—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রামঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।

ভক্তি পুন্যতি-মন্নিষ্ঠো স্বপাকানপি সন্তবাং ॥

শ্রদ্ধাজনিত অনন্তভক্তি প্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের
লভ্য হইয়া থাকি । এই ঐকান্তিকীভক্তি চণ্ডালগনকেও পবিত্র করিয়া থাকে ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার ১৮।৫৫ শ্লোকে যথা :—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যচ্চাস্মি তস্মতঃ ।

ততো মাং তস্মতো জ্ঞাতা বিশতে তদনন্তরম্ ।

অর্থাৎ জীব সেই পরাভক্তির দ্বারাই যেরূপ বিভূতি ও স্বভাবমুক্ত
স্বামী এবং যাহা আমার স্বরূপ, সেইরূপ আমাকে তস্মতঃ জানিতে পারেন
এবং সেই প্রেমভক্তি বলে তস্ম জ্ঞানিয়া মুক্তজীব আমার নিত্যলীলায়
প্রবিষ্ট হন ।

এবম্প্রকার মহামহিমময় যে ভক্তি তাহা কিরূপে লাভ করা যাইবে ।
তদ্বস্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন,— ‘ঈশ্বর প্রাপক ভক্তি সুদূর্লভা’ যথা—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি ভুক্তিযজ্ঞাদি পুণ্যতঃ ।

সেযং সাধন সহস্রৈঃ হরিভক্তি সুদূর্লভাঃ ॥

জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ, যজ্ঞাদি পুণ্যজনক ক্রিয়ার দ্বারা জড়ীয়
ভোগ সুখ পাওয়া যায় । কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনেও হরিভক্তি সুদূর্লভ ।

ভক্তি এতাদৃশ সুদূর্লভ হইলেও কেবলমাত্র শুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গে তাহা
সুলভ হয় । বৃহন্নারদীয় পুরাণ লিখিয়াছেন,—

ভক্তিস্তু ভগবন্তক্ৰসঙ্গেন পরিভাষ্যতে ।

অর্থাৎ ভক্তি ভগবন্তক্ৰের সঙ্গে দ্বারাই লভ্য হয় । সেইজন্য শ্রদ্ধাযুক্ত
হইয়া কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে করা একান্ত প্রয়োজন ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ২২।৮০) বলেন,—

কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ ।

কৃষ্ণ-প্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

কৃষ্ণভক্তি এমনকি কৃষ্ণপ্রেমও সাধুসঙ্গ ফলেই সৌভাগ্যবান জীবের লভ্য হইয়া থাকে।

ভক্তির তিনটি অবস্থা যথা সাধন, ভাব ও প্রেম।

‘সাধন’ ভক্তি করিতে করিতে ভাবোদয় এবং ভাব সম্পূর্ণ হইলে প্রেমলাভ হয়।

সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে যে সাধন তাহাকে বৈধীভক্তি এবং ব্রজজনের অমুগত হইয়া তাঁহাদের ছায় মানসে যে কৃষ্ণ সেবা তাহাই রাগানুগা। এই দুই প্রকার ভক্তির মধ্যে যাহার যেমন অধিকার তিনি সেই প্রকার ভক্তি যাজন করিবেন।

বৈধীভক্তি প্রধানতঃ নববিধ যথা :—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যাম্বল্লনিবেদনম্॥ (ভাঃ ৭।৫।২৩)

শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্ত ও সখ্য তথা আত্মনিবেদন— এই নববিধ সাধনভক্তি গ্রন্থসম্রাট শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে। এই নববিধ-ভক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধি গ্রন্থে পরমপূজ্য শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ চৌষটি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন। পরমপূজ্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও ঐসকল অঙ্গ ত্রিচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ২২।১১২-১২৬) এবপ্রকার লিখিয়াছেন,—

গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।

সঙ্কল্পশিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন ॥

কৃষ্ণ-প্ৰীত্যে ভোগ ত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থবাস।

যাবৎ-নির্জাহ প্রতিগ্রহ, একাদন্ত্যপবাস ॥

ধাত্র্যশ্বখ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব পূজন।

সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জন ॥

অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব।

বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বজ্জিব ॥

জানি লাভে সম, শোকাদির বশ না হইব।

অহুদেব, অন্তশাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥

বিষ্ণু বৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যকথা না শুনিব।

প্রাণিমায়ে মনোবাক্যে উদ্বিগ্ন না দিব ॥

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন ।
 পরিচর্যা, দাস্য, সখ্যা, আত্মনিবেদন ॥
 অথৈ, নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি ।
 অভ্যর্থন, অমৃতজা, তীর্থগৃহে গতি ॥
 পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীৰ্তন ।
 ধূপ-মাল্য-গন্ধ, মহাপ্রসাদ ভোজন ॥
 আরত্ৰিক-মহোৎসব শ্রীমূর্তিदर्शन ।
 নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন ॥
 তদীয়-তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত ।
 এই চারিপ্রকার সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥
 কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন ।
 জন্ম-দিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥
 সৰ্ব্বথা শরণাপত্তি, কান্তিকাদি ব্রত ।
 চতুষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব ॥

বিধিমার্গে ভজন করিতে করিতেই রাগমার্গে প্রবেশাধিকার জন্মে ।
 ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

বিধিমার্গ রত জনে স্বাধীনতা রত্নদানে
 রাগমার্গে করান প্রবেশ ।

শ্রীহরিভক্তিয়াজন করিতে হইলে সৰ্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ মহাভাগবতকে
 গুরুরূপে বরণ করিতে হইবে । তৎপর সদগুরুর প্রদর্শিত পথে ভজন
 করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে ও মায়ার বন্ধন হইতে তখন আমরা মুক্ত
 হইতে পারিব । পরে নিত্যধামে নিত্যকালের জগৎ কৃষ্ণসেবানন্দ সুখলাভ
 হইবে ইহাই মহাজনের উক্তি । সেইজগৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রগাঢ় ভক্তিই
 আমাদের প্রয়োজন । শ্রীগুরুকৃপাতেই কৃষ্ণানুরাগ বৃদ্ধি তথা মায়ার বন্ধন
 ছিন্ন হয় । শ্রীগুরুকৃপাই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ।

পূৰ্ব্বোক্ত নববিধা সাধনভক্তির মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ শ্রেষ্ঠ ।
 তন্মধ্যে আবার কীর্তন শ্রেষ্ঠ, কীর্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন
 সৰ্ব্ব শ্রেষ্ঠ ।

শ্রীচরিতামৃত বলেন (অঃ ৪।৭০-৭১) —

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।
 কৃষ্ণ প্রেম, 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তারমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীৰ্ত্তন ।

নিরাপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৩।২২) উক্ত আছে,—

এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্মামগ্রহণাদিভিঃ ॥

কর্ম-জ্ঞানযোগ তপস্যাদি অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ । তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনাদির দ্বারা যে ভক্তিযোগ তাহাই এই জগতে জীবসকলের পরমধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে ।

মনে হয় প্রবন্ধটি বৃহৎ হইয়া গেল, সুতরাং আর অধিক লিখিয়া পাঠক-বর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না, উপসংহারে শ্রীচরিতামৃতের কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি ।

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন ।

কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ ॥ (আঃ ৭।৭৩)

নামসংকীৰ্ত্তনে হয় সর্বানর্থ-নাশ ।

সর্বভুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥ (অঃ ২০।১১)

তুণ হইতে নীচ হঞা সদা লবে নাম ।

আপনি নিরভিমানি, অন্তে দিবে মান ॥

তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণবে করিবে ।

ভৎসন-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে ॥ (আঃ ১৭।২৬-২৭)

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান ।

জীবে সন্মান দিবে জানি, 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান ॥

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় ।

শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥ (অঃ ২০।২৫-২৬)

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”

উক্ত নাম কীর্ত্তনমূল্য পরম ধর্ম ভক্তিই আমাদের একমাত্র জীবাত্ম হউক ।

বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

—শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্যটক মহারাজ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলছড়ামণি জগদগুরু ১০৮-শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

দ্বিসপ্ততিতম বর্ষপূর্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে

শ্রীব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

আজ আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেবের শুভাবির্ভাবের দিন। এই দিনটি স্মরণ করিয়া আমরা ব্যাসপূজা-বাসরে সমবেত হইয়া শ্রীগুরুদেবকে বরণ করি। অহুগত শিষ্যবৃন্দ ফুল, চন্দন দিয়া গুরুপাদপদ্মপূজার বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক গুরুপাদপদ্মপূজা সমাপন হোলো কি না, সেইটাই বিচার্য বিষয়। পূজ্যপূজকের সম্বন্ধ-জ্ঞান না হইলে কোন পূজাই সিদ্ধি লাভ হয় না। ব্যাসপূজা-বাসরে উপস্থিত হই, অঞ্জলি প্রদান করি, প্রবন্ধাদি লিখিয়া দীনতা প্রকাশ করিতেও কোন কার্পণ্য করি না। কিন্তু পেলাম কি? হিসাবের খাতা খুলিয়া দেখিলে দেখিতে পাই সবদিক শূন্যতায় পরিপূর্ণ। এর কারণ অহুসন্ধানে জানা যায় যে, সম্পূর্ণ শরণাগত না হইয়া আমার আমিত্বটুকু নিজের হাতে রাখিয়া বাহ্যিক শরণাগত দেখাইয়া সমবেত ভক্তগণের নিকট হইতে বাহবা কুড়াইবার ব্যবস্থায় মসৃণল থাকি ও নিজেকে বঞ্চনা করি। শ্রীগীতার কথায়—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ (৩।২৭)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করি। কিন্তু শাসন মানি না, শাসন না মানার জন্তই শিষ্যের অধঃপতন হয়। এ হেন শিষ্য-নামধারী জীবের ভিতর নানাপ্রকার দুর্নীতি ও ব্যাভিচার প্রবেশ করে; ফলে গুরুশিষ্যের সম্পর্কের অবনতি হয়। এর মূল কারণও আত্মসমর্পণের অভাব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

“দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।

সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় ।

অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥”

(অঃ ৪।১৯৩)

এক্ষণে, বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, শ্রীগুরুদেব প্রথমমুখে আমাদিগকে যে দীক্ষাদান করেন, তাহার দ্বারা ভগবৎ সম্বন্ধ-জ্ঞানের অধিকার দান করেন যাত্র ; প্রকৃত দীক্ষা নহে, দীক্ষার অভিনয় । কারণ দীক্ষাকালে চিত্ত নিখুঁত না হওয়ায় আমরা প্রাকৃত-বুদ্ধিদোষে দোষিত থাকি । সেবাবুদ্ধি জাগ্রত না হওয়ায় ভোগবৃত্তি দ্বারা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত সদা চেষ্টিত ; ফলে অপরাধক্রমে অপ্রাকৃত গুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত হই । আত্মসমর্পণ যেখানে সমুচিত, সেখানে প্রকৃত দীক্ষালাভ অসম্ভব । তবে শাস্ত্রানুযায়ী সদগুরুর নিকট দীক্ষা লইতে হয়, তাই সদগুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করি—‘হে গুরুদেব ! আমার কোন যোগ্যতা নাই, কেবল তোমার করুণাই আমার একমাত্র পাথর । অতএব কৃপা করিয়া এ অধম দাসকে এই সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর’ ইত্যাদি প্রার্থনার বহু অভিনয় করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষার কাজটি সূক্ষ্ম করিয়া লই । তারপর গৃহে গিয়া “যথাপূর্ব্বং তথাপরম্” ভাব ।

দীক্ষা সম্বন্ধে বিষ্ণুস্মারল বলেন,—“দিব্যং জ্ঞানং যতো দত্তাৎ কুর্য্যাৎ পাপন্ত সংক্ষয়ম্ । তস্মাদ্ দীক্ষ্যতি সা প্রোক্তা দেশিকৈশ্চত্বকোবিদৈঃ ॥” যে অনুষ্ঠানে দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎ সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয় এবং তৎফলে পাপের অর্থাৎ পাপ, পাপবীজ ও অবিজ্ঞার সমূলে বিনাশ হয়, তাহাই ‘দীক্ষা’ নামে অভিহিত ।

এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি কি—যে দীক্ষা গ্রহণের পরও আমার পাপ, পাপবীজ ও অবিজ্ঞা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে ? অথচ নিজেকে জানিবার জন্তই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট গমন । আমি কে এবং কেনই বা অনাদিকাল হইতে দুঃখ ভোগ করিতেছি ইত্যাদি জিজ্ঞাসাই প্রত্যেক জীবের কাম্য । জগদ্বাসীর প্রতিভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বঙ্কজীবাম্বিনয়ে শিষ্টবৎ দৈন্ত্যোক্তি করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয় ।

ইহা নাহি জানি—কেমনে ‘হিত’ হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০২)

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের প্রশ্নের উত্তরে ব্যক্ত করিলেন—

‘জীবের ‘ধরূপ’ হয় কৃষ্ণের ‘নিত্যদাস’ ।

কৃষ্ণের ‘তটস্থ-শক্তি’, ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥’ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)

‘স্বরূপ’ ধর্ম হইতে চ্যুত হইয়া আমরা অনাদিকাল হইতে মায়ার কবলে পড়িয়া কর্তব্য ভুলিয়া গিয়াছি এবং আমি আমার এই অনান্নবুদ্ধির দ্বারা সংসার ছাড়িয়া, অসন্তোষ মজিয়া কর্মবন্ধন দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছি। অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করিতেছি। হায়! হায়! এখন উপায়? সর্বাকর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই তাহার সন্তানগণের উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

“মায়া-মুক্তজীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতিজ্ঞান।

জীবেরে কুপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২)

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সেই বেদপুরাণের কুপাবলেই আমরা বিষ্ণুমায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া কৃষ্ণভজনপরায়ণ হইতে পারি। নারদপঞ্চরাত্র বলেন—

এবং বৈষ্ণব-সংসর্গাৎ বিষ্ণোরুচ্ছিষ্ট ভোজনাৎ।

বিষ্ণুমন্ত্র প্রসাদেন বিষ্ণুমায়া বিমোচিতঃ ॥ (৬।১০।২৯)

এইরূপে বৈষ্ণব-সংসর্গে, বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট ভোজনে এবং বিষ্ণুমন্ত্রপ্রসাদে তুমি বিষ্ণুমায়া হইতে বিমোহিত হইবে। শ্রীচরিতামৃত বলেন,—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।

সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥

মহৎ-কুপা বিনা কোন কর্মে ‘ভক্তি’ নয়।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ, সংসার নহে ক্ষয় ॥

* * * * *

‘সাধুসঙ্গ’, সাধুসঙ্গ—সর্বশাস্ত্রে কয়।

লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৫, ৫১, ৫৪)

শাস্ত্রালোচনায় আমরা আমাদের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে মনস্থির করিতে পারি—যদি সদগুরুর নিকট হইতে জ্ঞান ও মন্ত্রলাভ করিতে সমর্থ হই।

নারদপঞ্চরাত্র বলিলেন,—

গুরোশ্চ জ্ঞানোদ্বিগণাং জ্ঞানং শ্রাদ্ মন্ত্র-তন্ত্রয়োঃ।

তত্ত্বং স চ মন্ত্রাশ্চ কৃষ্ণভক্তির্মতো ভবেৎ ॥

(১।১০।২৪)

অর্থাৎ গুরুপ্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা মন্ত্র ও তন্ত্রে জ্ঞান জন্মে, আর যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, তাহাকেই তন্ত্র ও মন্ত্র বলা হয়।

আশিষা পাদরজসা চোচ্ছিষ্টালিঙ্গনেন চ

মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো জীবনুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ (নাঃ পঃ ১।৬।৭১)

অর্থাৎ গুরুর আশীর্বাদে এবং পাদরজ ও উচ্ছিষ্ট স্পর্শে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য জীবমুক্ত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইয়া আমরা মনে করি আমাদের জীবমুক্তদশা লাভ হইয়াছে। কিন্তু তাহা সূদূরপর্যাহত। যেখানে গুরুর আদেশ অবহেলিত, বৈষ্ণবকে উপেক্ষা সর্বক্ষণ; নির্বিশেষ জ্ঞানচর্চায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের তরতম বিচারপরায়ণ, যে-স্থলে নিম্নে গুরুদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক-রূপে প্রচার করিবার অভিমানে নিজেই নরকের দ্বার স্নগম করিয়া তুলিতেছি।

শ্রীচরিতামৃত বলেন,—

জ্ঞানী জীবমুক্তদশা পাইনু করি' মানে।

বস্তুতঃ বুদ্ধি “শুদ্ধ” নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ (মঃ ২২/২৯)

নারদপঞ্চরাত্র বলেন,—

ন হি ধর্মো ন হি তপঃ শ্রীকৃষ্ণসেবনাৎ পরম্।

পরিশ্রমঞ্চ বিফলং তপসা বৈষ্ণবস্ত চ ॥ (১২/১৮)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে নৈমিত্তিকাদি ধর্ম ও তপ প্রধান নহে; শ্রীবৈষ্ণবজনের তপস্তার পরিশ্রম অনাবশ্যক।

কৃষ্ণভক্তি তখনই দৃঢ়তর হইবে যখন জীবনের প্রতিটিক্ষেত্রে আমরা শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করিতে সক্ষম হইব। শ্রীচরিতামৃত বলিলেন,—

তার উপদেশ-মন্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায়।

কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকট যায় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২/১৫)

শ্রীগুরুদেবের উপদেশ-মন্ত্রকে আশ্রয় করিলেই আমরা মায়া-পিশাচীর হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া ভক্তিকে সাধনপথের একমাত্র পাথেয় জ্ঞান করতঃ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইব। শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীকৃষ্ণের নামগ্রহণ, তুলসীসেবা করিলেই অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মলাভ তথা স্বরূপ ধাম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে উপস্থিত হইতে পারিব ইহাতে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না।

গুরুর স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু আলোচনা দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে খুব ধীর ও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা ও চিন্তার অবকাশ না থাকিলে, কণ্ঠফল বাধ্যজীব আমরা অনায়াসে বিপদে পড়িব। শ্রীগুরুরূপায় আজ এই শুভ-তিথিতে গুরুর স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি প্রদান করিলাম।

এক্ষণে শ্রীগুরুদেবের দুই একটি মহিমা কীর্তন করিয়া নিজের আত্মমঙ্গল সাধন করিতে যত্নশীল হইব। কারণ ব্যাসপূজায় ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কীর্তন করিলেই শিষ্যের সর্বমঙ্গল সাধিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রস্তান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব (মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া) -তিথি-বাসরে আজ যে ব্যাসপূজার আয়োজন হইয়াছে, তাহার সূষ্ঠা-পালন তখনই সম্ভব হইবে যখন আমরা শ্রীগুরুদেবকে মরণশীল বুদ্ধি না করিয়া, শ্রীভগবানের স্বরূপ জানিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিব। তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত জীবের অত্ন কোন গতি নাই। শ্রীব্যাসগুরুর আনুগত্য ব্যতীত কখনও কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না। শ্রীব্যাসানুগ জনই প্রকৃত শুদ্ধ ভক্ত। (ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুদাসানুদাস—

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, (ভক্তিবৃষণ)

আরুণা বেতার প্রধানকেন্দ্র

কলিকাতা—৪০

অবতারের রহস্য

অবতারের কথা কেহ কেহ আলোচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু অবতারের কথা অল্পবিস্তর প্রায় অধিকাংশ লোকেই শুনিয়াছেন। তবে সাধারণতঃ অনেকেই অবতারকে কার্য্যতঃ না মানিয়া মুখেই মানিয়া থাকেন তজ্জন্ত অতি অল্পলোকেই অবতারের সেবায় নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। ভাগ্য ভাল না হইলে অবতারের সেবা ত' দূরের কথা, অবতারের সহিত সাক্ষাৎকারও ঘটিয়া উঠে না। তাই শাস্ত্র বলেন,—

“ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥”

অবতার যখন এ জগতে আসেন তখন তাঁহার সেবক ব্যতীত অন্যান্য সকলে তাঁহাকে নররূপী বা বরাহরূপী দেখিয়া জাগতিক তত্ত্বদৃষ্টবিশেষই মনে করিয়া তচ্চরণে অপরাধের আবাহন করিয়া থাকেন। এমন কি

তাঁহার নানা প্রকার গুণ ও ঐশ্বর্যের পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে একজন অসাধারণ মনুষ্যাদি ব্যতীত অন্য বেশী কিছু ধারণা করিতে পারেন না। সাধু-শাস্ত্রানুগত্যহীন স্বতন্ত্র অক্ষজদর্শনের ইহাই পরিণাম। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

“অবজানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥” (গী: ৯।১১)

মায়াভীত বা ইন্দ্রিয়াভীত বস্তুকে ইন্দ্রিয় দ্বারা মাপিয়া বা জানিয়া লইতে গেলেই তৎফলে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে কাঠ বা পাথর বুদ্ধি এবং গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধির উদয় অবশ্যভাবী। সেবা ও মাপা দুইটী পৃথক্ জিনিষ। আমরা হয় সেব্যের সেবা করিব অথবা তাঁহাকে মাপিতে চেষ্টা করিব— তাঁহার দ্বারা আমাদের কিছু ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইবার প্রচেষ্টা অন্তরে বা বাহিরে পোষণ করিব। চক্ষুশ্রাব্য সাধু গুরু-শাস্ত্রের কথা না শুনিয়া মনোবিক্ষেপের বশবর্তী হইলে এই বিপজ্জনক দুরাবস্থা হইবেই হইবে। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শ্রোতপথ অথবা শাস্ত্র-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অবতারাди-নির্ণয়ে যত্নপর হইয়া মঙ্গললাভে সমর্থ হ'ন। আর যাহারা এই নিকটক অপরিবর্তনীয়, নিভুল বাস্তব সত্য পথের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আনুগত্য-ধর্ম্মের পরিবর্তে অক্ষজ মনোবিক্ষেপ বা নিজের স্বতন্ত্র প্রয়াস-কেই সম্বল করেন, তাঁহার। জন্ম-জন্মান্তর কষ্টই ভোগ করিয়া থাকেন।

জীব ভগবৎ-সেবক। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কৃষ্ণ-সেবা ভুলিয়া ভোগোন্মুখী হওয়ায় সে আজ মায়ার অধীন হইয়াছে। এই হরি-বিমুখ জীবের অকৃতজ্ঞতা ও অজ্ঞানতা দেখিয়া কৃষ্ণদাসী মায়া তাহাকে লিঙ্গ-দেহ ও সূহ-দেহ দ্বারা আবৃত করিয়াছে। তাই জীব আত্ম-বিস্মৃত হইয়া মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক বাসনাময় লিঙ্গদেহ কর্তৃকই পরিচালিত হইয়া ভোগ ও ত্যাগের পথে ধাবিত হইতেছে। জীব—চেতন সত্য, কিন্তু চেতন হইয়াও অতি ক্ষুদ্রতাবশতঃ জড়-সংস্পর্শফলে নিজেকে এই মাষিকজগতের কোন জড়বস্তু মনে করায় তাহার দর্শন ও জড় বা অক্ষজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তৎফলে নীল-চশমা-পরিহিত ব্যক্তির সাদা কাপড়কে নীলবর্ণ দেখার ন্যায় বিষয়ধূলিতে অন্ধীভূত-চক্ষু আমরা ভোগময়দর্শনে বা অক্ষজদর্শনে অবতার বা গুরুকে মনুষ্যদর্শন ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে কাঠ-পাথর ইত্যাদি মনে করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছি এবং এই জন্যই সাধারণ

মানবের অবতার, গুরু ও বিগ্রহ-সেবায় আগ্রহ, ইচ্ছা বা বিশ্বাস দেখা যাইতেছে না। শাস্ত্র বলেন,—

“মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।

স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥”

“অর্চে্য বিষ্ণৌ শিলাধীগুরুষু নরমতিবৈষ্ণবে জ্ঞাতিবুদ্ধিঃ।

বিষ্ণোৰ্কা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহম্বুদ্বি-

শ্রীবিষ্ণোৰ্নামি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-

বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীৰ্যস্ত বা নারকী সঃ ॥

এতদ্ভিন্ন আবার ভগবানের গুঢ় স্বভাব জড়ীয় দেশ, কাল ও চিন্তার অতীত। তিনি যখন অবতার, গুরু বা বিগ্রহরূপে প্রকটিত হ'ন, তখন তিনি মায়াবল দ্বারা নিজের গুঢ় স্বভাবকে একরূপ আচ্ছাদন করেন যে, তাঁহার অনন্ত ভক্তগণ ব্যতীত—তাঁহার কৃপাপ্রার্থিগণ ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না। তিনি কৃপা করিয়া না জানাইলে কেহই তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন না। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এশক্তিটী তিনি নিজের হাতে রাখিয়াছেন। কারণ, তিনি অধোক্ষজ। দিনের বেলায় আকাশে মেঘ হইলে যেমন আমরা সূর্য্য দেখিতে পাই না, তদ্রূপ মায়াদ্বারা আমাদের চক্ষু বা দর্শন আবৃত হওয়ায় আমরা অবতারকে দর্শন করিতে সমর্থ হই না। একমাত্র অনন্ত-ভক্তগণই নিরন্তর হৃদয়ে ইহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। কেবল ভক্তিযোগদ্বারা অন্তরে বাহিরে হরি, গুরু ও বৈষ্ণব উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে।

শাস্ত্র বলেন,—

“প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন

সন্তঃ সदैব হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি।

যং শ্যামসুন্দরং অচিন্ত্যগুণস্বরূপং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥”

“সাধবো হৃদয়ং মহং সাধুনাং হৃদয়স্বহম্।

মদন্তঃ ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ (ভাঃ ৯।৪।৫১)

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ব্যতীত আর কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-

সন্তাবনং তব পরিব্রটিমস্বভাবম্ ।

মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহমানং

পশুন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্তভাবাঃ ॥

(যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্ন ১৬ শ্লোকে)

হে ভগবন্ ! দেশ, কাল, চিন্তা—এই তিনটি সীমা দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ, কিন্তু তোমার গুঢ়স্বভাব সম ও অতিশয়শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছে । মায়াবলদ্বারা তুমি ঐশ্বভাবকে আচ্ছাদন কর, কিন্তু তোমার অনন্তভক্তগণ সর্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন ।

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ

আসুসে শ্রুতেক্ষিতপথো নহু নাথ পুংসাম্ ।

যদ্বন্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি

তত্ত্বদপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ (ভাঃ ৩।৯।১১)

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নাথ, তুমি ! ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়নপথে সর্বদা বিহার কর । ভক্তিযোগপূত তাঁহাদের হৃৎপদ্মে তুমি সর্বদা অবস্থান কর । হে উরুগায়, ভক্তবৃন্দ হৃদয়ে তোমার যে নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাক ।

এখন আর একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, অবতার যেখানে-সেখানে যখন-তখন প্রকাশিত হন ইহা মূঢ় ব্যক্তিগণেরই উক্তি বা ভ্রান্ত ধারণা । ধর্ম্মেরপ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে শ্রীভগবান্ স্বয়ং অথবা তাঁহার নিম্নজ্ঞানগণ প্রেরণ করেন । তাঁহার অবতার সম্পর্কে পূর্বাভাসরূপে বেদ-পুরাণ-শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত রহিয়াছে । কিন্তু তাহা অনুসরণ না করিয়া মনগড়াভাবে যাহাকে-তাহাকে অবতার বলিয়া দাড় করান ভক্তিরাজ্যের অনুকুল নহে ।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচনদাস ব্রহ্মচারী

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মথ

পুরাকালে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত পাজকা-ক্ষেত্রস্থ উড়ুপী-গ্রামে মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন বেদ-বেদাঙ্গকুশল সদাচার-রত জনৈক নিঃস্ব-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল—শ্রীনारायण ভট্ট। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী বেদবতী (বা বেদবিদ্যা) দেবীর সহিত পাজকাক্ষেত্রে বাস করিয়া পরশুরাম-পীঠস্থ স্ব-কুলদেবতা ভগবান্ শ্রীশেষশায়ী-বিষ্ণুর আরাধনা করিতে-ছিলেন। বেদবতীর গর্ভে একে একে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুত্র-সুখে বঞ্চিত হইয়া অমরপুত্র-প্রাপ্তি-কামনায় দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া অতীব কঠোর তপস্যা করিলে শ্রীশেষশায়ী ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের এই তপস্যার সমুচিত ফল-প্রদানে উন্মুখ হন।

এই সময় সনাতনধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্বত্র শুদ্ধ ভগবদুপাসনার ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদরূপ নাস্তিক্যবাদ জীবকুলকে জীবের নিত্যধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে পাতিত করিয়া তমোরাজ্যের প্রতি ধাবমান করাইতেছিল। যখন-যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন-তখনই সন্ততনু বিষ্ণু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বা কোন মহত্তম জীবে স্বীয় শক্তি আবিষ্ট করিয়া তদ্বারা জগতের কল্যাণ সাধন করেন। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ-কুস্রাটিকাকে ভারত-গগন হইতে অপসারিত এবং জীবন্মুত জীবকুলের পুনরায় প্রাণসঞ্চার করিবার জন্ত বিষ্ণুর ইচ্ছায় মুখ্য বায়ু জগতে অবতীর্ণ হইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। যেমন পূর্বে সপ্তদশীয় ত্রেতাযুগে কেশরি-পত্নী অঞ্জনােকে আশ্রয় করিয়া মহাবীর শ্রীবজ্রাজ্জী জগতে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অষ্টাবিংশীয় কলিযুগে বেদাদি নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যথার্থ তত্ত্ব সজ্জনগণকে উপদেশ করিবার জন্ত পাজকাক্ষেত্রবাসী মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন নारायण ভট্টের সহধর্ম্মিণী বেদবতীকে আশ্রয় করিয়া মুখ্য বায়ুর অবতার শ্রীমন্মথবাচার্য্য ১০৪০ শকাব্দে, মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে জগতে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীনारायण ভট্ট পুত্রের নাম ‘বাসুদেব’ রাখিলেন। বাসুদেবের আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাসুদেব অতি নৈশবকালেই বিচিত্র লীলাবলী প্রকাশ করিয়া বন্ধু-স্বজন-বর্গের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। অতি অল্প

সময়ের মধ্যেই বাসুদেব বর্ণমালা অভ্যাস করিয়া অষ্টমবর্ষে উপনয়ন-সংস্কার লাভ করেন। উপনীত বালক বেদাধ্যয়নের জন্ত পাজকা-ক্ষেত্র হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত দণ্ডতীর্থ-নামক স্থানে জনৈক বেদজ্ঞ বিপ্রে নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত নানাবিধ ক্রীড়াতেই প্রমত্ত থাকিতেন। বেদাদি অভ্যাসে আদৌ তাঁহার কোনপ্রকার মনোযোগ দৃষ্ট হইত না। অধ্যাপক বাসুদেবকে সর্বসময়ে ক্রীড়া দিতে প্রমত্ত দেখিয়া একদিন তাঁহাকে বিশেষভাবে ভৎসনা করিলে বাসুদেব তৎক্ষণাৎ অধ্যাপকসমীপে অধীত অনধীত—সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ অনর্গল আবৃত্তি করিয়া অধ্যাপকের পরম বিস্ময় উৎপাদন করেন।

একদিন বাসুদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণপূর্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“পিতা আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি; এখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার করিব।” নারায়ণ ভট্ট বালকের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—“যদি তোমার গায় একটি সামান্য বালক মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার হস্ত-ধৃত শুক যষ্টিখণ্ডের পক্ষেও মহদ্বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে।” অর্থাৎ যেমন শুক যষ্টিখণ্ডের পক্ষে বিশাল সজীব বৃক্ষরূপে পরিণতি সম্পূর্ণ অসম্ভব, তদ্রূপ বালক বাসুদেবের পক্ষেও প্রবল মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার সম্পূর্ণ অসম্ভব,—ইহাই নারায়ণ ভট্টের অভিপ্রায়। পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব বলিলেন,—“পিতঃ! ভগবচ্ছক্তিপ্রভাবে এই যষ্টিখণ্ডের যেরূপ মহান্ বৃক্ষরূপে পরিণতি কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, তদ্রূপ আমার গায় বালকের পক্ষেও মায়াবাদ খণ্ডনপূর্বক জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন কোনরূপে অসম্ভব হইতে পারে না।” বাসুদেব ইহা বলিয়া তাঁহার হস্তধৃত যষ্টিখণ্ড মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত করিলে উহা মহান্ বটবৃক্ষরূপে পরিণত হইল। এখনও পাজকাক্ষেত্রে সেই মহান্ বটবৃক্ষরাজ বিরাজিত থাকিয়া শ্রীমন্মধবাচার্য্যের অলৌকিক প্রভাবের স্মৃতি দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে জাগরুক করিয়া দিতেছে।

নারায়ণ ভট্ট বাল্যকাল হইতেই বাসুদেবের বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও পরমত-খণ্ডনে অসামান্য উৎসাহ ও প্রবল আত্মপ্রত্যয় দর্শন করিয়া পুত্র পরবর্তী কালে গৃহধর্ম আসক্ত হইবেন না, বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাসুদেবকে বিবাহ-বন্ধনদ্বারা গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্ত মনে মনে সংকল্প করিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান

বাসুদেব মাতা-পিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। বাঁহার হৃদয় জগতের বন্ধন মোচন করিবার জন্ত সর্বদা সমৎসুক, যিনি নিখিল অসৎ-শাস্ত্রকে তিরস্কার করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-স্থাপনার্থ বিষ্ণু-কর্তৃক নির্দিষ্ট, বিষ্ণুশক্তি দ্বারা আবিষ্ট সেই পুরুষ-কেশরীকে বন্ধন করিতে পারে, জগতে এমন কে আছে ?

সাধারণ লোকের বিচার এই যে, পুত্রের সর্ববিষয়েই মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যিক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত ধর্মাদি যাজন বা সন্ন্যাসাদি আশ্রমাস্তর গ্রহণ বিশেষ দোষাবহ। এইরূপ বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলেন যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি লোকমাত্র পুরুষগণও যে-কোন-প্রকারেই হউক মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ বিচার যে সম্পূর্ণ প্রাকৃত ও কৃষ্ণবহির্মুখ ভোগিসম্প্রদায়ের ভোগোর্থ-ধারণাপুষ্ট, তাহা আমরা বাসুদেবের আদর্শে দেখিতে পাই। আব্রহ্মসুত কৃষ্ণবহির্মুখ জীবমাত্রই নিজের হরিভজনহীনতা, মাৎসর্য্য ও ভোগবুদ্ধি-নিবন্ধন অপরের হরিভজন-বিরোধী। মাতাপিতা ও পুত্র, স্বামী ও স্ত্রীতে, ভ্রাতা ও ভ্রাতার মধ্যে, স্বজন-স্বজনে, বন্ধু-বন্ধুতে পরস্পর ভোগবুদ্ধি প্রবল শ্রোতধারার দ্বারা সর্বদা অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং যখনই ইহাদের মধ্যে কেহ হরিভজনের জন্ত অগ্রসর হইবার প্রয়াস দেখায় তখনই তন্মধ্য হইতে আর একজন তাহার ভোগ্যবস্তু চিরকালের জন্ত ভগবানের ভোগে উৎসর্গীকৃত হইবে চিন্তা করিয়া—তাহার মুখের গ্রাস অপরে কাড়িয়া লইতেছে ভাবিয়া হরিভজনোন্মুখ ব্যক্তিকে যে হরিভজনে বাধা প্রদান করিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

মাতাপিতা যখন বুঝিতে পারেন যে, পুত্র এখন হইতে তাঁহাদের ভোগের বস্তু না হইয়া কৃষ্ণের ভোগ্য, কৃষ্ণের নৈবেদ্য, কৃষ্ণসেবার উপকরণ হইবার জন্ত অগ্রসর হইতেছে, তখন তাঁহারা সেইরূপ পুত্রের হরিভজনে বাধা প্রদান করিবার জন্ত স্বর্গ-মর্ত্য আলোড়ন করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। ইহা যে কেবল পুত্রের প্রতি মাতাপিতার ব্যবহারে লক্ষিত হয়, তাহা নহে; যেখানে পুত্র নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে কাহারও পুত্র বলিয়া অভিমান করে, সেখানে সেইরূপ পুত্রও হরিভজনোন্মুখ মাতাপিতার হরিভজনে বাধা প্রদান করিবার জন্ত শতমুখী চেষ্টা দেখাইয়া থাকে। স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-স্বজন-অভিमानেও এইরূপ ভোগবিলাস-বৈচিত্র্যের তাণ্ডব নৃত্য জগতে দৃষ্ট হয়।

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন বাসুদেব এইসব কথা উত্তমরূপে জানিতেন ; তাই তিনি মাতাপিতা, স্বজন-বন্ধু—কাহারও কোনপ্রকার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া কিংবা তাহাদের নিকট নিজসংকল্প না জানাইয়া একাদশ বর্ষ বয়সে শ্রীরজত-পীঠপুরে শ্রীঅচ্যুতপ্রেমের নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্ব্বক আনন্দতীর্থ বা তৎপর্য্যায় 'মধ্ব'—এই সন্ন্যাস-নাম প্রাপ্ত হইলেন ।

অতাপি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পরিচয় প্রদানকালে এইরূপ লিখিয়া বা উচ্চারণ করিয়া থাকেন, “স্বস্তি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যত্বাণেনকগুণগণালঙ্কৃত-পদবাচ্য-প্রমাণ-পারাবার-পারঙ্গত-সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র - শ্রীমদৈশ্বরী - সত্যভামা - সমেত - শ্রীগোপালকৃষ্ণপাদপদ্মারাধক-শ্রীমদ্বৈত-সিদ্ধান্তপ্রতিষ্ঠাপনাচার্য্য-শ্রীমদানন্দ-তীর্থাপনামক-শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাঃ ।”

উড়ুপীর অষ্টমঠের ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগত সমস্ত মঠের আচার্য্যের নামের পূর্বে এইরূপ সম্প্রদায়-বৈভব লিখিবার পদ্ধতি অতাপি প্রচলিত আছে । সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ‘আচার’ ও ‘প্রচার’ কার্য্য করিতে লাগিলেন । তিনি অচিরেই ‘বাদিসিংহ’, ‘বুদ্ধিসাগর’ প্রভৃতি প্রচণ্ড মায়াবাদী কুতাকিকগণের অপসিদ্ধান্তকে শাস্ত্রযুক্তিমূলে ছেদন করিয়া সাত্বত-গণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইলেন । তিনি পয়ঃস্বিনী নদীতটে সাদ্র-বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সভায় বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তমত ও মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ যতি, এই খ্যাতি লাভ করিলেন ।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একদিন সমুদ্রতটে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, একখানি নৌকা বালুকায় প্রোথিত-প্রায় হইয়া বিপন্ন হইয়াছে, নাবিক তাহার বহু চেষ্টাসত্ত্বেপ দ্রব্যপূর্ণ নৌকাটিকে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত করিতে পারিতেছে না ।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ইহা দর্শন করিয়া নৌকা-সঞ্চালনের জন্ত হস্ত দ্বারা মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন ; মুদ্রা-প্রদর্শনমাত্র নাবিকের নৌকাটি ভাসিয়া উঠিল । নাবিক সমুদ্র-তীরস্থ সন্ন্যাসিবরের এইরূপ অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য-দর্শনে বিস্ময়ান্বিত ও পরমোপকৃত হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনার্থ তাঁহাকে স্বীয় নৌকা হইতে কিঞ্চিৎ দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বারকার গোপী-সরোবর হইতে আনীত একটি বৃহৎ গোপী-চন্দন-খণ্ডমাত্র অভিলাষ করিলেন । ঐ গোপীচন্দন খণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আনিতে আনিতে পথে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্য হইতে একটি অপূর্ব্ব ভুবনমোহন বালকৃষ্ণ-মূর্ত্তি

আবিভূত হন। মূর্তির একহস্তে দধিমহন-দণ্ড, অপর হস্তে মহনরজ্জু। ত্রিশজন বলবান্ লোক ঐকৃষ্ণমূর্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় হনুমান, ভীমসেন বা পরব্যোমহু সর্বব্যাপী বায়ুর অবতার শ্রীমন্মথ স্বয়ং সেই বালকৃষ্ণ-মূর্তিকে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন এবং গোপীচন্দনলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্তিকে উড়ুপীস্থ বৃহৎ সরোবরে স্নান করাইয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত এই শ্রীবালকৃষ্ণ-পূজা-প্রবর্তন ও স্বসিদ্ধান্ত-প্রচার-কাম হইয়া স্বীয় আটজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্বক তাহাদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণমূর্তির সেবাতার ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার ভার হস্ত করিলেন।

শ্রীমন্মথার্চার্যের অপর নাম—‘শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ’। শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের শারীরিক বলের সীমা ছিল না। ‘কড়ঞ্জরী’-নামক এক বলবান্ পুরুষ ত্রিশজন পুরুষের বলধারী বলিয়া নিজে আশ্চর্য করিত; আচার্য্য স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ করিলে সেই অসামান্য বলী তাহার অমিত বল প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিল না।

শ্রীমন্মথার্চার্য্য জগতে ‘দ্বৈতসিদ্ধান্ত’-প্রচারের জন্ত বহু গ্রন্থ-প্রণয়ন, মঠাদি-স্থাপন ও তথায় সেবাপূজাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচারপূর্বক (১) জীবে ঈশ্বরে ভেদ, (২) জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, (৩) ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, (৪) জীবে জড়ে ভেদ ও (৫) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ—এই পঞ্চ ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বেদান্তার্চার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাহার স্বরচিত “প্রমেয়-রত্নাবলী”-গ্রন্থে শ্রীমন্মথার্চার্য্য সম্বন্ধে একটি শ্লোকে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, —আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ। সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্তয়ন্তি বুধাঃ॥” অর্থাৎ সুখময়ধামস্বরূপ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি জয়যুক্ত হউন। পণ্ডিতগণ তাহাকে সংসার-সাগর-উত্তরণের তরণী বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

কর্দমি ও নিরীশ্বর কপিল

কর্দমি কপিলদেব শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার। কর্দমঋষির উপদেশানুসারে দেবহুতি ইন্দ্রিয়দমন, স্বধর্ম্যাচরণ ও তপস্তানুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা সশ্রদ্ধভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা করিতে থাকিলে, তাঁহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া কপিলদেব দেবহুতির পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া জগতে অবতীর্ণ হয়। কপিলদেব আবির্ভাবের পূর্বে কর্দম ও দেবহুতি নয়টি কথা লাভ করিয়াছিলেন। কপিলদেবের আবির্ভাবের পর কর্দম ব্রহ্মার আদেশানুসারে নয়জন প্রজাপতি-হস্তে নয়টি কথাকে সম্প্রদান-পূর্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তৎপূর্বে তিনি নির্জনে কপিলদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার স্তব করেন এবং তদনুমতিক্রমেই বনে যাত্রা করেন। অব্যভিচারিণী ভক্তির বলে কর্দম অচিরেই সিদ্ধিলাভ করেন।

কপিলদেব জননীর প্রশ্নানুসারে তাঁহাকে যে-সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভগবতের আলোকে আলোচনা করিলে জীব-মাত্রেরই কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এখানে সেই সকল উপদেশের একটি প্রশ্ন—সংসার-বন্ধন ছেদনের উপায়সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কর্দম ঋষি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে দেবহুতি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবারুত্তি-সহকারে স্বীয় নন্দন কপিলদেবের নিকট উপস্থিত হন এবং ভগবতত্ত্ব ক্ষিপ্রাসা করিতে থাকেন। ব্রহ্মার বাক্যে দেবহুতি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ভগবদাবেশাবতার তাঁহার তনয়রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাই তিনি কপিলদেবকে পুত্রজ্ঞানে উপদেষ্টার আসনে বসাইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ না করিয়া অতিশয় সরলভাবেই কপিলদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে পরিপ্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন। এতৎ প্রশ্নে আমাদের বিশেষ লক্ষিতব্য বিষয় এই যে,—বয়স, জড়বিদ্যা, বর্ণ, আশ্রয়, স্থান, কাল প্রভৃতির বিচারে আবদ্ধ থাকিয়া ভগবদ্বক্তাকে কখনও প্রাকৃত জ্ঞান করা কর্তব্য নহে। ‘নগ্নমাতৃক’-ছায় পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধ ভগবদ্বক্তা যে বর্ণ, যে আশ্রম বা যে বয়সেই থাকুন না কেন, তাঁহার সহিত আমাদের দেহগত যে-কোন সম্পর্কই হউক না কেন, ইহজগতের সম্পর্কে তিনি আমাদের কনিষ্ঠ হইলেও আমরা তৎপ্রতি পূজ্যবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবারুত্তি সহকারে তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থী হইব। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী, বয়স, সম্পর্ক প্রভৃতি ভগবদ্বক্তের কৃপালাভের পথে কোনও প্রকারে অন্তরায় না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

দেবহুতি লজ্জাদি পরিত্যাগ করিয়া কপিলদেবকে বলিলেন,—“হে প্রভো! আমি অসৎ-ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়াভিলাষ হইতে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি, সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে যাইয়া আমি ক্রমশঃ অজ্ঞানতিমিরাবৃত সংসার-কূপে পতিত হইতেছিলাম, কিন্তু আমার বহু ভাগ্যফলে আপনারই অনুগ্রহে এই দুষ্কার প্রবৃত্তিমার্গরূপ, সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারের উপায়-স্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি যে শুধু আমারই চক্ষুস্বরূপ তাহা নহেন, আপনি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন জীব-মাত্রেয়ই নয়ন-প্রকাশক রবিরূপে উদিত হইয়াছেন। হে দেব! ভগবদিতরাভিনিবেশবশতঃ এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে ‘আমি ও আমার’ বুদ্ধিরূপ যে অসৎ আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহা আপনার স্বরূপ-শক্তির চায়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকর্তৃক যোজিত হইয়াছে। অতএব আপনি ব্যতীত আমাকে ঐ মোহ হইতে উদ্ধারের কর্তা আর কেহ নাই। হে প্রভো! আপনি আমার একমাত্র শরণ্য, স্বীয় অনুগত-জনের সংসারবৃক্ষ-ছেদনের আপনি কুঠার-স্বরূপ। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। আপনি আমাকে সত্বপদেশ প্রদান করুন।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীকৃষ্ণকৃপাদাস ব্রহ্মচারী

আত্মশ্লাঘী জীবনের ইতিহাস

আমি একজন সেবাবিমুখ ব্যক্তি। স্বরূপ-বিস্মৃতি, অসতৃষ্ণা, হৃদৌর্জল্য ও অপরাধ—এই চারিপ্রকার অনর্থের দ্বারা সর্বদা আমি কবলিত। আমি বহির্দৃষ্টিতে গুরুগৃহে বাস, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গ, তাঁহাদের সেবা, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তন ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের অভিনয় করিতেছি। গৃহস্থ ও মঠবাসী গুরুসেবকগণ আমাকে ‘বৈষ্ণব’ বুদ্ধি করিয়া দণ্ডবৎ-প্রণামাদি দ্বারা সম্মান করেন, আমার প্রশংসা করেন, আমাকে ‘প্রভু’ বলিয়া সম্বোধন করেন, আমার কত সেবা করিবার জন্ত উদগ্রীব থাকেন!

শ্রীগুরু-সেবকগণের নিকট হইতে এই প্রকার সম্মান-মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়া ও সর্বদা তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া আমিও মনে মনে দৃঢ়রূপে স্থির করিয়াছি যে, আমি খুব বড় একজন বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি; মঠের অত্যান্ত গুরুসেবকগণ সকলেই আমা অপেক্ষা বুদ্ধি, বিচার, যোগ্যতা ও ভজনে হীন। অপর সকলেরই কত দোষ, ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপরাধ প্রভৃতি ভক্তি-প্রতিকূল

বিচার-আচার, চিন্তাশ্রোত আছে, কিন্তু আমাতে কোনপ্রকার দোষ, ভুল-ত্রুটি নাই বা থাকিতে পারে না। কারণ, আমি বহুকাল যাবৎ গুরুগৃহে বাস করিতেছি—শ্রী গুরু-বৈষ্ণবগণের মুখে কত হরিকথা শুনিয়াছি—তাহাদের কত সেবা করিতেছি, স্মরণে আমাতে কোন প্রকার দোষ, ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপরাধের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। আমি এতদিন হরিভজন করিয়া কনিষ্ঠ-অধিকার হইতে মধ্যম-অধিকারে উপনীত হইয়াছি অর্থাৎ মধ্যম-অধিকারী বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি। আর কিছুদিন গুরুগৃহে বা মঠে বাস করিতে পারিলেই উত্তম-অধিকারী বা মহাভাগবত বৈষ্ণবের পদবী লাভ করিব।

আমার জ্ঞায় একটি পতিতাদম, সেবাবিমুখ জীবকে দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত, দুর্দৈবগ্রস্ত, এবং মায়া-মোহিত—এই প্রকার অনর্থসমূহের দ্বারা অভিভূত দেখিয়া শ্রীগৌর-নিজ-জন, পরদুঃখেদুঃখী, পরমকরুণাময় শ্রীল গুরুদেব এ হেন নরাধমের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া আমার জীবনের কথা শরণাগতির মাধ্যমে আমাকে এইরূপ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—

আমার জীবন সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বিগ্ন দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ ॥
নিজ সুখ লাগি' পাপে নাহি ডরি,
দয়া-হীন, স্বার্থপর।
পর সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পরদুঃখ সুখকর ॥
অশেষ কামনা হৃদি-মাঝে মোর,
ক্রোধী, দন্তপরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসা-গর্ব্ব-বিভূষণ ॥
নিদ্রালস্ত-হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া শাঠ্য-আচরণ,
লোভহত, সদা কামী ॥
এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।

শুভকার্যশূন্য সদানর্থমনা,

নানা দুঃখে জরজর ॥

আমি তো' এখন উপায়-বিহীন,

তা'তে দীন-অকিঞ্চন ।

পতিত অধমে করহ করুণা,

করি দুঃখ নিবেদন ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপরি-উক্ত কথাগুলি আমার কথায় স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলাম,—শ্রীল ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা আমার জীবনের সঙ্গে একমিল হইয়া যাইতেছে । আমি সত্য-সত্যই সর্বক্ষণ নানা পাপাচরণে রত ; প্রকাশে ও গোপনে কত সময় যে কত প্রকার পাপাচরণ, বিগহিত কার্য্য করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই । জীবনে কোনদিন কোনপ্রকার পুণ্য-কার্য্যও করি নাই । দেহ-সম্পর্কিত পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন এবং ইহ-পরকালের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও তদনুগ জনগণকে কত সময় কত বিষয়ে কত উদ্বেগ দিয়াছি ও দিতেছি, হিংসার বশীভূত হইয়া কত জীবকে কত ক্লেশ দিয়াছি, নিজের স্থল-স্থলদেহের সুখ-সুবিধা-আরামের জন্য পাপ-কার্য্যকে ভয় করি নাই অর্থাৎ নানাপ্রকার পাপাচরণের দ্বারা নিজের দেহ-মনের সুখ-সুবিধা-আরাম লাভ করিয়াছি ও করিতেছি । আমি নিতান্ত নির্দয়, নিষ্ঠুর ; সর্বক্ষণ নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক লাভ-পূজা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির জন্য লালায়িত । অপর কেহ সুখে আছে দেখিলে আমি দুঃখী হই, সর্বক্ষণ মিথ্যাকথা বলি, নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা করি, কাহাকেও দুঃখে পতিত দেখিলে আমার তাহাতে আনন্দ হয় । আমার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের উদ্দেশ্য মনের মধ্যে সর্বক্ষণ অসংখ্য প্রকার ইচ্ছা, অভিলাষ, কামনার উদয় হইতেছে ; স্বার্থে ব্যাঘাত হইলেই আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়ি । স্থল-দেহটাতে আত্মবুদ্ধি করিয়া আমি সকলের অপেক্ষা অধিক বুঝি, আমি মিশনের কত কার্য্য করিতেছি, এইপ্রকারের কত দান্তিকতা আমি সর্বক্ষণ হৃদয়ে পোষণ করিতেছি । আমি উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার কত প্রভাব, এইরূপ চিন্তায় আমি সর্বক্ষণ মোহিত ; হিংসা-গর্ব প্রভৃতি আমার শরীরের অলঙ্কার-স্বরূপ ।

আমি সর্বক্ষণ নিদ্রা ও আলস্য দ্বারা হত অর্থাৎ কোন সেবাকার্য্য বা হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে গেলেই ঘুম আসে, অলসতা-বশতঃ সুকার্য্য

অর্থাৎ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার কার্য্য করিতে চাই না। যে কার্য্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রীতিকর, কিন্তু আমার নিজের সুখ-সুবিধা-আরামদায়ক, সেইপ্রকার কার্য্য আমি আগ্রহান্বিত হইয়া করিতে চাই। সকলে আমার গুণ-মাহাত্ম্য-প্রশংসার কথা কীর্ত্তন করুক, আমাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিক্—এরূপ আশায় নানারূপ প্রতারণার দ্বারা সকলের নিকট হইতে ইহা লাভ করিতে চাই। এই প্রকারের একজন দুর্জ্জন ব্যক্তি আমি বাহিরের দিকে সজ্জন অর্থাৎ সাধুগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে আছি, নিকটে আছি, এইরূপ দেখাইলেও আমি সম্পূর্ণরূপে তাহাদের সঙ্গ-বর্জিত। যেহেতু আমি সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণকে আমার ইহ-পরকালের একমাত্র পরমহিতাকাজক্ষী বন্ধু, আত্মীয় বা আপনজ্ঞানে “দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গৃহ্মমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্তে ভোজরতে চৈব বড্ বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥”—এই ছয়টি প্রীতির কার্য্যের দ্বারা সঙ্গ করিতে অসমর্থ হইতেছি অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতি-পূর্ব্বক তাহাদিগকে দান, তাহাদের প্রদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ, আপন গুণকথা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট ব্যক্ত করা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের গুণ বিষয়ের জিজ্ঞাসা করা, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান—এই ছয়টি সংপ্রীতির লক্ষণ প্রদর্শন বা ভক্তিপোষক সঙ্গ করিতেছি না। কাজেই বহির্দৃষ্টিতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নিকটে বাস, তাহাদের সঙ্গ—সকলই ব্যর্থ হইতেছে—অভিনয় মাত্র সার হইয়া পড়িতেছে। আমি সর্ব্বক্ষণ গুরুাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ, ধামাপরাধ ও সেবাপরাধ করিতেছি। তৎফলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের উপদিষ্ট আত্মমঙ্গল বা পরমঙ্গলের কার্য্যে আমার আদৌ রুচি দেখা যায় না; কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তা, কৃষ্ণসেবার কথা চিন্তা ব্যতীত নিজের ইন্দ্রিয় সুখজনিত নানাপ্রকার ইতর চিন্তায় আমার মন সর্ব্বক্ষণ নিবিষ্ট, সেবোৎসাহ নাই, মনমরাভাব, ভোগাভাবে চিত্ত জর্জরিত—দুঃখিত অন্তর।

এরূপ অবস্থায় আমার এখন কি গতি হইবে, তদ্বত্তরে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ জানাইয়াছেন,—“তা’তে দীন অকিঞ্চন। ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে করে দুঃখ নিবেদন ॥” এরূপ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত, আমার জ্ঞায় পতিতাদম ও যদি এখনও একমাত্র আত্মমঙ্গল-লাভের উদ্দেশ্যে কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, জড়-অহঙ্কার, জড়-অভিনিবেশ প্রভৃতি ভক্তির বাধা বা কণ্টকসমূহ পরিত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া, দীনহীন অকিঞ্চন হইয়া নিজের এইসব দুর্দ্দৈব বা দুঃখের কথা নিষ্কপটভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে নিবেদন করে, তাহা

হইলে এখনও এরূপ নিরাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার হইতে পারে অর্থাৎ আত্মমঙ্গললাভের সৌভাগ্য পাইতে পারি।


এ হেন পতিতপামর আমি কি প্রকারে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে আমার এইপ্রকার দুর্দৈবের কথা—দুঃখের কথা নিবেদন করিব, কিরূপভাবে নিবেদন করিলে বা জানাইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আমার সেই আবেদন-নিবেদন পৌঁছিতে—কিরূপে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বা শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তদ্বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনরায় অসীম কৃপাবিতরণপূর্বক আমাকে এই কথাগুলি জানাইতেছেন,—

গলবস্ত্র কৃতাজ্জলি বৈষ্ণব নিকটে । দস্তে ভূণ করি' দাঁড়াইব নিকপটে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম । সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥
তুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর । আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় । এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয় ॥
অধমের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে । কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে ॥

হে পতিতপাবন, অদোষদর্শি, পতিতজন্য বন্ধু, দয়ারসাগর বৈষ্ণব ঠাকুরগণ ! এই সেবাবিমুখই পতিতাদম্য বাহিরের দিকে সর্বক্ষণ মঠে বাস, গুরুগৃহে বাস, আপনাদের পাদপদ্মের নিকটে বাস, আপনাদের সঙ্গ, আপনাদের সেবা, আপনাদের নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনের অভিনয় করিতেছি মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে সে উপরি-উক্ত শুদ্ধভক্তি-বিরুদ্ধ—শ্রীহবিগুরুবৈষ্ণবের অপ্রীতিজনক সর্বপ্রকার বিচার-আচার ও চিন্তা-শ্রোতে সর্বক্ষণ অত্যন্ত দুর্দৈবগ্রস্ত আছে । এমতাবস্থায় আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে আমার সকাতির প্রার্থনা এই যে, আপনারা সকলে এই পতিতাদম্যকে অহৈতুকী কৃপাশ্রমে এরূপ সুবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে জীবনের বাকি দিনগুলি এইপ্রকার ভক্তিবিরুদ্ধ কোন কার্য না করিয়া সর্বক্ষণ নিকপটভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের অতি অনুরক্তজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপরি-উক্ত উপদেশসমূহ শিরে ধারণ করতঃ আকুল প্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের এই সব দুর্দৈবের কথা—দুঃখের কথা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে নিবেদন করিতে পারি এবং তৎফলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাভাজন হইয়া এ হেন সেবাবিমুখ ঘৃণ্য জীবনকে সত্য সত্যই ধ্বংস করিবার সৌভাগ্য লাভ হয় ।

—প্রকাশক

স নৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরথোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়ান্বাঃ সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমহ ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশ্বত ॥

অন্ত ধর্ম সূচরূপে পালে বেই জন ।
হরি-কথার বতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২২শ বর্ষ } সঙ্কর্ষণ, ২৫ ত্রিবিক্রম, ৪৮৪ গোরাঙ্গ
সোমবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭; ইং ১৫।৬।১৯৭০ } ৪র্থ সংখ্যা

সান্নিহাদং শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোঙ্গামি-বিরচিতম্]

মন্ত্রন্যাসৈরিহ মুররিপোস্তং পুরোধাঃ পুরস্তাং
সর্বজ্ঞানি প্রকট নিগমো ভাগুরিষোহভিরক্ষ্য ।
আশীর্ভিষ্ট প্রতিদিনমহো তচ্ছিরো জিহ্বতীদং
বন্দে তাবন্মুনি সুরপতে স্তস্য পাদাঙ্জযুগ্মং ॥ ২০ ॥

যিনি এই ব্রজধামে পুরোহিত হইয়া প্রথমে মন্ত্র পাঠ ও আশীর্বাদপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গের শাস্তি ও স্নেহবশতঃ প্রতিদিন তাঁহার মস্তক আশ্রয় করিতেন এবং সমগ্র বেদ মূর্ত্তিমান্ হইয়া গাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে সেই মুনীন্দ্র ভাগুরির পাদপদ্মযুগল আমি বন্দনা করি ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণশ্রোচৈঃ প্রণয়বসতিঃ সংপ্রবীণঃ সখীনাং

শ্যামাঙ্গস্তং সমগুণ বয়োবেশ সৌন্দর্য্য দর্পঃ ।

স্নেহাদ্বন্ধোঃ ক্ষণমকলনাজ্জায়তে যোহবধূতঃ

শ্রীদামানং হরিসহচরং সর্বদা তং প্রপদ্যে ॥ ২১ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়ের পাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের অত্যাশ্রয় বয়স্ক অপেক্ষা যিনি অতি প্রবীণ, যিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং গুণ, বয়স, বেশ ও সৌন্দর্য্যাদি দ্বারা আমি কৃষ্ণের সমান এই বলিয়া যিনি সর্বদা আনন্দিত এবং যিনি সখা কৃষ্ণের ক্ষণকাল অদর্শন হইলে স্নেহবশতঃ অতিশয় অধীর হইতেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-সহচর শ্রীদামকে আমি কবে সর্বদা প্রাপ্ত হব ॥ ২১ ॥

গাঢ়ানুরাগ ভবতো বিরহস্য ভীত্যা

স্বপ্নেহপি গোকুলবিধোর্নজনাতি হস্তং ।

যো রাধিকাপ্রণয় নিব্ব'রসিকুচেতা

স্তং প্রেমবিহ্বলতনুং সুবলং নমামি ॥ ২২ ॥

যিনি প্রগাঢ় অনুরাগহেতু বিরহভয়ে স্বপ্নেও গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পরিত্যাগ করিতেন না, শ্রীরাধিকার প্রনয়-প্রবাহে নিয়ত যাহার চিত্ত অতিষিক্ত এবং যাহার কলেবর প্রেম পরিপূর্ণ সেই কৃষ্ণবয়স্ক সুবলকে আমি প্রণাম করি ॥ ২২ ॥

কুত্বেকত্র গবাং কুলানি পরিতঃ কৃষ্ণেন সাক্ষিং মুদা

হস্তাহস্তে বিনোদনশ্চ কথনৈঃ খেলন্তি মিত্রোং করাঃ ।

প্রেমান্তোষিবিধৌত গৌরবমহা পঙ্কাস্তদদক্ষাচ্ছিতা

স্বংপাদাপিত চিত্তজীবিতকলা যে তান্ প্রপদ্যামহে ॥ ২৩ ॥

যাহারা নানা স্থানস্থিত গাভীগণকে একত্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরমানন্দে হস্তাহস্তি অর্থাৎ হাতকাড়াকাড়ী ও হস্ত-পরিহাসাদি কৌতুক-বাক্যে খেলা করিতেছেন এবং যাহারা শ্রীকৃষ্ণের পরম মিত্র ও প্রেম-সমুদ্রের জলে যাহাদের গৌরবরূপ মহাপঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদি দেবের পূজনীয় স্তুরাং আমরা তাঁহা অপেক্ষা অতিশয় নিকট যাহাদের এই বোধ ছিল না এবং শ্রীকৃষ্ণচিহ্নে শৃঙ্গহোত্রাদি গোচারণ বেশভূষায় সকলেই ভূষিত এবং যাহাদের মনপ্রাণাদি সর্বদা ধন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পিত, সেই কৃষ্ণসহচরসমূহকে আমি ভজনা করি ॥ ২৩ ॥

মূর্তিহাস্তরসঃ সদৈব স্মনঃ কামং বুভুক্ষাতুরঃ

প্রাণ প্রেষ্ঠ যস্যয়োরনুদিনং বাগ্‌দহভক্ষ্যংকরৈঃ ।

হাস্তং যো মধুমঙ্গলং প্রকটয়ন্ সংভ্রাজতে কৌতুকী

তং বৃন্দাবনচন্দ্র নম্য সচিবং প্রীত্যাশু বন্দামহে ॥ ২৪ ॥

যিনি মূর্তিমান হাস্তরস ও সর্বদা ছট্‌চিৎ, যিনি অতিশয় বুভুক্ষার পরবশ এবং যিনি বাগ্‌ভক্ষী ও দেহভক্ষী দ্বারা প্রতিদিন প্রাণাধিক বয়স্‌ত রাধাকৃষ্ণকে হাস্তরসে নিমগ্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই কৌতুকপ্রিয় বৃন্দাবনচন্দ্রের কৌতুক-সহায় মধুমঙ্গলকে প্রীতিসহকারে আমি বন্দনা করি ॥ ২৪ ॥

গুঢ়ং তৎসুবিদগ্ধতাচ্চিত সখীদ্বারোন্নয়ন্তী তয়োঃ

শ্রেয়া সূষ্ঠু বিদগ্ধয়োরনুদিনং মানাভিসারোৎসরং ।

রাধামাধবয়োঃ সখ্যামৃতরসং যৈবোপভুঙক্তে মুহুর্গোষ্ঠে

ভব্যবিধায়িনীং ভগবতাং তাং পৌর্ণমাসীং ভজে ॥ ২৫ ॥

যিনি প্রতিদিন নিগূঢ়ভাবে বৈদগ্ধচতুরা ললিতা সখী দ্বারাও প্রেমভরে স্তম্বরূপে রাধাকৃষ্ণের মান ও অভিসারোৎসব পরিপুষ্ট করিয়া তদুখিত সখরূপ অমৃতরস পুনঃ পুনঃ উপভোগ করিতেছেন এবং যিনি ব্রজধামের নিয়ত কল্যাণ সাধন করিতেছেন, সেই ভগবতী পৌর্ণমাসীকে আমি ভজনা করি ॥ ২৫ ॥

খর্বশশুক্ষমুদার মুজ্জলকুলং গৌরং সমানং স্মরং

পঞ্চাশত্তমবর্ষ বন্দিতবয়ঃ ক্রান্তিং প্রবীণং ব্রজে ।

গোষ্ঠেশস্য সখায়মুন্নততর শ্রীদামতোহপি প্রিয়

শ্রীরাধাং বৃষভানুমুদ্রট যশোব্রতিং সদা তং ভজে ॥ ২৬ ॥

যিনি খর্বশশুক্ষ ও উদারচরিত, ষাঁহার বংশ অতি উজ্জল, যিনি গৌরবর্ণ ও অতি সম্ভ্রান্ত, ষাঁহার বয়স পঞ্চাশতবর্ষ এবং ব্রজের মধ্যে যিনি অতি প্রবীন এবং যিনি শ্রীনন্দ্রের পরম সহায়, যিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রীদাম অপেক্ষাও কনিষ্ঠ পুত্রী শ্রীরাধিকাকে বড়ই ভালবাসেন, সেই উন্নতকীর্তি শ্রীবৃষভানুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ২৬ ॥

অনুদিনমিহ মাত্রা রাধিকাভব্যবার্তাঃ

কলয়িতুমতি যত্নাং প্রেয্যতে ধাত্রিকায়ঃ

তুহিতৃ যুগলমুচ্চৈঃ প্রেমপরপ্রপঞ্চৈ-

বিকলমতি যয়ামৌ কীত্তিদা সা বতান্ন ॥ ২৭ ॥

যিনি প্রতিদিন এই ব্রজধামে শ্রীরাধিকার কুশলবার্তা জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া যত্ন ও প্রীতিসহকারে ধাত্তীর কছাড়কে প্রেরণ করিতেন, সেই রাধাকননী কীর্ত্তিদা আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৭ ॥

প্রথম রসবিলাসে হস্ত রোষণে তাবৎ

প্রকটমিব বিরোধে সন্দধানাপি ভঙ্গ্যা ।

প্রবলয়তি সুখং যা নব্যযূনোঃ স্বনপ্তোঃ

পরমিহ মুখরাং তাং মুক্তি বৃদ্ধাং বহামি ॥ ২৮ ॥

যিনি ব্রজধামে নব্য-যুবক ও নবীন-যুবতী রাধাক্ষররূপ নপ্ত (নাতী) ঘরের শৃঙ্গাররস বিষয়ে ব্যক্তভাবে যেন বিরোধ উপস্থিত করিয়া ভঙ্গীক্রমে তাঁহাদের অপার আনন্দ পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন, সেই বৃদ্ধা রাধিকার মাতামহী মুখরাকে আমি নিজমস্তকে বহন করি ॥ ২৮ ॥ (ক্রমশঃ)

কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা

(পূর্বপ্রকাশিত ২২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৬ পৃষ্ঠার পর)

সমগ্র চেতন জগৎ অচেতন জগতের ভোক্তা,—এই অতিমান প্রলব্ধ হইলেই আমরা প্রভুরসে আমাদের সমাজকে স্থাপিত করিয়া সমাজের বাহিরে চেতন ও অচেতন, প্রাণী ও জড়বস্তুগুলিকে আমাদের নিজেদ্রিয়-তোষণে নিযুক্ত করি। যখন সেই সকল চেতন ও অচেতন আমাদের সামাজিক শুভ-বিধানের পরাজু হইয়া ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের প্রতি আরক্ত-চক্ষু প্রদর্শন করে, তৎকালে আমরা আমাদের খর্ব-দর্শনে জগতে অশান্তি, অবরতা, বিপ্লব প্রভৃতি অরিষ্ঠের উপলব্ধি করি। এখানেই শান্তরসাপ্রিত মৌন-নামক তপস্তার উদয় হয়। এই মৌন-ভঙ্গেই পুনরায় অশান্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে।

আমরা যে-কাল-পর্যন্ত-না প্রকৃত শান্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিব, তৎকাল-বধি আমাদের প্রস্তাবিত শান্তির বিগ্রহ অশান্তি-নামক বিগ্রহের সাফল্য করাইবে। বিগ্রহ (Personality of the Absolute Godhead in His Analytic & Synthetic manifestations)-স্বরূপের অনুপলব্ধি ক্রমেই আমাদের বিগ্রহেতরানুভূতি বা জড়নির্বিশেষ-বিচার। জড়নির্বিশেষের প্রকারভেদরূপ চিহ্নবিশেষ বা চিন্মাত্রবিচার কেবলাদ্বৈতবাদীকে (Pantheistকে) বিগ্রহ-রাহিত্য-চিন্তায় নিমগ্ন করায়।

বিগ্রহ—(Entity) কালাতীত ও কালান্বিত। বিগ্রহ—(Entity) প্রাকৃত (পার্থিব) ও অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত-বিগ্রহে আস্তা কমিয়া গেলেই প্রাকৃত-বিগ্রহ-সমূহ আমাদের জড়-চিন্তাস্রোতে বিগ্রহ (Confliction) উৎপাদন করায়।

তখনই একায়ন-বিচার বহু শাখায় বিক্ষিপ্ত হইয়া বেদরূপে (Knowledge—Transcendental & mundane) জড়জগতের গৃহ ও শ্রৌতসূত্র-দ্বয়ে ওতপ্রোতভাবে আমাদের বস্ত্র (field) উৎপাদন করিয়া থাকে। সূত্ররাং উৎক্রান্ত পদ্ধতি বা আরোহবাদে (Ascending process) এই খণ্ড জাগতিক চিন্তাস্রোতে পূর্ণবস্তুকে অধীন করাইবার যে যত্ন, তাহা আমাদের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করে। তজ্জগৎ যাহারা অনুক্ষণ অহুকূলভাবে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের উপাসনা করেন, অতি সৌভাগ্যক্রমেই তাঁহাদের বাক্যে আমাদের নিত্যশ্রদ্ধা পুনঃ স্থাপিত হয়। কাক্ষের অর্থাৎ বলদেব ও তদনুগত জনগণের শক্তি-সাহায্য ব্যতীত আমাদের কৃত্রিম জ্ঞান-বল (pedantry)—যাহা অহঙ্কার-নামে পরিচিত, তাহার অকর্মণ্যতা অনুভূতির বিষয় হয় না। আধ্যাত্মিক অহঙ্কারের অকর্মণ্যতা অনুভূত হইলে আমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক বিচারের আনন্দ, জাগতিক বিচারের সূক্ষ্ম জ্ঞান, জাগতিক বিচারে অধিক-কাল অবস্থান করিবার চেষ্টা প্রভৃতি সকলই সচ্চিদানন্দের অনুভূতির তুলনায় অপ্ৰয়োজনীয় বলিয়া জানিতে পারি। কৃষ্ণদীক্ষায় এইরূপ দীক্ষিত হইলেই জীবের পরম-মঙ্গল লাভ হয়। 'দীক্ষা'-শব্দের দ্বারা দিব্য-জ্ঞানই লক্ষিত। জাগতিক জ্ঞানের দিকে দিব্যজ্ঞানের কোন প্রগতি নাই। জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহের দিকে ধাবিত হওয়ার বিচার-বিরোধ উৎপাদন করে।

বর্তমান কালে আমরা, 'আমি কে'? ইহার চরম বিচার না করিয়া কৃষ্ণভক্তির স্থূল শরীরকে বা পরিবর্তনশীল মানস-শরীরকে 'আমি' বলিয়া ধারণা করিয়া 'আমি'কে অবिवেচনার রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি। 'কাম' কি প্রকার বস্তু, কামের চিন্তাকারী কে, এবং কেনই বা কাম আমাদের উন্মত্ত করায়,—এইগুলির প্রকৃত মীমাংসাই শ্রীবিগ্রহের অনুশীলনে সূক্ষ্মভাবে উদাহৃত আছে।

শ্রীবিগ্রহের দর্শন মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। জড়জগতের চিন্তা বা মনন-কার্য্য হইতে রক্ষক-লব্ধ-সমূহকে 'মন্ত্র' বলে অর্থাৎ যে-সময়ে আমরা পারমাণবিক বাক্য শ্রবণ করি, তখন সেই শ্রৌতবাক্যই আমাদের চিত্তদর্পণে

পতিত ধূলিরাশিকে অপসারিত এবং পূর্ণ অমৃতের আশ্বাদনে সর্বক্ষণ আমাদিগকে চালিত করিয়া থাকে।

দুইটি বিন্দুর অভ্যন্তরে যে অতিসূক্ষ্ম শুভাকাশ বর্তমান, তাহা সাধারণ গতিশীল পদার্থের ছিদ্রজন্তু ব্যাঘাতকারক নহে; কিন্তু ছিদ্রায়েষী ঐ ছিদ্রাভ্যন্তরে পড়িয়া যাইবে,—এই অশঙ্কায় যে-সকল জড় নিরাকারবাদের চিন্তাশ্রোত হইতে উথিত উদাহরণ ঘটাকাশ ও মহাকাশ-শব্দের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, উহার কক্ষসেবার অন্তরায় মাত্র।

শ্রীবিগ্রহের অর্চা-মূর্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য-ব্যাপার নহেন। যে-মুহূর্তে আমরা শ্রীবিগ্রহকে জড়বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া ‘আমরা দ্রষ্টা ও প্রভু, তিনি আমাদের দ্রষ্টা নহেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা-শ্রবণের যোগ্য নহেন, তাহার সকল হৃষীকে আমাদের আত্মায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না’—এইরূপ বিচার বা মনে করি, সেইক্ষণেই শ্রীবিগ্রহে জড়বিগ্রহ-বিরোধ আসিয়া আমাদের দুর্ভাগ্য বর্দ্ধন করে। যে-কালে আমরা জানিব,—আমরা শ্রীবিগ্রহের সেবক এবং তিনি একমাত্র সেব্য ও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তৎকালেই রূপ-রসাদি কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইবে এবং তদনুকূলে আমাদের তাদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিও প্রভুত্ব করিবার পরিবর্তে তাহার সেবনে বা ভজনে সর্বদা নিযুক্ত থাকিবে।

* * * “সংশয়াস্তা বিনশ্চতি”। * * * আপনি অভিগমনের পরিবর্তে অনুকরণাদির সাহায্যে অনুসরণ-পদ্ধতি ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের নিকট **Return Journeyর Ticket-holder** এর কোন দ্রব্য নাই; কেন না, কৃষ্ণেতর পদার্থমাত্রকেই আমরা ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানি। তদ্বিপরীত বিচারপরায়ণ জনগণের দুর্ভাগ্যক্রমে সন্দেহের উৎপত্তি এবং প্রণিপাত, পরিগ্রহ ও সেবার অভাব। আমরা জানি—সেবানুকূল কার্য্যসমূহ ভোগী কৰ্ম্মকাণ্ডীয় ফল প্রার্থনা-মাত্র নহে বা জ্ঞানীর নিজের অপস্বার্থ-সাধনোদ্দেশে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-মাত্র নহে।

দ্বিজ্ঞান ও ভক্তিপ্রার্থীর ঔষধের প্রতি কিছু শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। জড়-দ্রব্যগুণে যে শক্তি নিহিত আছে, সেই প্রকার দুর্বল শক্তি আত্মজগৎকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং একায়ন-পদ্ধতি ব্যতীত মনোবিশ্মীর বিচারের পদ্ধতির বহুত্ব বা তর্কানুকূলে ভেদ-বিচারের অবকাশ নাই; যেহেতু সত্য দ্বিবিধ নহে। যেখানে সত্যের দ্বিবিধত্ব উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সেখানে

শ্রবণধর্ম চঞ্চলতা-বশে অত্যাচার ধারণ করিয়া থাকে। আপনি পরম বিচক্ষণ কৃতি পুরুষ। আমার এই ভাষার জটিলতা আপনাকে স্পর্শ না করুক; কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য গৃহীত হইলে আপনাকে সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত মহাপুরুষ-শ্রেণীর অচ্ছতম বলিয়া জানিতে পারিব। আমি নিজে যখন তৃণাপেক্ষা জঘন্য জীব, তখন আপনার আসন আমি সর্বতোভাবে উচ্চ সোপানে স্থাপন করিতে বাধ্য। সকলকে সম্মান-দানই আমার স্বভাব হওয়া কর্তব্য, আবার জাগতিক চিন্তাশ্রোতের অকর্মণ্যতা দেখাইবার ধ্বংস হরিকীর্তনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহাই আমার স্বভাব এবং জাগতিক নীতি হইতে আমি পৃথক্ আছি বলিয়া জীবমাত্রের নিকটই ‘টহলিয়া’-স্বত্রে হরিকীর্তন করি,—ইহাতে আমার ব্যক্তিগত ধ্বংস ক্রমা করিবেন।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োনিপত্য কুত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতত্ত্বচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।

শ্রীহরজনকিঙ্কর অকিঙ্কন—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভক্তি-প্রাতিকূল্য)

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৩র্থ সংখ্যা, ৯১ পৃষ্ঠার পর)

৩৯। ‘মাৎসর্য্য’ সকল রিপূর প্রধান কেন ?

“কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ—এই পাঁচটি মাৎসর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। ক্রোধে কাম আছে, লোভে ক্রোধ ও কাম আছে, মোহে লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে, মদে মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে এবং মাৎসর্য্যে মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে।” —‘মাৎসর্য্য’, সঃ তোঃ ৪।৭

৪০। বৈষ্ণবধর্ম্ নিৰ্ণয়সর-ধর্ম্ কেন ?

“জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবারূপ বৈষ্ণবধর্ম্ একদিকে এবং মাৎসর্য্য আর একদিকে অবস্থিতি করে।” —‘মাৎসর্য্য’, সঃ তোঃ ৪।৭

৪১। জীবের মুক্তি ও বন্ধন কি ?

“নিৰ্ণয়সরতাই জীবের মুক্তি এবং মাৎসর্য্যই জীবের বন্ধন।”

—‘মাৎসর্য্য’, সঃ তোঃ ৪।৭

৪২। মৎসর ব্যক্তি কি জীবের প্রতি দয়াবিশিষ্ট, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ও তৃণাদপি স্তনীচ হইতে পারে?

“যিনি পরস্মুখে দুঃখী, তিনি কখনই জীবে দয়া করেন না, ভগবানের প্রতিও তাঁহার সরলভাবের উদয় হয় না, বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার নিসর্গ-জনিত ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকে। যিনি মাৎসর্যশূন্য, তিনিই ‘তৃণাদপি’-শ্লোকের তাৎপর্য অঙ্গীকার করিয়াছেন।” —‘মাৎসর্য’, স: তো: ৪।৭

৪৩। কপটী কি ধার্মিক হইতে পারেন?

“কাপট্য পরিত্যাগ-পূর্বক ধর্ম আচরণ না করিলে ধার্মিক হইতে পারে না; ধর্মের ছলে পাপ আচরণ করিয়া জগদ্বঞ্চক হইয়া পড়ে।”

—‘নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটী নামাপরাধ’, স: তো: ৮।৯

৪৪। ভগবন্তের কি অত্যাভিলাষে দিনপাত করিবার সময় আছে?

“নিজ-নিজ ঐহিক-লাভে পরিতুষ্ট থাকিয়া পরমার্থে অবহেলা এবং শুদ্ধভক্তিধর্মের হানিজনক কার্যে দিন পাত করিবার আর অবসর নাই।”

—‘সিদ্ধান্তান্তর বা বেদান্তপীঠক’, স: তো: ৯।২

৪৫। শুদ্ধভক্তের প্রার্থনা কি?

“বাহাতে তোমার পাদসেবা-সুখ-নাই।

সেই বর প্রভো, আমি কভু নাহি চাই ॥” —শ:

৪৬। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের তর্ক কি ফলদায়ক নহে?

“নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তাত্ত্বিকগণ যে-সমস্ত তর্ক করেন, সে-সকলই বহির্মুখ বিবাদ-মাত্র। চিন্তের বল ক্ষয় ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি ব্যতীত তাহাতে আর কোন ফল হয় না।”

—‘প্রজ্ঞান’, স: তো: ১০।১০

৪৭। ভগবন্ত-বিষয়ক আলোচনায় তর্কস্পৃহা থাকা উচিত কি?

“ভক্তিসাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবন্ত বা ভাগবত-চরিত্র আলোচনা করেন, তখন বৃথা তর্ক হইয়া না পড়ে,—এ বিষয়ে সর্বদা সাবধান থাকিবেন।”

—‘প্রজ্ঞান’, স: তো: ১০।১০

৪৮। শুদ্ধতর্কে শ্রীচৈতন্যলীলা বুঝা যায় না কেন?

“শ্রীচৈতন্যলীলা হয় গভীর সাগর।

মোচা-খোলা-রূপ তর্ক তথায় ফাঁপর ॥

তর্ক করি’ এ সংসার তরিতে যে চায়।

বিফল তাহার চেষ্টা, কিছুই না পায় ॥” —ন: মা:, ২য় অ:

৪৯। পরছিদ্রানুসন্ধান পরিত্যজ্য কেন?

“পরদোষানুসন্ধান কেবল স্বীয় কুপ্রবৃত্তি-পরিচালনেই হইয়া থাকে তাহা সর্বতোভাবে ত্যাগ্য।”

—‘প্রজ্ঞান’, সঃ তোঃ ১০।১০

৫০। পরচর্চা ভক্তিপ্রতিকূল কেন?

“অকারণ পরচর্চা করা—অতীব ভক্তিবিরোধী। অনেকেই আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্ত পরচর্চা করিয়া থাকেন। কোন-কোন লোক স্বভাবতঃ অত্নের প্রতি বিদ্রোষ-পূর্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চা করেন। এই সকল বিষয়ে যাহারা ব্যস্ত হন, তাহাদের চিত্ত ক্লমপাদপদ্মে কখনও স্থির হইতে পারে না। পরচর্চা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তি-সাধকের কর্তব্য। কিন্তু ভক্তি-সাধনের অনুকূল অনেক কথা আছে, তাহা পরচর্চা হইলেও দোষ হয় না।”

—‘প্রজ্ঞান’, সঃ তোঃ ১০।১০

৫১। গ্রাম্য সংবাদপত্র-পাঠ ভক্তি-প্রতিকূল কি?

“সংবাদপত্রে অনেক বৃথা গল্প থাকে। ভক্তিসাধকগণের পক্ষে সংবাদ-পত্র পাঠ করা বড়ই অনিষ্টকর কার্য্য। তবে কোন বিশুদ্ধ ভক্তের কথা তাহাতে বর্ণিত থাকিলে তাহাই পাঠ্য হয়।”

—‘প্রজ্ঞান’, সঃ তোঃ ১০।১০

৫২। বহির্নুখ লোকের সহিত গল্পকারী বা গ্রাম্য উপহাস পাঠক কি রূপানুগ ভক্ত হইতে পারেন?

“গ্রাম্য লোকেরা আহালাদি করিয়া প্রায়ই ধূম পান করিতে করিতে অথ বহির্নুখ লোকের সহিত বৃথা গল্পে প্রবৃত্ত হন। তাহাদের পক্ষে রূপানুগ হওয়া বড়ই কঠিন। উপহাস পাঠ করাও তদ্রূপ। তবে যদি শ্রীভাগবতের পুরঞ্জুনোপাখ্যানের স্থায় উপহাস পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে ভক্তির বাধা হয় না, বরং তাহাতে লাভ আছে।”

—‘প্রজ্ঞান’, সঃ তোঃ ১০।১০

৫৩। গৃহত্যাগী ও গৃহস্থভক্ত কি গ্রাম্য-কথা শ্রবণ-কীর্তন করিতে পারেন?

“গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে গ্রাম্য-কথা সর্বতোভাবে পরিহার্য্য; কিন্তু গৃহী-বৈষ্ণবের পক্ষে তন্ত্যানুকূলরূপে কিয়ৎপরিমাণে স্বীকার্য্য।”

৫৪। মূল-বিধি কি? উন্নতিকালে পূর্ববিধি-নিষ্ঠা-ত্যাগপূর্বক পর-বিধি অবলম্বন না করিলে কি দোষ উপস্থিত হয়?

“কৃষ্ণ-বিশ্বুতি কখনও কর্তব্য নয়—এই মূল নিষেধ হইতেই সমস্ত নিষেধ-নিয়ম হইয়াছে। এই মূলবিশিষ্টে স্মরণ করিয়া সাধক উন্নতিকালে পূর্ব-বিধির নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পর পর বিধি অবলম্বন করিবেন। তাহা না করিলে তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া উদ্ধগতি-লাভে অশক্ত হইবেন।”

—‘নিয়মাগ্রহ’, স: তো: ১০।১০

৫৫। পত্নী ভক্তিসাধনের প্রতিকূল হইলে, তৎসঙ্গ কর্তব্য কি?

“পত্নী যদি ভক্তিসাধনের বিরুদ্ধ হন, তবে বহু যত্নের সহিত তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত,—বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজের চরিত্র এস্থলে বিচারণীয়।

—‘জনসঙ্গ’, স: তো: ১০।১১

৫৬। গৃহস্থের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক অর্থ সংগ্রহ ভক্তি-প্রতিকূল কি?

“গৃহী সঙ্ঘ ও উপার্জনে অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঙ্ঘ করিতে চেষ্টা করিলে তাহার ভক্তি-সাধনে ও কৃষ্ণকৃপা-লাভে ব্যাঘাত হয়।”

—‘অত্যাহার’, স: তো: ১০।১২

৫৭। গৃহস্থের শোকাদিতে অভিভূত হওয়া কি ভক্তি-প্রতিকূল?

“গৃহীদিগের স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে বড়ই শোক হয়, কিন্তু ভক্তি-সাধকের সেই-সেই অবস্থা ঘটনাক্রমে উপস্থিত হওয়াতে শোক অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়। অল্পকালের মধ্যে শোক পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-নুশীলনে নিযুক্ত হওয়াই তাহাদের কর্তব্য।”

—‘তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্তন’, স: তো: ১১।৬

৫৮। সাধকের পক্ষে শোক-ক্রোধাদি পরিত্যজ্য কেন?

“শোক-ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত বেগকেই বৈষ্ণব-সাধক পরিত্যাগ করিবেন। নতুবা নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে।”

—‘তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্তন’, স: তো: ১১।৬

৫৯। শোক-মোহাদির দ্বারা কি অনিষ্ট হয়?

“আত্মীয় বিয়োগে শোক-মোহাদি করিলে কৃষ্ণ সেই হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হন না।

—‘ভক্ত্যানুকূল্যবিচার’ শ্রীভা: ম: মা: ১৫।২০ বঙ্গানুবাদ

৬০। সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক হইলে কি অশুভ হইতে পারে?

“সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবের সংখ্যা অল্পই হওয়া স্বাভাবিক; অধিক হইলে উৎপাতের মধ্যে পরিগণিত হয়।”

—‘বিষয় ও বৈরাগ্য’, স: তো: ৪।২

৬১। কোন দ্রব্যভাবে গৃহত্যাগীর শোকাভিভূত হওয়া কর্তব্য কি ?

“গৃহত্যাগীর কাঁথা, কমণ্ডলু বা ভিক্ষাদ্রব্য না থাকিলে অথবা কোন পশু বা মনুষ্য কর্তৃক তাহা হৃত হইলে তাহাতে শোক করা উচিত নয়।”

—‘তত্ত্বকর্মপ্রবর্তন’, স: তো: ১১।৬

৬২। গৃহত্যাগীর কোনরূপ জীসন্তাষণ সমর্থন-যোগ্য কি ?

“গৃহত্যাগী-পুরুষের কোন প্রকারেই জীসংস্পর্শ বা জীসন্তাষণ হইতে পারে না; হইলেই ভক্তিসাধন সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইবে। সেরূপ ভ্রষ্টাচারীর সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।”

—‘জনসঙ্গ’, স: তো: ১০।১১

৬৩। বৈরাগীর পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ কি কি ?

“স্ত্রী-পুরুষ বিবাহিত হইয়া সন্তানাদি উৎপন্ন করত: যে সংসার পত্তন করেন, সেই সংসার সম্বন্ধে যত কথাবার্তা, সকলই গ্রাম্য কথাবার্তা। তাহা বৈরাগী বৈষ্ণবের শ্রোতব্য বা বক্তব্য নয়। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ইহাও বৈরাগীর উচিত নয়।”

—‘অ: প্র: ভা:’, অ ৬।২৩৬, ২৩৭

৬৪। কি কি প্রয়াস ভক্তি-প্রতিকূল ?

“জ্ঞান-প্রয়াস, কর্ম-প্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তি-প্রয়াস, সংসার-প্রয়াস, বহির্মুখ-জনসঙ্গ-প্রয়াস—এ সমস্তই নামাশ্রিত সাধকের বিরোধী তত্ত্ব। এই সকল প্রয়াসের দ্বারা ভজন নষ্ট হয়।”

—‘প্রয়াস’, স: তো: ১০।৯

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদগুরু ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

দ্বিসপ্ততিম বর্ষপূর্তি-আবর্তাব-তিথিবাসরে

শ্রীব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

পরমহংস কেশব গোস্বামীর উদয়-দিবস আজ।

পতিত-পাবন শ্রীগুরুচরণ ভকতি-প্রচার কাজ ॥

জীবের লাগিয়া, প্রতি ঘরে ঘরে ধরম প্রচার কৈলা।

তব আকর্ষণে, নবদ্বীপধামে, সবে আনি দ্রবাইলা ॥

নবদ্বীপধাম-পরিভ্রুমা-ছলে, সকলে দিয়াছ ভক্তি ।
 এহেন দুর্জনে, শোধিবারে তুমি, লুকাইলে নিজশক্তি ॥
 শত অপরাধ হ'য়েছে চরণে তাহা ক্ষমা প্রার্থনা করি ।
 নেত্রবিন্দু দিয়া! পুষ্প চন্দনেতে, তোমারে প্রণতি করি ॥
 বজ্রাদপি কঠোরে দমাও ছুঁইরে' সিংহপ্রতাপের মত ।
 নাস্তিকতা নাশি ভকতি প্রকাশি, থাক তুমি নামে রত ॥
 শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার বৈভব শিক্ষাদিলে যে-মতে ।
 তাহাও যেজন, নারিল রাখিতে, উদ্ধারিবে বা কেমতে ॥
 অধম জনেরেও যেবাছলে, রাখি মঙ্গল চিন্তিলা তুমি ।
 তাহাতেও যেজন বুঝিতে অক্ষম, ভোগমত্ত সদাকামী ॥
 অপরাধী-সঙ্গ, দূরে পরিহারি, সরল ভকতে যে রাখে ।
 নয়নাশ্রু দিয়া, শ্রীচরণ পূজি, বিনয় করিয়া ডাকে ॥
 কুসুম সমান, ভক্তগণে ভাবি, আদর করিছ সদা ।
 তব গুণফলে বৈষ্ণবসকলে, আসিতে দেখি সর্বদা ॥
 ভ্রমর-গুঞ্জে পুষ্পোপরি সদা, মধু অবশেষে যায় ।
 তদনুরূপেতে ভক্তাচার লোভে, আমি রহি শিক্ষাচায় ॥
 সদাচার নিষ্ঠা, ভক্তি পরাকাষ্ঠা, লভে আনন্দিত মনে ।
 সেবা সুখে ভুলে, রহে কুতূহলে, দিবা রাতি নাহি জানে ॥
 এহেন দিবসে, পূজিবার তরে, ভক্তিপুষ্প কোথা পাব ?
 তব কৃপা! হ'লে শ্রীচরণতলে, আশ্রিতুই লয়ে যাব ॥
 শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা নিত্য রহুক আমার ।
 পতিত দুর্ন্যতি জনে দাও সেই অধিকার ॥
 স্বকর্ম ফলভোগে জীবন যাবে চলে ।
 (তব) কৃপাশীর্বাদ থাকে যেন মুকুন্দগোপালে ॥
 সর্ব বৈষ্ণবের পায়ে রহুক নমস্কার ।
 কোন অপরাধ কেহ না লইবে আমার ॥

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-৫২)

তত্ত্বসাগরে উক্ত হইয়াছে,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংশ্চ রসবিধানতঃ ।

তথা দীক্ষাবিধানে দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাংশ্চ যেরূপ স্তবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষা-বিধান দ্বারা মানবমাত্রেয়ই দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয় ।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কার্তিকব্রত, একাদশী, মাঘস্নান প্রভৃতি এই অর্চনমার্গেরই অন্তর্ভাব্য বলিয়া জানিতে হইবে । জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে বিষ্ণুরহস্তে উক্ত হইয়াছে,—

তুষ্ট্যর্থং দেবকীস্বনোর্জয়ন্তীসন্তবং ব্রতম্ ।

কর্তব্যং বিত্তাশাঠ্যেন ভক্ত্যা ভক্তজনরৈপি ॥

অকুর্কন্ যাতি নিরয়ং যাবদিদ্রাশ্চতুর্দশ ॥

কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ত্যক্ত্বা যোহগ্ৰদ ব্রতমুপাসতে ।

নাপ্নোতি স্কৃতং কিঞ্চিদৃষ্টং শ্রুতমথাপি বা ॥

ভক্তজন বিত্তাশাঠ্য পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিসহকারে দেবকীনন্দনের তুষ্টির জগ্ৰ জন্মাষ্টমীব্রত পালন করিবে । তাহার অনুষ্ঠান না করিলে চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকৃতকাল-পর্য্যন্ত নরকপ্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি কৃষ্ণজন্মাষ্টমী পরিত্যাগ করিয়া অগ্র ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহার ঐহিক পারত্রিক কিঞ্চিন্নাত্র স্কৃতি প্রাপ্তি হয় না ।

কার্তিকব্রতসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

একতঃ কার্তিকো বৎস সর্বদা কেশবপ্রিয়ঃ ।

যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং বিষ্ণুর্মুদিশ্য কার্তিকে ।

তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্বং সত্যোক্তং তব নারদ ॥

অব্রতেন ক্ষিপেদ্যস্ত মাসং দামোদরপ্রিয়ম্ ।

তির্য্যগ্ যোনিমবাপ্নোতি সর্বধর্মবহিস্কৃতঃ ॥

হে বৎস ! সমস্ত তীর্থ একদিকে আর নিরন্তর বিষ্ণুর প্রীতিদায়ক কার্তিক মাস অপরদিকে বর্তমান । এই কার্তিকে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যে কোন পুণ্যকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয়ই অক্ষয় হইয়া থাকে । যিনি ব্রতরহিত হইয়া দামোদর-প্রিয় কার্তিকমাস যাপন করেন তিনি সর্বধর্মরহিত হইয়া তির্য্যগ্ যোনি প্রাপ্ত হন ।

অতঃপর একাদশীব্রত সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োৱপি ।

জাগরং নিশি কুব্বীত বিশেষাচ্চার্চয়েদ্বিভূম্ ॥

বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোহপ্যেতৎ সমাচরেৎ ॥ (নাঃ পঞ্চরাত্র)

উভয়পক্ষের একাদশীতেই ভোজন করা কর্তব্য নহে । রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং বিষ্ণুর বিশেষভাবে অর্চন করিবে ।

বৈষ্ণব, সৌর বা শৈব সকলেই ইহার অনুষ্ঠান করিবে ।

বিষ্ণুযামলে বলিয়াছেন,—বিদ্বাএকাদশীব্রত, গুরু-কৃষ্ণবিভেদ, ব্রতে অসদ্ব্যাপার, সামর্থ্যসত্ত্বেও ফলাদি ভক্ষণ, শ্রাদ্ধক্রিয়া, দ্বাদশীতে দিবানিদ্রা, তুলসী চয়ন নিষিদ্ধ । তাহাতে বিষ্ণুর দিবাস্তানও নিষিদ্ধ ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিয়াছেন —পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্নপানাদি এবং ঔষধ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য আহারের জন্ত কল্লিত হয়, তাহার কোন বস্তুই নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না । ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্তই হয় ।

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—যাহারা একাদশীদিনে জাগরণ করে না, তাহাদের এবং বৈষ্ণবনিন্দকের স্মৃতি বিনষ্ট হয় ।

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ কন্ডার কার্ত্তিকব্রত এবং একাদশীব্রত প্রভাবে শ্রীসত্যভামাক্রমে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসীপদপ্রাপ্তি ক্রত হয় ।

ভবিষ্যোত্তরে কথিত আছে,—মনুষ্য মাঘমাসে প্রাতঃস্নান করিয়া একবিংশতিপুরুষের সহিত যথেষ্ট সুখভোগপূর্বক বিষ্ণুলোকে গমন করে ।

এইরূপ বৈশাখব্রত ও শ্রীরামনবমীও জানিতে হইবে ।

তাদৃশ ব্রতসকলের মধ্যেও উপাসকগণের নিজ নিজ ইষ্টদেবতার ব্রত সম্যগ্ভাবে কর্তব্য । পাদসেবনমার্গে যানারোহন বা পাছুকাপরিধান করিয়া ভগবদ্গৃহে গমন দ্বাত্রিংশৎপ্রকার অপরাধের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া যত্নপূর্বক তাহা ত্যাগ করা কর্তব্য । সমস্ত অপরাধই অনাদরস্বরূপ এবং প্রভুত্বের অবমাননাজনক হইয়া থাকে । অতএব অনাদরের মূল কারণ অপরাধ পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং হরিরধনাত্ত্বধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ ।

কৃতধনকুলকর্শ্য়গাং মদৈর্য্যো বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সংস্র ॥

যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান, ধন, সংকুল এবং সংক্রিয়াজনিত গর্ব্বহেতু অকিঞ্চন সজ্জনগণের প্রতি পাপাচরণ করে, অধনাত্ত্বধনপ্রিয় (নির্ধন অথচ আত্মধন

অর্থাৎ একমাত্র ভগবৎস্বরূপধনবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহার প্রিয় তাদৃশ) রসজ্ঞ (ভক্তিরসিক) হরিকুমনীষিগণের পূজা গ্রহণ করেন না। কাহার কুমনীষী, তাহা বলিতেছেন,—শাস্ত্রজ্ঞান, ধন, যুগকল্যাণাদি মদে মত্ততাহেতু যাহারা অকিঞ্চনভক্তের প্রতি পাপাচরণ করে।

ন বিক্রিয়া বিশ্বসুহৃৎসখস্ব সাম্যেন বীতাভিমতেত্ত্বাপি ।

মহদ্বিমানাং স্বকৃত্যাদ্বি মাদৃঙ নজ্যত্যাদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥ (ভাঃ ৫।১০।২৫)

যদিও সর্বত্র সমদর্শনহেতু নিজদেহবিষয়ে অভিমানরহিত এবং বিশ্বের সুহৃৎ ও সখাস্বরূপ ভগবানের কোনরূপ বিকার নাই, তথাপি স্বকৃতমহাজনা-বমানহেতু শূলপাণিতুল্য অতি সমর্থ ব্যক্তিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

প্রমাদবশতঃ ভগবদপরাধ হইলে ভগবৎপ্রসাদজনক কার্য্য করা কর্তব্য।

স্বান্দে—অহংহনি যো মর্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ ।

দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্ম কেশবঃ ॥

তত্রৈব রেবাখণ্ডে—দ্বাদশাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেত্তুলসীস্তবম্ ।

দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্ম কেশবঃ ॥

তুলসী রোপণং কার্য্যং শ্রবণেন বিশেষতঃ ।

অপরাধ সহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ ॥

তুলসী কুরুতে যন্ত শালগ্রামশিলার্চনম্ ।

দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্ম কেশবঃ ॥

আদিবারাহে— সংবৎসরস্ব মধ্যে তু তীর্থে শৌকরকে মম ।

কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাণুয়াৎ ॥

মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচির্ভবেৎ ।

অন্যোস্তীর্থয়োরেকং যঃ সেবেৎ স্কৃত্তী নরঃ ।

সহস্রজন্মজনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ এক অধ্যায় গীতা পাঠ করে, শ্রীকেশব তাহার ৩২ প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন। তুলসী রোপণ অবশ্য কর্তব্য। বিশেষতঃ শ্রাবণে তাহা কৃত হইলে পুরুষোত্তম তাহার সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন।

যিনি তুলসী দ্বারা শালগ্রামশীলার অর্চন করেন, শ্রীকেশব তাহার ৩২ প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন। সংবৎসর মধ্যে শূকরতীর্থে উপবাসপূর্বক গঙ্গাস্নান করিলে জীব শুদ্ধিলাভ করে। মথুরায় এইরূপ ক্রিয়া দ্বারাও শুদ্ধি লাভ করে। যিনি উক্ত তীর্থদ্বয়ের একটির সেবা করেন, সেই স্কৃত্তিব্যক্তি সহস্রজন্মজনিত অপরাধ হইতে মুক্ত হন।

অতঃপর বন্ধন বিচারিত হইতেছে—যদিও অর্চনাঙ্গরূপে বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি কীর্তন ও শ্রবণের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবেও ইহা অনুষ্ঠেয়। যাহারা তদীয় অনন্তগুণৈশ্বর্যশ্রবণহেতু তদীয় গুণানুসন্ধান, পাদসেবা প্রভৃতিতে দৈন্যভাবাপন্ন হইয়া কেবল নমস্কারেই অধ্যবসায়যুক্ত হন, তাহাদের জন্য বন্ধনের পৃথক বিধান আছে।

নৃসিংহপুরাণে— নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ববজ্রেষু চোত্তমঃ ।

নমস্কারেণ চৈকেন সাষ্টাঙ্গেন হরিং ব্রজেৎ ॥

সর্বপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে নমস্কাররূপ যজ্ঞই উত্তম। একমাত্র সাষ্টাঙ্গ নমস্কার দ্বারা জীব শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়। শ্রীব্রহ্মা (ভাঃ ১০।১৪।৮) বলিয়াছেন—

তত্তেহনুকম্পাং স্মসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।

হৃদ্যাগ্বেপুর্ভিবিদধনমন্তে জীবতে যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

হে প্রভো ! যিনি আপনার অনুকম্পা স্মসমীক্ষমাণ (প্রতীক্ষমাণ) হইয়া অথবা প্রতিক্ষণ নিরুপাধিক কৃপাবশতঃ প্রভুকর্তৃক তত্তদ্রূপে সম্পাদিতা অনুকম্পা স্মৃষ্টরূপে সীক্ষমাণ হইয়া অর্থাৎ তদ্বিষয়ে আনন্দযুক্ত হইয়া তাহাকে সম্যক দর্শন ও চিন্তা করিয়া নিজকৃত কৰ্ম্মফল অনাসক্তচিত্তে ভোগ করিতে করিতে তদ্রূপে হৃদয়, বাক্য ও শরীর দ্বারা যিনি নমস্কার বিধানসহকারে জীবনযাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাগী হন অর্থাৎ বিষয়স্বরূপ পরিপূর্ণ ভগবদাত্মক আপনাতে দায়ভাগী হন অর্থাৎ ভ্রাতৃবর্গটনের দ্বারা আপনি তাহার দায়স্বরূপ বর্তমান থাকেন। কেবল মুক্তি একবারমাত্র নমস্কারেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

দুর্গ-সংসার-কান্তারমপারমভিধাবতাম্ ।

একঃ কৃষ্ণে নমস্কারো মুক্তিতীরস্ত দৈশিকঃ ॥ (বিষ্ণুধর্ম্মে)

অপার দুর্গমসংসারকান্তারে ধাবমান মানবগণের পক্ষে একবারমাত্র অনুষ্ঠিত কৃষ্ণনমস্কারই মুক্তির প্রাপক হইয়া থাকে।

নমস্কারবিষয়েও বিষ্ণুস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে একহস্তকৃত প্রসীম বস্ত্রাবৃত দেহে, ভগবানের অগ্রে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, বামভাগে, অতিনিকটে ও গর্ভমন্দিরে নমস্কার অপরাধজনক বলিয়া পরিত্যাজ্য।

অতঃপর দাস্ত্র সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—

জন্মান্তরসহশ্রেষু যশ্চ স্মৃতিরিদৃশী ।

দাসোহহং বাসুদেবশ্চ সর্বান লোকান্ সমুদ্বরেৎ ॥

কিং পুনস্তদুগতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।

শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বাভিমানই দাস্ত। যাহার অতীত সহস্র জন্মে “আমি বাসুদেবের দাস” এইরূপ মতি হয়, তিনি সর্বলোক উদ্ধার করিতে পারেন। অতএব সংজিতেন্দ্রিয় তদগতপ্রাণ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? ভজন-প্রয়াস দূরে থাকুক, কেবলমাত্র তাদৃশ অভিমানেই সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই অর্চনাদির পর তাহার নির্দেশ হইয়াছে।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি—

‘তত্ত্বৈহঁতম নমঃ স্তুতিকর্ম্মপূজা’ ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় নমস্কার, স্তুতি, সর্বকর্ম্ম সমর্পণ, পরিচর্যা, চরণস্বৃতি এবং কথাশ্রবণরূপ দাস্ত অভিপ্রেত হইয়াছে। (ভাঃ ৭।২।৫০)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৬।৪৬ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবের বাক্য—

ত্বয়োপভুক্তশ্চ গন্ধ-বাসোহলঙ্কারচর্চিতাঃ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥

হে ভগবন্! আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য-গন্ধ-বস্ত্রালঙ্কারদ্বারা ভূষিত এবং উচ্ছিষ্টভোজনশীল দাস হইয়া আপনার মায়াকে অবশ্য জয় করিব। (ভাঃ ৯।৪।১৮-২০) শ্লোকেও “স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ” ইত্যাদিতে কামঞ্চ দাস্তে, ন তু কামকাম্যয়া।” তিনি কৃষ্ণপাদপদ্মযুগলে মন ইত্যাদি স্থলে তদীয় দাস্তবিষয়েই কাম করিয়াছিলেন, কামকামনায় অর্থাৎ ভোগেচ্ছায় তাহা করে নাই। এই উক্তির দ্বারা ইতর বাসনার ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে।

অন্য ভজনসকলও এই দাস্তসম্বন্ধবশতঃই শ্রেষ্ঠতর হইয়া থাকে। ইহাই বলিতেছেন—যন্নামশ্রুতিমাত্রেন পুমান্ ভবতি নিশ্চলঃ।

তস্ত তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্ঠতে। (ভাঃ ৯।৫।১৬)

যাহার নামশ্রবণমাত্রেই জীব বিমুক্ত হইয়া থাকে, সেই তীর্থপাদপুরুষের দাসগণের কোন্‌ যন্ত্র প্রাপ্যরূপে অবশিষ্ট থাকিতে পারে? যাহার নামশ্রবণ সময়েই সম্যগ্ভাবে ভজন করা দূরে থাকুক, যে কোনরূপে নামশ্রবণমাত্রেই সকল প্রাপ্তি হয়; সুতরাং “আমি দাস” এইরূপ অভিমানে সম্যগ্‌রূপে ভজনশীল ব্যক্তিগণের সর্ববিধিবিধান ও সাধ্যসমূহের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ তদধিক অন্য কিছুই নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

অসহিষ্ণুতা

যে বস্তু যত বড় তাহার মূল্যও তত বেশী। কৃষ্ণ পরমধন। তাঁহার চেয়ে বড় আর কিছুই নাই, তাঁহার সমানও কিছুই নাই —তাই তিনি অসমোদ্ধ। তিনি অখিলরসামুতসিন্ধু। শ্রুতি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই ‘রসো বৈ সঃ’ উল্লেখ করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর প্রাণকান্ত শ্রীনারায়ণেরও কারণ যিনি, সমস্ত অবতারের অবতারী যিনি, তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহাকে লাভ করিলে আর প্রাপ্তির কিছুই বাকী থাকে না, তৎপ্রাপ্তিতে পরমলাভবান্ হওয়া যায় ও অন্ত্যন্ত সবই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।

“য লব্ধা চাপরং লাভং মনতে নাধিকং ততঃ।”

ভগবান্নাভের পন্থা নির্দেশ করিবার জন্য ভক্তসাজে শ্রীকৃষ্ণই গৌররূপে এজগতে আবিভূত হইয়াছিলেন। এহেন অমূল্য বস্তু লাভ করিবার পিপাসা পূর্বপূর্বজন্মের পুঞ্জীভূত স্মৃতিক্রমে আমাদের হৃদয়ে অল্পবিস্তর জাগিতেছে। কিন্তু তাঁহার বিনিময়ে কতটুকু মূল্য আমি দিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহা আদৌ বিচার না করিয়া অনেক সময় আমি অসহিষ্ণুতা প্রকাশপূর্বক মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করিতে থাকি —“এতদিন হইল শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া আছি, কত কত ভোগ্যবস্তু পরিহারপূর্বক হরিভজনের পথে চলিতেছি, কিন্তু কৈ কিছুই ত’ উপলব্ধি হইতেছে না? উপলব্ধি হওয়া দূরে থাকুক, অনর্থ-নিবৃত্তিও ত’ হইল না। অথচ আমরা যাহাদিগকে ভ্রান্ত পথের পথিক বলিয়া মনে করি, যাহারা বৈষ্ণবচারণ, বিধিনিষেধ ও শরণাগতির ধার মোটেই ধারেন না, এই প্রকারের বহু বহু সাধককে কত কি উপলব্ধি করিতে শুনি। তাঁহারা অল্প সাধনেই কত কি অদ্ভুত অদ্ভুত বৈভব লাভ করিয়া থাকেন। আর আমি—শুধু আমি কেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনেকেই না হইলাম চাউল, না হইলাম চিড়ে। এর চেয়ে বোধ হয় অল্প কোন পথ ধরিলে অধিক লাভবান্ হওয়া যাইত। এই ভাগবত-ধর্মাবলম্বীদের কথাই বলি, অন্ত্যন্ত বৈষ্ণবদিগকেও (?) দেখিতে পাই, তাঁহারা কত কি ভাবের অবস্থা, বিরহের অবস্থা, প্রেমে গদগদ অবস্থা লাভ করিতেছে তৃণাদপি সূনীচ হইয়া ভাগবত-ধর্ম-আক্রমণকারীদিগকে পর্যন্ত তাঁহারা কথাটী বলেন না, পাছে তৃণাদপি সূনীচ অবস্থা এবং ভাবের (?) অবস্থা নষ্ট হইয়া যায়! আর আমি কি না অনর্থনিবৃত্তির অবস্থায়ও উপনীত হইতে পারিলাম না।

সবারই অল্প আয়াসে সব হইতেছে, আর সব চেয়ে অল্প আয়াসে বস্তু লাভ করিবার একমাত্র প্রশস্ত শরণি রূপামুগ শুদ্ধ-ভগবদ্ভজনের, কৃষ্ণানুশীলনের বা রাধাকৃষ্ণভজনের যে সুগমপন্থা সেইপথে আসিয়াও আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীকৃপের 'আদৌ শ্রদ্ধা, ততঃ সাধুসঙ্গঃ' এই শ্লোকোদ্ধৃত চতুর্থ অবস্থা যে অনর্থ-নিবৃত্তি, তাহা যদি আজও পার হইতে না পারি তাহা হইলে এ জীবনে কি আর আসক্তি, ভাব বা প্রেমের অবস্থা আসিবে? আজও যদি শুধু নাম-সংকীৰ্ত্তন লইয়াই থাকিতে হয় তাহা হইলে রাইকানুর লীলাগান আর কবে গাহিব? আজও যদি ভাগবতের দশ মস্কন্ধের পৃষ্ঠা খুলিবার অধিকার না হয় তাহা হইলে আর কবে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের লীলা আশ্বাদন করা যাইবে? জন্মান্তরেও যে এ সবার বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে তাহারই বা প্রমাণ কি? দশমস্কন্ধ তবে আছে কাহার জন্ত? তাহা হইলে 'ত' দেখিতে পাইতেছি, সহজিয়াগণই ভাল! অত অনর্থ বা কুটিনাটীর বালাই তাঁহাদের নাই। তাঁহারা বহুবার ভাগবতের দশমস্কন্ধ পাঠ শেষ করিয়া বহু ভক্তপরিবৃত সভায় ভ্রমরগীতা ও রাসলীলার নিগূঢ় তাৎপর্য প্রকাশ করিতে থাকেন এবং কতই না রসে ডগমগ হইয়া পড়েন! জীবন আজ আছে কাল নাই, পদ্মপত্র-জলবৎ অস্থির। তাই তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'তুৰ্গং যতেত ন পতেৎ অনুমৃত্য যাবৎ' শ্লোকের যথার্থ মর্যাদা রক্ষণপূর্বক যিনি যে স্তরের লোকই হউন না কেন,—যাঁহার যে অধিকারই থাকুক না কেন, তিনি সেই সেই অবস্থাতেই দগমস্কন্ধ পঠন ও পাঠন-কার্য শেষ, অধিকন্তু ইচ্ছামত দুই-চারিবার 'রাসস্থল', 'গিরিগোবর্দ্ধন', 'রাধাকুণ্ডতট পরিক্রমা' পর্য্যন্ত সমাপন করতঃ মানবজীবন সার্থক (?) করিয়া বসেন। আর আমরা যতই কঠোরতা স্বীকার করিয়া চলিতেছি, নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতেছি, শ্রীগুরুদেব ততই বলিতেছেন, আরও দূরে, আরও দূরের বস্তু। তাই মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়—হয় 'ত' বা বস্তু পাওয়ার পন্থাই এটী নয় এ শুধু মরীচিকা। চিরদিন দৌড়ানই সার হইবে, সুবিধা কিছুই হইবে না। হয় 'ত' বা শ্রীগুরুদেবও এই মরীচিকার পিছনে পিছনে ছুটিতেছেন। সুতরাং মঠ হইতে চলিয়া যাইয়া নিজে নিজে সিদ্ধ (?) হওয়াই উচিত। শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত উপনয়নের বুখা ভার বহন করিয়া লাভ কি? ইহাকে মশারীর রশ্মিরূপে ব্যবহার করাই ঠিক। এ দাসত্ব করার কি প্রয়োজন? মানুষ আমি, স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার; পরাধীনতার বিড়ম্বনা—গুরুদাস্তের নাগপাশ

কেনই বা আমি মূর্খের মত স্বেচ্ছায় গলায় জড়াইতে যাইব ? অথবা একান্তই যদি গুরু না হইলে না চলে, তাহা হইলে যে গুরু সস্তাদরে কৃষ্ণচিন্তা-মণিরত্ব এবং গোলোকের প্রেমধন দিতে পারেন তাঁহার কাছেই যাইব । যে গুরুর নিকট গেলে আমাকে দাসত্ব করিতে হইবে না, পরন্তু যে গুরু আমার কৃচির যোগানদারী বা বাবুচ্চির কার্য্য করিতে পারিবেন, তাঁহার কাছেই যাইব । যে গুরু আমাকে অনর্থ-থাকা-কালেও কৃষ্ণ (১) দেখাইতে পারিবেন, তাঁহার কাছেই যাইব । আমরা চাই সস্তার কৃষ্ণ । অত দরের কৃষ্ণে আমাদের প্রয়োজন কি ?”

এই সমস্ত চিন্তা করিবার সময় আমি একেবারেই ভুলিয়া যাই যে শ্রীগুরুদেব, সংসম্প্রদায়ের সমস্ত আচার্য্যবর্গ এবং শ্রীকৃষ্ণ-আদি ষড়্গোশ্বামী ইহাদের সকলের একই সুর । সুরের কোন অনৈক্য নাই । তাঁহাদের সকলের একই উক্তি—“অনর্থনিবৃত্তি হওয়ার পূর্বে অপ্ৰাকৃততত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না ।” ব্যাসদেবেরও একই সুর—“অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তি-যোগম্ অধোক্ষজে ।” আমি নিজেই স্বীকার করিতেছি যে, আমার অনর্থ আছে এবং প্রতি পদে পদে, প্রাণে প্রাণে তাহা উপলব্ধিও করিতেছি, তবুও আমার এমনই দুর্বুদ্ধি যে, ‘সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য’ উপেক্ষা করিয়া অপ্ৰাকৃত তত্ত্ব আজই অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছি । কেন আমার অনর্থ যাইতেছে না, কেন আমি সত্য সত্যই নির্মল হইতে পারিতেছি না, এ সকল বিষয় ভাল করিয়া অনুসন্ধানপূর্বক তাহার মূল উচ্ছেদ না করিয়া, নিজের মস্তকে প্রত্যহ শত শত ঝাঁটা না মারিয়া ‘নিজে আমি বড়ই ঠিক আছি’ বিচারপূর্বক শ্রীগুরুদেবের উপর ডিগ্রি ডিস্মিস্ করিতেছি, তাঁহাকে কাঠগড়ার আসামী করিতে যাইতেছি, খোদার উপর খোদাগিরি করিতে উদ্বৃত হইতেছি ।

ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইতেছে । হইবেই ত’—এ যে স্বাভাবিক । শ্রীগুরুচরণে শরণাগতি বা নির্ভরতার অভাবরূপছিদ্র দেখিয়া বহুপীড়িত বহু প্রকার মুখোস পরিয়া কত হাব-ভাব ও ভঙ্গি প্রকাশ করতঃ কত মধুপুষ্পিত বাক্যের নিত্যনূতন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া মায়াবাণী বা মাপরাণী আমাকে ভুলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে । সতীর পতিভক্তির নৈখিল্যের গন্ধ পাইলেই যেমন লম্পটের দল নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে নিজায়ত্তে পাইবার প্রবল চেষ্টায় তৎপর হয়,

সেই প্রকার আমার গুৰ্ব্বানুগত্যের, কৃষ্ণকশরগতীর, সুদৃঢ় বিশ্বাসের, অবিচলিত ধৈর্যের, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠার, একমেবাব্য-দ্বিতীয়-পন্থেক-ব্রততার তিলমাত্র শৈথিল্য দেখিয়া ধর্মধ্বজী কালনেমি যাত্রার দলের নারদের ভাবকেলি এবং অনিত্য ভুক্তি-মুক্তি-অষ্টসিদ্ধিমূল্য ব্যভিচারী পন্থার অনুরাগী ভৃত্যগণের বাহ্য চাকচিক্য দ্বারা আমার দৃষ্ট মনকে ভুলাইয়া ভবসিদ্ধুনীরে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

চঞ্চল বা অসহিষ্ণু হইলে, ধীর না হইলে, শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের ‘উৎসাহান্ধিচর্যাদৈর্ঘ্যায়’ উপদেশ শিরোভূষণ করিতে না পারিলে নানা অসুবিধা আসিয়া, উপস্থিত হইবে। অনর্থনিবৃত্তিপ্রায় অবস্থা লাভ করিয়াও চাঞ্চল্যজনিত মুহূর্তের ভুলে বহুদিনের সযত্নে গড়িয়া তোলা অত্রভেদী সৌধও নিমিষে ধূলিসাৎ হইতে পারে, আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে অথবা তদপেক্ষাও ভীষণতর তিমিরে ডুবিয়া যাইতে পারি। চঞ্চলতা ও অধৈর্য্য এমনই ভীষণ রোগ ; এই রোগের ছায়ামাত্র হৃদয়ে থাকিতে কৃষ্ণভক্তি-রাজ্যে অগ্রসর হওয়ার আশা ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র। তাই কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির সন্ধান-প্রদাতা শ্রীমন্নহাপ্রভু সাধককে তরুর চেয়েও ধৈর্য্যধারণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীয় সদা হরিঃ ॥”

মদীয় আচার্য্যদেবও তাহার বক্তৃতায় অনেক সময় আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন,—‘ভগবান্ ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল অভাব দূরে যাইবে। ফলের জন্ত ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্বদা কৃষ্ণনাম করণ, ভগবান্ নিশ্চয়ই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাহার যেক্রপ সাধন শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তদনুসারে সফল প্রদান করেন। স্বয়ং ভগবান্ ও তন্নিজজনগণের এত সব আয়ুধ, অচ্ছেদ্য ধর্ম আমার নিজস্ব সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও আমার যদি দুর্দশাই বাড়িয়া চলে তাহার জন্ত দায়ী কে ?

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমন্ত্বেদান্ত হরিজন মহারাজ

মঠবাসের সার্থকতা

আমরা কৃষ্ণবিশ্বত্ৰিংশতঃ এই দুখঃকষ্টময় সংসার-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। এই সংসার-কারাগারে উপস্থিত হওয়া অবধি জন্মে-জন্মে সংসারবাসই আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে; দুর্ভাগ্যবশতঃ ভোক্তা সাজিয়া স্বস্থানানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছি। নিজে ভোক্তা সাজিয়া এই পার্থিব বস্তু-সমূহ জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করিবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কেবল বৃথা সময় কাটাইতেছি। যে কার্য্যটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র প্রয়োজনীয়—যে কার্য্যটী মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য কোন জন্মে সম্পন্ন করা যায় না, সেই কার্য্যের দিকে—সাধুসঙ্গে থাকিয়া ভগবানের তুষ্টিবিধানের দিকে আমাদের আদৌ লক্ষ্য নাই, এমনই আমাদের দুর্দৈব! মনুষ্য-জন্ম ব্যতীত অন্য কোন জন্মে ভগবানের আরাধনা করা সম্ভবপর নহে। আমরা যদি মানুষ না হইয়া স্বর্গের দেবতা হইতাম, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যে সাধুসঙ্গে মঠবাস কিংবা হরিকথা শুনিবার—একমাত্র স্বার্থগতি যে বিষ্ণু তাঁহার বিষয় শ্রবণ ও আলাপনাদি করিবার সুযোগ বা সময়ই হইত না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে আমরা পরমার্থপ্রদ সুদুর্লভ মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়াছি। এখন যদি আমরা এই অমূল্য জীবনের সদ্যবহার না করি তাহা হইলে কেহই আমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৯।২৯) দেখিতে পাই,—

“লঙ্কা সুদুর্লভমিদং বহুসমুদ্রবাস্তে মাহুশ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।

তুর্ণং যতেত ন পতেদমৃত্যু যাবন্ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্তাৎ ॥”

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে। সুতরাং ইহা দুর্লভ; অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। এইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত চরমকল্যাণ-লাভের জন্ত চেষ্টা করেন। আমাদের এই মনুষ্যজন্মই সদসদ্ বিচার করিবার এবং হরির আরাধনা করিবার উপযুক্ত সময়। এখন আমাদের চরম-কল্যাণ লাভের জন্ত চেষ্টান্বিত হওয়াই শ্রেয়ঃ। নতুবা অমঙ্গল অবশ্যভাবী।

মঠবাস করিতে হইলে আমাদেরকে ভগবানের সর্ব্বপ্রথম আদেশটী পালন করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে,—

“সর্ব্বধন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥”

অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু কর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে তৎসমুদয়ই সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে শরণাপন্ন হও। ঐ সকল লোক

ধর্ম, বেদধর্ম-পরিত্যাগে যে পাপ হইবে বলিয়া মনে করিতেছ তাহা হইতে আমি মুক্ত করিব,—ইহাই ভগবদাদেশ। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই কৃষ্ণোত্তর যাবতীয় ধর্মপালন বা কর্তব্যকর্ম অপেক্ষা ভগবানের আদেশকেই শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহা পালন করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ সব ছাড়িয়া কৃষ্ণসেবা করিবার জন্ত যত্নপর হওয়া উচিত নহে কি? কেহ কেহ মনে করিতে পারেন ভগবানকে যখন দেখিতে পাইতেছি না, তখন তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিব কি করিয়া? ভগবান্ স্বয়ং জগতে সকল সময় না থাকিলেও সকল সময়েই তাঁহার কোন নিজজন আমাদিগকে আশ্রয় দিবার জন্ত এ জগতে থাকেন। তিনি অতঃ কেহ নহেন—ভগবানের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। তাঁহার অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয়গ্রহণই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ—তাঁহার প্রথম আদেশপালন। সুতরাং সাধুসঙ্গে শ্রীধামে বা শ্রীমঠে বাস করিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের আদেশপালন দ্বারাই যে ভগবানের আদেশ স্পষ্টভাবে পালন করা হয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

মহৎকৃপা বিনা কোন কার্যে ভক্তি নয়।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ সংসার নহে ক্ষয়। (চৈঃ চঃ)

আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।

সেই প্রভু বেদে, ভাগবতে কৈলা দঢ়। (চৈঃ ভাঃ)

“মদন্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্যতিঃ ॥ (ভাঃ ১১।১২।২১)

“যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।

মদন্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥” (আদিপুরাণ)

“অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্কয়েৎ তু যঃ।

ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দান্তিকঃ স্মৃতঃ ॥”

“আরাধনানাং সর্কেষাং বিষ্ণোরারাদনং পরম্।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥” (পদ্মপুরাণ)

সেব্য ভগবান্ আমাদিগকে সেবা দিবার জন্ত তাঁহার শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছেন। যদি আমরা ভগবানে এই প্রথম আদেশ পালন না করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সেবা করিবার দ্বিতীয় আদেশ ত’ পাইবই না, উপরন্তু তাঁহার আদেশ অমান্য করার জন্ত আমাদের মহা অন্তায় হইবে—মঠবাসপূর্বক হরিভজন না করার জন্ত আমাদিগকে অধঃপতিত হইতে হইবে। সুতরাং আমাদের সর্বপ্রধান ও

সর্বপ্রথম কর্তব্য পালনপূর্বক সাধুগুরুর নিকট অভিজ্ঞান করতঃ নিকপটে তদাদেশ-পালনে যত্নপর হইতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের ভগবানের আদেশ পালন করা হইবে এবং আমরা ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

“ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভবসিন্ধুকূল।”

গৃহ ভোগাগার আর মঠ সেবাগার। ভগবদ্বাক্ত সাধুগণ সাধারণতঃ মঠমন্দিরেই অবস্থান করিয়া হরিভজন করেন। তবে ‘মঠবাস’ অর্থে আমরা যেন কেবল না বুঝি যে, মঠমন্দিরে বাসের অভিনয়ই মঠবাস। ‘মঠবাস’ অর্থে সাধুসঙ্গে সেবাময় জীবন-যাপনকেই লক্ষ্য করে। মঠবাস করিয়া পরমার্থ অনুশীলনই মঠবাসীর কার্য।

এই পরমার্থ-শিক্ষা করাই—নিরন্তর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করাই মঠবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহারা পরমার্থ-তত্ত্বের কথা বিশেষভাবে অবগত আছেন, সেই সাধুগণের নিকট হইতেই তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। যদি আমরা নিকপটে আমাদের মঙ্গল কামনা করি তাহা হইলে তাহারা দয়া করিয়া আমাদের সত্বপদেশ দিয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন। এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মঠবাসের উদ্দেশ্য যদি হরিতোষণই হয় তবে মঠ ব্যতীত অত্রও ত’ হরিভজন করা যাইতে পারে? যেমন বন সর্বাপেক্ষা নির্জন স্থান, তথায় কলিকোলাহল আদৌ নাই; স্তুরাং তথায় ভগবানের আরাধনা স্তুররূপে সাধিত হইতে পারে কিন্তু সেক্ষেপ মনে করা ভুল।

কলিকালের লোকের চিত্তবৃত্তি সতত বিক্ষিপ্ত। বদ্ধ জীব অস্থিরচিত্ত। ভগবৎচিত্তার অভাবে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের দাস্ত করিয়া তাহারা সতত অসৎচিন্তায় ব্যস্ত। এমতাবস্থায় স্ব-সুখকামনায় ভগবানের চিন্তা করিবার যোগ্যতা তাহাদের নাই। চিন্তা করিতে গেলেও বহু জাগতিক চিন্তা আসিয়া চিত্তকে অধিকার করে। স্তুরাং নির্জন-স্থানে থাকিলেই যে ভগবৎসেবা করা যাইবে এরূপ নয়। অতএব অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া সৎসঙ্গ গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। কারণ সাধুসঙ্গে বাস ব্যতীত ভগবৎসেবা করা যায় না—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

“সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।

সংসার জিনিতে আর অত্র বস্তু নাই॥”

—শ্রীস্ববলসখাদাস ব্রহ্মচারী

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচুড়ামণি জগদ্গুরু ১০৮ শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

দ্বিসপ্ততিতম বর্ষপূর্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে

শ্রীব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৬ পৃষ্ঠার পর)

হে গুরুদেব ! আপনার মহিমা-কীর্তন করিতে এই নরাধম একেবারেই অযোগ্য । তবুও আশাহত জীবনে শুভতিথি ও লগ্নকে আশ্রয় করিয়া নিজের আত্মমঙ্গলের জন্ত শ্রীগুরু-কীর্তনের অভিনয় করিতেছি ।

হে গুরুদেব ! আপনি আপনার গুরুদেব জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভীষ্ট স্থাপন করিবার জন্ত স্বয়ং সহর নবদ্বীপে থাকিয়া কোলদ্বীপে অপরাধভঞ্নের পাটে কলিহত জীবের সঞ্চিত অপরাধ দূরীকরণ-মানসে সুউচ্চ মঠ প্রকট করিয়া বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-বরাহদেবের (কোল-দেব) শ্রীমূর্তিসকল প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগৎসভায় গুরুসেবানিষ্ঠার এক আশ্চর্য্য আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন ।

হে গুরুদেব ! আপনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠমন্দির স্থাপন করিলেও কোলদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত মঠের বৈশিষ্ট্য আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে । বিদ্যা-কুল-ধনে-মদ-মত্ত হইয়া শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীবাস পণ্ডিতচরণে যে অপরাধ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধের স্মৃষ্ণকণা অত্মাপিও নবদ্বীপ সহরে তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করিয়া কোমলশ্রদ্ধাজীবকে শুদ্ধাভক্তিপথ হইতে আকর্ষণ করিয়া অভক্ত স্থানে নিক্ষেপ করিতেছে । হে গুরুদেব ! তাহাদের এবম্বিধ দুরবস্থা দেখিয়া পরদুঃখেদুঃখী আপনার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল ; তাই ত' আপনি কৃপাপূর্বক কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল-ভুবন মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তবৃন্দকে আকর্ষণ করতঃ তাহাদের অপরাধ অপনোদন করিবার জন্ত অপরাধ-ভঞ্নের পাটে প্রতিষ্ঠিত শ্রীদেবানন্দ

গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিকথা কীর্তনের অপূর্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। উক্ত মঠের শ্রীহরিকীর্তন-নাট্যমন্দিরে আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধ সত্যকথা শ্রবণে যথাযথ শ্রোতৃবৃন্দ বিমোহিত হইয়া সজ্জন-বজ্জিত, সদানর্থমনা দুর্জন অপরাধী জীবনকে ধিক্কার দিয়া অশ্রুনির্গত করিতেন। এহেন দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য ষাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারাই ধন্য।

হে গুরুদেব ! আপনিই ত' সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচারকরূপে শ্রীমঠের বিজয়বিগ্রহকে অগ্রে করিয়া কীর্তনমুখে শ্রীকেদার-বদ্রীনাথ-পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া তত্রস্থ অধিবাসীদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া আপনার শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট পূরণ করিয়াছিলেন। দুর্গম গিরিশৃঙ্গে, পাহাড়-পর্বতে খোল-করতাল সহযোগে শত শত লোকের মিছিল করিয়া, ধ্বজাপতাকায় সুশোভিত সিংহাসনে শ্রীবিজয়বিগ্রহ শ্রীরাধাভাবসুবলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরকে অগ্রে করিয়া পর্বত-শিখরকন্দরে যে হরিনামপ্রেমের বজ্রা প্রবাহিত করিয়া অলকানন্দা-মন্দাকিনীর জলরাশিকে প্লাবিত করিয়াছিলেন ; তাহার একটি ধারা শ্রীবদ্রীনারায়ণের পাদদেশ ধৌত করিয়া বাসগাদীর উৎসস্থল পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়াছিল। সেই প্রেমবজ্রায় প্লাবিত অন্য একটি ধারা মন্দাকিনীকে আশ্রয় করিয়া দ্রুত বেগে শ্রীকেদারনাথে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশঙ্করের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দিয়া শ্রীহরিকীর্তনের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। হে গুরুদেব ! এ হেন প্রচারধারা ষাঁহার লীলাতে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার ভজন না করিয়া মাদৃশ অধম অন্য কাহার উপাসনায় ব্যাপৃত থাকিবে ?

হে গুরুদেব ! আপনি এইভাবে সতত হরিসেবানিষ্ঠ হইয়া আচরণমুখে প্রচার করিয়া পতিত জীবকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল-বিধান করিতেন।

হে গুরুদেব ! আপনি স্বয়ং ভক্তিবিনোদধারায় স্নাত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-রূপ ফুলটিকে মস্তকে ধারণ করিয়া 'সারস্বত-ধারা' প্রচারমানসে ভারতের দিকে দিকে প্রচারক পাঠাইয়া, কখনও স্বয়ং প্রচারক হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তিবিরোধী মতবাদ খণ্ডন করতঃ বেদের শুদ্ধ-ভক্তিশাখা, পুরাণের মধ্যে সাত্ত্বিকপুরাণ, সকল দর্শনের মধ্যে বেদান্তদর্শন ও তন্ত্রের মধ্যে সাস্ত্রতপঞ্চরাত্র-সমূহের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তমতবাদ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হইলেও, আপনার লিখিত ভূমিকাগুলিতে স্পষ্টভাবে

প্রকটিত হওয়ায় ভক্তিমার্গে বিশ্বাসীজনের যে কত বড় উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার শুভবুদ্ধি আমার কবে উদয় হইবে ?

হে গুরুদেব ! ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত ও আপনার সন্ন্যাসশিষ্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ কয়েক বৎসর যাবৎ পাশ্চাত্যদেশে বিশেষ করিয়া আমেরিকায় শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রেম-ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর বাণী ও আদর্শের কথা বিপুলভাবে প্রচার করিতেছেন । আপনার কৃপাশির্বাদে তিনি বর্তমানে সানফ্রান্সিস্কো, নিউইয়র্ক, মেক্সিকো প্রভৃতি অঞ্চলের বিপথে চালিত শতসহস্র আমেরিকাবাসীর মধ্যে তথা ইউরোপস্থ লণ্ডন, হামবার্গ (জার্মানী) ইত্যাদি মহানগরীতে শ্রীহরিকথা কীর্তন করিয়া বৈষ্ণব-দর্শনে আকৃষ্ট করতঃ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষাদান করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীর সার্থকরূপায়ণ করিতেছেন ।

শ্রীমন্নহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম ।

সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ।”

হে গুরুদেব ! আপনার অনুপ্রেরণায় শ্রীল স্বামী মহারাজ পাশ্চাত্য জগতে শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির প্রকটিত করিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে তীরে শ্রীহরিনাম সংকীর্তনযজ্ঞের মহানুষ্ঠান করিয়া হিংসায় উন্মত্ত বিশ্বে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মহাপ্রেমের মিলনের সেতুবন্ধন করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন । “কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” মন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক হইয়া তিনি দীক্ষাগুরু ও সন্ন্যাসগুরুর অন্তরের বাসনা পূর্ণ করিয়া বৈষ্ণবজগতে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন ।

হে গুরুদেব ! আপনি স্বয়ং “কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আপনার অনুগত শিষ্যদের সঙ্গে হাসিয়া কঁাদিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া শ্রীঅঙ্গ-পুলকে রোমাঞ্চিত করিয়া আচণ্ডালব্রাহ্মণে কোলাকুলি দিয়া এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে যে-রঙ্গ দেখাইয়াছিলেন, তাহা দেখিবার সৌভাগ্য মাদৃশ অধমের আরও কবে হবে ?

হে গুরুদেব ! আপনার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশ্রম-সেবকগণ যখন আপনার আদেশ শিরধার্য্য করিয়া শ্রীমন্নহাপ্রভুর বাণী ও আদর্শ এবং “সারস্বতধারা” প্রচার করিয়া আপনার আদেশ ও বৈভব রক্ষা

করিবার জন্ত নিরন্তর যত্নশীল, তখন কতিপয় গুরুভোগী, স্বেচ্ছাচারী শিষ্যক্ৰম
সমিতির সঙ্গে সম্পর্কহেদন করিয়া সমিতির ভার লাঘব করতঃ পরমবন্ধুর
কাজই করিয়াছেন। তাহারা এখন মায়াব কবলে পড়িয়া প্রতিষ্ঠা-কামনায়
স্বতন্ত্রভাবে প্রচার করিবার অভিলাষে যত্র তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।
ইন্দ্রিয়ের ভোগবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার ইহা এক চমৎকার উপায়।
তাহাদের এহেন দুরবস্থা দেখিয়া—শ্রীল প্রহ্লাদের বাণী পুনঃ পুনঃ স্মরণপথে
জাগরিত হইতেছে,—

“বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, ‘শুকরের বিষ্ঠা’

তার সহ সম কভু না মানব ॥

* * * * *

তাই দুষ্ট মন, ‘নির্জ্ঞান ভজন’,

প্রচারিছে ছলে “কুযোগী-বৈষ্ণব” ॥

* * * * *

‘মায়াবাদী জন’ কৃষ্ণের মন,

মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব ॥”

হে গুরুদেব ! আপনি এই বিপথগামী শিষ্যগণের কৃপাপূর্বক পুনরায়
আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়া আপনার বিশ্রান্ত শিষ্যগণের অনুগত করাইয়া
দিন।

হে গুরুদেব ! আপনার বাণীকে আশ্রয় করিয়া আজিকার ব্যাসপূজা-
বাসরে আমার ক্ষুদ্র ভক্তিকুসুমাজলি আপনার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম।

“সারস্বত-ধারা” বিশুদ্ধ না হইলে অশুদ্ধ ধারা-প্রবাহে তীর্থসমূহ অতীর্থ
হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ বৈদিকধারা অশুদ্ধ বৌদ্ধ-চিন্তাস্রোতে মলিনতা প্রাপ্ত
হয়। বৈদিক মন্ত্রসমূহের পুনঃ প্রবর্তনকারীর “বিশুদ্ধ-ধারা” অশুদ্ধ হওয়ায়
বিশ্বকে মায়াবাদ-মহাবাক্যের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেছে। তজ্জন্ত বিশুদ্ধ
আম্মায়-সংরক্ষণ করাই বৈদান্তিক আচার্য্যবর্গের একমাত্র করণীয়। ইহারই
নাম গুরুসেবা।”

“বাঙ্গাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যো এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥”

শ্রীগুরুদাসানুদাস—

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

সম্বন্ধের তাৎপর্য

আমরা জীব,—চেতনাই আমাদের জীবন। শরীরের অনুশীলনে শরীরের পুষ্টি সাধন করে এবং মনের অনুশীলন মনের পুষ্টি সাধন করে। শরীর ও মনের অনুশীলনের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু ইহাদের অনুশীলনের সার্থকতা আরও কোন বস্তুর অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। দেহ ও মন চেতন নহে; তাহারা কোন বস্তুর আবরণদ্বয়; সেই বস্তুকে রক্ষণই তাহাদের কার্য। চেতনাই সেই বস্তু। চৈতন্যই দেহ ও মনের মালিক। এই চৈতন্যকে বাদ দিয়া দেহ ও মনের অনুশীলন অচেতন পুতুল সাজাইবার স্থায় নিরর্থক।

এই চেতনতা কি? এই চেতনতার কারণ কে? দেহ ও মনের সহিত যেকোন চেতনতার সম্বন্ধ, তদ্রূপ ঐ চেতনতার সহিতও আরও কোন একটি বস্তুর সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ আলোচনার ফলে ‘ভগবান্’ বলিয়া একটি বস্তুর স্বীকার অনিবার্য হইয়া পড়ে। চেতনতার কারণ—ব্রহ্ম বা ভগবান্ এবং চেতনতা—জীবাত্মা। এই জীব বা আত্মা গৃহের রক্ষিত আলোর স্থায়। আলোর সাহায্যে যেকোন গৃহে কার্য্যানুশীলন সম্ভবপর হয়, তদ্রূপ চেতনতার সাহায্যে শরীর ও মনের অনুশীলন সম্ভবপর হয়। চেতনতা ব্যতীত বিদ্যাচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা বা অন্য কোন চর্চা সম্ভব হইত না। এক (১) সংখ্যার দক্ষিণে সংখ্যা ততোধিক বা শূন্য (০) সমাবিষ্ট হইলে উহার মূল্য আছে; কিন্তু মূল এককে বাদ দিলে এক বা ততোধিক শূন্যসমূহের সমাবেশের মূল্য কোথায়?

ঘোর দূরদৃষ্ট-বশতঃই এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনায় আমাদের যত শৈথিল্য। এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনার প্রয়োজন আমরা আদৌ বোধ করিতেছি না। চেতনের অনুশীলন বাদ দিয়া আমরা কেবল দেহ ও মন প্রভৃতি চেতনরহিত বস্তুর অনুশীলনেই তৎপর। এই সম্বন্ধজ্ঞান-আলোচনার অভাব বর্তমান মানব-সমাজে একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধিরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা সকলে গৃহীকে উপেক্ষা করিয়া গৃহকে সুসজ্জিত করিতে ব্যস্ত। আমরা দেহকে সাজাইতেছি, কিন্তু দেহীকে বাদ দিয়াছি, চেতনকে বাদ দিয়া অচেতনবস্তুর আলোচনায় দুর্লভ মানবজন্মের অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি অবলীলাক্রমে অতিবাহিত করিতেছি। প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিরই এ বিষয় আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহা প্রত্যেক পুরুষের, প্রত্যেক

স্ত্রীর, প্রত্যেক বৃদ্ধের, প্রত্যেক যুবাব, প্রত্যেক বালকের, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান—সমস্ত সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয়। ইহাই সকলের একমাত্র নিত্য স্বার্থপ্রদ—ইহাই সার্বজনীন ও একমাত্র প্রয়োজনীয় কথা।

শ্রুতিতে ভগবান্ ও জীবের সম্বন্ধের কথা এইরূপ কথিত হইয়াছে,—
 ‘যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা বাচ্চরন্ত্যেবমেবান্মাদান্ননঃ সর্কে প্রাণাঃ সর্কে
 লোকাঃ সর্কে দেবাঃ সর্কাণি ভূতানি বাচ্চরন্তি ॥’ (বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ)—
 অগ্নিপুঞ্জ হইতে যেদ্রুপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ অপরিমেয় পরমাত্ম
 হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও সমস্ত প্রাণী উদ্গত হয়।
 স্ফুলিঙ্গ—ক্ষুদ্র, আর অগ্নিকুণ্ড—বৃহৎ। স্ফুলিঙ্গকে অগ্নি বলা যাইতে পারে
 বটে, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড বলা যাইতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ যতক্ষণ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে
 থাকে, ততক্ষণ ইহা পূর্ণ অবস্থায় থাকে। বাহিরে আসিলে ইহা বাতাসে
 নিভিয়া যায়; এমন কি, অঙ্গারে পরিণত হইতে পারে। তদ্রূপ জীব—
 দ্রক্ষু চেতন এবং ভগবান্ বা ব্রহ্ম—বৃহৎ, অপরিমেয় চেতন। জীব এই
 বৃহৎচেতনের অতি ক্ষুদ্রতম অণু-অংশ এবং তাঁহা হইতে উদ্গত। যতক্ষণ
 এই জীব ভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহার শুদ্ধতা, ততক্ষণই
 তাহার উপাদেয়তা। আজ আমরা সেই ভগবদ্রূপ বৃহৎ অপরিমেয় অগ্নি
 হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদের শুদ্ধি হারাইয়াছি, অঙ্গারবৎ হইয়া গিয়াছি;
 আমরা আজ চেতনের ধর্ম হারাইয়াছি—আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি-
 ধর্মাক্রান্ত পশুদিগের অন্ততম হইয়া পড়িয়াছি, নিজের স্বভাবকে হারাইয়া
 নিতান্ত অভাবে কাল কৰ্ত্তন করিতেছি! আমরা আজ জানিতে পারিতেছি
 না,—‘আমরা কে?’ আমরা জানিতে পারিতেছি না,—‘আমাদের কর্তব্য
 কি?’ এই অজ্ঞতাই জড়ের ধর্ম, এই অজ্ঞতাই চেতন-সংসর্গরাহিত্যের
 ফল—জাড্য।

কি প্রকারে আমরা পুনরায় আমাদের স্বরূপ আমাদের স্বভাব প্রাপ্ত
 হইতে পারি? কি প্রকারে আমরা স্বভাবে স্থিত হইয়া ‘দেহি দেহি’-রব
 হইতে চিরতরে মুক্ত থাকিতে পারি? সর্বপ্রথমে কে আমাকে জানাইয়া দেন
 যে, আমি স্বভাব-ব্রহ্ম? কে আমার ভিতরে আজ সহজ চেতনতার উদ্বোধন
 করিয়া আমাকে জানাইয়া দিতেছেন যে, আমি স্বভাব হইতে ব্রহ্ম হইয়া—
 বিচ্যুত হইয়া এক অভাবের রাজ্যে আবদ্ধ রহিয়াছি, আর সেই অভাবের

পূর্ণতা-সাধনের কোনরূপ আশা-ভরসা না থাকিলেও তাহা পরিপূরণের জন্য দিন দিন নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছি? কে আমাকে জানাইয়া দেন যে, অভাবের শেষ কোথায়? —এ ব্যাকুলতার, এ অসুখ-অসুবিধা-অশান্তি-দুঃখ-কষ্টের সমাপ্তি কোথায়? যিনি তাহা কৃপা-পূর্বক জানাইয়া দেন, তিনি সদগুরুরূপী ভগবান্। অন্তর্যামী সদগুরুর চরণাশ্রয়েরই একমাত্র আবশ্যকতা আছে। কয়লা যেমন জ্বলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে আবার জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ বদ্ধজীব—স্বরূপভ্রান্ত জীব, অভাবগ্রস্ত জীব আমরা নিত্যমুক্ত, সদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত পূর্ণবস্ত্র শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের স্থায় স্বভাব পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অগ্নি সংযোগ করিয়া দেন, তবেই বদ্ধজীব অচেতনের সংসর্গ ছাড়িয়া, জড় ছাড়িয়া চেতনময় উপদেশ-বাতাসের সাহায্যে পুনরায় ভগবৎসেবাচেষ্টায় জ্বলিয়া উঠে, শ্রীগুরুর সংস্পর্শে লুপ্ত স্বভাব ফিরিয়া পাইয়া স্বভাবের অনুবর্তনে কেবলমাত্র অধোক্ষজ ভগবানের আলোচনা করিতে থাকে। গুরুর বা আচার্য্যের সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। জড় দেহ ও মনের দ্বারা জড়ের অনুশীলন সম্ভবপর হইলেও তাহাদের দ্বারা চেতনের অনুশীলন অসম্ভব। জড়ের অনুশীলন চেতনতার উদ্বোধন করিতে সমর্থ নহে। চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র উদ্বোধক—চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র নিয়ামক!

জীব ও ভগবান্—উভয়েই চেতন বটে, কিন্তু এক নয়—ভেদ আছে। পার্থক্য—পরিমাণগত, জাতিগত নহে। আমরাও অগ্নি, ভগবান্ও অগ্নি—জাতীয়ত্বে আমরা এক। কিন্তু তিনি—অপরিমেয় অগ্নিকুণ্ড, আর আমরা—ক্ষুদ্রতম ফুলিঙ্গ; তিনি—বিভূচেতন, আর আমরা—অণুচেতন; আমরা—পরস্পর পৃথক্। এই পরিমাণগত পার্থক্য নিত্য; এই পরিমাণগত পার্থক্যই উভয়ের স্বভাব-নির্দ্ধারক। ফুলিঙ্গ সামান্য ফুৎকারে নিভিয়া যায়; কিন্তু অগ্নিকুণ্ড নিভিয়া যায় না। বিভূচেতন—মায়াধীশ; কিন্তু অণুচেতন—মায়াবশযোগ্য। এই স্বভাববশে অণুচেতনগণ নিত্য বিভূচেতনের অনুগত। ভগবানের অনুগত্যই জীবের স্বভাব। অতএব জীব ভগবানের নিত্যদাস; ভগবদাসত্বই জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম।

শ্রীভগবান্ পরম দয়ালু। জীব যখন তাহার স্বভাব বিস্মৃত হয়, তখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে প্রপঞ্চে স্বয়ং বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবরূপে

অবতীর্ণ হন—নিদ্রিত আমাদিগকে তিনি জাগাইতে আসেন—সুপ্ত চেতনের উদ্বোধন-ক্রমে তিনি আমাদিগকে নিজ-স্বভাব জানিতে দেন। তখন আমাদের স্বভাবের ধর্ম—ভগবানের একান্ত আনুগত্যে আমাদের মুক্তি—আমাদের সহজ স্বভাবে প্রকৃত স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হই। ভগবানের নিত্যদাসত্বেই জীব-চেতনের পূর্ণ বিকাশ। তিনি মানুষের কাছে মানুষের মতই হইয়া আসেন। সনাতন চেতনধর্মের বৈজ্ঞানিকগণ ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার দশবিধ অবতার-বিষয়ে সকলেই একমত। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জীবের দেহ ও চিত্তবৃত্তিগত ঐতিহাসিক স্তরগুলির বিকাশ বা প্রতীতি-অনুসারে ভগবান্ তত্ত্বভাবোপযোগী তাঁহার নিত্য-স্বরূপ এই জগতে প্রকটিত করেন। এই দশাবতার যথাক্রমে,—(১) মৎস্যাবতার—অদণ্ডাবস্থা, (২) কুর্মাৱতার—বজ্রদণ্ডাবস্থা, (৩) বরাহাবতার—মেরুদণ্ডাবস্থা, (৪) নৃসিংহাবতার—উখিতমেরুদণ্ডাবস্থা, (৫) বামনাবতার—ক্ষুদ্র নরাবস্থা, (৬) পরশুরাম—অসভ্য নরাবস্থা, (৭) রামাবতার—সভ্য নরাবস্থা, (৮) রাম বা হনুমান্ অবতার—জ্ঞানাবস্থা, (৯) বুদ্ধাবতার—অতি-জ্ঞানাবস্থা, (১০) কল্কী-অবতার—প্রলয়াবস্থা।

জীবের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অদণ্ডাবস্থার স্তর হইতে প্রলয় অবস্থার স্তর পর্য্যন্ত এই দশবিধ স্তরের সহিত ভগবানের উপরি-উক্ত দশবিধ অবতারের প্রাকট্য-লীলা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

নিত্যমানবদেহধারী কৃষ্ণই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। কৃষ্ণই পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্। তিনি নিখিল জ্ঞান বা চেতনের উৎস-স্বরূপ। নরবপুই কৃষ্ণের স্বরূপ। আমরা মানব, তাই তিনি অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার এই স্বরূপ আমাদের নিত্য-কল্যাণ-বিধানের জন্ত প্রকটিত করেন। মানবই মানবের আদর্শ। নরের আদর্শ নরদেবতা হইতে পারেন না। জীবের জ্ঞান বা চেতন যখন অজ্ঞান বা অচেতনের আক্রমণে শুষ্ক ও জড়ীভূত হয়, তখন নাস্তিকতায় পরিণত হয়। বুদ্ধদেব স্বয়ং পূর্ণজ্ঞানময় বস্তু হইয়াও এই নাস্তিকতাকে মোহিত করিয়াছেন। তাহার পরের অবস্থায় জ্ঞানের ঘোর বিপ্লবাবস্থা; সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ-সাধনকল্পেই কল্কীর অবতার।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই কলির কুতর্ক ও অজ্ঞানহত জীবকুলের চেতনতার পরিপূর্ণভাবে উদ্বোধনের জন্ত বর্ত্তমান সময় হইতে চারিশত চুরাশী বৎসর পূর্বে গোড়দেশে শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অভিন্ন-

ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার বাণীই বেদের বাণী—ভাগবতের বাণী। একমাত্র তিনিই জীবচৈতন্যের নিত্য শাস্ত্রত সনাতন-ধর্মের সর্বোত্তম বিকাশের কথা জগতে জানাইয়াছেন। তাঁহার বাণীতে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই—দেশ-কাল-পাত্র-গত সংকীর্ণতা বা কোন প্রাদেশিকতা নাই। তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গলাদেশের নহেন বা তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গালীর নহেন, তিনি—সমস্ত জগতের হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতিকে আত্মধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। তাঁহার বাণী—চেতনো-ন্মেষিণী ও চেতন-রাজ্যের অনন্ত বৈচিত্র্য-প্রকাশিনী বাণী। ইহাই সার্বজনীন কথা—অমৃতময়ী কথা—সার্বভৌমিক কথা। শ্রীচৈতন্যশিফাগুত পানকরিলেই জীবের জন্মজন্মান্তরের সর্বপ্রকার অসুখ-অসুবিধা, অভাব-অনাটন, অশান্তি, দুঃখ-যাতনা চিরতরে সমূলে দূরীভূত হইয়া জীবকে নিম্মল প্রেমানন্দ-সাগরে সন্তরণ করাইবে—জীব তখন কৃতকৃতার্থ বা ধন্যতিধন্য হইবে।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

কালিন্দীর বিষজল হইল অমৃত

রমণকদ্বীপ সর্পগণের আবাসস্থল। কালিয় নাগ সেখানে বাস করিত। গরুড়-ভক্ষ্য সর্পগণ গরুড়ের দ্বারা ভক্ষিত হইবার ভয়ে তন্নিবারণার্থ তাহাকে মাসে মাসে অশ্বখমূলে বিবিধ বলি প্রদান করিত। কিন্তু দান্তিক কালিয় গরুড়কে অগ্রাহ করিয়া স্বয়ংই উহা ভক্ষণ করিত। এই কথা শুনিয়া গরুড় কালিয়ের প্রাণবিনাশের জন্ত তথায় আগমন করিলে কালিয় গরুড়কে দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু গরুড়ের পক্ষ দ্বারা বিশেষভাবে আহত হইয়া প্রাণভয়ে যমুনার হ্রদে প্রবেশ করিল। একদিন গরুড় যমুনায় আগমনপূর্বক মৎস্য ভক্ষণ করিতে থাকিলে সৌভরি ঋষি উহাকে নিবেদন করিলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত গরুড় ঋষির নিবেদন অগ্রাহ করিলে ঋষি গরুড়কে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, যদি গরুড় পুনরায় তথায় আগমন করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। কালিয় নাগ ইহা শুনিয়া নির্ভয়ে ঐ যমুনার জলে বাস করিত। কালিয়ের অগ্নিতুল্য উগ্র বিষে তথাকার জল বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল। ঐ হ্রদের উপর দিয়া গমনশীল পক্ষিগণও বিষের তেজে তথায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। সেই হ্রদের তীরবর্তী স্থাবর-জঙ্গম

প্রাণিগণ জলকণাবাহী বিষাক্ত বায়ুর স্পর্শে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। জীবগণের এইরূপ দুঃখ দেখিয়া করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদিন মহা-বিষাক্ত এই কালিয়কে এবং তদ্বারা দূষিতা যমুনাকে দেখিয়া কটিভূষণকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন-পূর্বক তীরস্থিত কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং করতালি দিতে দিতে অত্যুচ্চ বৃক্ষ হইতে সেই বিষময় হ্রদে লক্ষ্য প্রদান করিলেন। তাহাতে এক ভীষণ শব্দ হইল। সেই শব্দ শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া কালিয় নাগ ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণকে দস্তাঘাতপূর্বক দেহ দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিল। শ্রীকৃষ্ণের সহচর গোপালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়কর্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া অত্যন্ত আর্ত ও দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। ধেনু, বৃষ এবং বৎসগণও ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে ব্রজে ভূমিকম্প, আকাশে উল্কাপাতাদি, লোকের বায় অঙ্গ কম্পন প্রভৃতি আসন্ন ভয়মুচক উৎপাত হইতে লাগিল। এই উৎপাত দর্শন করিয়া নন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে না লইয়াই গোচারণে গমন করিয়াছেন দেখিয়া ভয়ে উদ্বিগ্ন হইলেন। দুর্লক্ষণদর্শনে কৃষ্ণগত-প্রাণ গোপগণ কৃষ্ণের নিধন হইয়াছে ভাবিয়া দুঃখ, ভয় ও শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন এবং কৃষ্ণানুসন্ধানার্থ বাৎসল্য-ভাববিশিষ্ট আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই স্থলিতপদে ব্রজ হইতে বহির্গত হইয়া যমুনাতটে গমন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে সর্পবেষ্টিত এবং গোপালকগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্শ্বাহত হইলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণ নন্দাদি গোপগণ এই দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব-বিষয়ে অভিজ্ঞ বলদেব তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। গোকুলবাসিগণকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া কিছুক্ষণপর শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে বিশেষভাবে পীড়িত করিলে কালিয় শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিল এবং পরে ফণা উন্নত করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রোধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াপর হইয়া কালিয়ের চতুর্পার্শ্বে গরুড়ের আয় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সর্পও তখন শ্রীকৃষ্ণকে দংশন করিবার অপেক্ষায় ভ্রমণ করিতেছিল। কিছুক্ষণপর শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগের বৃহৎ মস্তকোপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে শতশীর্ষ কালিয়ের ফণাসমূহের মণির স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল অরুণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল। দুষ্টদমন শ্রীকৃষ্ণের চরণাঘাতে কালিয়ের মুখ ও নাসা হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। তৎকালে গন্ধর্বাদি দেবতাবৃন্দ পুষ্পের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে

পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিপীড়িত হইয়া কালিয় প্রচুর রক্তবমন করিতে করিতে নারায়ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইল। কালিয়ের পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল,—“হে দেব! দুষ্টদমনের জন্তই আপনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব আমাদের পাপাচারী স্বামীর প্রতি এই শাস্তি যোগ্যই হইয়াছে। আপনার দণ্ড নিশ্চিতভাবে পাপিগণের পাপ নাশ করিয়া থাকেন। সেইজন্য দণ্ডরূপে আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহই করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমাদের এই স্বামী যে পাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পাপ নাশ করায় আপনার ক্রোধকেও আমরা অনুগ্রহই মনে করিতেছি। হে দেব! যে পদরেণু-লাভের আশায় শ্রীলক্ষ্মীদেবীও বিষয়াস্তুর পরিত্যাগপূর্বক চিরকাল ব্রতশীলা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন; এই কালিয় কোন্ পুণ্যপ্রভাবে সেই চরণরেণুলাভে অধিকারী হইল, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না। কি আশ্চর্য্য! তমোগুণোদ্ভূত এই সর্পরাজ ব্রহ্মাদির দুর্লভ সেই পদরজঃ লাভ করিল! যাহা হউক, কালিয় অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা আপনি ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে কালিয়ের প্রাণভিক্ষা প্রদান করুন।”

কালিয়পত্নীগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে পরিত্যাগ করিলেন। কালিয় ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণলাভ করিল। পরে কাতরবচনে অপরাধ স্বীকারপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের অনেক স্তুতি করিয়া তাঁহার আদেশ-প্রতীক্ষায় রহিল। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সপরিকরে সেই হৃদ পরিত্যাগ করিয়া রমণকদ্বীপে গমন করিতে বলিলেন। কালিয়ও তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণা অভিবাদন করতঃ স্ত্রী, আত্মীয় ও পুত্রগণ সহ সমুদ্রের মধ্যবর্তী রমণকদ্বীপে গমন করিল। তৎকালে ভগবানের অনুগ্রহে কালীদেহের জল বিষহীনা হইয়া অমৃততুলা হইল।

শ্রীকৃষ্ণলীলা দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্বকালে নিত্যচরিত্র ও অষ্টকালীয় লীলা বর্তমান। ভৌমলীলায় সেই অষ্টকালীয় লীলার সহিত নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আছে। ব্রজ হইতে গতায়াত ও অশ্বরমারণাদি নৈমিত্তিক লীলা। নৈমিত্তিক লীলা ব্যতিরেকভাবে গোলোকে আছে। কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বাস্তবরূপে প্রকাশিত হয়। সাধকগণের পক্ষে নিত্যলীলায় প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক লীলাসমূহ প্রতিভাত হয়।

সাধকগণ সেই সকল লীলায় নিজ নিজ অনর্থনাশের আশা করিবেন। কালিয়দমন-লীলা সেই সকল নৈমিত্তিক-লীলার অন্ততম। কিন্তু এই সকল লীলা নৈমিত্তিক অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইলেও কস্মফলবাহ্য জীবের কার্যের জ্বায় অনিত্য নহে। এই সকল লীলার মধ্যে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা সাধকজীব গ্রহণ করিবেন। এই সকল লীলা রূপক বা অধ্যাত্মিক নহে; ইহা বাস্তব। কালিয়দমনলীলা দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিমান, খলতা, পরাপকারিতা, কুরতা, জীবে দয়াশূন্যতারূপ জীবের অনর্থগুলিকে দমন করেন।

—শ্রীব্রজভানুদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীকেদার-বন্দী-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গভঃ রেজিষ্ট্রাড্)

শ্রীউদ্ধারন গোড়ীয় মঠ

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)।

ইং ৩১/৫/১৯৭০

সাদরসন্তোষপূর্বক নিবেদন,—

আগামী ৪ঠা ভাদ্র ১৩৭৭, ইং ২১শে আগষ্ট ১৯৭০, শুক্রবার দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কতিপয় সেবক শ্রীকেদার-বন্দী তীর্থদর্শনের জন্ত যাত্রা করিবেন। পথিমধ্যে হরিদ্বার, কংখল, হুধীকেশ, লচ্‌মন্‌ঝোলা প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিও পরিদর্শন করিবেন। তাহারা উক্ত-দিবসে হাওড়া ষ্টেশনের ৮ নং প্লাটফর্ম হইতে রাত্র ৮টার সময় রওনা হইবেন, অতএব যাত্রীগণ সম্মান্য ৬টার মধ্যেই উক্ত প্লাটফর্মে উপস্থিত থাকিবেন। পরপৃষ্ঠায় নিয়মানুসারে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তাহাদের সহিত যোগদান করিতে পারেন। বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে উল্লিখিত ঠিকানায় অথবা শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় শ্রীশ্রীমন্তকিবেদান্ত বামন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্রালাপ করুন। ইতি—১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭।

আহ্বায়ক

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিম্নমানবলী :—

১। দুইবেলা প্রসাদ ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি যাতায়াত ট্রেন-বাস-ভাড়া ও কেদার-বদ্রীর কুলি খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৩৫৫.০০ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রীগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারীসহ), গরম জামা-কাপড় ইত্যাদি এবং ১টী করিয়া এলুমিনিয়ামের থালা ও ঘটি সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু লেজেন্স ও তালমিশ্রী লইবেন। বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্বসমেত যেন দশ/বার সেরের অধিক না হয়।

৩। কোন যাত্রীর ১২ সেরের বেশী মাল লইলে প্রতিসেরে ৩.০০ টাকা হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৪। দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ১৫০.০০ টাকা আগামী ২২শে শ্রাবণ, চই আগষ্ট তারিখের মধ্যে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ঠিকানায় জমা দিতে হইবে।

৫। অগ্রিম ১৫০.০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা যাত্রা-দিবসে অথবা তৎপূর্বে সমিতির কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন; পাণ্ডা বিদায় স্বতন্ত্র লাগিবে।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী, প্রভৃতির ভাড়া পৃথকভাবে লাগিবে।

৭। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতা, লাঠি ও বৃষ্টি হইতে বিছানা ঢাকিবার জন্য ৪ ফুট X ৬ ফুট রাবারক্লথ সঙ্গে লইবেন।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা :—

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছ্মনঝোলা, ত্রিযুগীনারায়ণ, শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডুকাটা-গণেশ, গোড়ীকুণ্ড, কেদারনাথ। তথা হইতে অবতরনাতে পুনরায় রুদ্রপ্রয়াগ, যোশীমঠ হইয়া শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ পৌঁছাইবেন। তথায় তপ্তকুণ্ড, পঞ্চশীলা, ব্রহ্মকপাল প্রভৃতি দর্শন সমাপনাতে বাসযোগে হৃষীকেশ প্রত্যাবর্তন ও তথা হইতে হাওড়া যাত্রা। *

[কেহ গঙ্গোত্রী ও যমুনেত্রী দর্শনইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে আরও ২০০.০০ শত টাকা বেশী দিতে হইবে এবং পূর্কেই তাহা কর্তৃপক্ষের নিকট জানাইতে হইবে।]

* বিশেষ দ্রষ্টব্য—দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্তন স্বীকার্য্য এবং যে-কোন দৈব-দুর্বিপাকের জন্য সমিতি বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন। এই পরিক্রমায় ১৮২০ দিন সময় লাগিতে পারে।

প্রভুপদে হৃদয় বারতা

জীবের জীবন ওহে করুণাসিন্ধু !

অধম পতিতজনার বন্ধু ॥

এ-অধমে স্থান দাও শ্রীচরণে—

নইলে কি হইবে গতি তাই ভাবি মনে ॥

তুমি যে অনন্ত কৃপাপারাবার ।

ভক্তের লাগি ভবে হও অবতার ॥

এই মূঢ়জনে অহৈতুকী কৃপাদানে ।

বিষয় তেয়াগিতে শক্তি দাও প্রাণে ॥

তুমি জগতের নাথ অগতির গতি ।

সেই ভরসায় চরণে শরণার্থী আমি ॥

যদিও পতিত আমি পাপী দুরাচার ।

তথাপিও আমিতো হই পাল্য তোমার ॥

ছুষ্ঠের দমনে আর শিষ্টের পালনে ।

ধর্মসংস্থাপনে আর লীলা আশ্বাদনে ॥

ভক্তের তরে তুমি সাজিয়া নানা বেশ ।

যুগে যুগে অবতীর্ণ হৈয়াছ নরেশ ॥

এবে নাথ তুমি মোরে করহ করুণা ।

বিষয়ের দ্বারে আর না কর বঞ্চনা ॥

সুখে দুঃখে তব নাম-রূপ-গুণ-গান ।

প্রফুল্ল হৃদয়ে যেন চিন্তি অবিরাম ॥

— শ্রীমতিলাল দত্ত

২৮/১ মহাত্মাগান্ধী রোড্

কলিকাতা—৪১

গ্রাহক নং—৫০২০

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহামহোৎসব

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

(গভঃ রেজিষ্ট্রাড্)

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ ; ইং ১৯৫৭।৭০

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে আগামী ১৮ই আষাঢ় ১৩৭৭, ইং ৩রা জুলাই ১৯৭০ শুক্রবার হইতে ২৮শে আষাঢ় ১৩৭৭, ইং ১৩ই জুলাই ১৯৭০, সোমবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবানুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-রূপালেশ-প্রার্থী

সত্যেন্দ্র,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্তিবিনোদ বার্মন মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী :—

- ১। ১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই, শুক্রবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্তন।
- ২। ১৯শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই, শনিবার—পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন-মুখে গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন পরে গঙ্গাস্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন।
- ৩। ২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই, রবিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন। পরে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।
- ৪। ২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই, সোমবার হইতে ২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ্ন অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা-আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৫। ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই, বৃহস্পতিবার হেরাপঞ্চমী দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।
- ৬। ২৫শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই, শুক্রবার হইতে ২৭শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্নৃহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৭। ২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, সোমবার—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা, পরে মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন এবং রাত্রে মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে উৎসব সমাপ্তি।

দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্তনযোগ্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।

ধর্ম্যঃ সমুৎপত্তিঃ পুংসাং বিশ্বকুসেন-কথাস্থ যঃ ॥



নোংপাদময়েদেবদ্বি রতিং শ্রমএবহি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশ্ন ॥

অন্য ধর্ম সুহরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার বতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

২২শ বর্ষ

গর্ভোদশায়ী, ২৮ বামন, ৪৮৪ গৌরাক
শুক্লাবর, ৩২ আষাঢ়, ১৩৭৭ ; ইং ১৭।৭।১৯৭০

৫ম সংখ্যা

সানুবাদঃ শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

সান্দ্র প্রেমরসৈঃ প্লুতা প্রিয়তয়া প্রাগল্ভ্যামাপ্তা তয়োঃ

প্রাণপ্রের্ষবয়স্যয়ো রত্নদিনং লীলাভিসারং ক্রমৈঃ ।

বৈদক্যেন তথা সখীং প্রতি সদা মানস্য শিক্ষাং রসৈ-

র্ষেয়ং কারয়তীহ হন্ত ললিতা গৃহাতু সা মাং গণৈঃ ॥ ২৯ ॥

যিনি প্রগাঢ় প্রেমরসে নিমগ্ন ও প্রিয়তাহেতু কিঞ্চিৎ ঔদ্ধত্যভাব অবলম্বন-
পূর্বক প্রাণপ্রিয় বয়স্বদ্বয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা ও অভিসার বিষয়ে যথাক্রমে
চাতুর্য্য ও রসপূর্ণবাক্য দ্বারা নিজ সখী শ্রীরাধিকাকে প্রতিদিন সখীজন
সমুচিত মান শিক্ষা প্রদান করিতেন, সেই ললিতা আমাকে নিজগণ মধ্যে
পরিগ্রহ করুন ॥ ২৯ ॥

প্রণয় ললিত নর্মস্ফার ভূমিস্তয়োৰ্ঘা

ব্রজপুর নবযূনোৰ্ঘাচ কণ্ঠান্ পিকানাং ।

নয়তি পরমধস্তাদিব্যাগানেন তুষ্ট্যা

প্রথয়তু মম দীক্ষাং হন্তু সেয়ং বিশাখা ॥ ৩০ ॥

যিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও সুন্দর কোতুকের পাত্রী, যিনি রাধাকৃষ্ণসম্বন্ধীয়
সুদিব্য সঙ্গীত দ্বারা কোকিলের স্বর পরাজয় করিতেছেন সেই বিশাখা
অনুগ্রহপূৰ্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ৩০ ॥

প্রতি নবনবকুঞ্জং প্রেমপূরেণ পূর্ণা

প্রচুর সুরভিপুষ্পে ভূষয়িত্বা ক্রমেণ ।

প্রণয়তি বত বৃন্দা তত্র নীলোৎসবং য়া ।

প্রয়গণবৃত্ত রাধাকৃষ্ণয়োস্তাং প্রপদ্যে ॥ ৩১ ॥

যিনি প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক নব নব কুঞ্জ সুগন্ধি কুসুম-
সমূহে ভূষিত করতঃ সখীগণপরিবৃত্ত রাধাকৃষ্ণের লীলানন্দ বিস্তার করিতেছেন
আমি নিয়ত সেই বৃন্দাকে বন্দনা করি ॥ ৩১ ॥

সখ্যেনালং পরমরুচিরা নর্মভবোন রাধাং

পাকার্থং য়া ব্রজপতি মহিষ্যাভ্রয়া সন্নয়ন্তী ।

প্রেম্না শশ্বৎ পথি পথি হরেবর্তয়া তর্পয়ন্তী

তুষ্যাৎসেতাং পরমিহ ভজে কুন্দপূর্বাং লতাং তাং ॥ ৩২ ॥

যিনি ব্রজপতি মহিষী যশোদার আদেশক্রমে রন্ধনের নিমিত্ত শ্রীরাধিকাকে
নন্দালয়ে আনয়ন করিতেন এবং উভয়ের কোতুকাবহ সখ্যভাব থাকায়
আসিতে আসিতে পথিমধ্যে কৃষ্ণকথা উত্থাপন করিয়া পুনঃ পুনঃ রাধিকাকে
পরিতর্পিত করিতেন এবং অতিশয় প্রীতিহেতু স্বয়ংও পরিতৃপ্ত হইতেন, সেই
কুন্দলতাকে আমি ভজনা করি ॥ ৩২ ॥

ব্রজেশ্বর্য্যানীতাং বত রসবতীকৃত্যবিধয়ে

মুদা কামং নন্দীশ্বরগিরিনিকুঞ্জে প্রণয়িণী ।

ছলৈঃ কৃষ্ণং রাধাং দয়িতমভি তাং সারয়তি য়া

ধনিষ্ঠাং তৎপ্রাণপ্রিয়তরসখীং তাং কিল ভজে ॥ ৩৩ ॥

পাক কার্যের অন্ত্যস্তানের নিমিত্ত যশোদা যাহাকে আনয়ন করিতেন এবং যিনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া নন্দীশ্বর পর্বতের নিকুঞ্জে গমনপূর্বক ছলক্রমে তথায় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধিকাকে অভিসার কার্যে নিযুক্ত করিতেন, সেই শ্রীরাধিকার প্রাণপ্রিয়সখী ধনিষ্ঠাকে আমি ভজনা করি ॥ ৩৩ ॥

অবস্থীতঃ কীর্ত্তেঃ শ্রবণভবতো মুগ্ধহৃদয়া

প্রগাঢ়োৎকর্থাভিব্রজভুবমুরীকৃত্য কিল যা ।

মুদা রাধাকৃষ্ণোজ্জলরস স্মৃথং বর্দ্ধয়তি তাং

মুখীং নান্দী পূর্বাং সততমভিবন্ধে প্রণয়তঃ ॥ ৩৪ ॥

যিনি ব্রজধামের গুণ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় উৎকর্থাবশতঃ অবস্থীনগর পরিত্যাগপূর্বক এই ব্রজধামে অবস্থিতি করেন এবং যিনি তথায় অবস্থিতি করিয়া মনের আনন্দে সর্বদা রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসস্মৃথ পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন সেই নন্দীমুখীকে আমি প্রীতিসহকারে বন্দনা করি ॥ ৩৪ ॥

মুদা রাধাকৃষ্ণপ্রচুর জলকেলী রসভর

স্থলং কস্তুরীতদঘুম্বণ ঘনচর্চ্চাচ্চিত জলা ।

প্রমোদাত্তৌ ফেগস্মিত মুদিত মুর্মিস্ফটকর

শ্রিয়া সিঞ্চন্তীব প্রথয়তু স্মৃথং ন স্তরগিজা ॥ ৩৫ ॥

পরস্পর আনন্দিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের জলবিহার আরম্ভ হইলে জলশ্রোতে তদীয় গাত্রজ্বলিত কস্তুরী, কুঙ্কুম ও চন্দনাদি দ্বারা যাহার জল অতি সুন্দর হইয়াছে এবং যিনি আনন্দহেতু খেলাচ্ছলে মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া তরঙ্গরূপহস্ত দ্বারা যেন সেই রাধাকৃষ্ণকে অভিষেক করিতেছেন, সেই তরণিতনয়া কালিন্দী আমার স্মৃথসম্পত্তি বিস্তার করুন ॥ ৩৫ ॥

সর্বানন্দ কদম্বকেন হরিণা প্রাগ্‌যাচিতা অপ্যমৃ:

স্বৈরং চাকু রিরংসয়া রহসি যাঃ ক্রোধাদনাদৃত্য তাং ।

প্রাণপ্রের্ষসখীং নিজামনুদিনং তেনৈব সার্কিং মুদা

রাধাং সংরময়ন্তি তাঃ প্রিয়সখী মূর্দ্ধন্য প্রপদ্যেতরাং ॥ ৩৬ ॥

সর্বপ্রকার আনন্দের একাশ্রয় সেই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নির্জনে স্বচ্ছন্দবিহারেচ্ছা প্রার্থিত হইয়াও যাহারা প্রণয়কোপবশতঃ তাহা অনাদর করিয়া প্রাণাধিকা নিজসখী শ্রীরাধিকাকে প্রতিদিন আনন্দপূর্বক সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করাইতেছেন সেই সমস্ত সখীদিগকে আমি মন্তকে বহন করি ॥ ৩৬ ॥

প্রেমা যে পরিবৰ্তনে কলিতাঃ সেবাসদৈবোৎসুকাঃ

কুৰ্বাণাঃ পরমাদরেণ সততং দাসা বয়স্যোপমাঃ ।

বংশীদৰ্পণদূত্যবারি বিলসন্তাস্থূলবীণাদিভিঃ প্রাণেশং

পরিতোষয়ন্তি পরিতস্তান্ পত্নিমুখ্যান্ ভজে ॥ ৩৭ ॥

প্রেমবশতঃ যাহারা পরমাদরে নিরন্তর বংশী, দৰ্পণ, দূতক্রীড়া, জল, কৰ্পূরাদিবাসিত তাস্থূল ও বীণাদি কৃষ্ণভোগ্য উপকরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষ করিতেছেন এবং পরস্পর বৰ্তন করিয়া অর্থাৎ তুমি কৃষ্ণের অমুক কার্য্য করিবে আমি এই কার্য্য করি এইরূপ বিভাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সৰ্বদা প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্যা করিতেছেন সেই বয়স্যতুল্য পত্নি প্রভৃতি কৃষ্ণদাসদিগকে আমি ভজনা করি ॥ ৩৭ ॥

তাস্থূলার্পণ পাদমর্দনপয়োদানাভিসারাদিভি-

বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ ।

প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ

কেলীভূমিষু রূপমঞ্জরিমুখাস্তাদাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥ ৩৮ ॥

তাস্থূলদান, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্য্য দ্বারা যাহারা বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে নিয়ত পরিতৃপ্ত করিতেছেন এবং প্রাণপ্রিয় ললিতাদি সখী অপেক্ষাও যাহারা প্রিয়তমা এবং যাহারা রাধাকৃষ্ণের কেলি স্থানে গমনাগমন করিতে অসঙ্কুচিত সেই রাধিকাদাসী রূপমঞ্জরী প্রভৃতিকে আমি আশ্রয়স্বরূপ গ্রহণ করি ॥ ৩৮ ॥

তৃণীকৃত্য স্ফারং সুখজলধিসারং স্ফুটমপি

স্বকীয়ং প্রেমাং যে ভর নিকর নম্রা মুররিপোঃ ।

সুখাভাসং শশ্বৎ প্রথয়িতুমলং প্রোঢ় কুন্তকা-

দযতন্তে তান্ ধন্যান্ পরমিহ ভজে মাধবগগান্ ॥ ৩৯ ॥

যাহারা বিস্তৃত নিজসুখরূপ অমৃতকে তৃণের আয় তুচ্ছ করিয়া অর্থাৎ নিজসুখাভিলাষ পরিত্যাগপূর্বক প্রেমভরে নত হইয়া প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের সুখসন্ততি বিস্তার করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আনন্দচিত্তে যত্ন করিতেছেন, সেই ধন্যবাদের পাত্র শ্রীকৃষ্ণপরিবার ভক্তগণকে আমি ভজনা করি ॥ ৩৯ ॥

(ক্রমশঃ)

‘থিওসফি’, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সাহজিক যত

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগোড়ীয় মঠ, কলিকাতা

ইং ৬।১।১৯২২

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২১শে তারিখের কার্ড প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীযুক্ত * * * প্রভু সম্প্রতি ঋতুদ্বীপ ও জহু-মোদক্রমাদি-দ্বীপে ভ্রমণ করিতেছেন। যেদিন তিনি ধানবাদ যাইতে চাহেন, সেদিন পূর্বেই সংবাদ দিবেন। আমরা একপ্রকার আছি। সুন্দরানন্দ এখনও এখানে আছেন।

পরলোকগত.....বাবু থিওসফিষ্ট্ মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি ঠিক শুদ্ধভক্তির কথা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার লেখনী হইতে এই সকল অপসিদ্ধান্ত বাহির হইয়া থাকিবে।

১। শ্রীগোরসুন্দরের লীলা নিত্য, সুতরাং নৈমিত্তিক অভয়দানহেতু নিরাকার ব্রহ্ম সাকার হন নাই। উহা মায়াবাদ মাত্র। ২। সবিশেষ ব্রহ্ম চিরদিনই শুদ্ধ জীবের সহিত প্রীতিবিশিষ্ট, তিনি বদ্ধ জীবের সহিত কোন প্রীতি স্থাপন করেন না। বদ্ধজীব যে তাঁহাকে মায়া-মমতা করে, তাহা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। আপনি যে-সকল বাক্য ঐ গ্রন্থ হইতে তুলিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা হস্ত সংবরণ করিতে পারিতেছি না একরূপ অর্কচীনতার প্রতিবাদ করিতে গেলেও লেখককে অত্যাশ্রয় সম্মান দেওয়া হয়। লেখকের জড়বুদ্ধি প্রবল বলিয়া ঐহিক মাতাপিতার সেবাধর্ম মহাপ্রভুর স্বন্ধে চাপাইয়া ভাল কাজ করেন নাই। ৩। তৃতীয় প্রশ্নটি নিতান্ত অবিবেচনার পরিচায়ক। ৪। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কখনই পূর্বাশ্রমের পত্নীর নিকট ‘সার্গী’ কিনিয়া পাঠান নাই। ৫। নিমাই জানেন.....বাবুর কোন সেবা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কি না? তবে আমাদের ন্যায় জীবে তাঁহার নির্দয়তা প্রকাশই হইয়াছে। ৬। ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর—অট্টহাস্ত।

নিত্যাশীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অশোভন

(ভক্তি-প্রাতিকূল্য)

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১ পৃষ্ঠার পর)

৬৫। যে-কোন ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করা কি ভক্তির অনুকূল ?

“সদগুরু-লালসা যত প্রবল হয়, ততই মঙ্গল। লালসা-নিবৃত্তির জন্য যে-কোন ব্যক্তিকে ‘গুরু’ বলিয়া বরণ করা উচিত নয়।”

—‘পঞ্চসংস্কার’, সঃ তোঃ ২।১

৬৬। অসদগুরু ও অসচ্ছিত্র পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ ত্যাগ না করিলে ভক্তির কি প্রাতিকূল্য সাধিত হয় ?

“গুরু-শিষ্যের নিত্য-সম্বন্ধ। পরস্পর যোগ্যতা যতদিন থাকিবে, ততদিন সেই সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না। গুরু ছুঁই হইলে শিষ্য অগত্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, শিষ্য ছুঁই হইলে গুরুও সে-সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন ; না করিলে উভয়ের পতন সম্ভব।”

—নামাপরাধ, ‘গুরুবজ্রা’ হঃ চিঃ

৬৭। কি কি কারণে দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য ?

“দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটি কারণে তিনি পরিত্যাজ্য হইতে পারেন—একটি কারণ এই যে, শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কার্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য হয় না বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। * * * দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরু-বরণ-সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদেষী হইয়া যাইতে পারেন—এরূপ গুরুকেও পরিত্যাগ করা কর্তব্য।”

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৬৮। ভারবাহিত্য ও কাপট্য কি ? তাহা ভক্তি-প্রতিকূল কেন ?

“বাহার। অধিকার বুঝিতে না পারিয়া ছুঁই গুরুর উপদেশে উচ্চাধিকারের উপাসনা—লক্ষণ অবলম্বন করিয়াছে, তাহার। প্রবঞ্চিত ভারবাহী ; সম্মান ও অর্থ-সঞ্চয়কে উদ্দেশ্য করে, তাহারাই কপট। ইহা দূর না করিলে রাগোদয় হয় না। সম্প্রদায়-লিঙ্গ ও উদাসীন-লিঙ্গদ্বারা তাহার। জগৎকে বঞ্চনা করে।”

—কৃঃ সং ৮।১৬

৬৯। অপরিপক্কাবস্থায় কৃত্রিমভাবে বিধিমার্গ পরিত্যাগ করিলে কি অশুবিধা হয়?

“অনেক দুর্বলচিত্ত পুরুষেরা বিধিমার্গ ত্যাগ করত রাগমার্গে প্রবেশ করেন। তাঁহারা অপ্রাকৃত আত্মগত রাগকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিষয়-বিকৃত রাগের অনুশীলনে বৃষভাসুরের ন্যায় আচরণ করিয়া ফেলে; তাঁহারা কৃষ্ণতেজে হত হইবেন।” —কৃঃ সং, ৮।২১

৭০। মথুরাগত, দ্বারকাগত ও ব্রজগত প্রতিবন্ধক-সমূহ উদ্ধারের প্রতিকূল কি?

“যাঁহারা পবিত্র ব্রজভাবগত হইয়া কৃষ্ণানন্দ-সেবা করিবেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নপূর্বক অষ্টাদশটি প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। * * * যাঁহারা জ্ঞানাদিকারী, তাঁহারা মাথুর দোষ-সকল বর্জন করিবেন। যাঁহারা কন্সাদিকারী, তাঁহারা দ্বারকাগত দোষ-সকল দূর করিবেন; কিন্তু ভক্তগণ ব্রজ-দূষক প্রতিবন্ধক-সকল বর্জন করত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইবেন।

—কৃঃ সং, ৮।৩০-৩১

৭১। ধ্যানাদি প্রেমোদয়ের অনুকূল না হইলে কি অনর্থ উৎপন্ন হয়?

“ধ্যান, ধারণা ও সমাধিকালে যদি জড়-চিন্তা দূর হইয়া যায়, অথচ প্রেমোদয় না হয়, তাহা হইলে চৈতন্যরূপ জীবের নাস্তিত্ব সাধিত হয়। ‘আমি ব্রহ্ম’—এই বোধটী যদি বিশুদ্ধ প্রেমকে উৎপাদন না করে, তবে তাহা স্থায়ী অস্তিত্বের বিনাশক হইয়া পড়ে।”

—প্রেঃ প্রঃ, ১ম প্রঃ

৭২। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের প্রতি কিরূপ বিধি পালনীয়?

“গুরুদেব, বৈষ্ণব ও ভগবানের গৃহের দিকে পাদ-প্রসারণ-পূর্বক কখনও নিদ্রা যাইবে না।” —‘শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ’—১৫, সঃ তোঃ ৭।৩

৭৩। নাম-মাহাত্ম্যকে যাহারা অতিশুভি জ্ঞান করে, তাহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হইবে?

“নামে যে-সকল লোক অর্থবাদ করেন, তাহাদের মুখ দর্শন করা উচিত নয়। যদি ঘটনাক্রমে সেরূপ লোকের সহিত সম্ভাষণ ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ সবস্ত্রে জাহ্নবী-স্নান করাই উচিত। যেখানে জাহ্নবী নাই, সেখানে অগ্নি পবিত্র জলে সচেলে স্নান করিবে। তাহাও যদি না ঘটে, তবে মানস-স্নান করিয়া আত্মশুদ্ধির বিধান করিবে।” —‘নামে অর্থবাদ’, হঃ চিঃ

৭৪। নামাপরাধিগণের সঙ্কীর্ণনে শুদ্ধবৈষ্ণব কি যোগদান করিবেন ?

“যে সঙ্কীর্ণন-মণ্ডলে নামাপরাধিগণ প্রধান হইয়া কীর্ণন করে, তাহাতে বৈষ্ণবের যোগ দেওয়া উচিত নয়।”

জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৭৫। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকর বাগ্‌যন্ত্রাদি সঙ্কীর্ণনে ব্যবহার করা কি ভক্তির অহুকূল ?

“খোল-করতালাদি প্রাচীন যন্ত্র ব্যতীত আধুনিক ও বৈদেশিক যন্ত্রসকল কীর্ণনে প্রবেশ করাইলে অনেক রঙ্গ হয় বটে, কিন্তু শ্রীভক্তিদেবীর ক্রমভঙ্গ হইয়া পড়ে। আজকাল আমরা বৈদেশিক ব্যবহারে এত মুগ্ধ যে, ভজন-প্রণালীর মধ্যেও তাহাকে প্রবেশ করাইতে যত্ন করিয়া থাকি।”

—‘কলিকাতায় কীর্ণন’, সঃ তোঃ ১১।৩

৭৬। অপক ভেকধারীর সংখ্যা-বৃদ্ধি আশঙ্কাজনক কেন ?

“ভেকধারী বৈষ্ণব-সংখ্যা বাড়িলে অবশ্যই আশঙ্কা করিতে হইবে যে, ইহাতে কলির কোনপ্রকার দৃষ্টকার্য আছে।

—‘বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্মূল হওয়া চাই’, সঃ তোঃ ৫।১০

৭৭। গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে কি সঞ্চয় কর্তব্য ?

“গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়-মাত্রই করিবেন না।”

—‘অত্যাহার’, সঃ তোঃ ১০।৯

৭৮। গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে কি মঠ, আখড়া প্রভৃতি আরম্ভ ভক্তির অহুকূল ?

“গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠ-আখড়া ইত্যাদি করিবেন না, তাহাতে গৃহ-ব্যাপারাদি হইয়া পড়ে।

—‘সাধুবৃত্তি’, সঃ তোঃ ১১।১২

৭৯। গৃহত্যাগীর স্থূল ভিক্ষা কি ভক্তির অহুকূল ?

“গৃহত্যাগী বিষয়ীর স্থূল ভিক্ষা করিয়া থাইবেন না এবং অর্থ লইয়া বৈরাগী নিমন্ত্রণ করিবেন না।”

—‘সাধুবৃত্তি’, সঃ তোঃ ১১।১২

৮০। গৃহত্যাগীর রাজা, বিষয়ী ও স্ত্রীদর্শন কি সেবাহুকূল ?

“গৃহত্যাগী পুরুষ রাজা প্রভৃতি বিষয়ী-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শন করিবেন না।”

—‘সাধুবৃত্তি’, সঃ তোঃ ১১।১২

৮১। গৃহত্যাগীর কি স্বগ্রামে বাস করা উচিত ?

“সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহত্যাগী ব্যক্তি কুটুম্বের সহিত নিজ-গ্রামে বাস করিবেন না।”

৮২। গৃহত্যাগীর স্ত্রী-সন্তাষণ দুষণীয় কেন ?

“গৃহত্যাগী নির্বেদপ্রাপ্ত বৈষ্ণবদিগের পক্ষে স্ত্রী-সন্তাষণ—বিপুল পতনের
হেতু।” —গৌঃ শ্রঃ স্তঃ ৬২

৮৩। ছুষ্ঠগুরু উপদেশে যাহারা অপকাবেস্থায় রাগমার্গ অবলম্বন করে,
তাহাদের গতি কি ?

“ছুষ্ঠ গুরুগণ রাগাধিকার বিচার না করিয়া অনেক ভারবাহী জনগণকে
মঞ্জুরী-সেবন ও সখীভাব-গ্রহণে উপদেশ দিয়া পরমতত্ত্বের অবহেলারূপ
অপরাধ করায় পতিত হইয়াছেন। যাহারা ঐসকল উপদেশমত উপাসনা
করেন, তাহারাও পরমার্থতত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে পড়িয়া থাকেন। যেহেতু
ঐসকল আলোচনায় আর গভীর রাগের লক্ষণ প্রাপ্ত হন না। সাধুসঙ্গ ও
সুপদেশক্রমে তাহারা পুনরায় উদ্ধার পাইতে পারেন।” —কৃঃ সং ৮।১৫

৮৪। সমস্ত পাপের মূল কি ?

“পরের উন্নতি সহিতে না পারার নামই—মাৎস্যর্য। ইহাই সমস্ত
পাপের মূল।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৫। স্ত্রী-লাম্পট্যটি কি ?

“স্ত্রী-লাম্পট্য একটি বৃহৎ পাপ।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৬। প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্যকে কি বলিয়া জানিতে হইবে ?

“প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্যক্রমে মানবের কার্যসকল নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে।
অতএব উক্ত লাম্পট্যকে পাপ বলিয়া দূর করিবে।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৭। জাগতিক শান্তি বা অশান্তির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া গৃহত্যাগ কি
শাস্ত্রানুমোদিত ?

“অনেকে গৃহে কষ্ট বোধ করিয়া অথবা অন্য কোন উৎপাত-প্রযুক্ত গৃহস্থধর্ম
পরিত্যাগ করেন, সে-কার্যটি পাপ-কার্য।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৮। ‘পাপ’ কি কি নামে পরিচিত ?

“গুরুতা ও লঘুতা-অনুসারে ‘পাপ’, ‘পাতক’, ‘অতি-পাতক’ ও ‘মহা-
পাতক’ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৯। জাড্য ও আলস্য কি শ্লাঘ্য ?

“জাড্য বা আলস্য পাপ-মধ্যে পরিগণিত, জাড্যশূন্য হওয়া পুণ্যবানের
কর্তব্য।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কৃষ্ণে লভিতে বিষয় তিয়াগি’

‘শুদ্ধভক্ত সঙ্গ চাই’

বৈষ্ণব-ন্যাসী শ্রীনাম প্রচারে এলা এক পাড়া গাঁয়ে,

বসিয়া সেথায় বটতরুতলে নাম-কীর্ত্তন গাহে ।

সাধু-আগমন-বার্ত্তা ক্রমেই রটি’ গেল সারা গাঁয়ে,

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আসিয়া লুটিল সাধুর পায়ে ।

প্রতিজনে আসি’ সাধুর সকাশে কহিল দুঃখের কথা,

ভাবিল সাধুর কৃপা-কণা পেলেন ঘুচিবে সর্ব ব্যথা ।

কেহ কহে, আমি বেকার ঘুরি গো, চাকুরী মিলিবে কবে,

কেহ কহে, মোর মেয়ের বিয়াটা এ বছরে কিগো হবে ।

কেহ কহে, আমি অন্বলে জ্বলি, কর্ত্তা যে ভোগে বাতে,

কেহ কহে মোর মেয়েকে জামাই দেখিতে পারে না মোটে ।

কেহ কহে তাঁর সুশিক্ষিত ছেলে করে দুর্ব্ব্যবহার,—

ভিন্ জাতির এক মেয়ে বিয়ে করি’ পাতিয়েছে সংসার ।

কেহ কহে মোর কর্ত্তা পঙ্গু, নানা রোগে ভুগে হায়,—

মন্ত্র পড়িয়া দেহ গো ঠাকুর যা’তে রোগ দূরে যার ।

কেহ কহে মোর পোষ্য অনেক, আয় হতে বায় বেশী,

আয় যাতে বাড়ে তেমতি কবচ দেহ মোরে হয়ে খুশী’ ।

এমত সবাই নানা অভিযোগ জানাইল সাধু-ঠাই,

কহিল ঠাকুর,—‘যার যা’ চিন্তা সিদ্ধি লভিবে তাই ।

সংসার শুধু দুখে-শোকে ভরা, শান্তি হেথায় নাই ;

ত্রিতাপ-জ্বালায় জীবের হৃদয় নিয়ত দহিছে তাই ।

ভাবিয়া দেখরে কে তব আপন, কে তব নিত্যসাথী ;

পরিজন লয়ে কেন সংসারে কর অত মাতামাতি ?

কেহ তো তোমার সাথী হবে নাকো যবে যাবে ধরা ছেড়ে,

পাপের ভাগ তো কেহ নেবে না রে,—ভুগিবি কৰ্ম্ম ফেরে ।

দুঃখ জানাতে এসেছো আজিকে গ্রাম্য সবাই মিলে,

জেনো জীবগণ ভোগে অবিরত নিজ কৰ্ম্মের ফলে ।

ভুলি' ঈশ্বরে ভব-কারাগারে পড়ে আছি মায়া-ঘোরে,
 মহামায়া সদা দিতেছে যাতনা জীবের শোধন তরে।
 সুখে থাকো যদি নিয়ত সকলে ডাকিবে হরি বলৈ ?
 সদা সুখ তাই আসে না জীবনে হরির করুণা-বলে।
 দুঃখের মাঝারে পড়িয়া মানুষ গাহে হরি-গুণ গান,
 হরি বল সব দুঃখে ও তাপে, হ'য়ো না'কো ম্রিয়মান।
 কেন ভাই সবে কামনা জানাও নিজেদ্রিয় সুখ লাগি' ?
 প্রভুর দ্বারায় নিজের কার্য করা'য়ে লইবে নাকি ?
 তোমার যা' কিছু সঁপিয়া দাও হে হরির চরণ 'পরে,
 তিনিই তোমার পরম সেবা, সেব তাঁয় ভক্তি-ভরে।
 ওই সংসারে মজি' পাবে না মুক্তি, কৃষ্ণ সে বহু দূরে,
 সংসার ত্যজি' এস ভাই সবে যাবে যদি মায়া-পারে।'
 শুনি' হেন বাণী বুঝিল সবাই-দুঃখ দূর না হবে,
 কর্মের দোষে ভোগে জীবগণ অবিরত ভব-রোগে।
 একে একে সবে চলে গেল ঘরে, যুবা এক সেথা' রহে,
 জানাল ঘাসীরে সংসার ছাড়ি' তাঁর সনে যেতে চাহে।
 ঠাকুর তখন কহেন তাহারে, 'ঘরে থেকে লহ নাম,
 নাম নিতে নিতে উপজিলে প্রেম, যাবে আনন্দ-ধাম।'
 যুবক কিন্তু না-ছোড়-বান্দা, কহে—'যেতে দাও স্বামী,
 কৃষ্ণে লভিতে বিষয় ত্যজিয়া হব তব অনুগামী।'
 কহিলেন ঘাসী,—'ভেবে দেখ ভাই, পারিবে কি যেতে সেথা,
 যদি যেতে পার চল মোর সাথে জাগে যদি ব্যাকুলতা।
 ঘাসীর সম্মতি পাইয়া যুবক হরষিত অন্তরে,
 কহিল,—'প্রভুজী, কল্য তব সাথে যা'ব মোর গৃহ ছে ও!
 এমত যুবক প্রতিজ্ঞা করি' ফিরিয়া আপন ঘরে,
 কহে গৃহিনীরে,—'আগামী কল্য যা'ব এ ভবন ছেড়ে।'
 গিন্নী শুধা'ল—'কত দূরে যাবে, কতদিন রবে সেথা,
 আমিও তোমার সঙ্গী হইব, নহিলে পাবে ব্যথা।'

যুবা কহে—‘প্রিয়া, ভুলে যাও মোরে, ফিরিব না হেথা আর,
 শ্রীহরির লাগি যাব সাধু-সাথে ত্যজি’ এই সংসার ।’
 ভার্য্যা তাঁহার দু’টি পায়ে ধরি’ ব্যাকুলি’ উঠিল কাঁদি’—
 কহে,—‘ওগো প্রিয়, আমারে মারিয়া ধর্ম করিবে না’কি ?
 জীবন থাকিতে ছাড়িব না তোমা’, আগলি রাখিব বৃকে,
 মোরা অভিন্ন হৃদয় যদি গো, কেন ছাড়াছাড়ি রবে ?’
 যুবক ভাবিল প্রিয়ারে ছাড়িয়া কেমনে সর’বে দূরে !
 কহে তাই,—‘প্রিয়ে, কাঁদিও না আর, যাব না তোমারে ছেড়ে ।
 প্রভাতে উঠিয়া চলিল যুবক, সাধুর সন্নিধানে,
 দেখিল সাধুজী দু’বাহু জড়া’য়ে ধরিয়াছে বটক্রমে ।
 কহিল,—স্বামীজী, কেন বা আছেন বৃক্ষে জড়ায়ে ধরি,
 যাইতে নারিহু আপনার সাথে ভার্য্যা দি’ছে না ছাড়ি’ ।’
 ঈশং হাসিয়া কহিলেন ন্যাসী—‘বৃক্ষ না ছাড়ে মোরে,
 যেমতি তোমার রূপসী ভার্য্যা রেখেছে তোমারে ধরে ।’
 যুবক কহিল,—আপনারে কভু ধরিয়া রাখেনি ইহো,
 ন্যাসীজী জানায় তোমারেও ভাই ধরিয়া রাখে নি কেহ ।
 সংসার ত্যজিতে পারিলে না তুমি স্ত্রীতে মমতা-বশে,
 মিছাই কহিছ বন্দী রহিছ সতত গৃহিণী-পাশে ।
 বিষয়ের ’পরে আসক্তি থাকিতে কৃষ্ণ মিলে না ভাই,
 কৃষ্ণে লভিতে বিষয় তেয়গি’ শুদ্ধ ভক্ত-সঙ্গ চাই ।
 প্রণমি ন্যাসীরে কহিল যুবক,—সত্য কহিলে প্রভু,
 সংসার ত্যজি’ তব সাথী হতে পারিবনা আমি কভু ।’
 কহিলেন ন্যাসী,—‘মাতৈঃ রে ভাই, ভজ নাম অনিবার,
 নাম-বলে ক্রমে শুদ্ধভক্তি পেলো র’বে না’ক গৃহে আর ।
 হরিনাম ছাড়া গতি নাহি কভু, নামই স্বয়ং হরি,
 সদগুরু-পাশে নাম-দীক্ষা ল’য়ে কহ সদা হরি হরি ।’

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৫৩)

অনন্তর মানসপূজার মাহাত্ম্য বলা হইতেছে, এই মানসযোগ জরাব্যাধি-
ভয়াবহ।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে এই উক্তি আছে—

যশ্চৈতৎ পরয়া ভক্ত্যা সৰ্বং কুর্য্যান্মহামতে ।

ক্রমোদিতেন বিধিনা তত্ত্ব তুষ্যামহং মুনে ॥

হে মুনে ! যিনি একবার পরমভক্তিসহকারে যথোক্ত বিধানে ইহার
অনুষ্ঠান করেন, আমি তাঁহার প্রতি তুষ্ট হই । ভগবদর্চন সম্বন্ধে যে অষ্টবিধ
মূর্তির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে মানসমূর্তি অষ্টম স্থানীয়া বলিয়া কোন স্থলে ইহা
স্বতন্ত্রভাবে হইয়া থাকে ।

ভাঃ ১১।৩।৫০ শ্লোকে আবির্হোত্রবাক্য—‘অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালঙ্কো-
পচারকৈঃ’ অর্থাৎ অর্চ্চাদিতে বা হৃদয়ে যথালঙ্ক উপাচারদ্বারা ইত্যাদি বাক্যে
তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

অতঃপর পূজাস্থান নিরূপিত হইতেছে,—

শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ।

যে স্থানে শালগ্রামশিলা বর্তমান, তথায় হরি নিত্য সন্নিহিত থাকেন ।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মথুরাক্ষেত্র মহাধিষ্ঠানস্বরূপ । যথা মথুরা ভগবান্ ‘যত্র নিত্যং
সন্নিহিতোঃ হরিঃ ।’ এইরূপ শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতিতে তত্ত্বান্বয়-
বৈভববিশিষ্টরূপে মথুরা-বৃন্দাবনাদি বর্ণিত হইয়াছে । অত্র অধিষ্ঠানে মথুরা-
ক্ষেত্রকেই ধ্যানযোগে প্রকাশিত করিয়া তাহাতে ভগবানের ধ্যান করিতে
হয় শ্রীপ্রতিমায় উক্ত আকারের সমানরূপে ধ্যান করিতে হয় । যেহেতু তথায়
আকারগত ঐক্য আছে ।

শ্রীভাগবত ১১।২৭।১৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—‘চলাচলেতি দ্বিবিধা
প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্ ।’ প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা, জীবন্ত জীবয়িতুঃ পরমাত্মনো মম
মন্দিরং মদঙ্গপ্রত্যঙ্গৈরেকাকারতাম্পদমিত্যর্থঃ অর্থাৎ চলা ও অচলা এই দ্বিবিধা
প্রতিমাই জীবমন্দির । প্রতিষ্ঠা অর্থে প্রতিমা । প্রতিষ্ঠারূপ ক্রিয়া দ্বারা
পূর্বোক্ত প্রতিমা আমার তদাম্পদ হইয়া থাকে ।

শ্রীমূর্তি-প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে শ্রীহরিশীর্ষকপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—“বিক্ষো-
সন্নিহিতো ভব ।” হে বিক্ষো ! আপনি এখানে সন্নিহিত হউন । এই সান্নিধ্য-

করণমন্ত্র পাঠান্তে—যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ । “তৎ সৰ্ব্বমেকতো
লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতাম্ ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । অর্থাৎ আপনার
যাহা পরমতত্ত্ব এবং যাহা জ্ঞানময় শরীর, তৎসমুদয় এই দেহে একত্র লীনরূপে
অবগত হউন । অথবা জীবমন্দির অর্থে সৰ্ব্বজীবের আশ্রয় সাক্ষাৎ ভগবানই
প্রতিষ্ঠাস্বরূপ । পরমোপাসকগণ প্রতিমাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপেই দর্শন
করেন । যেহেতু ভেদস্ফূর্তি ভক্তিস্ছেদক বলিয়া ঐক্যদর্শনই সঙ্গত । ভগবানও
এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন,—

বস্ত্রোপবীতান্ডরূপত্রয়গ্গন্ধলেপনৈঃ । অলংকুর্কীত সপ্রেম মদুজ্জ্বলা য়াং
যথোচিতম্ ॥ মদীয় ভক্ত বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, পত্র, মাল্য এবং গন্ধলেপন
দ্বারা সপ্রেমে যথোচিতরূপে আমাকে অলঙ্কৃত করিবে ।

বিষ্ণুধর্ম্মে প্রতিমাবিষয়ে অম্বরীষের প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্য—

তস্মাং চিত্তং সমাবেশ্য ত্যজ চাত্তান্ ব্যাপাশ্রয়ান্ ।

পূজিতা সৈব তে ভক্ত্যা ধ্যাতা চৈবোপকারিণী ॥

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ভুঞ্জংস্তামেবাগ্রে চ পৃষ্ঠতঃ ।

উপর্যধস্তথা পার্শ্বে চিস্তয়ংস্তামথাত্মনঃ ॥

হে রাজন্! তুমি তাঁহাতে চিত্ত সমাবেশপূর্ব্বক অন্ত আশ্রয় ত্যাগ কর ।
যেহেতু উক্ত প্রতিমাই ভক্তিসহকারে পূজিতা ও চিন্তিতা হইয়া তোমার
উপকারিণী হইবেন । তুমি গমন, অবস্থান, নিদ্রা এবং ভোজনকালে তাঁহাকেই
নিজের অগ্রে, পশ্চাতে, উর্দ্ধভাগে, অধোদেশে এবং পার্শ্বে চিন্তা করিবে ।

অতএব তৎপূজায় আগমে এইরূপ আবাহনরীতি উক্ত হইয়াছে । আদর-
সহকারে তাঁহার সম্মুখীকরণই ‘আবাহন’ । ভক্তিসহকারে তাঁহার নিবেশনই
‘সংস্থাপন’ । “আমি আপনারই হইয়া থাকি” এই তদীয়ত্বভাবপ্রদর্শনই
‘সন্নিধাপন’ । ক্রিয়াসমাপ্তি পর্য্যন্ত স্থাপনই ‘সন্নিবোধন’ এবং সৰ্ব্বাঙ্গপ্রকাশনই
‘সকলীকরণ’ ।

শূদ্রাদিপূজিত প্রতিমার যে পূজানিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহা অবৈষ্ণবশূদ্রাদি
সম্বন্ধেই জ্ঞাতব্য । যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—‘ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তান্তে তু
ভাগবতা মতাঃ । সৰ্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনাৰ্দ্দনে ॥’ অর্থাৎ
ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত, কিন্তু সৰ্ব্ববর্ণের মধ্যে যাহারা হরি-
ভক্ত হয় না, তাহারাই শূদ্ররূপে জ্ঞাতব্য ।

দৃষ্টা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ ।

ত্রেতাдиषু হরেরচা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥ (ভাঃ ৭।১৪।৩৯)

নরগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞানতা (অসম্মান) তাদৃশ ভাব দর্শন করিয়া পূজার জন্ত অর্চা কৃত হইয়াছিলেন ।

কেহ কেহ অর্চামধ্যে শ্রীহরির উপাসনা করিয়া থাকেন । কিন্তু জীব-বিদেষী ব্যক্তিগণকর্তৃক পূজিত হইলে উক্ত অর্চা সিদ্ধি প্রদান করেন না ।

অনন্তর জীবনের জাত্যাদি দ্বারা বিবৃত হইতেছে—

পুরুষেষপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ ।

তপসা বিদ্যা তুষ্ঠ্যা ধত্তে বেদং হরেন্দ্রম্ ॥ (ভাঃ ৭।১৪।৪১)

হে রাজেন্দ্র ! পুরুষগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই সুপাত্ররূপে জ্ঞাত হইয়াছেন । যিনি তপশ্চা, বিদ্যা ও তুষ্টি দ্বারা শ্রীহরির শরীরস্বরূপ বেদধারণ করেন, তিনিই সুপাত্র ।

নমস্তু ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্ত জগদাত্মনঃ ।

পুনতঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ ॥ (ভাঃ ৭।১৪।৪২)

পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণরূপ পাত্রেরই প্রশংসা করিতেছেন, — হে রাজন্ ! এই ব্রাহ্মণগণ পদধূলিদ্বারা ত্রিলোক পবিত্র করিয়া থাকেন এবং ইঁহারা জগদাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ দৈবতস্বরূপ । জগদাত্মা অর্থে জগতে লোকসংগ্রহ-কর্মাদি-প্রবর্তনহেতু তাদের নিয়ামক ।

শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্ ।

কীকটেহপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ ॥

যে স্থানে শালগ্রামশিলা অবস্থিত, তথায় যোজনত্রয় পর্য্যন্ত স্থান তীর্থরূপে পরিগণিত হয় এবং তৎস্থানে অনুষ্ঠিত দান, জপ ও হোমক্রিয়া কোটিগুণাধিক হইয়া থাকে ।

অপুণ্যকীকটনামক দেশেও শালগ্রামের নিকট চতুর্দিকে ক্রোশপরিমিত ক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে মনুষ্য বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয় । অতএব অর্চার আধিক্যই নির্ণীত হইল ।

অন্য অধিষ্ঠানের কথাও বলা হইতেছে,—

সূর্য্যোহগ্নিব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মকুজ্জলম্ ।

ভূরাশ্বা সর্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥

সূর্য্যে তু বিদ্যা ত্রয়া হবিষাগ্নৌ যজ্ঞেত মাম্ ।

আতিথেয়ন তু বিপ্রাগ্নৌ গোষঙ্গ যবসাদিনা ॥

বৈষ্ণবে বন্ধুসংকৃত্যা হৃদি থে ধ্যাননিষ্ঠয়া ।

বার্যে মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রবৈস্তোয়পুরঙ্কতৈঃ ॥

স্থণ্ডিলে মন্ত্ৰহৃদয়েভোগৈরাভ্যাসমান্ননি ।

ক্ষেত্রজং সর্বভূতেষু সমস্তেন যজ্ঞেত মাম্ ॥

ধিক্যোষিতোষু মদ্রপং শজ্জচক্রগদাশূভৈঃ ।

যুক্তং চতুর্ভূজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্যেৎ সমাহিতঃ ॥ (ভাঃ ১১।১১।৪২-৪৬)

স্বর্ঘ্যে ত্রয়ীবিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ সূক্তানুসারে উপস্থানাদি দ্বারা, অগ্নিতে হবি দ্বারা, ব্রাহ্মণে আতিথ্য দ্বারা, গোসমূহে তৃণাদি দ্বারা, বৈষ্ণবে বন্ধুযোগ্য সহকার দ্বারা, হৃদয়াকাশে ধ্যান-নিষ্ঠা দ্বারা, বায়ুতে মুখ্যধী (প্রাণদৃষ্টি) দ্বারা, জলে তর্পণাদি দ্বারা, স্থণ্ডিলে (ভূমিতে) মন্ত্ৰাভ্যাস দ্বারা, আভ্যমধ্যে ভোগ দ্বারা এবং সর্বভূতে সমদৃষ্টি দ্বারা ক্ষেত্রজস্বরূপ আমার পূজা করিবে। এস্থলে সর্বত্র চতুর্ভূজেরই অনুসন্ধান হইলেও বিবিধ মার্গ জানিতে হইবে। তন্মধ্যে মন্দির লেপনাদি দ্বারা যেরূপ তদধিষ্ঠাতৃপ্রতিষ্ঠার উপাসনা হয়, সেইরূপ অধিষ্ঠানবস্তুর পরিচর্যা দ্বারা অধিষ্ঠাতৃপুরুষের উপাসনা অন্যপ্রকার মার্গ। এই মার୍গানুসারেই বৈষ্ণবে বন্ধুযোগ্য সংকার এবং গোসমূহে তৃণাদি দ্বারা ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। অতএব এস্থলে বন্ধুভাব যেরূপ বৈষ্ণবেই সঙ্গত, সেইরূপ তৃণাদিভোজী গোসমূহে তৃণাদি প্রদানে গোসমূহই সম্প্রদান-কারক সঙ্গত হয়, কিন্তু এই দানে চতুর্ভূজপুরুষ সম্প্রদান-কারক হইবেন না। যেহেতু উহা অভক্ষ্য। জগতে যাহা আত্মার অভীষ্টতম এবং যাহা অতিপ্রিয়, তৎসমুদয়ই আমার উদ্দেশ্যে দান করিবে এবং তাহাই আমার হইবে—এই বাক্যে উৎকৃষ্ট প্রিয়বস্তুর দানই উক্ত হইয়াছে। হৃদয়াকাশে ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা, জলে জলপ্রমুখ দ্রব্যাদি দ্বারা ইত্যাদি স্থলে অগ্নি প্রভৃতির মধ্যে তদন্তর্য্যামি-রূপেই ধ্যান হইবে কিন্তু নিজ প্রেম-সেবা-বিশেষের আশ্রয়ভূত স্বাভীষ্টরূপ বিশেষের ধ্যান নহে। যেহেতু তাদৃশ স্বাভীষ্টরূপবিশেষ কেবল পরম স্কুমারাত্মাদি-বুদ্ধিজনিতা প্রীতিসহকারেই সেবনীয় হইয়া থাকেন।

যথা ভগবদ্বচন—বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, পত্র, মাল্য এবং গন্ধলেপন দ্বারা আমার ভক্ত প্রেমসহকারে আমাকে যথোচিতরূপে অলঙ্কৃত করিবে।

এই ভক্তিরীতি অনুসারেই পরমেশ্বরের তাদৃশ ভাব শ্রুত হয়। নারদীয় বচন—

ভক্তিগ্রাহো হবীকেশো ন ধনৈর্ধরণীশ্বরাঃ ।

ভক্ত্যা সংপূজিতো বিষ্ণুঃ প্রদদাতি সমীহিতম্ ॥

জলেনাপি জগন্নাথঃ পূজিতঃ ক্লেশহা হরিঃ ।

পরিতোষণং ব্রজত্যাগু তৃষ্ণার্তঃ সৃজলৈর্যথা ॥

শ্রীহরি ভক্তিসহকারে পূজিত হইয়া অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন । তিনি ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ, কিন্তু ধনদ্বারা গ্রাহ নহেন । তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেক্ষণ উত্তম পানীয় জললাভে সন্তুষ্ট হয়, তদ্রূপ সর্বক্লেশনাশন জগন্নাথ জলমাত্র দ্বারা ভক্তি-ভরে পূজিত হইলেই সন্ত্বর সন্তুষ্ট হন ।

এস্থলে দৃষ্টান্ত আশ্রয়ণীয় । বিপরীতভাবে দোষও হয় । যথা গ্রীষ্মে জলমাত্র দ্বারা পূজা প্রশস্তা, কিন্তু বর্ষায় তাহা নিন্দিতা । যথা গরুড়ে—

শুচি শুক্রাগতে কালে যেহর্চয়িষ্যন্তি কেশবম্ ।

জলস্থং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্মুচ্যন্তে যমতাড়নাং ।

ঘনাগমে প্রকুর্কন্তি জলস্থং বৈ জনাৰ্দ্দিনম্ ।

যে জনা নৃপতিশ্রেষ্ঠ তেষাং বৈ নরকং ধ্রুবম্ ॥

যাহারা গ্রীষ্মকালে বিবিধ পুষ্প দ্বারা জলস্থ শ্রীহরির অর্চন করে, তাহারা যমযাতনা হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু বর্ষাকালে যাহারা নারায়ণকে জলস্থ করে তাহাদের নিশ্চয়ই নরকপ্রাপ্তি ঘটে । পরিচর্যাবিধিকে দেশ, কাল ও সুখদবস্তুই বিহিত ।

“অতএব জগতে যাহা আত্মার অভীষ্টতম” ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়াছে । তত্ত্বশাস্ত্রে সর্বকালসুখকর মনোরম শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময়ক্ষেত্রই ইষ্টমন্ত্রধ্যানের স্থলরূপে চিন্তনীয় বলিয়া বিহিত । অতথা তত্ত্বদ্বিষয়ক আগ্রহের ব্যর্থতা হয় । অতএব অগ্নি প্রভৃতিতে তাহাদের অন্তর্যামীরূপই চিন্তনীয় ।

অনন্তর নৈবেদ্যার্পণ প্রসঙ্গে অনিরুদ্ধনামাত্মক যে মন্ত্র ক্রমদীপিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্তগণ তৎস্থানে মূলকৃষ্ণমন্ত্রই ইচ্ছা করেন । এইরূপ তাঁহার মূলজ্যোতিঃ অমুগতরূপে ধ্যানার্থ বিহিত হইয়াছে, তাহাও তাঁহার তদীয় ভোজনকালীন মুখপ্রসন্নতারূপই মনে করেন । শ্রীকৃষ্ণ নবলীলাবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহার ভোজন লোকপ্রসিদ্ধিক্রমেই জ্ঞাতব্য ।

জপে মন্ত্রার্থ নানাবিধ হইলেও পুষ্পার্থের অমুকুলরূপেই তাহা চিন্তনীয় হইয়া থাকে । শুদ্ধভক্তিসিদ্ধির জন্ত সর্বপ্রকার ভক্তিরই শুদ্ধত্ব-অশুদ্ধত্বরূপে বিবিধ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে । এই অর্চনের ফল বলিতেছেন,—জীব এইরূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়ামার্গানুসারে অর্চন করিয়া আমার নিকট হইতে উভয়তঃ অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ।

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি ।

ভক্তিযোগং স লভত এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥

(ভাঃ ১১।২৭।৫৩)

জীবনৈরপেক্ষ্য ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হয় । যে একরূপ ভাবে আমার পূজা করে, সেই ভক্তিযোগ লাভ করে । নৈরপেক্ষ্য অর্থে নিরূপাধিক ।

এই অর্চনে নিরুপাধ্যারণ, চরণামৃতপান প্রভৃতি যে-সকল বৈষ্ণবচিহ্ন অঙ্গস্বরূপ, তাহাদের পৃথক পৃথক মাহাত্ম্য শাস্ত্রে অসংখ্যভাবে দ্রষ্টব্য ।

এই অর্চন সর্ববর্ণ, সর্বাশ্রম এবং শ্রীশূদ্রগণের সম্বন্ধেও উত্তম শ্রেয়ঃ বলিয়া সম্মত । যথা,—এতদ্বৈ সর্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্ ।

শ্রেয়সামুত্তমং মত্তে শ্রীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ ॥ (ভাঃ ১১।২৭।৪)

স্বত্বসারে উক্ত হইয়াছে,—

আগমোক্তেন মার্গেণ শ্রীভিঃ শূদ্রেণ পূজনম্ ।

কর্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিত্তয়িত্বা পতিং হৃদি ॥

শূদ্রাণাকৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চনম্ ।

সর্বৈ চাগমমার্গেণ কুয্যুর্বেদানুসারিণা ॥

শ্রীগামপ্যাধিকারোহস্তি বিষ্ণোরারাদনাদিষু ।

পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনৌ ॥

শ্রী ও শূদ্রগণকর্তৃক আগমোক্তমার্গানুসারে শ্রদ্ধাসহকারে বিষ্ণুপূজা কর্তব্য । শ্রীগণ হৃদয়ে পতির চিন্তা করিয়া বিষ্ণু পূজা করিবে এবং শূদ্রগণ নাম দ্বারাই দেবতার্চন করিবে । পতির প্রিয়হিতকারিণী রমণীগণেরও বিষ্ণুপূজা করিতে অধিকার আছে ।

দেবতায়াক্ষ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রগ্রদে গুরৌ ।

ভক্তিরষ্টবিধা যন্ত তন্ত কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥

তদ্বক্তৃজনবাৎসল্যং পূজায়াং চানুমোদনম্ ।

সুমনা অর্চয়েন্নিত্যং তদর্থং দস্তবর্জ্জনম্ ॥

তৎকথাশ্রবণে রাগস্তদর্থং চানুবিক্রিয়া ।

তদনুস্মরণং নিত্যং যন্তানামোপজীবতি ॥

ভক্তিরষ্টবিধা হেযা যস্মিন্ শ্লেচ্ছেৎপি বর্ততে ।

স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্ত্তিমান্ স ভবেন্নরঃ ॥ (বিষ্ণুধর্ম্মে)

দেবতা, মন্ত্র এবং মন্ত্রদাতাগুরু—ইহাদের প্রতি যাহার অষ্টবিধ ভক্তি বর্তমান, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হন। ভক্তজনে বাৎসল্য, পূজায় অনুমোদন, শুদ্ধচিত্তে সর্বদা অর্চন, তদ্বিষয়ে দত্তত্যাগ, ভগবৎকথা শ্রবণে অনুরাগ, কথা শ্রবণে অনুরাগ, অঙ্গবিকার, সর্বদা তাঁহার স্মরণ এবং একমাত্র তদীয় নামের শরণ গ্রহণ—এই অষ্টবিধ ভক্তি যদি কোন স্বেচ্ছ ব্যক্তিতেও বর্তমান থাকে, তবে তিনি মুনি, সত্যবাদী এবং যশস্বী বলিয়া গণ্য হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তভক্তভূদেব শ্রোতী মহারাজ

অসহিষ্ণুতা

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪১ পৃষ্ঠার পর)

আমি মনে করি বস্তুলাভ করিতে হইলে বাঁহাদিগের পন্থা আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, সেই গৌরপার্ষদবৃন্দকে আমি প্রত্যহ অন্ততঃ একবারও ত' স্মরণ করিয়া এবং স্তব করিয়া থাকি। যেমন 'জয় রূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাসরঘুনাথ।' কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থল অনুসন্ধান করিলে দেখিয়া বিস্মিত হই যে, নিত্যই বাঁহাদের স্তব করিয়া চলিয়াছি কার্য্যতঃ তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নাই। তাঁহাদের আদর্শচরিত্র আমার সম্মুখে উপস্থিত না হইলেও কোন ক্ষতি ছিল না, কারণ আমি যাহা করিব তাহা করিয়াই চলিয়াছি। 'শর্মা যাহা গড়িবে তাহা তাহার মনে মনেই আছে।' যদি আমি গৌর-মনোহরীষ্টের প্রচারক গৌরপার্ষদ ষড়্গোষামীর আদর্শচরিত্রের অনুসরণ একবারও করিতাম, যদি আমি নিজে কি পরিমাণ ভজন করিতেছি এবং ভজন বলিতে কি বুঝিয়াছি, তাহা একদিনও অনুসন্ধান করিতাম, তাহা হইলে কখনই আমি এরূপ অসহিষ্ণু হইতাম না। আমি যদি একবারও বুঝিতে চেষ্টা করিতাম যে, আমার ভজনরাজ্যে ক্রমোন্নতির পন্থায় আমার অনবধানতা, আমার শৈথিল্য, আমার হঠকারিতা, বিশেষ করিয়া আমার অধৈর্য্য ও চাঞ্চল্যই প্রধান বাধা, অথ কেহই বা অথ কিছুই এত শত্রু নহে, তাহা হইলে ত' আমার সমস্ত দিকই পরিষ্কার হইয়া যাইত।

অনেকসময় আমি আবার মনে ভাবি—ধৈর্য্য ধরিয়া এবং অচঞ্চল হইয়াই বা একটা জীবন কাটাইয়া দিয়া লাভ কি? আমার এই সমস্ত ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা

ও শ্রেয়ঃ সাধন যদি শ্রীকৃষ্ণের গীতোপনিষদুক্ত আশ্বাস অনুযায়ী ছিন্ন মেঘের মত ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইয়া জন্মান্তরে উপযুক্ত সময়ে সুসংস্কাররূপে উদ্ভূত হয় তাহাতেই বা ফল কি? শ্রীকৃষ্ণ পরম ধন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডে এবং অনন্ত বৈকুণ্ঠে তাঁহার তুলনা হয় না; সুতরাং সেই অমূল্য ধনকে তদনুরূপই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় সত্য, কিন্তু আমি কোথায় এত মূল্য পাইব? একটা বাড়ী, একটা গাড়ী করিবার যাহার সামর্থ্য নাই, সে কি দিয়া চিন্তামণি ধন কিনিবে? অর্থের কথা দূরে থাকুক, পাণ্ডিত্যবিচারেও অনুস্মার-বিসর্গ-জ্ঞানহীন মূর্খ আমি—গুরুবৈষ্ণবের কৃপাবঞ্চিত আমি কি করিয়াই বা শাস্ত্রের গূঢ় সিদ্ধান্ত ধরিতে সমর্থ হইব? শাস্ত্রজ্ঞ ভিন্ন, শব্দব্রহ্মে নিষ্কাত সাধুর সঙ্গ ভিন্ন কি করিয়াই বা সেই বেদগুহ্য ধনের সন্ধান পাইব? মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বদ শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন গোড়ের বাদশাহ হুসেন সাহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের অকল্প্য ধন ছিল, বুদ্ধি ও জ্ঞানেও তাঁহারা বৃহস্পতিতুল্য ছিলেন। যথা—‘রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধো বৃহস্পতি।’ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বড় জমিদারের আদরের একমাত্র ছুলাল ছিলেন। রামানন্দ রায় মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের মন্ত্রী ছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য দেশবিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। সন্ন্যাসীরাও তাঁহার নিকট বেদান্ত পাঠ করিতেন; তাঁহারা সবাই গুণী, মানী, ধনী। কৃষ্ণচিন্তামণিধনের মূল্য দিতে তাঁহারা ই না হয় সমর্থ। কিন্তু আমি কোন্ গুণে গুণী, যাহার বিনিময়ে এই ধন পাইতে পারি; সুতরাং বৃথা চেষ্টায় কালক্ষেপ না করিয়া, বৃথা ধৈর্য্যধারণের উপদেশ গ্রাহ্য না করিয়া মায়াব বহুরূপী প্রদর্শনীতে খুঁজিয়া দেখি আর কি পাওয়া যায়। কারণ, আমার পক্ষে কৃষ্ণের ভক্তন প্রথম আকাশকুসুম কল্পনা এবং যুগতৃষ্ণিকামাত্র।

এই সমস্ত চিন্তা করিয়া মন যখন অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠে তখনই কে যেন আবার আশ্বাস দিয়া বলে—“ব্যস্ত হইও না, ধৈর্য্য ধর। ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্বক হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদমূলে বসিয়া হরিকথা শ্রবণ কর। তুমি যে মনে করিয়াছ তোমার হরিবিষয়ক সমস্ত কথাই শ্রবণ হইয়া গিয়াছে বস্তুত তাহা নহে; শ্রবণ সিদ্ধ হইলে এরূপ চিন্তাচঞ্চল্য আসে না। এই প্রকারের চিন্তাচঞ্চল্য নিবন্ধন একটিও হরিকথা তোমার শ্রবণ হয় নাই। স্পষ্ট শ্রবণের পূর্বে বস্তু যে প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে, শ্রবণ সিদ্ধ হইলে তাহা সম্পূর্ণ অনুরূপে প্রতিভাত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন, রায়রামানন্দাদি মহাপ্রভুর

পার্বদবৃন্দ জড় পাণ্ডিত্য, জড় ঐশ্বর্য্য অথবা জড়ীয় কোন কিছুর দ্বারাই শ্রীভগবানের কৃপাকর্ষণ করেন নাই। শ্রীভগবানে কোন প্রকার জড়ীয় সম্বন্ধ নাই; কারণ, তিনি জড়াতীত, চিদানন্দময়। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত জীবের জড়দর্শনে জড় ঐশ্বর্য্যাদিদ্বারে তিনি বদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ ভুল। জড়দেহ এবং মনবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ স্মৃদেহের অন্তরালে যে অণুচৈতন্য জীবাত্মা, যাহার স্বরূপের বৃত্তি বিভূচৈতন্য কৃষ্ণচক্রে অকুল সারসিকী সেবা, জীবের বিগুহ সন্তের সেই বিশ্রুত প্রীতি বা লোভই কৃষ্ণচিন্তামণিধন ক্রয় করিবার একমাত্র মূল্য, অন্য কিছুই নহে। সেটি তোমারও সমানভাবেই আছে; তুমি ইচ্ছা করিলেই সেই মূল্য দিয়া কৃষ্ণধন লাভ করিতে পার। তুমি ত দূরের কথা, ঐ যে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত অনাহারে কাতর হইয়া গিরিগহ্বরে পড়িয়া আছে, এই মূল্য দিবার ক্ষমতা উহারও আছে। বরং জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীতে ক্ষীণ ব্যক্তি অপেক্ষা দীনহীন অধমের এই ধন অধিক আছে। তাহারাই শ্রীভগবানের কৃপা অধিক আকর্ষণ করিতে সমর্থ; কারণ, অগুণত ব্যক্তিকেই—দীন, পতিতকে বা নিকপটকেই ভগবান্ কৃপা করেন।

“দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।

কুলীন পাণ্ডিত্য ধনীর বড় অভিমান॥”

তুমি কি বিদূর, সুদামাবিপ্র ইঁহাদিগের জীবনী শ্রবণ কর নাই? সে সব যাউক, সেদিনের কথা, মহাপ্রভুর সময়ের খোল-বেচা শ্রীধরের কথাও কি তোমার স্মরণ নাই? শ্রীধরের কি ধন বা কি পাণ্ডিত্য ছিল? তবুও মহাপ্রভুর তাহারই সঙ্গে যত কোন্দল, যত কোতুক। তাহারই মোচা প্রভু কাড়িয়া কাড়িয়া লইতেন কেন?

“ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়।

অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি না চায়॥”

এই শ্রীধরের মহিমা কীর্তন করিয়াই ত’ শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়াছেন,—

“খোড়-মোচা খোলা বেচি শ্রীধর পাইল যাহা।

কোটি কল্পে কোটিধর না দেখিবে তাহা॥”

মহাপ্রভু শ্রীধরের সঙ্গে কোতুক করিয়া বলিয়াছিলেন,—শ্রীধর তোমার অনেক গুপ্তধন আছে, তাহা আমি কিছুদিন পরে লোকসমাজে প্রকাশ করিয়া দিব। এই গুপ্তধনই কৃষ্ণচিন্তামণিধন আয়ত্ত করিবার একমাত্র চূষক। এই

গুপ্তধন আর কিছুই নহে—‘কেবল কৃষ্ণে ঐকান্তিকী প্রীতি—নিষ্কপটতা—সরলতা ও শরণাগতি ।’ এগুলি অর্জন করিতে পয়সা লাগে না, তবে আর্তি চাই—ঐকান্তিক ব্যাকুলতা চাই, তাঁহাকে প্রাণের সঙ্গে চাওয়া চাই । অন্তর হইতে না চাইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না । জীবের স্বতন্ত্রতা আছে । স্বতন্ত্রতায় ভগবান্ হস্তক্ষেপ করেন না । স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকারী বদ্ধজীবকে স্বতন্ত্রার সদ্যবহার করিতে হইবে, কৃষ্ণকে চাইতে হইবে । ‘কৃষ্ণ তোমার হও’ বলিতে হইবে । স্বতন্ত্র যেচ্ছাময় প্রভুর কৃপার জন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলে কৃপা নিশ্চয়ই লাভ হইবে ।

“কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার ।

মায়াবদ্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার ॥”

* * * * *

“অগ্রকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন ।

না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥” (চৈঃ চঃ)

* * * * *

“সর্ব্বধন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥” (গীতা)

সুদৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অপেক্ষা কর । সময়ে ফল ফলিবেই, চঞ্চল হইও না ।

এই সমস্ত আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া তখন আবার প্রাণে নবপ্রেরণায় নূতন কামনার সৃষ্টি হয়, সব দুঃখ চলিয়া যায় । অমানিশার গভীর অন্ধকার গগনে নবোদিত তরুণ অরুণের সোনালী আভাষ সুরঞ্জিত নবীন ধরায় নূতন প্রাণের জাগরণবৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন মহাসন্ধিগ্ন মনের শত শত কুহেলিকা নিমিষে দূরীভূত করিয়া আশা ও পুলক-স্পন্দনের নবীন আলোক হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব নবজাগরণের সাড়া আনিয়া দেয় । তখন আর কোন চাঞ্চল্যই চিত্তে স্থান পায় না ; তখন হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী ধ্বনিত হইয়া তাহাতে বাজিয়া উঠে একটি সুরের বন্ধার—

“নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং

রূপং তস্মাগ্রজমূরুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্ ।

রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকা-মাধবাশাং

প্রাপ্তো যশ্চ প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোহস্মি ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলাল

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন যে, প্রেম ব্যতীত নন্দলালকে পাইবার আর কোনই উপায় নাই। প্রেম কি বস্তু, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অতি সহজ ভাষায় বলিয়াছেন,—‘কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্ৰীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম’।

যদি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্ৰীতিবাঞ্ছা আমাদের সাধনের লক্ষিতব্য বস্তু না হয়, তাহা হইলে আমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি কৃচ্ছসাধনে দেহপাত করিলেও নন্দলালার পাদপদ্ম পাইবার অধিকারী হইতে পারিব না। সাত্ত্বতশাস্ত্রে এই কথার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে যাজ্ঞিক বিপ্রগণের উপাখ্যান অগ্রতম।

শ্রীকৃষ্ণের সখ্যরসের সেবক শ্রীদাম-হৃদামাদি সখাগণ গোষ্ঠে ক্ষুধার্ত হইয়া তাঁহার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিলে তিনি সখাগণকে যাজ্ঞিক বিপ্রগণের নিকট হইতে তাঁহার নাম করিয়া আহার্য্য চাহিতে বলেন। কৃষ্ণ-সখাগণ যাজ্ঞিক-বিপ্রগণকে তাঁহাদের যজ্ঞস্থলে যাইয়া কৃষ্ণের এই আদেশ জানাইলে বিপ্রগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হ’ন এবং বালকগণকে ভৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দেন। তাহারা কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে পুনরায় যাজ্ঞিক-বিপ্রগণের পত্নীদের নিকট যাইয়া খাদ্য চাহিতে বলেন। বালকগণ যাজ্ঞিক-পত্নীগণের নিকট যাইয়া কৃষ্ণের আদেশ জানাইলে বিপ্রপত্নীগণ দধি, দুগ্ধ, ছানা, ক্ষীর ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি যত ভাল ভাল সামগ্রী ঘরে ছিল তৎসমুদয়সহ কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বসখা কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করিয়া ধন্য হইলেন। যাজ্ঞিক বিপ্রগণ যাহার জন্ত যজ্ঞ সেই যজ্ঞোপাস্ত্র বস্তুর কুপা বুঝিতে না পারিয়া বৃথা পরিশ্রম মাত্র করিতে-ছিলেন, পক্ষান্তরে তাঁহাদের স্ত্রীগণ, যাহাদের দ্বিজত্ব লাভ হয় নাই, যাহারা বহুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, যাহাদের বহুজ্ঞতা লাভ হয় নাই, যাহারা যজ্ঞাদির কৃচ্ছতাও করেন নাই, তাহারা ‘কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়’ এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারিণী হইয়া কৃষ্ণের সেবা বরণপূর্বক ধন্য হইলেন। বিপ্রগণ গৃহে প্রত্যাবর্তনান্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ-পত্নীগণের অলৌকিকী ভক্তি এবং নিজেদের ভক্তি-হীনতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের যাক্ষা রক্ষা না করিয়া যে মহা অপরাধ করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন এবং আত্ম নিন্দা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—

“আমরা অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হইয়াছি, অতএব আমাদের শৌক্ৰ, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য এ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্! ব্রত, বহু

শাস্ত্রজ্ঞান, কুল, কৰ্ম্ম-নৈপুণ্য প্রভৃতি সমস্তই ধিক্! অহো! ভগবানের বহির্মুখিনী মায়া যোগিগণেরও মোহ উৎপাদন করিয়া থাকে। আমরা মনুষ্য-লোকে শ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বকীয় কর্তব্য-বিষয়ে মুগ্ধ হইয়াছি; আমাদের পত্নীগণের উপনয়ন-সংস্কার, গুরুগৃহে বাস, তপস্যা, আত্ম-বিচার শৌচ ও মঙ্গলদায়ক সন্ধ্যাবন্দনাদি কিছুই নাই, শুধু শ্রদ্ধাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ়া ভক্তি জন্মিয়াছে; পক্ষান্তরে আমরা উপনয়ন-সংস্কারাদিযুক্ত হইয়াও কৰ্ম্মনিষ্ঠাপ্রযুক্ত সেই ভক্তি হইতে বঞ্চিত। আমরা নিরন্তর গৃহচেষ্টায় আসক্ত বলিয়া পরমার্থ হইতে বিচ্যুত। সজ্জনগণের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ-সাহায্যে অন্নপ্রার্থনা-বাক্যদ্বারা আমাদেরকে পরমার্থ স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন; নতুবা নিজ-সুখ-তৃপ্ত পূর্ণকাম সর্বমঙ্গল-বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের আমাদের দ্বায় তদীয় বশুগণের নিকট অন্ন-প্রার্থনার আবশ্যিকতা কি ছিল? আমরা যাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এই যোগাদি কৰ্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি মূঢ়তা পরিত্যাগপূর্বক তাঁহারই চরণে শরণ গ্রহণ করিবা, এই, বলিয়া তাঁহার পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

বিপ্রগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনার জন্ত মথুরায় যাইতে উদ্রত হইয়াছিলেন, কিন্তু কংসভয়ে ভীত হইয়া ব্রজগমনে সফলকাম হইলেন না। এই কংস শুক জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য নিরীশেষবাদেরই প্রতীক মাত্র। সৌভাগ্যশালী মানব যখন কৰ্ম্ম-মার্গ পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থের প্রতি অগ্রসর হইতে যত্ন-বিশিষ্ট হয়, তখন জ্ঞানমার্গ নিজেকে পরমার্থের পথ বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান-পূর্বক 'ঐগ'-এর কার্য্য করিয়া থাকে। পরমার্থপ্রয়াসীর এই 'ঐগ্'-টার হস্ত হইতেও বিশেষ সতর্কতার সহিত উদ্ধার পাওয়া কর্তব্য। আমাদের বিশেষ সতর্ক করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

“কৰ্ম্ম-কাণ্ড জ্ঞান-কাণ্ড, সকলি বিষের তাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।

নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥”

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

“জ্ঞান-কৰ্ম্ম ঐগ্ দুই, মোরে প্রতারিয়া-লই,
অবশেষে ফেলে সিদ্ধজলে।

এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপা-সিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে।”

নন্দ-লাল প্রেম-ভক্তিরই বশ। অবশ্য যাঁহার। রাগমার্গে ভজনের
অধিকারী হইতে পারেন নাই, তাঁহার। বিধিমার্গের নিয়মাবলী বিসর্জন
করিয়া অত্যাভিলাষিতার প্রশ্রয় দিবেন না। অত্যাভিলাষময় উচ্ছৃঙ্খল জীবন
কখনই পরমার্থলাভে সমর্থ হয় না। তবে সাধন-ভক্তির অধিকারে যখন
বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হইবে, তখন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণবাসনা পরি-
ত্যাগান্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্ৰীতিবাঞ্ছার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্ৰীতিবাঞ্ছার প্রতিকূলে আমাদের বহির্গুণিনী চিত্তবৃত্তি নানা
অসদ্বিষয়ে ধাবিত; তাহাকে সেই দিক হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মার
স্বাভাবিকী বৃত্তি যে কৃষ্ণ-ভক্তি তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবার যত্নই সাধন।

“কৃতীসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যাভাবা সা সাধনাভিধা।

নিত্যসিদ্ধস্ত ভাবস্ত প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥”

অনুকূল ভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণই সাধন-ভক্তির স্বরূপ-
লক্ষণ। অত্যাভিলাষ ত্যাগ ও জ্ঞানকর্মেস্বরূপ সহিত সম্বন্ধ ছেদন করিলে
সেই স্বরূপ-লক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমা উৎপন্ন করে। কৃষ্ণপ্রেমা নিত্যসিদ্ধ বস্তু,
তাহা কখনও শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অস্ত্র অভিধেয়ের দ্বারা সাধ্য নয়।
‘কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়’।

এই দৃঢ়বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে, সেই ব্যক্তির চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নাম-
রূপাদি শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত হইলে তাহাতে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের
উদয় হয়। সাধনভক্তি ক্রমশঃ ভাবভক্তিতে পরিণত হয়। ভাবের গাঢ়
অবস্থাই প্রেম। কৃষ্ণপ্রেম-সূর্য্যের-কিরণস্থলী বিগুহ-সত্ত্ব-স্বরূপ যে তত্ত্ব
রুচি দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে, তাহাই ভাব। এ স্থলে লক্ষিতব্য এই
গুহ-সত্ত্ব-স্বরূপই ভাবের স্বরূপলক্ষণ। রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করা
ভাবের তটস্থ লক্ষণ। যখন এই ‘ভাব’ চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া
অত্যন্ত মমতাদ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ় স্বরূপ হয়, তখন তাহার
‘প্রেম’ আখ্যা। এই অবস্থায় একমাত্র কৃষ্ণ ও তাঁহার পরিষদগণই
একমাত্র মমতার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হন। এই প্রেম ব্যতীত অদ্বয়-
জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবালাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

—শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী

মঠবাসের সার্থকতা

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

কলিকালে অত্র কোন প্রকারে ভগবানের আরাধনা করা যায় না, একমাত্র কেবল হরিসংকীৰ্তনের দ্বারাই ভগবান্কে লাভ করা যায়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের নিত্য বিরাজ-ভূমি যে শুদ্ধভক্তিবর্ষ তাহাতে বাস বা ভক্ত-সন্নিধানে বাসই সর্বশ্রেষ্ঠ নিগুণ বা নির্জন বাস বলিয়া তথাই কেবলমাত্র হরিভজন সূর্যরূপে সাধিত হইতে পারে; অন্যত্র ইহা সম্ভব-পর নহে। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—

“বনঞ্চ সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।

তামসঃ দ্যুতসদনং মনিকৈতন্ত নিগুণম্ ॥ (ভাঃ ১১।২৫।২৫)

অর্থাৎ জাগতিক যাবতীয় বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমাবেশে উৎপন্ন। কিন্তু ‘কৃষ্ণভক্তি’ এই ত্রিগুণের অতীত বস্তু। সুতরাং তাহা নিগুণ হওয়া চাই। এই ত্রিগুণের দ্বারাই জগতের যাবতীয় কার্য চলিতেছে। ভগবান্ বিষ্ণু আমাদের পালন করিতেছেন; এবং তাঁহার আদেশানুসারে ব্রহ্মা রজঃগুণের দ্বারা বিনাশ করিতেছেন। ত্রিগুণের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব ভাল। এই সাত্ত্বিক ভাব বিশুদ্ধ সত্ত্বের উদয়ে দূরীভূত হইবে। কৃষ্ণ-ভক্তির উদয়ে তাহা নিগুণ হয়। বনে বাস সাত্ত্বিক, গ্রাম্যবাস রাজসিক এবং তাস-পাশা ক্রীড়াদিস্থান তামসিক বলিয়া অভিহিত হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমার স্থান অর্থাৎ আমি যে স্থানে লীলা-বিলাসাদি করি সেই স্থান নিগুণ বা ত্রিগুণাতীত। তথায় আমার কোন অধিকার নাই।

ভগবান্ যে স্থানে আবিভূত হইয়া নিজলীলা প্রকাশ করেন, সেই স্থানই নিগুণ এবং নিগুণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে হইলে অত্র কোন স্থানে বাসের প্রয়োজন হয় না। কেবল মাত্র নিগুণ-ধামে বা হরিসংকীৰ্তনে মুখরিত নিগুণ মঠে বাসই প্রয়োজন।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সাধুসঙ্গে ধামবাস বা মঠবাসই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্তব্য এবং তথায় বাস করিলে নিত্য-কল্যাণ-লাভের জন্য অগ্রসর হওয়া যায়। হরিভজন করিতে হইলে বনবাস বা অত্র কোন স্থানে বাস করিবার প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র শ্রীধাম বা সাধু-সঙ্গ ব্যতীত সর্বত্রই ত্রিগুণাক্রান্ত এবং কলি-কোলাহলে মুখরিত। সুতরাং

নরকের দ্বার-স্বরূপ গৃহাক-কুপাসক্তি ছাড়িয়া মঠবাসই জীব-মাত্রেরই একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মঠ বৈষ্ণবগণের আবাসস্থান। তাঁহাদের সেবা করাই আমাদের নিত্য কল্যাণলাভের একমাত্র নিশ্চিত উপায়। কারণ, ভক্ত-সেবা দ্বারাই ভগবৎ-সেবা লাভ হয়। ভগবান্ ভক্তের প্রেমাধীন। সেই বৈষ্ণবগণ যদি আমাদের সন্ধান দেন, তবেই আমরা ভগবান্কে জানিতে পারি। সুতরাং তাঁহাদের নিকট অবস্থান না করিলে আমরা ভগবানের কথা জানিবার সুযোগ পাইব না। যদি আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকি, অসংসঙ্গে বাস করি, তাহা হইলে তাঁহাদের সেবা করিবার সুযোগ পাইব না এবং তৎফলে ভগবান্কে জানিবার ও তাঁহার সেবা করিবার সুযোগও হারাইব।

আমাদের যখনই হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবা করিবার প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে উদ্ভূত হইবে তখনই আমাদের মঠবাসের অধিকার হইবে এবং আমরা মঠবাসী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব। এই সেবাবুদ্ধি বা গুরুবৈষ্ণবের প্রীতিবিধানের পরিবর্তে অন্য বুদ্ধি হৃদয়ে স্থান পাইলে মঠবাস হইবে না। তখন মঠকে সেবাগার বা সাধুনিবাস বলিয়া জানিতে না পারিয়া সাধুকুপা হইতে বঞ্চিত হইব। তৎফলে সংসার-প্রবৃত্তি প্রবল হওয়ায় মায়া আমাদের সন্ধান নিক্ষেপ করিবে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রীতিবিধানই মঠবাসের মূল উদ্দেশ্য, ইহা যখন বুঝিতে পারিব তখনই মঠবাস হইবে এবং মঠবাসী হইবার সৌভাগ্য পাইব। নচেৎ—

‘করি’ নীরে বাস,

গেল না পিয়াস

আপন করম ফেরে।’

—এই প্রকার দুর্ভাগ্যকে বরণ করিতে হইবে—সংসারে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মঠাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও কপটতার ইহাই বিষময় ফল।

তাই আমি গুরুবৈষ্ণবের নিকট কেবলমাত্র এই প্রার্থনাই করিতেছি যেন তাঁহারা দয়া করিয়া আমাকে তাঁহাদের পাদপদ্মে স্থান দেন; তাঁহাদের সেবা করাই যেন আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবেই আমার মঠবাসের সার্থকতা হইবে।

—শ্রীস্ববলসখাদাস ব্রহ্মচারী

কার্দমি ও নিরীশ্বর কপিল

(পূর্বপ্রকাশিক ২২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠার পর)

কপিলদেব মাতা দেবহুতির প্রশ্নের উত্তরে বলিতে লাগিলেন,—হে মাতঃ ! চিত্তই জীবনের বন্ধন ও মুক্তির কারণ, ভগবানে ভক্তি-যোগ ব্যতীত আত্মমঙ্গলাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। অসদ্-বিষয়ে আসক্তিই সংসারবন্ধনের কারণ আর সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গই তাহা হইতে উদ্ধারের দ্বার। সেই সাধুগণের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা নিষ্কাম অতএব শান্ত, সহিষ্ণু, বদান্ত, সকল দেহীর নিত্যমঙ্গল-বিধাতা, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, ত্যক্ত স্বজনাখ্যদস্ব্য, সর্বদা শুদ্ধহরিকীর্তনরত। একমাত্র সাধুগণের সঙ্গই কুসঙ্গ-জনিত-দোষহরণকারী। সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতেই ভগবানের বীর্য্যবতী হংকর্ণরসায়ন কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই বীর্য্যবতী কথা শ্রবণের ফলে শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেম লাভ করা যায়। শ্রীহরির প্রতি নিষ্কাম আত্মার যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাহা পঞ্চবিধ মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ। অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্য, সালোক্যাদির মুক্তি দাস-দাসীর জায় ভগবদুক্তের অনুগমন করিলেও শুদ্ধসেবক কখনও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। ভগবদুক্তগণের নিত্যসেবাস্থল পরব্যোম কণ্ঠফলপ্রাপ্য স্বর্গাদির জায় কালক্ষোভ্য বা অনিত্য নহে। যাহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ভগবদুজনপরায়ণ, তাঁহারাই ঐক্লপ সেবলাভে সমর্থ। ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি দেববৃন্দ শ্রীভগবানের অধীন; তাঁহারা জীব-গণের কণ্ঠানুসারে ফলদান করেন, জীবগণকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। ভগবান্ ও তদীয় প্রেষ্ঠ সেবকগণ ব্যতীত আর কেহই সংসারভয় নিবারণে সমর্থ নহেন। একমাত্র শুদ্ধভাক্তিযোগেই চিত্ত স্থির হইয়া থাকে, সূতরাং সেই শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা সকলেরই অবশ্য কৃত্য। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই এই ভক্তিগ্রহণের অধিকারী।

সংসারমোচনের উপায় বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত সেম্বর-সাংখ্য-দর্শন-সম্বন্ধে কপিল যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বিষয়ে দিগদর্শন করা যাইতেছে।

দেবহুতি প্রকৃতি ও পুরুষ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিলে কপিলদেব বলিতে লাগিলেন,—যে স্ব-প্রকাশ পরমাত্ম-পুরুষ প্রাকৃত-গুণরহিত,

তাহারই নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় ও তদীয় ঈক্ষণপ্রভাবে প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে সমর্থ। বহিরঙ্গ। প্রকৃতির আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকাভেদে দ্বিবিধ। বৃত্তি। জীবের প্রকৃতির গুণের অভ্যাস হওয়ায় সে নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা বলিয়া অভিমান করে। জীব স্বরূপতঃ কর্তা বা ভোক্তা নহে। কর্তা ও ভোক্তা সাজিবার ঔপাধিক অভিমান হইতেই জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ ও কৰ্ম্মবন্ধন উপস্থিত হয়। অতঃপর কপিলদেব প্রকৃতির লক্ষণ বলিতে গিয়া দেবহুতিকে ‘প্রধান’-তত্ত্বের স্বরূপ ও প্রাধানের কার্য্যস্বরূপ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং ‘কাল’ ও ‘ঈশ্বর’-তত্ত্ব সর্বসাকুল্যে ষড়্ বিংশতি তত্ত্ব এবং ক্রমশঃ ঐসকল তত্ত্বের উৎপত্তি, প্রকার ও তাহাদের লক্ষণ বর্ণন করিলেন। অতঃপর তিনি মোক্ষ-লাভের প্রণালী ও অষ্টাঙ্গ-যোগাদি বর্ণন করিয়া তৎসমুদয় হইতে শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন। তৎপরে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিকভেদে সত্ত্ব ও স্কাম ভক্তির লক্ষণসমূহ বর্ণন করিয়া অবশেষে নিগুণ ও নিকাম শুদ্ধভক্তির লক্ষণ নির্দেশ করেন। যাহারা নিরীশ্বর-সাংখ্যদর্শন পাঠ করিয়াছেন, তাহারা ভগবদাবেশাবতার কপিল-দেবের উপরিউক্ত উপদেশমালা শ্রবণ করিয়া সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, মেশ্বর সাংখ্যতত্ত্বোপদেষ্টা কপিল ও নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন—প্রণেতা কপিল এক নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত কপিল-দেবহুতি-সংবাদের ফলশ্রুতিতে বর্ণন (ভাঃ ৩।৩৩।৩৭) করিয়াছেন,—

য ইদমবুশ্ণোতি যোহভিধত্তে কপিলমুর্নের্মতমাত্মযোগগুহম্।

ভগবতী কৃতবীঃ সুপর্ণকেতা-বুপলভতে ভগবৎপদারবিন্দম্ ॥

এই শ্লোকে আমরা জানিতে পারি যে, দেবহুতিনন্দন কপিলের মত যিনি শ্রবণ ও কীৰ্ত্তন করেন, গুরুডম্বজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে তাহার মতি দৃঢ় হয় এবং তিনি অন্তে ভগবৎপদারবিন্দসেবা লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন-প্রণেতা কপিল বলেন,—“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” (সাংখ্যদর্শন, ১।৯২) অর্থাৎ ঈশ্বর কোনও প্রকারেই সিদ্ধ হন না। ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাহাকে মুক্ত বলিবে, না হয় বদ্ধ বলিবে, তদিতর আর কি বলিতে পার ? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই বদ্ধ ঈশ্বরের ঈচ্ছয়ত্ব নাই. (সাংখ্য-দর্শন-১।৯৩) শ্রুতিতে যে ঈশ্বরপ্রতিপাদক কথা আছে, তৎসম্বন্ধে নিরীশ্বর সাংখ্যকার স্বমতস্থাপনের জন্ত বলিতেছেন যে, ঈশ্বর-বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য-সকল মুক্তাত্ম-

দিগের প্রশংসামূলক অথবা অগ্নিমাди-সিদ্ধিযুক্ত বিষ্ণু-রুদ্রাদির উপাসনাপর।
এতদ্ব্যতীত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ভাগবতীয় কপিল-মতের আরও অনেক
বিরোধী মতবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা নিরীশ্বর
কপিলের মতে জড় প্রকৃতি জগৎ-কারণ। কিন্তু ভাগবতোক্ত সেশ্বর-
সাংখ্যতত্ত্বের বক্তা কপিলদেবের মত বা বেদের মত তাহা নহে। এইজন্য
পদ্ম-পুরাণাদি শাস্ত্রে দুইজন কপিলের উল্লেখ দেখা যায়। যথা,—

“কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ।

ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভূত্বাদিভ্য-স্তথৈব চ ॥

তথৈবাসুরয়ে সর্বং বৈদার্থৈরূপবৃংহিতম্।

সর্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোহত্মো জগাদ হ।

সাংখ্যমাসুরয়েহত্মৈ কৃতকপরিবৃংহিতম্ ॥”

বস্তুতঃপক্ষে ভগবতবতার কার্দ্দমি কপিলদেব সত্যযুগে আবির্ভূত
হইয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে, ‘আসুরী’ নামক
ব্রাহ্মণকে এবং স্বীয় জননী দেবহুতিকে সেশ্বর সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন।
অগ্নিবংশজ নাস্তিক্যবাদ-প্রচারক কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভূত হন। তিনি
স্বীয় অক্ষজ-চিন্তাশ্রোতে কার্দ্দমির সাংখ্যতত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া
পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হন, কিন্তু বড়্‌বিংশতিতম ঈশ্বর-
তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া “ঈশ্বর-সিদ্ধেঃ” প্রভৃতি উক্তি প্রকাশ করেন এবং
নিজের নামে নিরীশ্বর-‘সাংখ্যদর্শন’ প্রচার করেন। এই অগ্নিবংশজ
নাস্তিক কপিলই সগর রাজার বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। বর্তমানে শ্রুতি-
বিরোধী নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনেরই অধিক প্রচলন। অধিকাংশ দার্শনিক
পণ্ডিতই ‘সাংখ্য-দর্শন’ বলিতে এই নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনকেই বুঝিয়া থাকেন।
কিন্তু ভাগবতের সেবকগণ কার্দ্দমি ভগবান্ কপিলদেবের সেশ্বর সাংখ্য-
দর্শনেরই আদর করেন এবং সালোক্যাদি মুক্তির প্রতিও দৃষ্টিপাত না
করিয়া শুদ্ধভক্তিরই আশ্রয় করিয়া থাকেন।

—শ্রীকৃষ্ণকুপাদাস ব্রহ্মচারী

আমাদের ইষ্টগোষ্ঠী

প্রথম ছাত্র—ভাই আমাদের পারমার্থিক বিদ্যালয়ে যে-যে বিষয়ে উপদেশ আমরা এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি, চল, প্রত্যহ বৈকালে আমরা ঐ স্থানে যাইয়া তাহার আলোচনা করি। এইরূপ আলোচনার ফলে উপদিষ্ট বিষয়ের পরিষ্কার ধারণা হইবে ও তাহা স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইবে।

দ্বিতীয় ছাত্র—তোমার ও প্রস্তাব অতি উত্তম। ‘সুভস্ম শীঘ্রম্’। আচ্ছা, আজ এই সুভ মুহূর্তেই তাহার সূত্রপাত করা যাক। প্রথমতঃ তুমি প্রশ্ন কর, আমি উত্তর দিতে চেষ্টা করিব; তাহাতে ভ্রম প্রমাদাদি দৃষ্ট হইলে তুমি সংশোধন করিও।

প্রথম ছাত্র—আচ্ছা গোড়ার প্রশ্নটাই আগে করি। বল ত’ ভাই আমি কেন হরিভজ্ঞন করিব ?

২য়—তোমার প্রশ্নে প্রধানতঃ ৩টা শব্দ আছে—‘আমি’, ‘হরি’, ‘ভজ্ঞন’। তন্মধ্যে হইতে প্রথম শব্দটি সম্বন্ধে আমাদের কি ধারণা ? ‘আমি’ কে, তাহাই প্রথম আলোচ্য। বাকী শব্দ দুইটি সম্বন্ধে যথাক্রমে আলোচনা করা যাইবে।

১ম—আচ্ছা তাহাই কর। কিন্তু তোমার প্রত্যেকটি কথা যেন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত হয়, অথথা তাহা অগ্রাহ্য।

২য়—উত্তম, সেই চেষ্টাই করিব। বন্ধ জীবমাত্রই অস্থি, মজ্জা, রক্ত, মাংস ও চৰ্ম্মাদিময় নশ্বর দেহকে ‘আমি’ মনে করে। তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম।

১ম—তাহার প্রমাণ কি ?

২য়—শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার প্রমাণ।

“যশ্চাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।

যন্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচ্চিচ্ছনস্বেভিজ্জেষু স এব গোখরঃ ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)।

এই বাক্যে পাওয়া গেল, যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি করেন তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্য্যাস। কাজেই এই স্থূল দেহ ‘আমি’ নহে।

১ম—ব্যতিরেক প্রমাণ ত’ পাওয়া গেল এখন অন্বয়মুখে শাস্ত্র-প্রমাণ-মূলে বল ‘আমি’ কে বা কি ?

২য়—‘আমি’ বা ‘আত্মা’ বা ‘জীব’ দেহাতিরিক্ত এমন একটি বস্তু, যাহার অনুপস্থিতিতে দেহ ‘শব’-মাত্রে পর্যাবসিত হয়। সেই বস্তুটি অচ্ছেদ্য অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোণ্য, নিত্য, সর্বগত, স্থাণু ও অচল বলিয়া গীতা-শাস্ত্র বলেন। (গী: ২।২৩-২৪)। সেই বস্তুটী সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান ও বদ্বিকাররহিত। সুতরাং অজ্ঞ অর্থাৎ জন্মরহিত ও নিত্য। জন্মমরণশীল দেহের বিনাশে সেই বস্তুটির বিনাশ হয় না।

১ম—তবে সেই বস্তুটি কিরূপ ?

২য়—উপনিষদ্ বলেন, সেই জীবকে কেশাগ্রের শত ভাগের শতাংশ অর্থাৎ দশ-হাজার ভাগের এক ভাগের তুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। যথা—

“বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতশ্চ চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।” (শ্বেতাস্বঃ ৫।৯)

১ম—তবে আমরা কিরূপে তাহা জানিতে পারিব ?

২য়—চক্ষুর অদৃশ্য হইলেও বিদ্যুৎ চিত্তে ইহার উপলব্ধি হয়। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন,—“এষোংগুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ”।

১ম—এই ‘আমি’ বা ‘আত্মা’ বা জীবের স্বরূপ কি ?

২য়—বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই পঞ্চভূতাত্মক জড়দেহ আমি বা আত্মা নহে। মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গ-দেহটীও জড় উহাও আত্মা নহে। আত্মা বা জীব স্বরূপতঃ কক্ষের নিত্যদাস ও তটস্থা শক্তি ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, চিজ্জগৎ ও জড়জগৎ এই উভয় জগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া জীব জড়শক্তি মায়া দ্বারা অভিভূত হওয়ার যোগ্য। পক্ষান্তরে চিদানুশীলন দ্বারা চিচ্ছক্তির উন্মেষক্রমে মায়ামুক্ত হইয়া চিজ্জগতে কৃষ্ণদাস্ত্রলাভেরও অধিকারী। কক্ষের সহিত জীবের ‘ভেদাভেদ’ সম্বন্ধ বিদ্যমান।

১ম—ভেদাভেদ-সম্বন্ধের কথা পরে শুনিব। কৃষ্ণদাস্ত্র কথাটাই যেন কিরূপ ঠেকিতেছে! দাসত্বের জন্ত লালায়িত হওয়ার আবশ্যকতা কি? উহা কি প্রয়োজনীয়—না গৌরবের বিষয়?

২য়—কৃষ্ণদাস্ত্র বিষয়টী জাগতিক দাস্ত্রের ত্রায় উপেক্ষণীয় ত’ নয়ই বরং অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

১ম—ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইহার প্রামাণিকতা ও যৌক্তিকতা কোথায়?

জড় জগতের অভিধানে আমরা 'অকিঞ্চন' শব্দের অর্থ এইরূপ পাই,—
যাহারা দরিদ্র, অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, কপর্দকশূন্য, তাহারাই অকিঞ্চন। যাহার
কিছুই নাই, সেই ব্যক্তিই 'অকিঞ্চন' শব্দবাচ্য। কিন্তু পারমার্থিকগণের
বিচার অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণ প্রাকৃত বুদ্ধিতে

যাহারা ‘অকিঞ্চন’ শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় হয়, তাহারাও প্রকৃতপক্ষে অকিঞ্চন নহে। পারমাণ্বিকগণ ‘অকিঞ্চনতা’ বলিতে যে-প্রকার ‘নিঃস্বতা’ বুঝিয়া থাকেন, ততটা নিঃস্ব এ জগতে কেহই নাই। জগতের বিচারে যাহার একেবারে কিছু নাই, যে অত্যন্ত দরিদ্র, নিঃস্ব পারমাণ্বিকের বিচারে তাহারও কিছু আছে, সে একেবারে নিঃস্ব নহে, সুতরাং সে ‘অকিঞ্চন’ শব্দ-বাচ্য হইতে পারে না।

যাহার কিছু নাই, সে অকিঞ্চন নহে অথচ যাহার অনেক কিছু আছে, তিনি কাঙ্গাল—পারমাণ্বিকের বিচারের এই এক মহারহস্য।

অবশ্য পারমাণ্বিকের বিচারে ধনিমাত্রেরই যে অকিঞ্চন, আর নির্ধনমাত্রেরই অকিঞ্চন নহে, তাহা নহে। ধনশালিতা বা নির্ধনতা তাহাদের অকিঞ্চনতার standard নহে। পারমাণ্বিকের অকিঞ্চন, আর জড়জগতের বিচারের অকিঞ্চনের মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য রয়েছে, যাহা সহজেই নিরপেক্ষ সত্যান্বেষণমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেইটি হইতেছে, চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা। জড়-জগতের অকিঞ্চন—অভাবগ্রস্ত; প্রাণিত বস্তু, আকাজিক বস্তু প্রাপ্তি-কামনায় ব্যাকুল অথবা অপ্রাপ্তিজনিত শোকে ম্রিয়মান। পারমাণ্বিক যাহাকে অকিঞ্চন বলিয়া জানেন, তাহার চিত্তবৃত্তি কিন্তু একেবারেই ইহার বিপরীত। জড় জগতে যাহা একমাত্র কামনার বিষয় তাহার অভাববোধ তাহাকে পীড়িত করে না, চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে কোন বস্তুই তাহার কাম্য নহে বলিয়া তাহার চিত্ত শান্ত-অনাকুল, তাহার শোক নাই, মোহ নাই, ভয়ও নাই। স্থলদর্শনে তিনি কপর্দকহীন, নিঃস্ব, তথাপি তিনি জড়জগতের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সমশ্রেণীস্থ নহেন; কারণ, তিনি সাধারণ অভাবগ্রস্তের ন্যায় অভাব-বোধে ক্লিষ্ট ও তাহার মোচনে চেষ্টাবিশিষ্ট নহেন। আবার স্থলদর্শনে তিনি যদি অতুল ঐশ্বর্য্য, বিলাস-ব্যসনের মধ্যেও থাকেন, তথাপি তিনি প্রাকৃত জগতের ধনিসম্প্রদায়ের সমপর্য্যায়ভুক্ত নহেন, কারণ তাহাদের ন্যায় তিনি ঐসকল ঐশ্বর্য্যের অভিমানে অভিমানী নহেন।

জড় জগতের অকিঞ্চন—দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, সকলের উপহাস, অশ্রদ্ধা, নতুবা কাহারও নিকট বড় জোর অনুকম্পার পাত্র হইয়া থাকে। চেতন রাজ্যে কিন্তু সেরূপ বিচার নাই। চেতন রাজ্যের অকিঞ্চন দরিদ্র নহেন, তিনি মহাধনী, তাহার কোন অভাব নাই, তিনি সর্বদাই ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত। চেতনের রাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তাহার আসন তত উর্দ্ধে। অকিঞ্চনের

শ্রায় এত ধন কাহার আছে ? ষড়ৈশ্বর্যশালী, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণানন্দ ও পরম-মমত্ববিশিষ্ট ভগবান্ যে অকিঞ্চন সেবকের হৃদয়ে প্রণয়-রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার ধনের কি পরিমাপ হয় ? কাঙ্গালের ঠাকুর যে তাঁহার নিকট অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন !

ঐশ্বর্য্য, জন্ম, শ্রুত ও স্ত্রী—ইহাই জড়জগতের সম্পত্তি । এই জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-স্ত্রীর অভাবেই জড়জগতের অকিঞ্চন সর্বদা ক্লিষ্ট, আবার এই চারিটির মদেই জড়জগতের ধনী ব্যক্তি সর্বদা মত্ত । এই অভাববোধজনিত ক্লেশ ও বিচ্যাবত্তার মত্ততা উভয়ই পারমার্থিক অকিঞ্চনতা-লাভের বিঘ্নস্বরূপ । জড়-জগতে ধনী ও কাঙ্গাল, ঐশ্বর্য্যশালী ও অকিঞ্চন পরস্পর পৃথক্ । কিন্তু চেতন রাজ্যের রহস্য এই যে, চেতন রাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তিনি তত বেশী ঐশ্বর্য্যবান্ । অচ্যুতগোত্রে যিনি জন্মলাভ করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের শ্রায় আভিজাত্য আর কাহার আছে ? ব্রহ্ম—সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু । সেই বৃহত্তমের উপাসক বলিয়াই ব্রাহ্মণের বংশের বা কুলের এত মাহাত্ম্য । সেই বৃহত্তম বস্তু ব্রহ্ম যে সবিশেষ বিগ্রহ ভগবানের অসম্যাগাবির্ভাব—অঙ্গচ্ছটা মাত্র, সেই সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্ত্রীভগবানের সেবকগোষ্ঠীতে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার জন্মমাহাত্ম্য আরও অধিক ; যিনি প্রেমসম্পদ দ্বারা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী স্ত্রীভগবান্কে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের ঐশ্বর্য্যের কি তুলনা আছে ? “সাঁ বিচ্যা তন্মতির্য্যা” এই ভাগবত-বাক্যে বিচ্যার চরমোৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে । সেই পরবিচ্যায় যিনি পারঙ্গতি লাভ করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের মত পাণ্ডিত্য আর কাহার হইতে পারে ? যিনি জীবর-জন্ম পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে স্থায় রূপে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বিরুদ্ধধর্ম্মী করিয়া তুলেন, সেই “অসমানোদ্ধীকৃপ স্ত্রীবিম্বাপিতচরাচর” স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত যাহার রূপ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইন, সেই অকিঞ্চনের রূপের শ্রায় রূপ আর কাহার আছে ?

অকিঞ্চনের গৌরব সর্বাপেক্ষা অধিক । সর্বাপেক্ষা গুরু অর্থাৎ বৃহদবস্তু হইতেছেন ব্রহ্ম । সেই ব্রহ্ম যাহার অঙ্গকান্তি, সেই পুরুষোত্তম ভগবানের গুরুত্ব তদপেক্ষা অধিক । আবার সেই ভগবদ্বস্ত্র যাহার প্রেমে বশীভূত হন, সেই অকিঞ্চন ভক্তের গুরুত্ব তদপেক্ষাও অধিক । অকিঞ্চনতাই সর্বাপেক্ষা ভারী, আবার অণু বিচারে অকিঞ্চনতাই সর্বাপেক্ষা লঘু । যে বস্তু যতটা

লঘু হইবে, সেই বস্তু ততটাই উর্দ্ধে উঠিতে পারে। অকিঞ্চনের গতি চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক দেবীধাম, তদুপরি বিরজা, তদুপরি ব্রহ্মলোক, তদুপরি পরব্যোম, সেই পরব্যোমের উন্নত প্রদেশ শ্রীকৃষ্ণলোক পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; কাজেই অকিঞ্চনের গুরুত্ব যেরূপ অপরিমেয়, দীনতা সেইরূপই অপরিমেয়। রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বাপেক্ষা ভারী; কারণ, সমস্ত ভগবন্তত্ত্বের মূল অংশী শ্রীনন্দনন্দন অপেক্ষাও তিনি ভারী। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাহ্যরূপ প্রেমসম্পদ শ্রীগুরুদেবে পরিপূর্ণ-মাত্রায় বর্তমান বলিয়া তিনি সর্বাপেক্ষা ভারী; আবার আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাহ্য তাঁহাতে লেশমাত্রও নাই বলিয়া তিনি সর্বাপেক্ষা নিঃশ্ব। এইজন্য শ্রীগুরুদেব—অকিঞ্চন-সম্রাট।

অকিঞ্চনতার জ্ঞায় সম্পদ আর নাই। যিনি নিষ্কপটে এ কথা বলিতে পারেন—“যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার” তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহ হইতে পারে না। যিনি কায়মনোবাক্যে কৃপার কাদাল হন, তিনি পরিপূর্ণ কৃপালাভ করিয়া থাকেন। “শ্রীগুরুচরণে রতি না হৈল আমার” বলিয়া যিনি নিষ্কপটে ক্রন্দন করেন, “প্রেমধন-বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।” —এই চিন্তা যাহার চিত্তকে আকুল করে, তাঁহার জ্ঞায় অনুরাগী—প্রেমিক জগতে বিরল। শ্রীশ্রীল গুরুদেব বলিয়াছেন,—“অকিঞ্চনেরই ভগবান্। অকিঞ্চনের ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, রূপ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের তুলনা নাই। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য, বল, বীৰ্য্য, বুদ্ধিমত্তা বা পাণ্ডিত্য গুরুবর্গের ছিন্ন কোপীনের একগাছি সূতার মূল্য দিতে পারে না।

অকিঞ্চনতাই স্বরূপের রূপ। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতিই রূপশোভা। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অকিঞ্চনতা উদিত হইলেই শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের—শ্রীরূপের শ্রীনামসেবাসৌন্দর্য্য আমাদের অমূল্যীয় হয়। অকিঞ্চনতার মধ্যেই ‘তৃণাদপি সুনীচতা’ বর্তমান। ‘গোপীভর্তৃঃ পদকমলয়ো-দাস-দাসানুদাসঃ’ বুদ্ধিই অকিঞ্চনতার উদ্বোধক।”

অকিঞ্চনই প্রকৃত ধনী। কারণ তিনি বাহিরে কোপীনপরিহিত হইয়াও ষড়ৈশ্বর্য্যের মালিক নারায়ণের অংশী কৃষ্ণকেও বশ করিয়াছেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীবাসুদেব গোড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

বিগত ১৭ই মধুসূদন, ২৪শে বৈশাখ, ৮ই মে, শুক্রবার অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত বাসুগাওঁস্থ শ্রীবাসুদেব গোড়ীয় মঠে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় এবং প্রপূজ্য-চরণ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্ষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজের পৌরহিত্যে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জীউর শ্রীশ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা বিশেষ সমারোহের সহিত সু-সম্পন্ন হইয়াছে।

২৩শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার অধিবাস-দিবসে প্রপূজ্যপাদ শ্রীল শ্রোতী মহারাজের নেতৃত্বে কীৰ্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরের চতুর্পার্শ্বে কদলী-রোপণ, আম্র-পল্লবাদিসহ কুন্তস্থাপন এবং বিবিধ পত্র-পুষ্প, বহুমূল্য বস্ত্রাদি, বিভিন্ন বর্ণের পতাকা ও মাল্যাদি দ্বারা সু-সজ্জিত করতঃ অধিবাসের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

উক্ত দিবস অপরাহ্নে এক মহতী সভার আয়োজন করায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রোতী মহারাজ সভাপতির আসনে বৃত্ত হন। সভার বিষয়বস্তু ছিল, ‘শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা কি ও ইহার প্রয়োজনীয়তা।’ বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণ দিলে পর সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ ব্যক্ত করেন যে, “নৈমিত্তিক পূজকগণের পূজারধারা দর্শনে অনেক বৈদেশীক বা বিধর্ম্মীগণ হিন্দুগণকে পৌত্তলিক (Idolator) বলিয়া অবিহিত করেন। কিন্তু বৈষ্ণব-চিন্তাধারায় পূজার্চনের পদ্ধতি অবগত হইলে কোন সংচিন্তাশীল ব্যক্তিই এই আরাধনাকে পৌত্তলিক আখ্যা দিতে পারেন না। কারণ বৈষ্ণব-চিন্তাধারায় ইহা পুতুল না হইয়া সাক্ষাৎ ‘শ্রীবিগ্রহ’। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আমরা জানিতে পাই ছোট বিগ্র ও বড় বিগ্রের উপাখ্যানে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ সেবিত গোপাল—ভক্ত ছোট বিগ্রের পক্ষে সাক্ষী দিবার জন্ত স্বয়ং শ্রীবিগ্রহরূপী গোপাল উৎকলস্থ বিদ্যানগরে আসিয়া সাক্ষী দিয়াছিলেন। ভক্তের নিকট তিনি আত্মগোপন করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। সাক্ষী দেওয়ার জন্ত ছোট বিগ্রের সাধুনয় প্রার্থনাকালে কথোপকথন হইয়াছিল, যথা—

ব্রহ্মণ্য-দেব তুমি—বড় দয়াময়।

তুই বিগ্রের ধর্ম্ম রাখ হও সদয় ॥

* * *

এত জানি' তুমি সাক্ষী দেহ, দয়াময় ।
 জানি' সাক্ষী নাহি দেয়, তার পাপ হয় ॥
 কৃষ্ণ কহে,—বিপ্র, তুমি যাহ স্ব-ভবনে ।
 সভা করি' মোরে তুমি করিহ স্মরণে ॥
 আবির্ভাব হঞা আমি তাহাঁ সাক্ষী দিব ।
 তবে ছই বিপ্রে'র সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥
 বিপ্র বলে,—“যদি হও চতুভূজ-মূর্তি ।
 তবু তোমার বাক্যে কারু না হবে প্রতীতি ॥
 এই মূর্তি গিয়া, যদি এই শ্রীবদনে ।
 সাক্ষী দেহ যদি, তবে সর্ব লোকে শুনে ॥”
 কৃষ্ণ কহে,—‘প্রতিমা চলে, কোথাহ না শুনি ।’
 বিপ্র কহে,—‘প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী ॥’
 হাসিঞা গোপাল কহে,—‘শুনহ, ব্রাহ্মণ ।
 তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥’

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকার পরমার্চনীয় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বর্ণনা করিয়াছেন,—

“প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
 বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ ॥”

আমরা প্রতিমার পূজা করি না । প্রতিমা আমাদের উপাস্ত নহে ।
 ভক্তের হৃদয়ের নিধি পতিত জীবগণকে কৃপা করার জন্য শ্রীবিগ্রহরূপে
 ভক্তের দ্বারা স্বয়ং প্রকটিত হন । ভক্তবশ শ্রীভগবানই শ্রীবিগ্রহরূপে
 আমাদের আরাধ্য—উপাস্ত । শ্রীগোপাল সাক্ষী দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি
 সাক্ষীগোপাল বলিয়া প্রসিদ্ধ । ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করেন, যথা—

পদ্ম্যাং চলনু যঃ প্রতিমা-স্বরূপো ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্ ।

দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেহদ্ভুতেহহং তং সাক্ষীগোপালমহং নতোহস্মি ॥

অতএব কৰ্ম্মীগণের উপাস্ত-প্রতিমা ও ভক্তের শ্রীবিগ্রহ এক নহেন ।
 স্মৃতরাং হিন্দুমাত্রেই পৌত্তলিক নহেন । তৎপর সন্ধ্যার আগমনে সন্ধ্যা-
 আরতির জন্য সভায় কার্য্য কীর্ত্তনমুখে সমাপ্ত হয় । তদন্তর সন্ধ্যারতি
 শেষ হইলে সমিতির আচার্য্যদেব রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন ।

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-দিবসে প্রাতঃকালে শ্রীধাম মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী
 গৌড়ীয় মঠ হইতে সমিতির সহঃ সভাপতি প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী
 শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ বাসুগাওঁ রেল-ষ্টেশনে পৌঁছিলে

শ্রীবাসুদেব গোড়ীয় মঠ রক্ষক শ্রীপাদ বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী এবং আরও অনেক বৈষ্ণবগণ খোল-করতাল লইয়া কীর্তনসহযোগে পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা শ্রীল মহারাজকে বিভূষিত করতঃ শ্রীমঠে আনয়ন করেন। শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে বাংলা এবং আসামের বহু ভক্তবৃন্দই উপস্থিত ছিলেন।

দিবা ৮টার সময় শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কার্য্য শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। সর্বপ্রথমে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ শ্রোতী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বামন মহারাজ, শ্রীমদ্ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ উর্দ্ধমস্থী মহারাজ, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মুরলীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রমাপতি দাসাধিকারী, শ্রীপাদ বনবিহারী দাসাধিকারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ দ্বারা মঙ্গলাচরণ ও স্বস্তিবাচন হইলে শ্রীল বামন মহারাজ বাস্তপূজা ও পীঠপূজা সম্পন্ন করেন। শ্রীবিগ্রহস্থয়ের অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, উপনিষদ্ ও পুরুষোক্ত প্রভৃতি গ্রন্থ পারায়ণ করা হয়।

শ্রীবিগ্রহ-অভিষেককালে পুরুষোক্তাদি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ ও শ্রীহরি-কীর্তন-কোলাহলে গগন মুখরিত হয়। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা—পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, গঙ্গা, যমুনা, সর্কোষধির জল ও ১০৮ ঘণ্টার বিভিন্ন তীর্থের জল দ্বারা অভিষেক হইলে পর শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অর্চন, পূজন, পুষ্পাঞ্জলি ভোগরাগ এবং আরতি প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে সূ-সম্পন্ন হয়। পরিশেষে নিবেদিত বিবিধ ব্যঞ্জনাদি সহ উৎসর্গীত মহা-প্রসাদ উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ, নিমন্ত্রিত সজ্জনগণ ও আগত স্ত্রী-পুরুষ নিক্সিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবে সহস্রাধিক ব্যক্তিই আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে একটি বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। তাহাতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজ, শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করতঃ হিন্দী, বাংলা ও অসমীয়া প্রভৃতি ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ ভাষণ দানকালে ভারতীয় চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করতঃ বর্তমান দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ ও সমাজের কর্ণধারগণের দৃষ্টি আকর্ষণোদ্দেশে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে,—“ধর্ম্মাধীন রাষ্ট্রই ভারতের গৌরব এবং ধর্ম্মই ভারতকে চিরদিন পরিচালনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম বলিতে কোন সঙ্কীর্ণতা, হীনতা বা কোনপ্রকার অনুপাদেয়তাকে লক্ষ্য করে না। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের ভাণ এক নহে। ধর্ম্মধর্ম্মজীর সঙ্কীর্ণা অসৎক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কর্তব্য নহে। পার্থিব চিন্তাস্রোত মানুষকে অধঃপতিত করিয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে। খাণ্ড, বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতির সুব্যবস্থা করাই আমাদের পরাশান্তি লাভের উপায় নহে। যাহারা ঐগুলি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের চরম সীমায় উঠিয়াছেন তাহারাও যে অশান্তির গভীরতম জলধিগর্ভে নিমজ্জিত আছেন, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। শান্তি একটি পৃথক্ বস্তু। পার্থিব বস্তু তাহা কখনই সম্পাদন করিতে পারে না।”

পরিশেষে সভাপতির ভাষণে প্রপূজ্যপাদ শ্রীল বামন মহারাজ বর্তমান নাস্তিক ও শাস্ত্রবিরোধী অধার্ম্মিক সমাজের বিশৃঙ্খলতা উল্লেখ করতঃ নির্ভিক ও দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করেন যে,—“শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার দর্শন, অর্চন, পূজন, পরিক্রমণ ও শ্রীহরি-সঙ্কীর্ণন প্রভৃতি একমাত্র শুদ্ধভক্তি-প্রচার ও আচারের দ্বারাই উচ্ছৃঙ্খল সমাজের তথা বর্তমান অশান্তিপূর্ণ বিশ্বে শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি, শান্তি সাধিত হওয়া সম্ভব ; নচেৎ হিংসা বিদ্বেষ দ্বারা সৃষ্টভাবে পরিবেশ আসিতে পারে না—ইহা সূর্য্যুক্তি তত্ত্বপূর্ণ ও স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষণ দ্বারা ভক্তবৃন্দকে ভক্তিধর্ম্মে আগ্রহিত করান। তৎপরে উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ ও সূধীসমাজকে শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে ভাষণ সমাপ্ত করেন। তাঁহার সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ এবং প্রাজ্ঞল ভাষা সমন্বিত বক্তৃতা শ্রবণে শোভমণ্ডলী ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করেন এবং শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র-কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার যাবতীয় সেবাকার্য্যের সম্পাদনায় শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ রক্ষক শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী বি.এ, প্রভুবরের সেবাপ্রচেষ্টা সর্ব্বোপরি আদর্শনীয় ও প্রশংসনীয়।

—বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়াক্ষা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥

অন্য ধর্ম স্বরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার বতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

২২শ বর্ষ } সঙ্কর্ষণ., ৩০ শ্রীধর, ৪৮৪ গৌরাক্ষ
সোমবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৭; ইং ১৭৮৮/১৯৭০ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদঃ শ্রী ব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

তস্মাঃ কণাদর্শনতোম্রিয়ন্তে সূখেন তস্মাঃ সুখিনোভবন্তি ।

স্নিগ্ধাঃ পরং যে কৃতপুণ্যপূজাঃ প্রাণেশ্বরীপ্রেষ্ঠগণান্ ভজে তান্ ॥৪০॥

যাঁহারা শ্রীরাধিকার ক্ষণকাল অদর্শনে মৃতপ্রায় হয়েন এবং যাঁহারা শ্রীরাধিকার সূখে আপনাকে পরমসুখী বলিয়া বোধ করেন এবং যাঁহারা জন্ম জন্মান্তরে কতই পুণ্য পুঞ্জ করিয়াছেন, সেই স্নেহাঙ্ক হৃদয় শ্রীরাধিকার পরিচারিকাঙ্গিকে পুনঃ পুনঃ ভজনা করি ॥৪০॥

সাপত্রেয়োচ্চয়রজ্যতুজ্জলরসশ্রোতৈঃ সমুদ্বৃদ্ধয়ে
সৌভাগ্যোদ্ভটগব্ববিভ্রমভূতঃ শ্রীরাধিকায়াঃ স্মৃটং ।

গোবিন্দঃ স্মর ফুল্ল বল্লব বধুবর্গেণ যেন ক্ষণং

ক্ৰীড়ত্যেব তমত্র বিস্তুতমহাপুণ্যং চ বন্দামহে ॥৪১॥

সৌভাগ্য, গৰ্ব, বিভ্রম প্রভৃতি নায়িকাগুণ বিশিষ্ট শ্রীরাধিকার শৃঙ্গার-
রস পুষ্টির নিমিত্ত সাপত্র্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ যে-সকল ব্রজসুন্দরাদিগের সহিত
ক্ষণকাল ক্রীড়া করিয়াছিলেন সেই সকল ভাগ্যবতী চন্দ্রাবলী প্রভৃতি
ব্রজরমণীদিগকে আমি পুনঃ পুনঃ ভজনা করি ॥৪১॥

ব্রহ্মাণ্ডাৎ পরমুচ্ছলং সুখভরং তৎ কোটি সংখ্যাদপি

প্রেন্না কৃষ্ণ সুরক্ষিতাঃ প্রতিমূহঃ প্রাপ্তাঃ পরং নিবৃতাঃ ।

কামং তৎপাদপদ্মসুন্দর নখপ্রাস্তস্থলদ্রেণুকা

রথাব্যগ্রধিয়ঃ স্মুরন্তি কিল যেন তান্ গোপবর্ষ্যান্ ভজে ॥৪২॥

যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডাতীত প্রচুররত পরমসুখ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিক্ষণে আত্মাকে
পরমসুখী বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে কোটী ব্রহ্মাণ্ড
অপেক্ষা ও সমধিক প্রেমদ্বারা নিয়ত রক্ষা করিতেছেন ও যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের
পাদপদ্মস্থ সুন্দর নখ প্রাপ্ত হইতে স্থলিত রেণু কণিকার রক্ষণে ব্যগ্রচিত্ত
হইয়া অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই সকল গোপরাজদিগকে নিম্নত
ভজনা করি ॥৪২॥

প্রাণেভ্যোহপ্যধিকৈঃ প্রিয়ৈরপি পরং পুন্ড্রৈর্মু'কুন্দস্য যাঃ

স্নেহাৎ পাদসরোজ যুগ্মবিগলদবর্ম্মস্য বিন্দোঃ কণং ।

নির্মজ্জ্যোৰুশিখণ্ড সুন্দর শিরশ্চুস্বন্তি গোপ্যশ্চিরং

ভাসাৎ পাদরজাংসি সন্ততমহং নির্মজ্জ্যামি স্মৃটং ॥৪৩॥

যাঁহার স্নেহ বশতঃ প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র অপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান করিয়া
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে বিগলিত ঘর্ম্মবিন্দুকণিকা, স্নান বস্ত্রাদি দ্বারা
মার্জনাপূর্ব্বক তাঁহার শিখণ্ড শোভি মস্তক চুষন করিতেছেন, আমিও সেই
মস্তক গোপিকাদিগের পাদপদ্মস্থিত ধূলি সকল নিয়ত মার্জনা করি ॥৪৩॥

ইন্দ্রনীল খুররাজিতাঃ পরং স্বর্ণবদ্ধবর শৃঙ্গরজিতাঃ ।

পাণ্ডুগণ্ড গিরিগর্ব্বখর্ব্বিকাঃ পাস্ত নঃ সপদি কৃষ্ণধেনবঃ ॥৪৪॥

ইন্দ্র নীলমণির ত্রায় সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা যাঁহাদের খুরসকল সুশোভিত
ও স্বর্ণজড়িত শৃঙ্গ দ্বারা যাঁহারা রঞ্জিত এবং উজ্জ্বল গুহ্রবর্ণ দ্বারা যাঁহারা

পাণ্ডুবর্ণ গাণ্ডশৈলদিগের গৰ্ব খর্ব করিতেছেন সেই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের ধেনুগণ
আমাকে আশু রক্ষা করুন ॥৪৪॥

যাসাং পালন দোহনোৎসবরতঃ সার্কং বয়শ্রোংকরৈঃ

কামং রামবিরাজিতঃ প্রতিদিনং তৎপাদরেণুজ্জলং ।

প্ৰীত্যা স্ফীতবনোরু পর্বতনদীকচ্ছেসু বদ্ধস্পৃহো

গোষ্ঠাখণ্ডলনন্দনো বিহরতে তাঃ সৌরভেয়ীভজে ॥৪৫॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন, বলদেব ও শ্রীদামাদি বয়শ্রগণে মিলিত হইয়া প্রতিদিন
যাহাদিগের পালন ও দোহন জন্ত উৎসবে রত হইতেছেন ও যাহাদের
খুরোখিত ধূলি পটলে উজ্জল কলেবর হইয়া প্ৰীতিসহকারে বৃহৎ বন ও
বিশাল পর্বত এবং নদীকচ্ছে সতৃষ্ণ হইয়া বিহার করিতেছেন, আমি সেই
সমস্ত সুরভীনন্দিনী ধেনুদিগকে ভজনা করি ॥৪৫॥

মণিখচিত সুবর্ণ শ্লিষ্ট শৃঙ্গদ্বয় শ্ৰী

রসিতমণিমনোজ্জ্যোতি রুত্বৎখুরাঢ্যঃ ।

স্মুরদরুণিমগুচ্ছান্দোল বিদ্যোতিকণ্ঠঃ

স জয়তি বকশত্রোঃ পদ্মগন্ধঃ ককুদ্বী ॥৪৬॥

মণিখচিত স্বর্ণ দ্বারা যাহার শৃঙ্গদ্বয় সুশোভিত ও নীল-কান্তমণির মনোহর
কান্তি দ্বারা যাহার খুর চতুষ্টয় অতি রমণীয় হইয়াছে এবং যাহার কণ্ঠে
অরুণবর্ণ উজ্জল হার যষ্টি আন্দোলিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই পদ্মগন্ধ
বৃষভের জয় হউক ॥৪৬॥

মৃদুনবতৃণমল্লং সম্পৃহং বক্ত্রমধ্যে

ক্ষিপতি পরম যত্নাদল্ল কণ্ডূঞ্চ গাত্রে ।

প্রথয়তি মুরবৈরী হন্ত যদ্বৎসকানাং

সপদি কিল দিদৃক্ষে তত্তদাটীকনানি ॥৪৭॥

শ্রীকৃষ্ণ প্ৰীতিযুক্ত হইয়া যাহাদিগের মুখমধ্যে কোমল নবতৃণ অল্ল অল্ল
করিয়া অর্পণ করিতেছেন এবং পরম যত্নে যাহাদের গাত্র কণ্ডূয়ন করিতেছেন
আমি সেই সমস্ত গোবৎসগণের উলম্বগতি দেখিবার নিমিত্ত বাসনা
করিতেছি ॥৪৭॥

আচার্য্য-চরিত্র ও দৈব-বর্ণাশ্রম

(ইংরাজী পত্র হইতে অনুদিত)

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার
কলিকাতা

২৩শে চৈত্র, ১৩৪১

৬ই এপ্রিল, ১৯৩৫

প্রিয়—

তোমার ২৯শে মার্চ তারিখের বিমানডাকের পত্র এইমাত্র প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীমধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের জন্ত অল্প আমরা প্রায় বিশমূর্ত্তি টাকা যাত্রা করিতেছি। ৮ই এপ্রিল সোমবার ভিত্তি-সংস্থাপন-কার্য্য সম্পন্ন হইবে এবং ১২ই এপ্রিল শুক্রবার ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে অর্চ্চাবিগ্রহগণ প্রকাশিত হইবার কথা আছে। * * * * * মে মাসের পূর্বে আমাদের এখান হইতে বিলাত যাত্রা করার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আগামী সিলভার জুবিলি-উৎসবকালে লণ্ডন যাওয়া সম্ভব হইবে না।

তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর যতটা স্মরণ হয়, তারিখাদি সহ অতি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল—

১। আমি বাণাঘাট ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করি। তৎপরে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় অরিয়েন্টেল সেমিনারিতে ভর্ত্তি হই। পরে ১৮৮৩ অব্দে অর্থাৎ কলিকাতার প্রদর্শনীর বৎসর অক্টোবর মাসে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন স্কুলে ছাত্ররূপে প্রবেশ করি। ১৮৮৭ অব্দে অর্থাৎ মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের জুবিলি-বর্ষে আমি শ্রীরামপুর স্কুল পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা মেট্রপলিটন ইন্সটিটিউশনে ভর্ত্তি হই।

২। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করি।

৩। তৎপূর্বে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সারস্বত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয় এবং উহা ১৯০১ বা ১৯০২ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল।

৪। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমি স্বাধীন ত্রিপুরা-ষ্টেটে কর্ম্ম গ্রহণ করি এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমাকে পূর্ণ বেতনে পেন্সন্ দেওয়া হয়। আমি উহা ১৯০৮ সন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম।

৫। আমি ১৯০১ সালে শ্রীগুরুপাদদ্বয়ের নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করি। ইহার কএকমাস পূর্বে আমি শ্রীগুরুদেবের দর্শন পাইয়াছিলাম।

৬। আমি ১৯০১ সালে পুরী গমন করি। এই সময় হইতে পুরীর সহিত আমার সম্পর্ক অধিক হইল এবং ১৯০৪ সনে পূর্ণ এক বৎসর তথায় অতিবাহিত করি। আমি ১৯০৪ সালের শেষভাগ হইতে ১৯০৫ সালের জাহুয়ারী পর্যন্ত পুরী হইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ করি।

৭। এই সময় হইতে আমি শ্রীমায়াপুরে বাস করিতে থাকি এবং মধ্যে মধ্যে পুরী যাই। শ্রীমায়াপুরে আমি ১৯০৫ সাল হইতে শ্রীমহাপ্রভুর বাণী প্রচারের কার্য আরম্ভ করি।

৮। ১৯০৬ সালে শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ আমার প্রথম বান্ধব (দীক্ষিত শিষ্য) হইয়াছিলেন।

৯। আমার সমাজ সংগঠন-আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ভক্তসমাজেই আবদ্ধ ছিল। অভক্ত বা নাস্তিক-সম্প্রদায়ের সমাজ সংস্কারে আমার কোন অভিপ্রায় নাই। সমাজ-বিধানের সংস্কার-কার্য কোনদিনই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ যাহাতে তাঁহাদের পারমার্থিক অনুষ্ঠান-সমূহ অবাধে পালন করিতে পারেন, তদুপায়-প্রবর্তনে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। ভগবদ্ভক্তগণের অশ্লুবিধা দূরীকরণস্বরূপ আমার এই কার্যে স্মার্ত্ত ও অন্ত্যাত্মবিধিগণের বদ্ধসংস্কারসমূহ বিভিন্ন বিঘ্নকর হইয়াছিল।

আমি জানিতাম যে, দৈব-বর্ণাশ্রমে অনুষ্ঠীয়মান বর্ণাশ্রমধর্মের মর্ম্ম। প্রচলিত বর্ণাশ্রম বাস্তব বর্ণাশ্রমের অনবত্ত বিচার হইতে ভ্রষ্ট ও বিকৃতপ্রস্তু হইয়াছে। বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ, সংস্কার ও অন্ত্যাত্ম আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াসমূহ সাধকগণের পারমার্থিক স্বাস্থ্য-সম্পাদনের সহায়ক। অতএব আমি স্মার্ত্ত ও নিরীশ্বর সমাজের নির্দয়তা-বঞ্চিত সমাজ-বিধান-সমূহ প্রবর্তনে বাধ্য হইয়াছিলাম।

স্মার্ত্ত জনসাধারণের সমাজ-সংগঠনের পরিবর্তে প্রধানতঃ ভাগবতগণের সেবার নিমিত্ত যোগ্য সেবক-সংগ্রহ-কার্যে আমার প্রাথমিক প্রযত্ন নিযুক্ত হইয়াছিল। তুমি অবগত আছ যে, আমি যখন হরিসেবার উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনরুদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, তখন নিরীশ্বর জনসাধারণের মতবাদের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমি গ্রহণ করি নাই।

ভাগবতগণ একটি পৃথক্ জাতি গঠন করিলে অবস্থা কিরূপ হইবে, আমি জানি না। আমার বিচারে তাঁহাদের নিজ (পূর্ব) বর্ণ-ব্যবহার-সংরক্ষণে স্বতন্ত্রতা দেওয়া যাইতে পারে, অথবা তাঁহারা যদি নিক্ষিপ্ত ও সংসাহসী হন, তবে ভ্রাতৃ-সমাজের নিগড় হইতে আমাদিগকে পরিমুক্ত রাখিবেন। এই সমস্ত বিচার ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বিচার ও অবস্থানুরূপ প্রয়োজনীয়তার উপর রক্ষিত হইয়াছে।

স্মার্ত্ত-বিচারের পোষণকারিগণ বৈষ্ণব-বিচারের প্রতি যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না। স্ততরাং ব্যবহারাপেক্ষাযুক্ত ও তন্নিরপেক্ষগণের মধ্যে যে পার্থক্যসমূহ, তাহা তুমি নিজেই বুঝিতে পার। ব্যক্তিবিশেষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, তন্নিরূপণই দৈব-বর্ণাশ্রমের মর্ম্ম, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বভাবধারার সহিত বংশগত পরিচয়ের একাকার করা উহার উদ্দেশ্য নহে।

যদি তুমি যত্নপূর্ব্বক “অর্চ্য বিষেণী শিলাধীঃ” শ্লোকটি স্মরণ কর, তবে আমার বিচারধারা বুঝিতে পারিবে। বিশেষতঃ তাকে সামান্তশ্রেণীভুক্ত করার প্রয়োজন নাই।

তুমি জান যে, আমাদের প্রত্যেকটি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উপদেশ-সংযুক্ত থাকায় আমরা স্বমত-বিরুদ্ধ হইতে পারি না। কিন্তু অপর পক্ষের অস্থির দর্শনে আপাত বিরোধী বিচার-সমূহ একাকার বলিয়া মনে হইতে পারে।

নিত্যাশীর্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(অন্যভিলাষ)

১। ভড়-আশার কি সীমা আছে? উহা কি শান্তিদায়িনী?

“আশার ইয়ত্তা নাই, আশাপথ সদা ভাই,
নৈরাশ-কণ্টকে রুদ্ধ আছে।

বাড়' যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাজে ॥”

—‘নির্বেদলক্ষণ উপলক্ষি’—২, কঃ কঃ

২। কামিজনের অন্তর্পূর্ণা-পূজায় কি বিষ্ণুপ্রীতির উদ্দেশ্য আছে ?

“কামিজনে প্রচুর অন্তর্পূর্ণা-পূজায় যে-সকল স্ত্রীলোক অন্তর্পূর্ণার পূজা করে, তাহাদের ‘বিষ্ণুপ্রীতি-কাম’ বলিয়া সংকল্পটি কেবল বাক্যমাত্র।”

—চৈঃ শিঃ ৮ উপসংহার

৩। অত্যাভিলাষী বহির্মুখ-জন কয় প্রকার ?

“বহির্মুখ জন ছয় প্রকার, যথা—(১) নীতিরহিত ও ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তি ; (২) নৈতিক অথচ ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তি ; (৩) সেশ্বর নৈতিক—যিনি ঈশ্বরকে নীতির অধীন বলিয়া জানেন ; (৪) মিথ্যাচারী বা দান্তিক (বৈড়ালব্রতিক, বকব্রতিক ও তৎকর্তৃক বঞ্চিত) ; (৫) নির্বিশেষ-বাদী ; ও (৬) বহুঈশ্বরবাদী।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৪। নীতিহীন নিরীশ্বরের জীবন কিরূপ ?

“যাহারা নীতি ও ঈশ্বর মানে না, তাহারা বিকল্প ও অকল্প-পরায়ণ। নীতি না থাকিলে যথেষ্টাচার ঘটয়া থাকে।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৫। নিরীশ্বর-নৈতিকের চরিত্র কি বিশ্বাসযোগ্য ?

“নিরীশ্বর নৈতিক সুবিধা পাইলে স্বার্থের নিকট নীতিকে যে বলিদান না করিবেন, ইহার নিশ্চয়তা কোথায় ? তাহাদের চরিত্র পরীক্ষা করিলেই তাহাদের মতের অকল্পন্যতা লক্ষিত হইবে।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৬। সেশ্বর-কর্মী কি যথার্থই ঈশ্বরভক্ত ?

“তৃতীয় শ্রেণীর বহির্মুখ লোকেরা ‘সেশ্বর কর্মী’ বলিয়া অভিহিত হন। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহারা নীতির মধ্যে ঈশ্বরভক্ততাকে একটি প্রধান কর্তব্য বলেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহারা এক শ্রেণীর। ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়া প্রথমে তাহাতে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণিধান করিলে এবং পরে নীতির ফল সচরিত্র উদিত হইলে ঈশ্বর-বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই—ইহা প্রথম শ্রেণীর সেশ্বরকর্মীগণের মত দ্বিতীয় শ্রেণীর সেশ্বরকর্মীগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরোপাসনারূপ সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য-সকল করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয় ; চিত্ত শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন আর জীবের কৃত্য থাকে না ; এই মতে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধটি পান্থ-সম্বন্ধ মাত্র,—নিত্য নয়।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৭। মিথ্যাচারী কয় প্রকার ?

“মিথ্যাচারিগণ—চতুর্থ প্রকার বহির্মুখ-মধ্যে পরিগণিত। ইহারা দ্বিবিধ—বৈড়ালব্রতিক ও বঞ্চিত।” —চৈঃ শিঃ ৩।৩

৮। বৈড়ালব্রতিকগণের স্বভাব কি এবং তাহাদের অনুগমনকারীর ফল কি ?

“বৈড়ালব্রতিকগণ জগৎকে বঞ্চনাপূর্বক অধর্মপথকে পরিষ্কার করিয়া দেয়। অনেক নির্বোধ লোক বাহিরে তাহাদের দর্শন-পূর্বক বঞ্চিত হইয়া সেই পথ অবলম্বন করে। অবশেষে ভগবদ্বহির্মুখ হইয়া পড়ে। উপরে (বাহিরে) দিব্য-বৈষ্ণব-চিহ্ন, সর্বদা ভগবনাম, জগতের প্রতি অনাসক্তি, সময়ে সময়ে ভাল ভাল কথা—এ সমস্ত লক্ষণই তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হয় এবং গোপনে কনক-কামিনী-সংগ্রহ চেষ্টা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অত্যাচারই তাহাদের ‘অন্তরঙ্গ’ ভাব।” —চৈঃ শিঃ ৩।৩

৯। উচ্চাকাঙ্ক্ষার কি নিবৃত্তি আছে ?

“ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই, শিবপদ কিসে পাই,

এই চিন্তা হ’বে অবিরত।

শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্ম-সাম্য তদন্তর

আশা করে শঙ্করানুগত ॥

অতএব আশা-পাশ, যাহে হয় সর্বনাশ,

হৃদয় হইতে রাখ দূরে।

অকিঞ্চন ভাব ল’য়ে, চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে,

বাস কর সদা শান্তিপুরে ॥”

—‘নির্বেদলক্ষণ উপলক্ষি’—২, কঃ কঃ

১০। শুদ্ধভক্তিতে অগ্নাভিলাষাদির স্থান আছে কি ?

“শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণসেবার্থ স্বীয় (পারমাণ্বিক সিদ্ধি-পথে) উন্নতি বাঞ্ছা ব্যতীত অগ্নি কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না—কৃষ্ণ ব্যতীত অগ্নি কোনরূপ সেব্য-ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি-স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না এবং জ্ঞান ও কর্ম তত্ত্বস্বরূপে থাকিতে পারে না।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১৯।১৬৮

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

আর কি প্রভু আসবে না ?

প্রভু, তোমায় ডাকছি এত,

আর কি তুমি আসবে না ?

তব রাতুল চরণ ছুঁটির

আর কি দেখা মিলবে না !

আর কি আমার নামটি ধ'রে

ডাকবে না'ক মধুর স্বরে,

হরি-বৈষ্ণবের সেবার তরে

আর কি আদেশ করবে না !

অসং পথে গেলে এবার

আর কি আমায় বকবে না ?

প্রভু, তোমায় ডাকছি এত,

আর কি তুমি আসবে না !

নিত্য লক্ষ নাম নিতে মোরে

আর কি বুঝি গো বলবে না !

শাস্ত্র-পুরাণ পাঠের তরে

বলবে না'ক আর কি মোরে ?

প্রণাম করে দাঁড়ালে আর

বসতে কি গো বলবে না !

মিষ্টি মধুর হাসি তোমার

আর কি কভু দেখবো না ?

প্রভু, তোমায় ডাকছি এত,

আর কি তুমি আসবে না !

এ মহাপাপীর উদ্ধার-তরে

হরি-কথা কি বলবে না ?

ওগো মোদের হৃদয়-নিধি
 হারিয়ে তোমায় সদাই কাঁদি,
 এতই মোদের বাসতে ভালো, ...
 মোদের ছেড়ে থাকতে না।
 এবার তোমায় দেখতে পেলো
 আর তো কভু ছাড়বো না !

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-৫৪)

অতঃপর সখ্য বিষয়ে বর্ণিত হইতেছে,—

হিতকাজ্জ্ঞারূপ বস্তুতাবহি সখ্য।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অহো নন্দগোপাদি ব্রজবাসিগণের কি সৌভাগ্য ! সনাতন পূর্ণব্রহ্ম
 ষাহাদের মিত্র, তাহারা আশ্চর্য্যজনক ভাগ্যবান্।

রামার্চন চন্দ্রিকায় উক্ত হইয়াছে,—

পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদাদিষু শেরতে।

মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবৎ ॥

পরিচর্য্যাপরায়ণ কোন কোন ভক্ত তাহাকে মনুষ্যমুত্তিতে দর্শন এবং
 তাহার সহিত বন্ধুতুল্য ব্যবহার করিবার জন্য ভগবান্মন্দিরে শয়ন করেন।

এই সখ্যাপ্রেম বিশ্রুতযুক্ত ভাবনাময় বলিয়া দাস্ত্র্যাপেক্ষাও উত্তমত্ব নিবন্ধন
 ইহা দাস্ত্রের পর পঠিত হইয়াছে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—‘নাদেবো
 দেবমর্চয়েৎ’ স্বয়ং দেব না হইয়া দেবতার অর্চন করিবে না। সুতরাং
 পরমেশ্বর বিষয়ে সখ্যভাবপ্রাপ্তি আশ্চর্য্যজনক নহে। পরন্তু শুদ্ধভক্তগণ
 নিজের দেবভাব-প্রাপ্তি ভগবৎসেবার প্রতিকূল বলিয়া তাহার উপেক্ষা এবং
 অনুকূল হইলে তাহা গ্রহণ করেন। তন্মুখমে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী দাস্ত্রং

পুনর্জন্মনি জন্মনি স্মাৎ (ভাঃ ১০।৮।১৩৬)—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য দর্শন করিয়া স্তদামা এইপ্রকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন । সৌহৃদ—প্রেম, সখ্য—হিতাকাঙ্ক্ষা, মৈত্র—উপকারত্ব, দাস্ত—সেবকত্ব । এই সৌহৃদ প্রভৃতি পদচতুষ্টয়ে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসে একবচন হইয়াছে ।

এস্থলে সাধ্যত্বনিবন্ধন প্রেমকে নববিধ ভক্তির অন্তর্ভূত করা হয় নাই । মৈত্রী সখ্যেই অন্তর্ভাবযুক্ত বলিয়া দাস্ত ও সখ্যই গৃহীত হইয়াছে । ভক্ত-কর্তৃক ভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষাই সখ্যপদে উক্ত হইয়াছে । ভক্তবিষয়ে ভগবান্ যে হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, তাহার নিত্যত্বহেতু ভক্তের সখ্য সেবাও নিত্য ভগবদ্বিষয়ক হিতাকাঙ্ক্ষাময় । ভক্তের সহিত ভগবানের নিত্য সহবাস হেতু ও ভজন বিশেষ দ্বারাও বিশিষ্টতা সম্পাদন অতি দুষ্কর নহে, এই অভিপ্রায়েই প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

কোহতিপ্রয়াসোহসুরবালকা হরে-

রূপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ ।

স্বস্তান্বনঃ সখ্যরশেষদেহিনাং

সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥ (ভাঃ ৭।৭।৩৮)

হে অসুর বালকগণ ! যিনি অশেষ দেহিগণের নিজ আত্মা অবিশেষে সখা ও নিজ হৃদয়ে ছিদ্রবৎ আকাশের জ্বার অবস্থিত, সেই শ্রীহরির উপাসনায় অতিপ্রয়াস কি ? অতএব বিষয়োপপাদনের আবশ্যকতা কি ? সামান্যতঃ সর্বত্র পক্ষপাতশূন্যরূপে সখা অর্থাৎ যথাকালে বহিঃ ও অন্তঃকরণের বিষয়াদিরূপ মায়িক সম্পত্তি এবং নিজপ্রেমাদিরূপ অমায়িক সম্পত্তি এবং দানহেতু যিনি হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই শ্রীহরির । বিষয়োপপাদনৈঃ অর্থাৎ জয়াপুত্রাদি কল্পিত নশ্বর বিষয় সকলের উপার্জনের আবশ্যক কি ?

ময়ি নির্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ ।

বশে কুবর্ত্তি মাং ভক্ত্যা সংস্থিয়ঃ সংপতিং যথা ॥

(ভাঃ ৯।৪।৬৬)

সতী স্ত্রী যেক্রপ সংপতিকে বশীভূত করে, আমার প্রতি নিবন্ধচিত্ত সমদর্শী সাধুগণও আমাকে ভক্তিদ্বারা সেইরূপ বশীভূত করেন । এস্থলে দ্বারা আংশিক সখ্যভক্তি লক্ষিত ।

অতঃপর আত্মনিবেদন—দেহ হইতে শ্রদ্ধাত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের সর্বতোভাবে সমর্পণই আত্মনিবেদন বলিয়া কথিত হয় । নিজের জন্ম

চেষ্টাশূন্যতা, নিজ সাধনসাধ্যসমূহের তাহাতেই অর্পণ এবং তাহার উদ্দেশ্যেই একমাত্র চেষ্টাশীলতা উহার কার্য্য। গোবিক্রয়ের পর বিক্রীত গরুর জীবিকার জন্য বিক্রয়কারীর যেরূপ কোন চেষ্টা থাকে না। পরন্তু ক্রেতাই তৎকালে তাহার হিতসাধক হয় এবং উক্ত গরুও তৎকালে ক্রেতারই কার্য্য নির্বাহ করে, আত্মনিবেদন সম্বন্ধে তদ্রূপই জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণদেবীর বাক্যে (ভাঃ ১০।৫২।৩৯ শ্লোকে) এই আত্মনিবেদন উক্ত হইয়াছে—

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জাম্বা-

মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোহত্র বিভো বিধেহি ।

হে বিভো ! আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন ।

কেহ কেহ দেহার্পণকেই আত্মার্পণ মনে করেন । যথা ভক্তিবিবেকে—

চিত্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতশ্চ যথা পশোঃ ।

তথার্পয়ন্ হরে) দেহং বিরমেদশ্চ রক্ষণাৎ ॥

বিক্রয়কারী ব্যক্তি যেমন বিক্রীত পশুর রক্ষণে কোন চিন্তা করে না, তদ্রূপ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে দেহসমর্পণ করিয়া ইহার রক্ষণ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবে ।

শ্রীমদালবন্দারু মুনির বাক্যে স্তব্ধ ক্ষেত্রজেরই অর্পণ জানা যায়—

বপুরাদিষু যোহপি কোহপি বা গুণতোহসানি যথাতথাবিধঃ ।

তদয়ং তব পাদপদ্মযোরহমঐব ময়া সমর্পিতঃ ॥

হে প্রভো ! আমি এই শরীর প্রভৃতিতে যে কোনরূপে এবং দ্বাদশ গুণানুসারে যে কোন প্রকারেই অবস্থিত হই, অতঃপর আমার অহংতা আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছি ।

অম্বরীষ মহারাজের আচরণে কার্য্যের সহিত সমুদয়ই আত্মনিবেদনে উক্ত হইয়াছে,—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োৰ্দ্ধাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।

করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনা দিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসংকথোদয়ে ॥

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদভূত্যগাত্রস্পর্শেইঙ্গমঙ্গমম্ ।

দ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজমোরভে শ্রীমর্তূলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপাদানুসমর্পণে শিরৌ হৃষীকেশপদাভিবন্দনে ।

কামঞ্চ দাস্ত্রে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃ শ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥

(ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

তিনি চিত্তকে কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলে, বাক্য শ্রীহরিগুণানুবর্ণনে, হস্তদ্বয় শ্রীহরির মন্দির মার্জনা দিতে, কর্ণ অচ্যুতবিষয়ক সংকথাশ্রবণে, নেত্রদ্বয় মুকুন্দের লিঙ্গ ও আলয় দর্শনে, অঙ্গসঙ্গম তদীয় ভূত্যাগাত্রস্পর্শে, প্রাণ তৎ-পাদপদ্মপিত তুলসীতে, রসনা তৎপ্রসাদে, পাদদ্বয় শ্রীহরিক্ষেত্রভ্রমণে, মস্তক শ্রীহরিপাদপদ্ম বন্দনে এবং কাম তদীয় দাস্ত্রে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরন্তু আত্মমুখ কামনায় নহে। ইহাতে উত্তম শ্লোকজনাশ্রয়া অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তবিষয়িণী রতি হইয়া থাকে।

এস্থলে সর্বতোভাবে শ্রীহরির প্রতি সমষ্টিভাবে আত্মনিষ্ক্রেপ কৃত হইয়াছে বলিয়া বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি হেতু স্মরণাদিময়ী উপাসনাই আত্মার্পণ।

শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্।

পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।

মদন্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্যতিঃ ॥

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদগুণেরণম্।

মর্য্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকামবিবর্জনম্ ॥

মদর্থৈর্হর্থপরিত্যাগো ভোগস্ত চ সুখস্ত চ।

ইষ্টং দত্তং হৃতং জপ্তং মদর্থং মদব্রতং তপঃ ॥

এবং ধর্ম্মৈর্মুখ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।

ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোহন্যোহর্থোহস্তাবশিষ্ঠতে।

(ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪)

আমার অমৃতময় কথাতে শ্রদ্ধা, নিরন্তর আমার অনুকীর্তন, পূজায় পরিনিষ্ঠা, স্তুতি দ্বারা স্তব, সেবায় আদর, সর্বাঙ্গের সহিত অভিবন্দন, আমার ভক্তপূজা অধিকরূপে সর্বপ্রাণীতে আমার অবস্থিতি স্মরণ, আমার নিমিত্ত অঙ্গচেষ্টা, বাক্য দ্বারা আমার কীর্তন, আমাতে চিত্তের সমর্পণ, সর্বপ্রকার কামনা বর্জন, আমার নিমিত্ত অর্থত্যাগ, ভোগ ও সুখের ত্যাগ, আমার নিমিত্ত দান, যজ্ঞ, জপ, ব্রত তপস্যা—এই প্রকার ধর্ম্মের দ্বারা আত্মনিবেদনকারীর আমাতে ভক্তি জন্মে তখন আর কোন প্রয়োজন বাকী থাকে না। নিজের স্নান বস্ত্রপরিধানাদি কার্য্য ভগবৎসেবারই যোগ্যতা-

সম্পাদক বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণরূপ ভক্তির হানি হয় না। শ্রীবলি মহারাজের এই আত্মার্পণ স্ফুটরূপে দেখা যায়।

এইপ্রকারে বৈধীভক্তির বিষয় বর্ণিত হইল। এক্ষণে রাগানুগার বিষয় উক্ত হইতেছে। বিষয়ীর বিষয় সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ী স্বাভাবিকী প্রীতিই রাগ নামে কথিত হয়। যেক্ষণ চক্ষুঃ প্রভৃতির সৌন্দর্যাদিবিষয়ে সংসর্গেচ্ছা-তিশয়ময়ী প্রীতি স্বাভাবিক, তদ্রূপ এস্থলে শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের যে প্রেম, তাহাই ‘রাগ’ নামে উক্ত হয়। বিশেষণ ভেদে এই রাগ বহুপ্রকার যথা—আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা, স্নাত, সখা, গুরু, স্নহৃৎ এবং ইষ্টদেব ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে দৃষ্ট হয়। তিনি প্রেমসীগণের পক্ষে প্রিয়, সনকাদির নিকট আত্মা অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ, শ্রীব্রজেশ্বর প্রভৃতির নিকট স্নাত, শ্রীদামাদির সখা, শ্রীপ্রহ্লাদাদির গুরু, কাহারও ভ্রাতা, কাহারও মাতুল, কাহারও বৈবাহিক ইত্যাদি রূপে তিনি তাহাদের পক্ষে বহুপ্রকারে স্নহৃৎ এবং দারুণ প্রভৃতি সেবকগণের ইষ্টদেব। শ্রীমোহিনীরূপী ভগবানের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যেভাব হইয়াছিল; তাহা রাগরূপে অঙ্গীকৃত হয় নাই। যেহেতু উহা মায়ামোহিত ভাব। এইরূপে তত্তদভিমানরূপ ভাববিশেষ দ্বারা স্বাভাবিক রাগের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইলে তদ্রাগপ্রযুক্তা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবন-বন্দনাত্ম-নিবেদন প্রায় ভক্তি ‘রাগাত্মিকা ভক্তি’ সাধ্যস্বরূপা বলিয়া কথিত। সাধন প্রকরণে তাহার প্রবেশ নাই।

যাহার পূর্বোক্ত রাগবিশেষে কুচি মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু স্বয়ং রাগবিশেষ উৎপন্ন হয় নাই, তাহার হৃদয় রাগের প্রতি সমুল্লসিত হইলে শাস্ত্রাদি হইতে অবগত তাদৃশী রাগাত্মিকা ভক্তির পরিপাটীসমূহে তাহার কুচিদ্বারা রাগের অনুগমনলীলা ভক্তিই রাগানুগা। ইহা কেবল কুচিমাত্র হইতে প্রবৃত্তা হয় বলিয়া কাহারও মতে ইহা অবিহিতা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। বিধির অধীন জীবের ভক্তি সম্ভব নহে ইহা বলা যায় না। শ্রীভাগবতের ২।১।৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ। নৈশ্চ’গ্যস্তা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ। হে রাজন্, প্রায়ই বিধিনিষেধ হইতে নিবৃত্ত নৈশ্চ’গ্যস্থিত মুনিগণও শ্রীহরিগুণানুকথনে রত হন। অতএব বিধিমার্গভক্তি বিধিসাপেক্ষা বলিয়া দুর্বল এবং রাগানুগা স্বতন্ত্ররূপে প্রবৃত্তা হয় বলিয়া প্রবলা। অতএব ভক্তি ব্যতীত অন্তর অনভিকুচি প্রভৃতিও ইহার জন্মলক্ষণরূপে জ্ঞাতব্য। তৃতীয় স্কন্ধে ৫।১৩ শ্লোকে শ্রীবিদুরের

উক্তি,—‘স। শ্রদ্ধাধানস্ত বিবর্দ্ধমানা বিরক্তিমত্ত্ব কৰোতি পুংসঃ । হরেঃ পদানুস্মৃতি নিতৰ্ক্ তস্ত সমস্তদুঃখাপ্যয়মান্ত ধত্তে ।’ শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হইয়া ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন করে । অনন্তর তাহা শ্রীহরিপাদপদানুস্মরণ হেতু স্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সত্ত্বর সর্ব দুঃখ বিনষ্ট করে ।

বিধি নিরপেক্ষতাহেতু পূর্বোক্ত দাস্ত্র সখ্য হইতে এই সম্বন্ধে দাস্ত্র সখ্যের ভেদ জানিতে হইবে ; ইহাতে বিধি-উক্তক্রম অস্মত হয় নাই, কিন্তু রাগাত্মিক শাস্ত্রগত ক্রমেরই আদর দেখা যায় ।

রাগাত্মিকার রুচি (ভাঃ ১১।৮।৩৫)—

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্ ।

তং বিক্রীয়াত্তনৈবাহং রমেহনেন যথা রমা ॥

ইনি শরীরিণের প্রিয়তম সুহৃৎ, স্বামী এবং আত্মস্বরূপ । আমি আত্মদ্বারাই তাঁহাকে বিশেষভাবে ক্রয় করিয়া রমার আয় তাঁহার সহিত রমণ করিব । এস্থলে স্বাভাবিক সৌহৃদ্যাদিধন্য সকলদ্বারা তাঁহারই স্বাভাবিক পতিত্ব স্থাপনপূর্বক অপর ব্যক্তির ঔপাধিক পতিত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে । যেহেতু ছান্দোগ্য কথিত—‘চরুমদ্রাহতিব্রতা হইয়া তিনি পতিতে একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন’—বচনানুসারে অতএব পতিতে কৃত্রিম আত্মত্বই জ্ঞাতব্য । পরন্তু পরমাত্মার স্বাভাবিক পতিত্ব বর্তমান । যদিও তাঁহাতে স্বাভাবিক পতিত্ব বর্তমান, তথাপি মূল্যস্বরূপ আত্মদ্বারাই তাঁহাকে ক্রয় করিয়া অর্থাৎ অপর কোন কত্থা যেমন বিবাহরূপ আত্মসমর্পণ দ্বারা কোন পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করে, সেইরূপে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সহিত রমার আয় রমণ করিব । সন্তুষ্ট শ্রদ্ধাযুক্তা ও যথালব্ধ বস্তুদ্বারা জীবন-ধারণী হইয়া রমণস্বরূপ ইহার সহিতই আত্মদ্বারা বিহার করিব । আত্মদ্বারা—মনোদ্বারা । যেহেতু রুচিপ্রধান মার্গে মনের প্রাধান্য, তদীয় প্রেয়সীরূপে তিনি শ্রদ্ধাযুক্তা হন নাই, তাঁহার প্রায়শঃ মনের দ্বারাই তাদৃশ ভজন হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা প্রতিমাদিতে তাদৃশী প্রেয়সীদিগের ঔর্দ্ধত্য পরিহৃত হইল । পিতৃত্বাদি ভাবসকলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

ভক্তি বলিতে কি বুঝি ?

গুণীভূতা ও প্রধানীভূতা

যাঁহারা দেবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া গদগদস্বরে স্তোত্রাদি পাঠ করেন, এবং কথা প্রসঙ্গে ভাবকেলি প্রদর্শন করেন, জনসাধারণ তাঁহাদিগকে ভক্ত, ভক্তিমান, ভাবুক প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। ভাবকেলি প্রদর্শনের জন্য অনেকে 'সাধু' সংজ্ঞাও লাভ করেন। এই সকল সংজ্ঞা অনেক স্থলে যে বিদ্রূপচ্ছলে ব্যবহৃত না হয়, তাহাও নহে। বস্তুতঃপক্ষে যাঁহার ভাগবতচরণে ও ভাগবতচরণে ভক্তি আছে, তিনিই ভক্ত, ভক্তিমান বা সাধু-সংজ্ঞায় অবিহিত হইবার যোগ্য পাত্র। ভক্তি ও সেবা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। শুদ্ধভক্ত ভগবানের ও ভগবৎসেবকের সেবা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ইহজগতে আমরা দেশসেবা, সমাজসেবা, জনসেবা, গোসেবা প্রভৃতি নানাপ্রকারের সেবার কথা শুনিতে পাই। যদি এই সকল সেবার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, ইহাদের ভিতরে সেবকের নিজেন্দ্রিয়-প্ৰীতির বাঞ্ছা ষোল আনাই রহিয়াছে। যে-সকল কর্মী ভগবানের সেবার ছলনা দেখায়, তাহাদের মধ্যেও ঐ বাঞ্ছাটী রহিয়াছে। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা—এই তিনটির কোনওটির না কোনটির বাঞ্ছাশূন্য হইয়া একমাত্র শুদ্ধভগবৎ-ভাগবতসেবক ব্যতীত অপর কেহই কোনও প্রকারের সেবা করিতে পারেন না। 'ভক্তি' বা 'সেবা' বলিতে বিদ্বদ্রুঢ়ি বুদ্ধিতে অহৈতুকভাবে ভগবানের ও তদীয় অন্তরঙ্গসেবকের সেবাকেই লক্ষ্য করে; কিন্তু সাধারণের চিন্তাশ্রোতে হৈতুক-ভাবেই হউক, আর যে-ভাবেই হউক, অপরের প্রতি প্রণতি দেখাইলেই তাহা 'ভক্তি' এবং অপরের কোন কার্য করিয়া দিলে তাহা 'সেবা' নামে অভিহিত। এই শেষোক্ত ধারণার ভক্তিকে শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—গুণীভূতা ভক্তি ও প্রধানীভূতা ভক্তি।

সকাম

অত্যাভিলাষ, কর্ম বা জ্ঞান যাহার প্রধান অঙ্গ এবং তত্তৎফলসিদ্ধির নিমিত্ত আনুষঙ্গিক-ভাবে যে ভক্তির ছলনা, তাহাই গুণীভূতা ভক্তি। হিংসাদিমূলক তামসকর্ম, দেহাদিমূলক রাজসকর্ম, মোহাদিমূলক তামস-জ্ঞান, দেহাদিমূলক রাজসজ্ঞান প্রভৃতি এই ভক্তির অন্তর্গত। স্বর্গাদি

বিষয়-ভোগই এই ভক্তির ফল। এই গুণীভূতা ভক্তির অপর নাম সাকাম-ভক্তি ; আর্ত ও অর্থার্থীগণকর্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আরোপসিদ্ধা

আর, ভক্তি যাহার প্রধান অঙ্গ এবং কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদি যাহার সহায়মাত্র তাহা 'প্রধানীভূতা' ভক্তি নামে অভিহিত। ইহার অপর নাম মিশ্রা নিকামা বা সাত্ত্বিকী ভক্তি। এই মিশ্রা ভক্তি আবার দুই প্রকার—কৰ্ম্ম-মিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা। মুমুক্শু ব্যক্তিগণকর্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত। মুমুক্শুগণ কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া যে সকল সাত্ত্বিক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং তাহার ফল ভগবানে অর্পণ করেন, তাহা কৰ্ম্মমিশ্রা ভক্তি। ইহার অপর নাম আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি। কারণ, ইহার অঙ্গীভূত নিকাম কৰ্ম্মসকল শ্রবণ-কীর্তনাদির দ্বারা স্বয়ং সিদ্ধ নহে এবং ভক্তির কার্য্য যে চিত্তশুদ্ধি তদ্বারা ভক্তিহেতু আরোপে ভক্তিরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির আভাসের কথঞ্চিৎ কার্য্য করিয়া কথঞ্চিৎ ভক্তির আকারে আকারিত হয়।

সঙ্গসিদ্ধা

কৰ্ম্মমিশ্রা ভক্তির ফল যোগমিশ্রা ভক্তি বা কৰ্ম্মযোগ ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বা জ্ঞানযোগ। এই কৰ্ম্মযোগ বা জ্ঞানযোগের উদ্দেশ্য নির্বাণ-মোক্ষ বা সাযুজ্যমুক্তি লাভ করা। মুমুক্শুগণকর্তৃক মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত আধ্যাত্মিক সাত্ত্বিক-জ্ঞানের চর্চাই জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তি। ইহার অপর নাম সঙ্গসিদ্ধা-ভক্তি ; কারণ ইহার অঙ্গীভূত আধ্যাত্মিক জ্ঞানসকলও শ্রবণ-কীর্তনাদির দ্বারা স্বয়ং সিদ্ধ নহে এবং উহারা শ্রবণাদি ভক্তির সঙ্গে থাকিয়া ভক্তির কার্য্য যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, পরমাত্মসাক্ষাৎকার ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার—এই তিনটির অগ্রতম যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, তদ্বারা আংশিক ভক্তির আকারে আকারিত হয়।

শুদ্ধা ভক্তি

নিগুণা স্বরূপসিদ্ধা শুদ্ধা ভক্তি এই আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্না ও স্বতন্ত্র। ইনি কখনও কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদির অধীনা নহেন ; ইনি সম্পূর্ণ স্বাধীনা। ইনি স্বাধীনভাবে থাকিয়া স্বীয় আভাস-দ্বারাই কৰ্ম্মের ফল যে চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞানের ফল যে মুক্তি তদুভয় প্রদান

অনন্তর স্বয়ং ভগবৎসাক্ষাৎকার ও ভগবৎপ্রেম প্রদান করিয়া থাকেন। এই শুদ্ধভক্তির অধিকারীর সেবা করিবার জন্ত কর্মের ফল ধর্মার্থকাম ও জ্ঞানের ফল মুক্তি মুকুলিতাজলি হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে।

ভক্তিস্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি শ্রাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমুত্তিঃ।

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাজলিঃ সেবতেহস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥

(কৃষ্ণকর্ণামৃত)

উপরি যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, শুণীভূতা ও প্রধানীভূতা ভক্তির বিচার কখনই শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে স্থান পায় না। ‘ভক্তি’ শব্দ শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্রই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয় শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের বাণী—

“অত্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাঘনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥”

ভোগবাসনোথ অত্যাভিলাষ ও কর্মকাণ্ড এবং ত্যাগবাসনোথ জ্ঞান-কাণ্ডের স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত বা নিষ্পৃক্ত হইয়া সর্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ স্বীয় অত্যাশ্চর্য্য-লীলাদ্বারা আকর্ষণকারী, পরমপ্রেমাস্পদ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অস্বয়সেবানুকূল অনুশীলনই ভক্তি। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলিতেছেন,—

“সর্বোপাধিবিনিষ্পৃক্তং তৎপরত্বেন নিষ্পলম্।
হৃষীকেশ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥”

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম ভক্তি। এই স্বরূপলক্ষণময়ী ভক্তির দুইটি তটস্থ লক্ষণ আছে—(১) এই শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্তা থাকিবে, (২) কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নিষ্পলা থাকিবে।

শুদ্ধভক্তের আনুগত্যময় সঙ্গ হইলে আর যাহাকে তাহাকে ‘ভক্তিমান্’ মনে করিয়া অসংসঙ্গ করিবার স্পৃহা হইবে না। তখন বুঝা যাইবে, কেন মহাপ্রভু কর্মকাণ্ডীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম কর্মার্পণ, আসক্তিশূন্য কর্ম, জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি প্রভৃতিকে ‘বাহু’ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। এই উপেক্ষণীয় আবরণ-সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ ভক্তির রাজ্যে প্রবেশের অধিকার হইলে প্রকৃত ভক্ত বা ভক্তিমান-সজ্জার সার্থকতা হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

ভক্তপ্রবর মহারাজ পরীক্ষিৎ

পাণ্ডবংশধর ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীপরীক্ষিৎ অর্জুনাত্মজ অভিমহ্যুর পুত্র । বিরাট-রাজদুহিতা উত্তরা তাঁহার জননী । তিনি ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্শদ । জগন্মঙ্গলের জন্মই তাঁহার একগতে শুভাগমন । মাদৃশ বদ্ধজীবের একমাত্র বান্ধব ও উদ্ধারকর্তা গ্রন্থচক্রবর্তী ভগবদভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবতের সন্ধান তাঁহার কৃপাতেই বিশ্ববাসী পাইয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবতের গায় অমূল্য ও অতুলনীয় গ্রন্থ জগতে আর দ্বিতীয় নাই । শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের সার, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষা, নিগমকল্পতরুর গলিত ফল । শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণের শাব্দিক অবতার—কৃষ্ণবিগ্রহ ।

দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বথামা দুর্যোধনের অধিকতর প্রিয় হইবার কল্পনায় নিদ্রিত দ্রোণদীপুত্রগণকে হত্যা করিয়া তাহাদের ছিন্ন মস্তক দুর্যোধনকে উপহার প্রদান করে । তাহাতে মহাভাগবত শ্রীদ্রোণদী বিহ্বল হইবার লীলাভিনয় করিলে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি পুত্রহন্তা অশ্বথামার মস্তক নিশ্চয়ই দ্রোণদীকে আনিয়া দিবেন । তদনুসারে শ্রীঅর্জুন অশ্বথামাকে পরাজিত করিয়া বন্ধনপূর্বক লইয়া আসেন । কিন্তু গুরুপুত্র ও ব্রহ্মবন্ধুকে (ব্রাহ্মণাধম) সম্পূর্ণরূপে প্রাণে বিনাশ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে অর্জুন খড়্গদ্বারা অশ্বথামার মস্তকস্থ মণি ছেদনপূর্বক তাহাকে বহিস্কৃত করিয়া দেন । তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বথামা ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্ম অর্জুন-পুত্র অভিমহ্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভে যে কলিশাসক পরীক্ষিৎ মহারাজ অবস্থিত ছিলেন, সেই পরীক্ষিৎ মহারাজকে গর্ভাবস্থাতেই বিনষ্ট করিবার কল্পনায় ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে । কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে উত্তরার গর্ভস্থ শ্রীপরীক্ষিৎকে কৃপাপূর্বক রক্ষা করিলেন । শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের মৃত্যু নাই । তিনি বিষ্ণুদ্বারা নিত্য রক্ষিত বৈষ্ণব । তিনি বিষ্ণুকর্তৃক রক্ষিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার একনাম 'শ্রীবিষ্ণুরাত' । তাঁহার গুরু শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুর নাম 'শ্রীব্রহ্মরাত' । শ্রীশুকদেব ব্রহ্মের—বৃহতের কীর্তন করিতে করিতে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতেন—ব্রহ্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ব্রহ্মরাত । শ্রীশুকদেব—গুরু, আর পরীক্ষিৎ—শিষ্য । এই গুরু শিষ্যের সম্মিলনেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাকট্য ।

ব্রহ্মাঙ্ক উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিলে সেই সময় মাতৃগর্ভস্থ ভক্তবীর পরিক্ষীণ ব্রহ্মাত্মানে আক্রান্ত হইয়া একটি শ্যামবর্ণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে ব্রহ্মতেজঃ প্রসমিত করিতেই দেখিতে পান এবং ‘ইনি কে?’ এইরূপ চিন্তা করেন। শ্রীহরি গর্ভস্থ শ্রীপরীক্ষীকে দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইলে শ্রীপরীক্ষী ভূমিষ্ঠ হন। এই বালক মাতৃগর্ভে পরমপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাকে অনুধ্যান করিতে করিতে সংসারে যত লোক আছে, সকলকেই “ইনি কি সেই পুরুষ?” এইরূপে পরীক্ষা করিতেন বলিয়া তাহার নাম ‘পরীক্ষী’। শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন,—

স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যং প্রভুঃ ।

গর্ভে দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরিক্ষীতে নরেন্দ্রিহ ॥

শ্রীপরিক্ষী মহারাজের সর্বত্র ভগবদ্-দর্শন। তিনি দর্শনমাত্রেই প্রত্যেক বস্তুকে শ্রবণের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লইতেন—“ইনিই কি সেই আমার আরাধ্য বিষ্ণু?” প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি পরীক্ষা করিতেন—প্রত্যেক কার্য্যে তাহার বিষ্ণুসেবা হইতেছে কি না ভক্তের এইরূপ চিন্তাশ্রোত।

পরীক্ষী মহারাজ শুভক্ষণে বিশ্বে আবিভূত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রফুল্ল-চিত্ত ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ গাভী, হস্তি, ঘোটকাদি দান করেন। তখন ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলেন যে,—সর্ববিধগুণে এই বালক সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন। এই বালক সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষাকুর ঞ্চায় প্রজাবক্ষক, দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের ঞ্চায় ব্রাহ্মণহিতকারী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ হইবেন। এই শিশু পশুরাজ সিংহের ঞ্চায় বিক্রমশালী, হিমালয়ের ঞ্চায় সাধুগণের অনন্তগতি, পৃথিবীর ঞ্চায় ক্ষমাশীল এবং মাতাপিতার ঞ্চায় স্নেহবশতঃ সহানুভূতিশীল হইবেন। ইনি সম্পথে ধাবমান লোক-সমূহের শাসনকর্তা, পৃথিবী ও ধর্ম্ম-রক্ষার জন্ত কলিদণ্ডপ্রদাতা হইবেন। তাহারা আরও বলিলেন যে,—শমীকমুনির পুত্র শৃঙ্গী-প্রেরিত তক্ষকনাগ হইতে নিজ বিনাশ ঘটবে জানিয়া বিরক্ত হইয়া এই বালক শ্রীহরির অভয় পাদপদ্ম ভজন করিবেন।

পৃথিবীতে কলির প্রবেশ লক্ষ্য করিয়া পরীক্ষী-হস্তে রাজ্যভার অর্পণ-পূর্ব্বক শ্রীযুধিষ্ঠির স্বগণসহ স্বধামে গমন করেন। শ্রীপরীক্ষী মহারাজ কলিকে নিগ্রহ করিয়া হ্যাতক্রীয়া, মণ্ডাদি আসব-পান, অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ বা

দ্বীপসঙ্গী, প্রাণিবধ এবং স্তব্ধ—এই পাঁচটির মধ্যে কলির বাসস্থান নির্দেশ করেন ।

একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গমন করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ভুগার্ভ হইয়া ব্রাহ্মণ শমীক-মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন, কিন্তু সমাধিস্থ মুনির নিকট হইতে কোনও অত্যাধিকার নাই পাইয়া ধনুর অগ্রভাগ-দ্বারা একটি মৃত সর্পকে মুনির গলদেশে প্রদানপূর্বক ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন । মুনিপুত্র শৃঙ্গী পিতার ঐপ্রকার অবমাননার কথা জানিতে পারিয়া পরীক্ষিৎকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, রাজাকে ঐদিন হইতে সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশন করিবে ।

এদিকে মহারাজ পরীক্ষিৎ রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া মুনির অবমাননার জ্ঞাপন অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং অবিলম্বে ঐরূপ কার্যের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত—এইরূপ আর্ত কাতর প্রার্থনা করিতে থাকেন । এমন সময়ে শমীকমুনির জনৈক শিষ্য তথায় আগমন করিয়া পরীক্ষিৎকে মুনিপুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপের কথা জানাইলে মহারাজ বিবল হইবার পরিবর্তে নিজের বিষয়াসক্তি পরিত্যাগের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া আন্তরিক সন্তুষ্ট হন । মহারাজ পূর্বেই এই পৃথিবী ও স্বর্গাদি-লোকের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; এখন এই জগৎ পরিত্যাগের সাতদিন মাত্র বাকী আছে জানিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করিলেন । মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনের জ্ঞাপন কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন । মহারাজের এইরূপ অলৌকিক বিচার শ্রবণ করিয়া নানাদেশ হইতে সশিষ্য মহানুভব মুনিঋষিগণ সেই প্রায়োপবেশনক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অত্রি, বশিষ্ঠ, চাবন, শরদ্বানু, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, সুবাহু, দেবল, ভরদ্বাজ, গোতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, অগস্ত্য, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, শ্রীনারদ এবং অন্যান্য দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি মহামহিমগণ তথায় ভূভাগমন করিয়াছিলেন । মহারাজ পরীক্ষিৎ সমবেত দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণকে প্রণাম করিয়া কৃতাজলিপুটে বলিলেন,—সকল অবস্থার, বিশেষতঃ মুমূর্ষু অবস্থায় মানবের কর্তব্য কি, তাহা অপনারা আমাকে বলুন । রাজার ঐ প্রশ্নের উত্তরে মুনি-ঋষিগণের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার মতভেদ করিয়া কেহ বা যাগ, কেহ বা

যোগ, কেহ বা তপস্যা, ব্রত প্রভৃতি নানারূপ ব্যবস্থা প্রদান করিতে লাগিলেন। এমন সময় পরমহংসকুলচূড়ামণি ষোড়শ-বর্ষীয়, দিব্যকান্তি, দিগম্বর, শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু হরিরসমদিরাপানে মত্ত হইয়া কৃপাপূর্বক সেইস্থানে শুভাগমন করিলেন। তাঁহার শুভাগমনকে সকলে সসন্মানে সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং মুনিঋষিগণের পরম্পর বিবাদ শাস্ত্রসমূহের আপাত বিরোধ—সকলই প্রশমিত হইল। তখন পরীক্ষিৎ মহারাজ সেবোন্মুখ হইয়া প্রণিপাতের সহিত শ্রীশুকদেবকে মুমূষু ব্যক্তির কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশুকদেব ‘শ্রীহরির ভুবনমঙ্গল অমৃতময়ী কথা নিরন্তর শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণই জীবের একমাত্র নিত্য কৃত্য’—এই কথা বলিয়া অনর্গল হরিকথা কীর্তন করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাতটস্থ শুকরতলই পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশনক্ষেত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধিবেশনের স্থান—সরস্বতী নদীর পশ্চিমতটস্থ শয়্যাপ্রাস-নামক স্থানের বদরীবৃক্ষ-সুশোভিত ব্যাসস্থান। সেখানে বক্তা শ্রীব্যাসদেব ও শ্রোতা—শ্রীশুকদেব। আর শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন-স্থানও—শুকরতল। সেখানে বক্তা—শুকদেব এবং শ্রোতা—শ্রীপরীক্ষিৎ। তৃতীয় অধিবেশনের স্থান—গোমতীতটস্থিত নৈমিষারণ্য। সেখানে বক্তা শ্রীস্বত গোস্বামী আর শ্রোতা শ্রীশনকাদি ঋষিগণ।

ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ দ্বিজশাপের কোন-প্রকার প্রতীকার না করিয়া উহাকে ভগবদনুকম্পা বলিয়া বরণ করিলেন এবং তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ঐরূপ বিপৎপাত যে গৃহব্রতগণের মঙ্গলের কারণ, ইহা জানাইয়া সমাগত মুনিগণকে সর্বক্ষণ হরিকথা কীর্তনের প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন,—‘হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এবং গঙ্গাদেবী সম্প্রতি আমাকে ভগবদর্পিত-চিত্ত ও শরণাগত বলিয়া জানুন। এখন ব্রাহ্মণবটু-প্রেরিত তক্ষকই হউক বা কুহকই হউক, আমাকে যথেষ্ট দংশন করুক; আপনারা কেবল হরিকথা কীর্তন করুন। আর যদি কখনও জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন আমার জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণের রতি এবং কৃষ্ণসঙ্গী মহানুভব সাধুগণের সঙ্গ ও সর্বজীবে মৈত্রী হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।’

অনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া নিজ পুত্র জন্মেজয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক ভাগীরথীর দক্ষিণকূলে প্রাচীনমূল কুশলসকল

পাতিয়া তাহার উপর উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করতঃ নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রবণে সিদ্ধি লাভ করিলেন। শ্রবণের এমনই প্রভাব যে, তাহা আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইবে। এইখানে শ্রীমুতগোশ্বামী প্রভু শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখে স্মৃষ্ট শ্রবণ করিয়া পুনরায় তদনুকীর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজও শ্রবণ করিতে করিতে পরিপ্রশ্নমুখে শ্রবণীয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বা অনুকীর্তন করিয়াছিলেন। একমাত্র শ্রবণ-হলেই শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের শ্রীকৃষ্ণমহিবীণের ক্লৃতাভাব তদতিরিক্ত গোপীগণের অধিক্লৃতাভাব এবং গোপীশিরোমণি শ্রীবর্ষভানবীর মহাভাবময়ী বিপ্রলন্তসেবায় বাস্তব উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রবণ কিংবা শ্রীশুকদেব গোশ্বামী প্রভু কীর্তন পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্ভাবে স্মরণ-প্রযত্ন দেখান নাই। কারণ স্মরণ শ্রবণ-কীর্তনেরই অধীন ও তদন্তর্গত। শ্রীশুক-পরীক্ষিতের আদর্শে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রবণ ও কীর্তনের ধ্বনি লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ ও উপসংহার।

শ্রবণফলেই সিদ্ধি, শ্রবণফলেই প্রয়োজন অর্থাৎ হরিদর্শন লাভ হয়। আগে শ্রবণ, তারপর দর্শন। শ্রবণহীন বা শ্রবণবিমুখ দর্শনে গাছ, পাথর, মাটি, বাড়ী বা প্রাকৃত ভোগ্যসামগ্রী দর্শন হয়। কিন্তু শ্রবণ-প্রভাবেই দর্শন সম্ভব। তাহাই প্রাকৃত দর্শন। সেইজন্য সাধুশাস্ত্র কাণ দিয়াই দর্শনাদি করিতে বলেন। যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা সাধুগুরুর শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে জগদীশ ও জগদীশের সেবোপকরণ জগৎ কর্ণদ্বারা দর্শন করেন। কর্ণপথ বা শ্রোতপথ ছাড়িয়া যেখানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পথে সতত দর্শন চেষ্টা, সেখানেই সংসার, সেখানেই বন্ধন। শরণাগত শিষ্যই সেবোন্মুখ শ্রোতমূলে দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রবণপথেই তিনি ভগবানের সাক্ষাৎকার পান। শ্রবণফলেই প্রকৃত পারায়ণ হয়। পারের—কেবল মাত্র ভবপারের নহে, আনুষঙ্গিকভাবে ভবপার হইবার পরে চেতনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য যে পার (শ্রীকৃষ্ণচরণকল্লবৃক্ষ), তাহার অয়ন অর্থাৎ পথ—আশ্রয় গতি লাভ হয়। অর্থাৎ শ্রবণ-পারায়ণফলে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ রূপশিক্ষার কৃষ্ণচরণকল্লবৃক্ষে আরোহণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

প্রায়োপবেশন কথাটির অর্থ—শ্রীগুরুবর্গ এইরূপ করিয়াছেন,—‘প্রায়োপবেশন—প্র-অয়্, ই-ভাবে অন্—‘প্রায়’, প্র—প্রকৃষ্ট-রূপে অয়্—গতি—

সেবাগতি—প্রগতি, ‘ই’—গতি ; ‘প্রায়’-শব্দের অর্থ উপবাসও হয়। সেবা-প্রগতির জন্য উপবেশন—অহৈতুকী অপ্রতিহতা আত্মসম্প্রসাদিনী প্রগতি বা অধোক্ষজ হরিকথা-শ্রবণ-ভক্তি-মন্দাকিনীর নবনব বর্ধমান প্রবাহ সমীপে বাস।

বদ্ধজীব নিরাশ্রয়, তাই সে সর্বদা আশ্রয়ের ভিখারী। ভগবানই তাহার একমাত্র আশ্রয়, সে ইহা জানে না বলিয়া তাহার আজ এই দুরাবস্থা। ভগবানের নিজজন শ্রীগুরুদেবই তাহাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, নতুবা তাহার ভোগকামিনী ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। গুরুশিষ্যপরম্পরায় অবতীর্ণ শকাবতারে পথে আত্ম-সমর্পণই জীবের রক্ষা হইবার একমাত্র উপায়। ইহাই সনাতন ধর্ম বা শ্রোতপথ। স্মৃতিরাম মহাভাগবত মুখবিগলিত হরিকথা-শ্রবণে জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্তগুলি যাপনই মানব-জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা—ইহাই শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদে আমাদের পরম শিক্ষণীয় বিষয়।

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী

শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিলেই কি ধার্মিক হওয়া যায়?

কামিনীনগরে হিরণ্যাক্ষদত্ত নামে একজন ব্যবসায়ীর নিবাস ছিল। ধর্মভীরু বলিয়া সেই অঞ্চলে তাঁহার বেশ প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি উপদেশ পাইয়াছেন যে,—“গুরুই কর্ণধার। গুরুসেবা ভিন্ন জীবের আর অল্প গতি নাই। গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিলেই ধার্মিক হওয়া যায়।” কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একরূপ উপদেশ পাইয়াছেন যে, বাঁহারা বংশানুক্রমে গুরুগিরি করিয়া আসিতেছেন, গুরুগিরি একচেটিয়া কারবার তাঁহাদেরই। আর কাহারও এই কারবারে প্রবেশ অধিকার নাই। এই কারবারকারিগণ লোক ভাল হউক মন্দ হউক, কেহ যেন তাহার বিচার না করে ; বিচার করিলেই নরক। এই সকল শুনিয়া হিরণ্যাক্ষবাবু তাহার গুরু (?) এক রক্ষিতা ও অর্থাদি-প্রদানদ্বারা সেবা করিতেন।

একদিন ঘটনাক্রমে হিরণ্যাক্ষের পাঁচ বৎসর বয়সের পুত্র একটা দধি-তাণ্ডে দধি আছে মনে করিয়া খানিকটা চূণ মুখে দিল। তাহাতে সে ঠোঁট, জীব ও সমুদয় মুখ হাজাইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছিল। হিরণ্যাক্ষ

সংবাদ পাইয়া সকলকার্য্য ফেলিয়া আসিয়া দেখেন—সর্বনাশ ! বহুব্যক্তি ছেলেটির গুরুদেবের নিযুক্ত ছিল—কেহ তৈল দিয়া মুখ ধোয়াইতেছিল, কেহ বা অন্ন ওষধের ব্যবস্থা করিতেছিল । ভাগ্যক্রমে তাঁহার গুরুদেবও সেই সময় তাঁহার গৃহে উপস্থিত । তিনিও দুই একটি উপদেশ দিয়া একপ্রান্তে একখানা কেদারায় বসিয়া রহিলেন । বহুলোকের সমাগমে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনাও চলিতেছিল । তন্মধ্যে একটি বাচাল ছেলেও ছিল । সে হিরণ্যাক্ষের গুরুদেবের নিকট যাইয়া ছোড়হস্তে জিজ্ঞাসা করিল,—“প্রভো অমুমতি করেন ত’ একটি কথা জিজ্ঞাসা করি । আচ্ছা, এই দুধের বালক না জানিয়া দইয়ের ভাড়ে দই আছে মনে করিয়া চূণ মুখে দিয়াছে বলিয়াই ও’র এত সাজা কেন ?” গুরুদেব (?) তখন গম্ভীরভাবে হঁকা টানিতেছিলেন । তিনি স্নিগ্ধভাবে উত্তর করিলেন,—“তুমি বুদ্ধিমান্ ছেলে হইয়া ইহা বুঝিতে পারিতেছ না ? দ্রব্যের ফল কি না ফলিয়া পারে ? ছোট ছেলে সাপ না চিনিলেও সাপে কামড়াইলে সাপের বিষ হইতে কি তাহার নিস্তার আছে ?” ঐ ছেলেটা আবার প্রশ্ন করিল,—“আচ্ছা প্রভো, আর একটি কথা—ভাল লোক মনে করিয়া যদি আমরা চোরের সহিত কিছুকাল ঘুরি, তাহা হইলে কি ফল হইবে ?” গুরুদেব হঁকা হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—“চোর হবে ।” “আচ্ছা প্রভো, আর একটি কথা, যদি কেউ মাতালের সঙ্গে মেশে সেও কি মাতাল হবে ?” গুরুদেব এবার একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন,—“তুমি এসব বাজে কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? একথা কে না জানে যে, লোকে মাতালের সঙ্গে থাকিলে মাতাল হয় ?” সে ছেলেটা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—“প্রভো, আমরা ত’ আপনাদের নিকট অবোধ শিশু! অপরাধ ক্রমা করিবেন, আপনি চটিলে আমাদের সর্বনাশ হইবে ? যদি অসন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে আমার শেষ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করি ।” গুরুদেব ভাবিলেন, যদি আর একটি প্রশ্নের জবাব দিয়াই আর একটি শিষ্য পাওয়া যায় তাতে মন্দ কি ? তাই তিনি এবার নম্রভাবে বলিলেন,—“না হে, তোমাদের কথায় কি আমরা রাগ করিতে পারি ? তোমরা আমাদের পুত্রতুল্য, তবে সময় সময় যে একটু মেজাজ দেখাই, তাহা তোমাদের মঙ্গলের জন্তেই । বল, তোমার শেষ প্রশ্নটি কি ?” গুরুদেবের ঐ লোকটির সহিত আলাপ শুনিতে পাইয়া হিরণ্যাক্ষ আসিয়া যোড়হস্তে গুরুদেবের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন ; মনটা যদিও পুত্রের দিকে, তথাপি তাহাকে দেখিবার লোক আছে বলিয়া সে

দিকে তাকাইতেছিলেন না। এবার সুযোগ বুঝিয়া ঠোটকাটা লোকটা হিরণ্যাক্ষকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল,—“আচ্ছা প্রভো, যদি কেহ আপনার গায় রক্ষিতা-রাখা গুরুর চেলা। “গুরু দেখিল, ছেলেটা শিষ্য হইবার নহে, কেবল তাঁহাকে অপদস্থ করিবার মতলব, তাই উহার কথা শেষ হইতে না হইতেই তিনি চটে চাইলেন, আর ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—“বেটা অকাল কুশ্মাণ্ড, দান্তিক, নাস্তিক! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! হায়, হায় সংসারটা হ’ল কি? লঘু গুরু-বিচার নাই। যেখানে অপমান সেখানে এক মুহূর্ত্তও আর থাকিব না। ওহে হিরণ্য, তোমার লোক লইয়া তুমি থাক। আমি চল্লুম।” হিরণ্যের এক বিপদের উপর আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। পুত্রের চিন্তাই তাহার মন বিশেষ খারাপ ছিল, তাহার উপরে আবার গুরুদেব রুষ্ট! ঐ ঠোটকাটা লোকটা এই ফাঁকে গা ঢাকা দিয়াছে। হিরণ্য তখন সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবের পায়ে পড়িয়া কঁাদিতে কঁাদিতে বলিতে লাগিলেন,—“প্রভো, অপরাধ ক্ষমা করুন। ও লোকটা আমার আত্মীয় নয়, তথাপি যখন আমার বাড়ীতে আপনাকে বলিয়াছে, তখন অপরাধ আমারই। কিম্বে এই অপরাধ মোচন হইবে তাহা বলুন। আমি আপনার সেই আদেশ প্রতিপালনে যত্নপর হইব।” গুরুদেব দেখিলেন,—অপদস্থ হওয়ার পর, এবার পুরস্কার লাভের সময় আসিয়াছে। তাই মনে মনে একটু হাঁসিলেও গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—“যদি তোমার ঐ বাড়ীটা, যেটা ভাড়া দিচ্ছ, তাহা তোমার ছোটমার নামে লিখে দাও, তা’ হ’লে আমি তোমাকে ক্ষমা ক’রব, নতুবা তোমার অবস্থা কি হ’বে বুঝতেই পার।” এই কথা শুনিয়া হিরণ্যাক্ষ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল এবং চীৎকার করিয়া উঠিল—“ঠোটকাটা লোকটা আমার কি সর্বনাশ করিল!” উহার পরে কি হইয়াছে, সে ঘটনা আমরা জানি না। জানিবার আবশ্যকও বোধ করি না। তবে এই কথা জানি যে, ‘ছোট মা’ বলিতে গুরুদেব (৭) তাঁহার রক্ষিতার কথাই বলিয়াছেন।

বাস্তব-সত্যের প্রচার যখন লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দেশে কি-প্রকার চিন্তাশ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, উপরিউক্ত চিত্রটি তাহারই নিদর্শন। এই-প্রকার ঘটনা যদিও গৌড়ীয়মঠের প্রচারের ফলে বর্তমানে বেশী দেখা যায় না, তথাপি কোথাও কোথাও যে একেবারে না আছে তাহা মনে হয় না।

“স্বয়ং অসিদ্ধ কথং অপরান্ সাধয়েৎ”

এই কথাটি স্মরণ থাকিলে বোধ হয় লোকে সাধারণ নৈতিক জ্ঞান পর্যন্ত বর্জিত সংসারাসক্ত অর্থ-গৃহু ব্যক্তিকে কখনও ভবপারাবারের কাণ্ডারিরূপে বরণ করিতে পারে না। অবশ্য হিরণ্যের প্রতি অন্ধি বা ভোগরত থাকিলে পরতত্ত্বের সন্ধানের সম্বন্ধে আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয় না তখন ‘হাতের জলশুদ্ধ’ করিবার বিচারে অন্ধভাবে কাণে ‘ফু’ লইবার যে প্রযত্ন, তাহাতে বৈকুণ্ঠরাজ্যে যাইবার পথ কণ্টকাকীর্ণই হইয়া থাকে। বর্তমান যুগকে উন্নতির যুগ, শিক্ষালাভের যুগ বলিয়া অনেকে মনে করেন। বাস্তব-শিক্ষাপ্রদান করিয়া পরমার্থপথে যিনি আমাদের লইয়া যাইতে পারেন, সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর আচার ও প্রচারপরায়ণ জনগণের চরণাশ্রয়ই কর্তব্য। ঐ ঠোঁটকাটা লোকটির অন্তরে যে সত্বদেহ ছিল, তাহা বিচার করা কর্তব্য। তাহা হইলে জানা যাইবে, সে সর্বনাশ করে নাই, সর্বনাশ হইতে উদ্ধারের জন্ত চেষ্টা করিয়াছিল।

—শ্রী উচিতরাম দেবশর্মা

সংসারে আসক্তির পরিণাম

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।

পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥

—(চৈঃ ভাঃ, মধ্য ১।২০২)

অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে চৈতন্য জীব জগৎ ও অচৈতন্য জড়জগৎ উদ্ভূত হয় বলিয়া কৃষ্ণই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জনক। কৃতজ্ঞ পুত্রের যেরূপ পিতার আনুগত্য ও পূজনই ধর্ম বা কর্তব্য-কর্ম, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের, বিশেষতঃ মানবের কৃষ্ণপাদপদ্মকেই সর্ববিশ্বের মূল-জনক অর্থাৎ আকর-চৈতন্য জানিয়া তাহাকে নিত্যকাল আনুগত্যের সহিত ভজন করা কর্তব্য। যে সকল অকৃতজ্ঞ পুত্র-স্থানীয় জীব সেই কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-রহিত, তাহারা জন্ম-জন্ম আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপ-যাতনা ভোগ করে। এই পিতৃদ্রোহী পাতকী জীব আপন পিতা কৃষ্ণের ভজন অর্থাৎ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্য্য না করিয়া এই সংসারে কেবল আহার-নিদ্রা-ভয়-

মৈথুনাদি ক্ষণিক নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়-সুখকর কার্যে নিযুক্ত থাকিলে পরিণামে
কিরূপ অবস্থা লাভ করে, তদ্বিষয় ভগবান্ কপিলদেব (শ্রীমদ্ভাগবত ৩য়
স্কন্ধ ৩০শ অধ্যায়) জননী দেবহুতিকে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

“মনুষ্য সুখের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে যে প্রয়োজনীয়
বস্তু উপার্জন করে, শক্তিমান কাল সে সমুদয়ই বিনষ্ট করিয়া থাকে।
দুর্ন্যতি জীব মোহবশতঃ কলত্রাদি-সম্বিত অনিত্য দেহগেহ-ক্ষেত্র-বিস্তকে
নিত্য বলিয়া মনে করে ; সুতরাং ঐসকল বস্তু নষ্ট হইলে, উহারা শোকে
নিমগ্ন হয়। জন্তুসকল এই সংসারে যে যে যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই
যোনিতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং কিছুতেই বিরক্ত হইতে
পারে না। দৈবী মায়া-বিমোহিত পুরুষ নরকযোনি লাভ করিয়াও নরক-
যোনি লাভ করিয়াও নরক-যোগ্য আহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকী
শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। ঐ ব্যক্তি দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ,
পুত্র, ধন, বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ
মনে করে। কুটুম্বদিগের পোষণবিস্তার-দুরাশায় সেই মূঢ় ব্যক্তির আপাদ-
মস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে, সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কাপট্য-ধর্মবহুল সুখ-দুঃখ-প্রধান গৃহে নিরলস হইয়া
কলভাষ শিশুগণের আধ-আধ আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জনবিরচিত
সন্তোষাদি রূপ মায়ার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অভিভূত হইয়া
থাকে, আর নিরন্তর দুঃখপ্রতিকারের যত্ন-করতঃ উহাকেই সুখ বলিয়া
মনে করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি যাহাদিগের পোষণে অধোগতি হয়, গুরুতর
হিংসার দ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থোপার্জন-পূর্বক সেই পরিবারবর্গকেই
পোষণ করিয়া থাকে এবং স্বয়ং তাহাদিগের ভোজনবিশেষে যাহা পায়,
তাহাই আহার করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। এইরূপে যখন সে
জীবিকা-রহিত হইয়া পড়ে, তখন সে অত্র জীবিকা অবলম্বনের জন্য বারংবার
চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলে লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা
করে। মূঢ়বুদ্ধি হতভাগ্য পুরুষ বারংবার যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্ব-ভরণে
অশক্ত হয়, তখন হতশ্রী ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে।

এইরূপে যখন সেই গৃহব্রত ব্যক্তি তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির-ভরণ-পোষণে
অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন নির্দয় কৃষকেরা বৃদ্ধ বলীবর্দকে যেইরূপ অযত্ন করে,
সেইরূপ তাহার পুত্র-কলত্রাদি ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে আর পূর্বের গ্রাম আদর

করে না ; কিন্তু তাহাতেও তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না ; জরাগ্রস্ত, বিকৃপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সেই গৃহব্রত ব্যক্তি সেই গৃহেই বাস করে এবং পূর্বে যে পুত্র-কলত্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারা অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে যৎসামান্য যা কিছু খাদ্যদ্রব্য প্রদান করে, সেই ব্যক্তি গৃহপালিত কুকুরের আয় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে । তখন সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে ; সুতরাং তাহার জঠরাগ্নির আর ভাদৃশ বল থাকে না, তাহার আহারও অল্প হইয়া আসে ; সে পরিশ্রমে অশক্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে থাকে । তখন দেহস্থ বায়ুর উর্দ্ধগতি-নিবন্ধন বায়ুর গমনা-গমন—মার্গরূপ নাড়ীসমূহ কফদ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায় ; সুতরাং বায়ুর টানে তাহার চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে ; তাহাতে কাশ কিম্বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাহার অত্যন্ত কষ্ট এবং কণ্ঠদেশে ‘ঘুর-ঘুর’ শব্দ হইতে থাকে ।

ক্রমে ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে । তখন আত্মীয়-বন্ধু বান্ধবেরা তাহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া শোক করিতে আরম্ভ করে এবং বারংবার তাহাকে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকে । কিন্তু সে কাল-পাশের বশবর্তী হইয়া ঐ বন্ধুগণের কোন প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিতে পারে না । কুটুম্বভরণে ব্যাপ্তচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয়, গৃহব্রত ব্যক্তি একরূপ অবস্থাতেও ক্রন্দনরত আত্মীয়-স্বজনের অতিশয় দুঃখ সন্দর্শন করিয়া ব্যাকুল হয় এবং অবশেষে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে । তাহার মৃত্যু-সময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হয় । তখন ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে ।

অনন্তর ঐ যমদূতদ্বয় ঐ গৃহ ব্রত ব্যক্তিকে স্থূল দেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেক্রূপ রাজপুরুষেরা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘ পথে প্রস্থান করিতে থাকে । তখন যমদূতগণের তিরস্কার-বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয় । পথিমধ্যে কুকুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে ; তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে । যমদূতেরা তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা উত্তপ্ত বালুকাপরিপূর্ণ ; তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা

পানীয়জল নাই। ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্য ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলে যমদূতেরা তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে; সুতরাং সে অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়। শ্রান্তিবশতঃ সেই ব্যক্তি যাইতে যাইতে পশ্চিমধ্যে পদস্থলিত ও বারংবার মূচ্ছিত হইয়া পড়ে, আবার চেতনা লাভ করিয়া দুঃখবহুল অন্ধকারময় পথদ্বারা যমালয়ে নীত হয়।

যে পথে যম-গৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ নিরানব্বই সহস্র যোজন। যমদূতেরা কোন কোন ব্যক্তিকে দুই মুহূর্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সেই পাপী ব্যক্তি যখন যমসদনে উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়,—‘কোথাও জলন্ত অঙ্গারদ্বারা বেষ্টিত হইয়া পাপীরা দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা একে অপরের, আবার কোথাও বা আপনার মাংস আপনি ছিন্ন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে। জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ কুকুর, গৃধ্র প্রভৃতি জীবগণ তাহাদের নাড়ীসকল টানিয়া বাহির করিতেছে; কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে; যমদূতেরা কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্ব্বত-চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও জল ও গর্ভের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে।’ এই সকল যাতনা সে-ও ভোগ করিতে থাকে। অন্ধতামিশ্র, রৌরব প্রভৃতি যতপ্রকার নরক-যন্ত্রণা পরস্পরের পাপ-সংসর্গ জন্ত নিম্নিত হইয়াছে, ঐ মৃত গৃহব্রত ব্যক্তি পুরুষই হউক, আর নারীই হউক, সেই সকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ—কেহ কেহ ইহাই বলিয়া থাকেন। নরকে যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা এই জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কুটুম্ব-পোষণেই নিযুক্ত থাকুক, বা স্বীয় উদর ভরণেই ব্যস্ত থাকুক, পাপীদিগকে মৃত্যুর পর এই কুটুম্ব এবং নিজ দেহ—উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে ঐ সকল কন্ঠের ফলভোগ করিতে হয়। প্রাণিহিংসা-দ্বারা পরিপুষ্ট স্তূলদেহ এবং সঞ্চিত ধন—এই উভয়কেই এই জগতে রাখিয়া পাপীরা পাপরূপ পাথের লইয়া ঐ সকল নরক-ভোগের পর কুকুর-শুকরাদি যোনিতে যতপ্রকার যাতনা আছে, ক্রমশঃ সেই সকল যাতনা ভোগ করিয়া ভোগের দ্বারা ক্ষীণপাপ হইলে আবার শুচি হইয়া এই নরলোকে আগমন করে।”

ঐ গ্রহব্রত বা সংসারাসক্ত ব্যক্তি পুনরায় নরলোকে আগমনকালে জননী-জঠরে গর্ভবাসে নানাপ্রকার দুঃসহ যাতনা এবং জন্ম-গ্রহণের পর বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এবং যৌবন-সময়ও ইন্দ্রিয়-স্বথের জন্য নানাপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে ।

—শ্রীরমানাথ ব্রজবাসী

দত্তবক্র-বধ

দত্তবক্র শিশুপালের ভ্রাতা । শিশুপাল, পৌণ্ড্রক ও শাল্য ভগবানের দ্বারা নিহত হইলে দত্তবক্র অত্যন্ত ক্রোধের সহিত গদা হস্তে ভগবানের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শাল্যবধের পর রথে আরুঢ় ছিলেন । দুর্ন্যদ দত্তবক্র ঐরূপ দুর্দান্তমূর্তিতে তাহার দিকে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং স্বীয় গদা দ্বারা দত্তবক্রের গতিরোধ করিলেন ।

দত্তবক্রের মাতা ক্রতশ্রবা শ্রীবাসুদেবের ভগ্নী ছিলেন । সেই সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া ছুরাঙ্গা দত্তবক্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল,—‘তুমি আমাদের মাতুল পুত্র হইলেও মিত্রধাতী । তুমি ভ্রাতা হইয়াও আমাকে পর্য্যন্ত হত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, অতএব তোমাকে আমার এই বজ্রতুল্য গদা দ্বারা বিনাশ করিব ।’ দত্তবক্র এইরূপ কৰ্কশ বাক্য বলিয়া গদা দ্বারা ভগবানের মস্তকে আঘাত করতঃ সিংহের আয় গর্জ্জন করিতে লাগিল । শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নিজ কোমোদকী-গদা দ্বারা দত্তবক্রের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন । সেই প্রচণ্ড আঘাতে দত্তবক্রের হৃদয় ভগ্ন হইল । তখন সে রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়া দেহ ত্যাগ করিল । অনন্তর শিশুপালবধের আয় দত্তবক্রের বধেও তাহার দেহ হইতে স্মৃষ্ণতর বিচিত্র তেজঃ নির্গত হইয়া সর্বভূতের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের দেহে প্রবিষ্ট হইল ।

দত্তবক্রের বধের পর তাহার ভ্রাতা বিদূরথও ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শ্রীকৃষ্ণকে বধ (?) করিবার নিমিত্ত অসিহস্তে তথায় উপস্থিত হইল । শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা বিদূরথের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।

দত্তবক্রবধ-প্রসঙ্গ পদ্মপুরাণে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয় । তাহাতে দেখা যায়—দত্তবক্র শিশুপালের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ

করিবার জন্ত মথুরায় উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণও তাহা শ্রবণ করিয়া রথারোহণে মথুরায় আগমন করেন। মথুরার দ্বারে দত্তবক্র ও শ্রীকৃষ্ণের অহোরাত্র যুদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ গদার আঘাতে দত্তবক্রের সর্বাঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী ও বিনাশ করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৭৮।১৬ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—“শাল্ববধের পরে শ্রীকৃষ্ণ রথে আক্ৰান্ত থাকিয়া তৎক্ষণাৎই মথুরার নিকটে দত্তবক্রকে দেখিতে পাইলেন। এইজন্ত অত্যাপি মথুরার দ্বারকায় দিগভিমুখী দ্বারস্থানে ‘দত্তবক্র-হা’ এই সংস্কৃত শব্দের অনুগ লৌকিক ভাষায় ‘দতিহা’ নামে বজ্রের স্থাপিত এক গ্রাম দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণে এইরূপ গন্ত্য বাক্য আছে,—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় দত্তবক্রকে বধ করিবার পর যমুনা পার হইয়া নন্দ-ব্রজে আগমন করেন। সেখানে উৎকণ্ঠিত নন্দ-যশোদাকে অভিবাদন এবং আশ্বাসাদি প্রদান করেন। বিরহকাতর মাতা-পিতা শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রুসেকের সহিত স্নেহালিঙ্গন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপ-গণকে প্রণাম এবং বহু বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তুর্পণ করেন। যমুনার পুণ্যবৃক্ষপূর্ণ রম্য পুলিনে কেশব গোপনারীগণের সহিত অহর্নিশ ক্রীড়া করেন। এখানে গোপবেশধর শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র প্রেমরসের সহিত রম্য কেলিসুখে দুই মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর এখানকার শ্রীনন্দ-গোপাদি সকলেই শ্রীবাসুদেবের প্রসাদে পুত্রপরিজনের সহিত দিব্যরূপে বিমানে আরোহণপূর্বক পরম বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-গোপাদি ব্রজবাসিগণকে পরমসুখদ নিজপদ দান করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন।

বৈকুণ্ঠের দ্বারী ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ই কুণ্ডেচ্ছায় এ জগতে আসিয়া সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুন্তবর্ণ ও শিশুপাল-দত্তবক্ররূপে ভগবন্তীলার পুষ্টি করিয়াছিলেন। শুনা যায়, কোন কোন স্থলে শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছাবশতঃ সাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লীলার জন্ত নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরেও নিকাসিত করেন এবং পুনরায় পার্শদরূপে সংযোজিত করিয়া থাকেন। সেইরূপ শিশুপাল-দত্তবক্র সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় পার্শদত্ব লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

বৈরাহ্যবন্ধতীব্রেন ধ্যানেনাচ্যুতসাত্বতাম্।

নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ ॥ (ভাঃ ৭।১।৪৭)

সেই দুইজন (দত্তবক্র ও শিশুপাল) বৈরাগ্যবন্ধজনিত অর্থাৎ অভিনিবেশের সহিত শক্রতাজাত তীব্র ধ্যানের দ্বারা অচ্যুতে সাযুজ্যপ্রাপ্ত হন। পুনরায় শ্রীহরির পার্শ্বে নীত হইয়া তাঁহারা বিষ্ণুর পার্শ্বদ হইয়াছিলেন।

এই সাযুজ্যমুক্তি তত্ত্বের কাম্য নয়। সাযুজ্য দূরের কথা, অগ্ন্যাগ্ন চতুর্বিধ মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের নাই। তাঁহারা কেবল সেবা-প্রার্থী।

—শ্রীব্রহ্মভানু ব্রহ্মচারী

স্বধামে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ

দুর্ভিক্ষসহ বিরহবেদনায় ভাৱাক্রান্ত অব্যক্ত বেদনা-পুঞ্জিভূত-করালশ্রোতে ভাসমান শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ ‘শ্রীভাগবত-পত্রিকা’র কার্য্যাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজের প্রপঞ্চ-লীলা-পরিহারে বিরহ-সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় আজ ভাসমান। ইনি বিশ্ববিস্তৃত শ্রীগৌড়ীয়-মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরে রূপাপাত্র ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস প্রাপ্ত।

শ্রীল মহারাজ বিগত ৩রা বামন (৪৮৪ গৌরাদ), ৭ই আষাঢ় (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ), ২২শে জুন (১৯৭০ সন) সোমবার রাত্র ৮ ঘটিকার সময় সজ্ঞানে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনমুখে শ্রীধাম মথুরায় ইহলীলা সম্বরণ করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ঐসময় পূর্বাপেক্ষা সুস্থ থাকিলেও তিনি উক্ত দিন সকাল-বেলা পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজকে ও মঠবাসী বৈষ্ণবগণকে ডাকিয়া তাঁহার স্বধামে গমনের কথা প্রকাশ করিয়া বলেন,—“আমি অণুই সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিবা।” তাঁহার শারিরীক অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বা মঠবাসী কেহই উহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সকালের দিকে তিনি নিয়মিতভাবে সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি সমাপ্ত করিয়া ঠাকুরের বাল্যভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেন। মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নেও যথাক্রমে প্রসাদ ফলমূলাদি গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় বৈষ্ণব-গণের সান্নিধ্যে শ্রীহরি-কীর্ত্তনাদি করেন। তদন্তর সন্ধ্যা ৭.৪৫ মিনিটের সময় হইতে তিনি উচ্চৈশ্বরে দয়াল নিতাই—দয়াল গৌর—হা রাধে—হা কৃষ্ণ! প্রভৃতি কীর্ত্তন করিতেছিলেন; ক্রমশঃ কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া অবশেষে নিস্তব্ধ হইলে জানা যায় তিনি স্বধামে গমন করিয়াছেন।

ঐ সময় মঠস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীহরি কীর্তন করিতে থাকেন। মঠবাসী বৈষ্ণবগণ ডাক্তার ও অগ্রাণ্ড উপস্থিত সকলে তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী এবং ঐরূপ বৈষ্ণবোচিত অপ্রকট দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার সৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ বৈষ্ণবোচিত স্বধাম গমন সুদূর্লভ।

পূজ্যপাদ শ্রীল মুনি মহারাজ হুগলী জেলার অন্তর্গত বেগমপুরের সংলগ্ন খরগড়াই গ্রামে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে কার্তিক মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন আবির্ভাব হন। তাঁহার পিতা কেশব নাথ দাস পুত্রের নাম শ্রীশরৎচন্দ্র দাস রাখেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ৬ বছর বয়সেই পিতা পরলোক গমন করেন। তখন তিনি পিতৃশ্রম গৃহে লালিত হন। কিন্তু ১৮শ বর্ষ বয়সে তাঁহার পিতৃশ্রম ও তাঁহাকে ছাড়িয়া পরলোক গমন করেন। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া পৈতৃক নিবাসস্থল বেগমপুরে বসবাস করেন। ২১ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রীর পরলোক গমন হওয়ায় ৩৮ বৎসর বয়সে পুনঃ দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয় পক্ষে শ্রীনারায়ণ, গোপাল, রাধারমণ ও নিমাই প্রভৃতি চারজন পুত্র বর্তমান।

শ্রীশরৎ দাস পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ (সন্ন্যাস গ্রহণের পর যিনি শ্রীমদ্ নেমি মহারাজ নামে পরিচিত হন) মহাশয়ের নিকট হরিকথা শ্রবণে বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট হন। এবং পারমাথিক জীবনযাপন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া পূজ্যপাদ শ্রীল নেমি মহারাজের নিকট স্বস্ত্রীক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়া সনাতন দাসাধিকারী নামে পরিচিত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনারায়ণ দাসও পূজ্যপাদ নেমি মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র গোপাল দাসও স্বস্ত্রীক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্যের নিকট শ্রীহরিনাম-দীক্ষাদি গ্রহণ করেন। এই প্রকারে তাঁহার পরিবারবর্গ বৈষ্ণবধর্মে আশ্রিত হন।

শ্রীপাদ সনাতন প্রভু ক্রমশঃ ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইয়া পড়েন এবং তাঁহারই সাহায্যে শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার জন্মস্থান ব্রাহ্মণ গ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করেন। শ্রীসনাতন প্রভু তাঁহার বস্ত্র ব্যবসায় প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ধর্মপ্রচার করাই মনুষ্য জীবনের প্রধান কৃত্য মনে করিয়া সর্বদাই জগদগুরু শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আশ্রিত শ্রীগৌর-গোবিন্দ প্রভুর সর্বমুখী প্রচার কার্যে সহায়তা করিতেন। বিদ্যাভূষণ প্রভু জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর তাঁহার



মধ্যস্থলে শ্রীল গুরুপাদপদ, তাঁহার বামদিকে
শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ (অধুনা আন্তর্জাতিক
কৃষ্ণচেতনা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি) ও
তদক্ষিণে শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ।

প্রিয়তম শিষ্য সনাতনকে শ্রীল প্রভুপাদের চরণে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেন।
জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ১৯২৯ সালে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীনাম-দীক্ষা
প্রদান করেন। তদ্বধি সনাতন প্রভু গৃহস্থ জীবন-যাপন করিলেও সর্বদাই
গোড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীর সহিত প্রচার করিতেন। শ্রীসারস্বত গোড়ীয় বৈষ্ণব-
সমাজে তিনি “নিমি মহারাজের সনাতন” নামে সুপরিচিত।

তিনি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন। তিনি স্বহস্তেই সর্ব্বৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে পরাইতেন।

শ্রীপাদ সনাতন প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের এবং পূজ্যপাদ নেমি মহারাজের অপ্রকটের পর গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা আচার্য্য-সভাপতি নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্বক্তাপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আচার-প্রচারের বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া শেষ জীবন তাঁহার সহিত কাটাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ৮৭ বৎসর বয়সে সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধ পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬ (ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯) বৃহস্পতিবারে তাঁহার নিকট মথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি মধ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ দেবানন্দ গৌড়ীয় বা চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিলেও অধিকাংশ ভাগ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে থাকিয়া ভজন করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ মুনি মহারাজ গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একজন অগ্রতম পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। তিনি অতিশয় মৃদুভাষী, সকলের সহিত অত্যন্ত নিকপটতা ও মধুর ব্যবহার, গুরুনিষ্ঠা সম্পন্ন, হরিনাম পরায়ন, বৈষ্ণব-সেবাতে সর্ব্বদা অর্পণকারী, দৃঢ় পারমার্থিকনিষ্ঠা সম্পন্ন, আদর্শ ও নিম্নলিখিত চরিত্রবান্, অল্পভাষী, অজ্ঞাতশত্রু, অমানি-য নদ, সহিষ্ণু ও সকল বৈষ্ণবগুণে ভূষিত ছিলেন। সময় সময় তাঁহার ধোপাজ্জিত পাই-কপর্দক পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অর্থ হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার পরিবার পোষণ কিরূপে হইবে তাহা একেবারেই চিন্তা করিতেন না। তাঁহার এইপ্রকার ব্যবহারে শ্রীল প্রভুপাদ এবং সমস্ত বৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রতি মুগ্ধ ছিলেন, তাঁহার নিয়মনিষ্ঠা এবং পারমার্থিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের ২১২ টি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে।

গৃহস্থলীলা অভিনয়কালে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-গ্রহণ করার পর পূজ্যপাদ মুনি মহারাজকে আত্মরিক সমাজ তাঁহার প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। এবং তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার জন্ত বহুপ্রকার নির্যাতন করে। এমনকি তাঁহার নাপিত ধোপা, সমাজ-বিবাহাদি সব কিছু বন্ধ করিয়া দেয়। তাঁহার তৃতীয় কন্যা “বিষ্ণুপ্রিয়া” বিবাহের দিন বর-যাত্রী এবং বর বাড়ীতে আসিলে তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া

দিয়া বিবাহ বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু শ্রীপাদ সনাতন প্রভু এইপ্রকার নির্যাতনে ও অত্যাচারে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বর এবং বরযাত্রীর জন্ত একত্রিত প্রচুর খাদ্যদ্রব্য কলিকাতাস্থ বাগবাজারের শ্রীগোড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদপদে উপস্থিত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ, নিমি মহারাজ এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ তাঁহার আনিত দ্রব্যগুলিকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উহা আনিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি হাসিতে হাসিতে ভগবানের কৃপা বলিয়া তাঁহার কন্যার বিবাহ বন্ধ হওয়ার ঘটনা ও সমাজের উৎপীড়নের কথা উল্লেখ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার মুখে সমাজের এইরূপ ভীষণ অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে কাপিতে কাপিতে হাত তুলিয়া বলিয়াছিলেন,—সমাজ ধ্বংস হউক! সমাজ ধ্বংস হউক!! সমাজ ধ্বংস হউক!!! আশ্চর্য্যের বিষয় মহাপুরুষের অশিস্-অভিসম্পাতে সেই আত্মরিক সমাজ অচিরেই ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। তিন চার দিনের মধ্যেই ঐ মহাপুরুষের কৃপায় পূর্বাপেক্ষা যোগ্য বর তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেলেন।

শ্রীপাদ সনাতন প্রভু স্মার্ত-সমাজের ক্রীড়াকলাপ অবৈধিক, একেশ্বর চিন্তাশ্রোতের পরিপন্থী জানিয়া বৈষ্ণব-বিধান মতেই তাঁহার সন্তানগণের বিবাহাদি দিতে কৃত সঙ্কল্প ছিলেন। এই জন্ত তিনি তাঁহার চতুর্থ কন্যা “কমলা”কে (যিনি গোড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যের নিকট আশ্রিতা) তাঁহার স্বজাতি শ্রীপাদ রাখাল দাস অধিকারী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত শ্রীবিষ্ণুপদের সহিত শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী বিরচিত সংক্রিয়াসার দীপিকামতে বিবাহ দেন।

পূজ্যপাদ মুনি মহারাজের শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবা আদর্শস্বরূপ। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত গৃহস্থ চরিত্র যেরূপ আদর্শস্থল, সেইরূপ তাঁহার মঠ-জীবনও প্রপংসাযোগ্য। শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরেই প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার পুনঃ প্রচলন করেন। সেই সময় পরিক্রমার যাত্রীগণের থাকিবার সুব্যবস্থার জন্ত তাঁহার সংগৃহীত সম্পূর্ণ অর্থানুকূলে অনেকগুলি তাবু ক্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল আচার্য্যদেবকে অর্পণ করেন। পরমাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব শ্রীব্রজমণ্ডলে যখন একটি আশ্রম করার সংকল্প করিয়াছিলেন তখন শ্রীসনাতন প্রভু তাঁহার সংগৃহীত সম্পূর্ণ অর্থ শ্রীল আচার্য্য পাদপদে অর্পণ

করিয়া শ্রীমথুরাধামে শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠ করিবার জন্ত সাহায্য করিয়াছিলেন। এতৎব্যতীতও শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল মঠ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য-বিষয়ে শ্রীল গুরু-পাদপদ্মকে প্রচুর ভাবে আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। তিরোধানের পূর্বপর্যন্ত তিনি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় ব্রতী থাকিয়া শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির স্তম্ভরূপে প্রকটিত ছিলেন। তাঁহার অপ্রকটে সমিতির সেবকবৃন্দ একটি জ্যোতিষ্ক হারাইয়া মর্মে মর্মে তাঁহার বিরহ উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ অবস্থাতেও প্রচারকার্য ও মঠের সেবাকার্যে প্রচুর তৎপর থাকিতেন। তাঁহার প্রায় এক শত বৎসর বয়ঃক্রমেও চক্ষু, কর্ণ ও দাঁত সম্পূর্ণরূপে ঠিক ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত দুই লক্ষ বা ততোধিক হরিনাম নিয়মিত করিতেন।

শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠে ২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই রবিবার শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামীপাদের তিরোধান তিথিতে এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন তাঁহার বিরহসভা আয়োজিত হইয়াছিল। এই সভায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ ইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রভৃতি তাঁহার নিখুঁত জীবন-চরিত্রের বহু বিষয় স্মরণ করতঃ উল্লেখ করিয়া বিরহপূর্ণ ভাষণ প্রদর্শন করেন ও তাঁহার পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সভাস্তে উপস্থিত সকল বৈষ্ণবগণকে শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধারিকা-গিরিধারী শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জী উর বিবিধ প্রকারের সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসবে ব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত সারস্বত গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ এবং তাঁহাদের আশ্রিত শিষ্য-প্রশিষ্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবের সমস্ত অর্থানুকূল্য পূজ্যপাদ মুনি মহারাজের পূর্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম বৈষ্ণব শ্রীপাদ নারায়ণ দাসাধিকারী প্রভু নিজে উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অগ্ৰাণু ভ্রাতাদিগের এই উৎসবে উপস্থিত থাকার ইচ্ছা থাকিলেও বিশেষ অন্ত্রবিধা বিধায় মথুরায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। অবশেষে আমরা স্বধামে গত পূজ্যপাদ মুনি মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাই আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টির অগোচর হইলেও তিনি সর্বদাই আমাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাতে যেন উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করেন।

—শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী

উৎসব-সম্ভার

স্নানযাত্রা-মহোৎসব

অত্যাগ্ৰ বৎসরের গ্ৰায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বিগত ২২শে ত্রিবিক্রম, ৪ঠা আষাঢ়, শুক্রবার দিন শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও তৎ অধিনস্থ মঠসমূহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব যথারীতি উদযাপন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণভজন-বিহীন জীবন অশৌচ ও মৃত্যুতুল্য; সুতরাং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানকেলিদিবসে আত্যন্তিক মঙ্গলার্থিগণ ইহা উদ্দ্যাপিত করিয়া তদীয় শ্রীপাদপদ্ম নিম্নতধারা দ্বারা আত্মশোধন করতঃ পবিত্রীভূত হন।

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে

বার্ষিক-মহোৎসব

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-উৎসবের সহিত উক্ত মঠের বার্ষিক মহোৎসবও জড়িত। সুতরাং উক্ত মঠে এই মহোৎসব অধিকতর সমারোহ সহকারে উদ্দ্যাপিত হইয়া পূর্ব পূর্ব বৎসরের দ্বারা অক্ষুন্ন রাখিয়া পারমার্থিক রাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষার মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদস্পর্শে এই পিছলদা গ্রাম পবিত্র হইয়াছে। শ্রীগৌর পদাঙ্কপূত স্থানে উক্ত সেবা-স্মৃতি অনুষ্ঠিত হওয়ায় নামসুধারসে প্রমত্ত ভক্তগণ এক অপূর্ব আনন্দবন্তী প্রবাহিত করিয়া তদ্রস্থ জনসাধারণের মনে আত্মচেতনার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

উৎসব-দিবসে প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিহিত কীর্তন ও হরিকথা পঠন এবং জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইতে থাকে। অপর দিকে ১০৮ কুন্তের ভলদ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান করান হয়। মধ্যাহ্নে বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন-মিষ্টি-ফল-মূল্যাদি দ্বারা ভোগরাগ ও আরাত্রিকাতে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও সমাগত জনসাধারণকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসে বৈকালে এক ধর্মসভার আয়োজন হয়। এই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদেদান্ত উদ্ধমস্থী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণ দিলে পর সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ স্নানযাত্রার নিগূঢ়রস উদ্ঘাটন করতঃ শোভমণ্ডলীকে ভক্তিদর্শনে আগ্নুত করান। পরিশেষে এই উৎসব-সম্পাদনায় যাহারা বিশেষ ভূমিকা লইয়া সেবার দাক্ষীণ্য লইয়াছেন সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করতঃ কীর্তনমুখে সভার কার্য সমাপ্ত করেন।

প্রকাশ যে, এই উৎসব সম্পাদনায় মঠরক্ষক শ্রীপাদ রমানাথ ব্রজবাসী প্রভুর সেবা প্রচেষ্টা সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে

অন্যান্য বৎসরের স্মৃতিকে স্বাগত জানাইয়া শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত এই বৎসরও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব বিপুলভাবে উদ্‌যাপন করেন। এই উপলক্ষে উক্ত মঠে বিগত ১৪ই বামন, ১৮ই আষাঢ় হইতে ২৪শে বামন, ২৮শে আষাঢ় সোমবার (পুনর্যাত্রা) পর্যন্ত একাদশদিবসব্যাপী বিপুল সাড়ম্বরের সহিত উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করিয়াছেন।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় পাঠ-বক্তৃতা, সংকীর্তন-মাধ্যমে যথারীতি অনুষ্ঠান-স্বচী প্রতিপালন করা হয় এবং উৎসব সমাপ্তি-দিবসে আহুত, অনাহুত, রবাহুত প্রত্যেককেই বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে

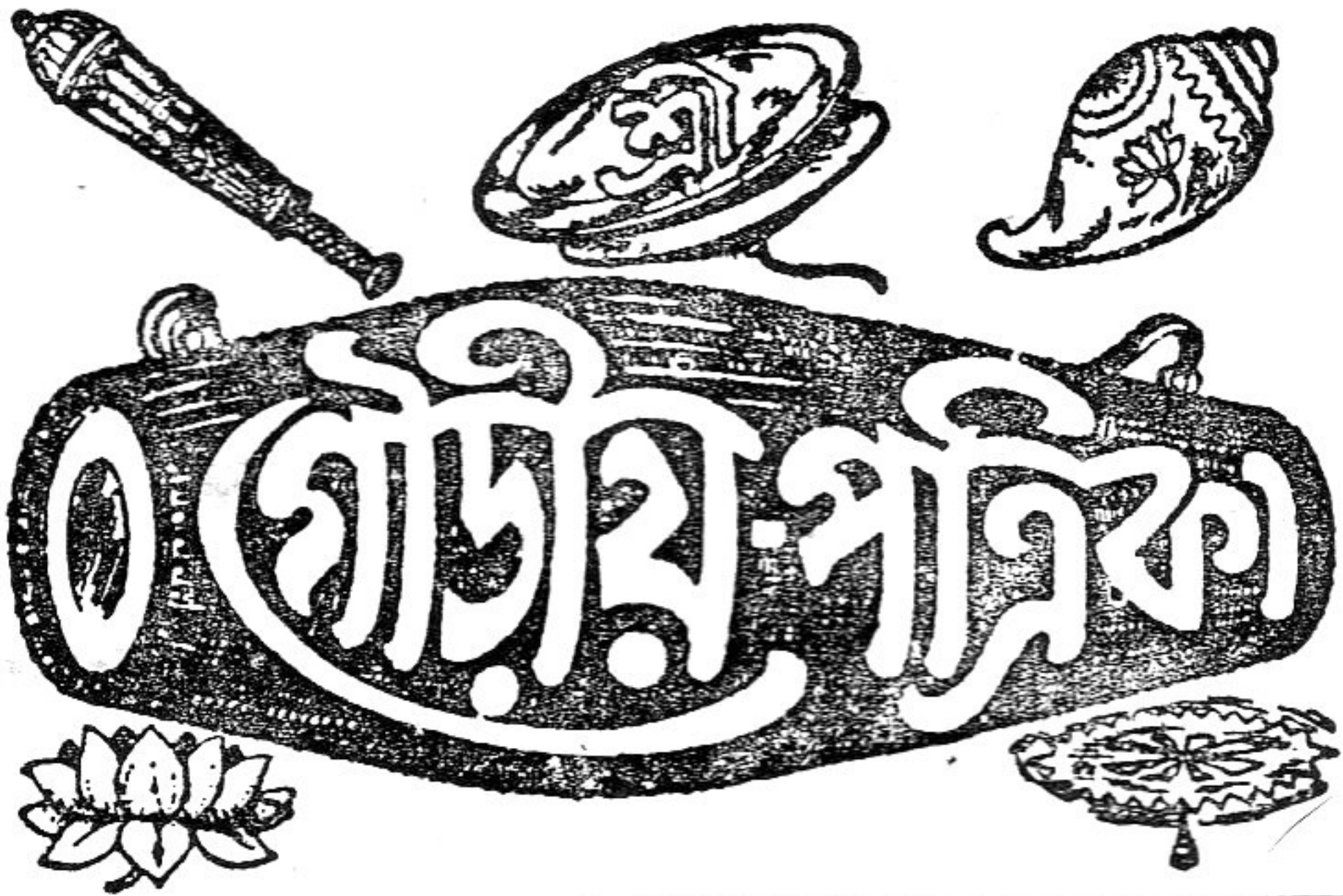
সমিতির আকর মঠে শ্রীশ্রীরথযাত্রা মহোৎসব বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইতে প্রচলিত হইয়া আসা এখানকার রথযাত্রা-মহোৎসব স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর ঐকান্তিক আগ্রহে ইহা স্নান হয় নাই। এই রথযাত্রা উপলক্ষে সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য মহারাজ তথা আরও মঠের অনেক সেবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে আরোহন করিয়া শ্রীশ্যামসুন্দর-বাটীতে (শ্রীশুভিচা-বাড়ী) শুভবিজয় করিয়াছেন ও তথা হইতে পুনর্যাত্রা দিবসে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীকেশব গোস্বামী গোড়ীয় মঠে

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি সহরস্থ ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছায় শ্রীগোড়ী বেদান্ত সমিতির একটি শাখামঠ (প্রচার কেন্দ্র) এই বৎসরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তথাকার জনসাধারণের বিশেষ উদ্দীপনায় সেখানেও শ্রীশ্রীরথযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত করিতে হইয়াছে।

স্থানীয় ভক্তবৃন্দ এক একজন এক একটি সেবার দায়িত্ব লওয়া উৎসবটি বেশ সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়। সমিতির স্বেযোগ্য প্রচারক ও মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজের সেবা প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত উৎসবের প্রস্তুতি লওয়া সম্ভব হইয়াছে। এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ায় শিলিগুড়ি সহরে শ্রীবেদান্ত সমিতির আশীর্বাদ শ্রীগৌর-বাণী প্রচার হইয়াছে। স্থানাভাবে এখানে বাহুল্য বর্ণনা ক সম্ভব হইল না।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্কে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্কে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুৎ ॥

অন্ত ধর্ম সূত্রেপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় বতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

২২শ বর্ষ } কারগোদশায়ী, ২ পদ্বনাভ, ৪৮৪ গৌরাক্ষ
বৃহস্পতিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৭৭ ; ইং ১৭।৯।১৯৭০ { ৭ম সংখ্যা

সান্নিহাদং শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ [শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্থামি-বিরচিতম্]

নক্তং দিবং মুররিপোরধরামৃতং যা
স্বীতা পিবতালমবাধমহো সুভাগ্যা ।
শ্রীরাধিকা প্রথিতমানমপীব দিব্য
নাদৈরধোনয়তি তাং মুরলীং নমামি ॥৪৮॥

যিনি দিবা রাত্র অবাধে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিয়া অতিশয়
পরিপুষ্ট হইতেছেন এবং যিনি মধুর ধ্বনি দ্বারা শ্রীরাধিকার উৎকৃষ্ট মান
অপনয়ন করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই মুরলীকে আমি নিয়ত নমস্কার করি ॥৪৮॥

দূতীভির্বহুচাটুভিঃ সখিকুলেনালং বচোভঙ্গিভিঃ
পাদান্তে পতনৈব্রজেন্দ্রতনয়েনাপি ক্রুখালীগণৈঃ ।

রাধায়াঃ সখি শক্যতে দবয়িতুং যো নৈব মানোযয়া ফুৎ-

কৃত্যেব নিরস্ততে স্কৃতিনীং বংশীং সখীং তাং নুমঃ ॥৪৯॥

বৃন্দাদি দ্বিতীগণ বিবিধ চাটু বাক্য দ্বারাও যাহা খণ্ডন করিতে পারে না, মধুমঙ্গলাদি সখাগণও বাগ্‌ভঙ্গী অর্থাৎ পরিহাস বাক্যদ্বারা যাহা অপনয়ন করিতে সমর্থ হন না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও চরণ প্রান্তে প্রণত হইয়াও যাহা খণ্ডন করিতে পারেন না, অত্যাশ্রয় সখীরাও বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াও যাহা দূর করিতে পারে না, সেই শ্রীরাধিকার অত্যাশ্রয়ট মানকে যিনি ফুৎকারমাত্রেই অপসারিত করিতে পারেন সেই পরম সৌভাগ্যশালিনী সখীস্বরূপা বংশীকে আমি নিয়ত শ্রবণ করি ॥৪৯॥

স্বফীতস্তাণ্ডবিকোহরেমূরলিকানাদেন নৃত্যোং সবং

ঘূর্ণচ্চারু শিখণ্ডবল্লু সরসীতীরে নিকুঞ্জাগ্রতঃ ।

তদ্বান্ কুঞ্জবিহারিণোঃ সুখভরং সম্পাদয়েদযস্তয়োঃ

স্বহৃদা তং শিখিরাজমুৎসুকতয়া বাঢ়ং দিদ্ক্ষামহে ॥৫০॥

যিনি মুরলীকার নাদে প্রফুল্ল হইয়া রাধাকুণ্ডতীরবর্তি নিকুঞ্জের দ্বার-প্রদেশে মনোহর পুচ্ছ ঘূর্ণনপূর্বক নৃত্যোৎসব বিস্তার করত কুঞ্জবিহারী শ্রীরাধাকৃষ্ণের সখাতিশয় সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই তাণ্ডবিক নামক ময়ূর শ্রেষ্ঠকে স্মরণ করিয়া আমি অতিশয় উৎসুক্য সহকারে তাহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥৫০॥

সপ্তাহং মুরমর্দনঃ প্রণয়তো গোষ্ঠৈকরক্ষোৎসুকে।

বিভ্রান্মানমুদারপাণিরমণৈর্ঘট্টৈশ্চ সলীলং দদৌ ।

গান্ধর্ব্বা মুরভিধিলাসবিষলং কাশ্মীররজ্যদগুহ স্তং

খট্টায়িতরত্নসুন্দরশিলো গোবর্দ্ধনঃ পাতু বঃ ॥৫১॥

মুরনাশন শ্রীকৃষ্ণ প্রণত বশত কেবল গোকুলের রক্ষা বিষয়ে উৎসুখ হইয়া মনোহর হস্তের পূজা পরিপাটিসূচক শুদ্ধ মুদ্রাদি ক্রীরা দ্বারা যাহাকে সপ্তাহ ধারণ করিয়া মান অর্থাৎ সর্ব পূজ্যস্বরূপ মর্য্যদা প্রদান করিয়া-ছিলেন, তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস বিগলিত কুসুমরাগে যাহার গুহা রঞ্জিত হইয়াছে এবং যাহার শিলা শ্রীরাধাকৃষ্ণের রত্ন খট্টার দ্বারা আচরণ করিতেছে সেই গোবর্দ্ধন তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৫১॥

নীপৈশ্চম্পক পালিভিনব বরাশোকৈ রসালোৎকরৈঃ
 পুন্নাগৈর্বকুলৈ লবঙ্গলতিকা বাসন্তিকাভিবৃত্তৈঃ ।
 হৃদ্যং তৎ প্রিয়কুণ্ডয়ো স্তটমিলন্মধ্য প্রদেশং পরং
 রাধামাধবয়োঃ প্রিয়স্থলমিদং কেল্যাস্তদেবাশ্রয়ে ॥৫২॥

প্রাচীরস্বরূপ কদম্ব, চম্পকশ্রেণী, অত্যুৎকৃষ্ট ও অভিনব অশোকশ্রেণী, আম্র, নাগকেশর, বকুল, লবঙ্গলতা এবং মাধবীলতা দ্বারা যে অতিমনোহর এবং যে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডের মধ্যপ্রদেশস্বরূপ, সেই রাধামাধবের কেলী প্রিয়স্থল অর্থাৎ রাসস্থলকেই আমি আশ্রয় করি ॥৫২॥

শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুরম্যমপি তচ্ছ্রীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ
 সা রাসস্থলিকাপ্যলং রসময়ী কিং তাবদন্যং স্থলং ।
 যস্ত্যাপ্যংশলবেন নাইতি মনাক্ সাম্যং মুকুন্দস্ত্য তৎ
 প্রাণেভ্যোপ্যধিকপ্রিয়েব দয়িতং তৎকুণ্ডমেবাশ্রয়ে ॥৫৩॥

সুরম্য শ্রীবৃন্দাবিপিন অনুভূত শোভাশালী সেই গোবর্দ্ধন, সেই রাসস্থলী যাহাতে অত্যন্ত রসোদগম হয়, অল্প স্থল আর কি বলিব তাহারা দূর হউক, অংশ লব মাত্রেও এই বৃন্দাবিপিনাদি যাহার সমান হইতে পারে না, মুকুন্দের সেই প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা রাধিকার ত্রায় প্রিয়তম সেই রাধাকুণ্ডকেই আশ্রয় করি ॥৫৩॥

স্ব্যীতে রত্ন সুবর্ণ মৌক্তিকভরৈঃ সন্নির্মিতে মণ্ডপে
 খুংকারং বিনিধায় যত্র রভসাত্তৌ দম্পতী নির্ভরং ।
 তস্মাতে রতিনাথ নর্ম্ম সচিবৌ তদ্রাজ্য চর্চাং মুদা
 তং রাধা সরসীতটোজ্জ্বল মহাকুঞ্জং সদাহং ভজে ॥৫৪॥

রত্ন সুবর্ণ এবং মৌক্তিকসমূহ দ্বারা সুন্দররূপে নির্মিত ও অতি বিস্তৃত যাহার মণ্ডপে অর্থাৎ বেদীতে সেই দম্পতী শ্রীরাধাকৃষ্ণ কৌতুকবিষয়ে রতিপতি কন্দর্পকে মন্ত্রী করিয়া খুংকার নিষ্ক্ষেপপূর্বক যথায় অত্যন্ত হর্ষ সহিত সেই কামরাজ্যের আলোচনা অর্থাৎ কামক्रीড়া করিতেছেন, সেই রাধাকুণ্ডের তটস্থিত সমুজ্জ্বল মহাকুঞ্জকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥৫৪॥

কান্ত্যা হন্ত মিথঃ স্মৃটং হৃদি তটে সম্বিস্তিতং দ্রোততে
 প্রীত্যা তন্নিখুনং মুদা পদকবদ্রাগেণ বিভ্রদযয়োঃ ।
 ধাত্রা ভাগ্যভরেণ নির্মিততরে ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যাম্পদে
 গৌরশ্যামতমে ইমে প্রিয়তমে রূপে কদাহং ভজে ॥৫৫॥

কুঞ্জ বর্ণন সময়েই হঠাৎ হৃদয়াবিভূত শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে-
 ছেন, কি আশ্চর্য্য ! প্রীতি বশতঃ স্বীয় কান্তি দ্বারা হৃদিপটে পরস্পর প্রতি-
 বিম্বিত হইয়া যে শোভা পাইতেছে এবং বিধাতা ভাগ্যাতিশয়দ্বারা
 যাহাকে উৎকৃষ্টরূপে নির্মিত করিয়াছেন এবং ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীর আম্পদ-
 স্বরূপ, এবং অনুরাগ বশতঃ অতিহর্ষে পরস্পরের রূপকে পরস্পর ধারণ
 করিতেছে সেই অতি প্রিয়তম অতি গৌর ও অতি শ্যাম রূপকে আমি কবে
 ভজনা করিব ? ॥৫৫॥

নেত্রোপান্ত বিঘূর্ণ নৈরলঘু তদোমূল সঞ্চালনৈ
 রীষদ্ধাস্তরসৈ সুধাধরধরৈশ্চুশ্চৈ দৃঢ়ালিঙ্গনৈঃ ।
 এতৈরিষ্ট মহোপচার নিচৈয়ন্তনব্যযুনো যুগং
 প্রীত্যা যং ভজতে তমুজ্জল মহারাজং প্রবন্দামহে ॥৫৬॥

নেত্রাঞ্চল অর্থাৎ কটাক্ষপাত অথবা বস্ত্রাঞ্চলের অত্যন্ত বিঘূর্ণন অর্থাৎ
 সঞ্চালন, বাহুমূলের অত্যন্ত সঞ্চালন অথবা তৈল মর্দনাদির নিমিত্ত বাহুমূলে
 স্তন সমীপে ঈষৎ হাস্তরসের সহিত সঞ্চালন এবং যাহাতে ঈষৎ হাস্তরস
 প্রকাশ পাইতেছে এবং সুধাস্বরূপ অধর অথবা সুধা যুক্ত অধর কিম্বা
 সুধাকেও অধর অর্থাৎ ক্ষীণগর্ভ করে তাদৃশ অধর পান সাধন দ্রব্য দ্বারা
 অথবা সুধাধরে পানবিশিষ্ট চুষ্মন দ্বারা এবং ঈষৎহাস্ত রসযুক্ত বাহুমূলের
 সঞ্চালনযুক্ত, সুধাধর পান, চুষ্মনবিশিষ্ট সূদৃঢ় আলিঙ্গন এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের
 অভিলষিত মহোপচার সমূহ দ্বারা যে ব্যক্তি সেই নব্যযুব যুগল অর্থাৎ
 উক্তবিধ শৃঙ্গার বিলাস মনে স্মরণপূর্ব্বক রাধাকৃষ্ণের সন্তোগ লীলা ভজনা
 করে সেই উজ্জল মহারাজকে আমি কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি ॥৫৬॥

(ক্রমশঃ)

মঠের স্বরূপ, দিব্যোন্মাদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

কলিকাতা

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

২০শে নভেম্বর, ১৯৩৩

স্নেহবিগ্রহেষু !

* * আমাদের কোন মঠেই শ্রীলোকের রাত্রি বাস করিবার ব্যবস্থা নাই ; তবে যোগপীঠে পূর্ব হইতেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লী ও গৃহস্থের Colony থাকায় এ বিষয়ে বাধা দেই নাই। মিসেস্ * * কৃপা করিয়া তথায় Hony. secy.র পদ গ্রহণ করিবেন, ভাল কথা ; কিন্তু মঠে না থাকিলেই ভাল। শ্রীযুক্ত * * এ সকল কথা বেশ ভাল বুঝেন। সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র বা ছিদ্র না থাকিলেও সীতাদেবীর কলঙ্কের-গ্রাস নানা কথা উঠিতে পারে। * * * বিদ্ব শাক্তগণ চিরদিনই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ; কিন্তু Transcendental Religion is not meant for mundane society.

*

*

*

*

*

দিব্যোন্মাদের মোহন ও মাদন অবস্থায় কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে অধিকৃত মহাভাবে বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণে তন্ময়তা হয়। উহা প্রাকৃত ব্যাভিচারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নহে। বিরহে ‘বিষয়ে’র চিন্তা অনুসৃত থাকায় তন্ময়তা স্বদেশ অধিকার করে। তাই বলিয়া নির্বিশেষবাদী বাউল হইবার কথা বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃত শ্রী হইবার কল্পনা উদ্ভিষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ-সান্নিধ্য ও কৃষ্ণসেবার জন্ত কৃষ্ণ-সম্বন্ধের পরম অযোগ প্রাপ্তি ঘটে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পাঠকগণ যদি মায়িক প্রভুতা ও প্রভুত্বস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস-সম্বন্ধে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে ভোগ্য-জ্ঞানের পরিবর্তে সর্বতোভাবে প্রভু জানিবার চিদ্বোধের সম্প্রকাশ হয় এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কথাগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আর বিদ্যাপতিকে লছমীর উপপত্যে বা চণ্ডীদাসকে রামীর উপপত্যে স্থাপন-পূর্বক নিজেদের বিকৃত ধারণায় বঞ্চনা লাভ করিতে হয় না। ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ—এই নিত্য চিন্ময়ী উপলব্ধি থাকিয়া স্বরূপে পঞ্চরসের কোন এক রসে অবস্থানপূর্বক সেইরূপ

চক্ষে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা জয়দেবকে বিচার করিলে জানা যাইবে যে, জয়দেবের পদ্মাবতী, চণ্ডীদাসের রামী ও বিদ্যাপতির লছ্মীর সঙ্গ প্রভৃতি কদর্য্য নবরসিক-সম্প্রদায়ের ব্যভিচারমূলক ধারণা নহে। এই সকল ভাল করিয়া বুঝা যাইবে—নিবৃত্তানর্থ ও তত্তদভাবে লোভ বা রুচিযুক্ত হইয়া শ্রীকৃপামুগবরের অনুসরণে শ্রীল দাস গোস্বামীর ‘বিলাপকুসুমাজলি,’ শ্রীকৃপের ‘কার্পণ্য-পঞ্জিকা’, শ্রীল কবিরাজের ‘চরিতামৃত’-বর্ণিত শ্রীল রায় রামানন্দের হৃদগতভাব, শ্রীচৈতন্যদেবের উদঘূর্ণা, চিত্রজল্লাদি স্বভাব’ মাথুর-বিরহ প্রভৃতি আলোচনা করিলে। তবে অজীর্ণ রোগে পীড়িত আনু-করণিক-সম্প্রদায়ের স্থূল পরিচয়ে আস্থা লইয়া আনুগত্য ধর্ম্মের বাহ্য বিড়ম্বনা দেখাইলে * * ঘোষের দলের বৈষ্ণবদিগকে আক্রমণ করার ন্যায় ফল হইবে মাত্র।

জাগতিক সুখৈষণা—অন্যাভিলাষিতাযুক্ত, আর ভক্তি—অন্যাভিলাষিতা-শূন্য। প্রভুত্বকামীর সৎ ও অসৎকর্ম্মবাসনা হইতেই সুখ ও দুঃখ উভয় প্রকার ভোগ লাভ ঘটে। বদ্ধজীব সুখভোগ করিলেই তাহার পুণ্যাজ্জিত লভ্যসমূহ ক্ষয় হইয়া যায়। আর প্রায়শ্চিত্ত করিলে বা ত্রিতাপে কষ্টাদি পাইলেই সাময়িকভাবে পাপক্ষয় হয়। পাপ-পুণ্যক্ষয়ে কর্ম্মকাণ্ড ধ্বংস হয়; তজ্জন্তু ভক্তিকেই নৈষ্কর্ম্ম বলা হয়।

নিত্যানীলদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(মর্কট-বৈরাগ্য)

১। মর্কট-বৈরাগ্যের দ্বারা সাধকের কি অনিষ্ট হয়? উহা পরিত্যাগেই বা কি ইষ্ট হয়?

“মর্কট-বৈরাগ্য—একটি প্রধান হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এইটিকে যত্ন-পূর্ব্বক দূর করিলে ভজনে শক্তির উদয় হয়; তখন জীবের কাপট্য, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বন্ধমূল শত্রুবর্গ পরাজিত হয় এবং শুদ্ধভক্তি উদিত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করে।”

—‘মর্কটবৈরাগ্য’, স: তো: ৮।১০

২। বৈরাগীর কি যাত্রাভিনয় দর্শন করা উচিত ?

“যে-বৈরাগী নাট্যশালায় স্ত্রীলোক দর্শন করেন এবং তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখেন, তিনিও মর্কট-বৈরাগ্য আচরণ করেন, সন্দেহ নাই। যাত্রা শুনিতে বা থিয়েটার দেখিতে যে, বৈরাগী প্রবৃত্ত হন, তিনি দোষী।”

—‘মর্কটবৈরাগী’, সঃ তোঃ ৮।১০

৩। ভাবোদয় না হইলে ভেক গ্রহণ করা উচিত কি ?

“‘বিরক্ত’ বলিয়া পরিচয় দিলেই যে বিরক্ত হয়,—এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ।”

—চৈঃ শিঃ ৫।২

৪। স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা অন্তরে থাকিলে অপক্লাবস্থায় বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্তব্য কি ?

“যদি স্ত্রীসন্তাষণ-প্রবৃত্তি হৃদয়ের কোন দেশে অবস্থিতি করিতে থাকে, তবে যেন ভেক গ্রহণ না করেন। গৃহে থাকিয়া মর্কট-বৈরাগ্য দূর করত সর্বদা কৃষ্ণনামানন্দে আত্মার উন্নতি সাধন করুন,—ব্যস্ত হইয়া অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।”

—‘মর্কটবৈরাগী’, সঃ তোঃ ৮।১০

৫। কাহার বৈরাগ্যাভিনয় মর্কট-বৈরাগ্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ?

“ভক্তিজনিত স্বাভাবিক বৈরাগ্য পূর্ণবলে উদিত হইবার পূর্বে যে গৃহস্থ গৃহস্থধর্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই মর্কটবৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা।”

—‘মর্কটবৈরাগী’, সঃ তোঃ ৮।১০

৬। মর্কটবৈরাগীর লক্ষণ কি ?

“হৃদয়ে বিষয়চিন্তা, গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, বাহিরে কোপীন বহির্কাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্ন,—এই সকলই মর্কটবৈরাগীর লক্ষণ।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ১৬।২৩৮

৭। মর্কটবৈরাগী কে ?

“বৈরাগী হইয়া যিনি স্ত্রী-সন্তাষণ করেন, তিনিই মর্কট-বৈরাগী।”

—‘নামবলে পাপবুদ্ধি’, হঃ চিঃ

৮। কেবল কি অগৃহিগণই মর্কটবৈরাগী হয় ? গৃহিগণের মর্কট-বৈরাগ্য কিরূপ ?

“মর্কটবৈরাগী দুই প্রকার—অর্থাৎ গৃহী মর্কটবৈরাগী ও অগৃহী মর্কট বৈরাগী । * * গৃহীদিগের মধ্যে যাহারা অযথা গৃহত্যাগের জন্য ব্যাকুল তাহারা অত্যাচারী ।”

—‘মর্কটবৈরাগী’, সঃ তোঃ ৮।১০

৯। বৈরাগ্য বেষগ্রহণেই কি নির্বিষয়ী ভক্ত হওয়া যায় ?

“বৈরাগ্য-বেষাদি ধারণ করিলেই যে, বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়,—
এরূপ নয় ; কেন না, অনেক-স্থলে বৈরাগীগণ বিষয় অর্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন । পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ীপ্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন ।”

—‘জনসঙ্গ’, সঃ তোঃ ১০।১১

১০। মুমুক্শাবশে ক্রম-পথ-ত্যাগে কি অনিষ্ট হয় ?

“মুমুক্শু হইয়া ক্রম ত্যাগ করিলে মর্কটবৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য্য করিয়া ফেলে ।”

—চৈঃ শিঃ ১।৭

১১। ‘অস্থির বৈরাগী’ কাহার ?

“কলহ, ক্রেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটন-বশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তদ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারাই অস্থির বৈরাগী ; তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, তাহারা অতি শীঘ্রই কপট বৈরাগী হইয়া পড়ে ।”

—চৈঃ শিঃ ৫।২

১২। ‘ঔপাধিক বৈরাগী, কাহার ?

“যাহারা মাদকদ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারের অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে একপ্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অভ্যস্ত রতির দ্বারা ভক্তি-লক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধন-চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ-পূর্ব্বক ঔপাধিক বৈরাগী হয় ।”

—চৈঃ শিঃ ৫।২

১৩। জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বলঙ্ক কে বা কাহার ?

“ভাগবতী রতি-জনিত বিরক্তি না হইলে যিনি বৈরাগ্যালিঙ্গ ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বলঙ্কস্বরূপ ।”

—‘ভেকধারণ’, সঃ তোঃ ২।৭

১৪। সমস্ত নিঃসঙ্গ-সাধুর প্রতি লোকের অবিশ্বাস ঘটিবার জন্য দায়ী কাহারো ?

“নিঃসঙ্গ বাবাজীদিগের স্ত্রীলোভ, অর্থলোভ, খাদ্যলোভ ও সুখলোভ অত্যন্ত বর্জনীয়। কোন কোন নিঃসঙ্গ-লিঙ্গধারী বৈরাগীর সেই সকল দোরাভ্যা থাকায় সমস্ত নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতি বৈষ্ণব-জগতের অবিশ্বাস হইয়া পড়ে।”
—‘ভেকধারণ’, সঃ তোঃ ২।৭

১৫। আখড়াধারীদের সেবাদাসী রাখিবার প্রথা কি বৈষ্ণবধর্ম্ম-মুমোদিত কার্য্য ?

“আখড়াধারী বাবাজীদিগের আখড়ায় স্ত্রীলোক-সেবিকা রাখাও একটি ভয়ঙ্কর অমঙ্গলজনক প্রথা। কোন-কোন আখড়ায় বাবাজীর পূর্বাশ্রমের বনিতা সেবিকারূপে অবস্থিতি করেন। যে-আখড়ায় স্ত্রীলোক না হইলে চলে না, সে আখড়ায় যথার্থ বিরক্ত-পুরুষ কখনই থাকেন না। দেব-সেবা ও সাধুসেবার ছল করিয়া স্ত্রীসঙ্গ করাই কেবল ঐ সকল কার্য্যের মূলোভূত তত্ত্ব।”
—‘ভেকধারণ’, সঃ তোঃ ২।৭

১৬। কেবল বিষয়রাগ দমন করিলেই কি সফল পাওয়া যায় ?

“বিষয়রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠ-রাগ হয়, তাহা নহে। অনেক লোক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবল বিষয়রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-রাগের সম্বন্ধনেয় চেষ্টা করেন না; তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে।”
—প্রেঃ প্রঃ, ৪র্থ প্রঃ

১৭। পরমার্থের উদ্দেশ্য না থাকিলে বৈরাগ্যের কোন সার্থকতা আছে কি ?

“প্রত্যাহারক্রমে ইন্দ্রিয়সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকেও শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি; যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ, —উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল জীবকে পাষণবৎ করিয়া ফেলে।”
—প্রেঃ প্রঃ, ২য় প্রঃ

১৮। কখন গৃহত্যাগের অধিকার হয় ?

“প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা।”

—জৈঃ ধঃ, ৭ম অঃ

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীনামমহিমা

প্রভু বলে, কৃষ্ণনামের মহিমা অপার ।
কৃষ্ণ নিজে নাহি জানে, কি জানিব ছার ॥
শাস্ত্রে যাহা শুনিয়াছি কহিব তোমারে ।
বিশ্বাস করিয়া শুন যাবে ভবপারে ॥
সর্বপাপপ্রশমক সর্বব্যাদিনাশ ।
সর্বদুঃখবিনাশন কলিবাধা হ্রাস ॥
নারকী-উদ্ধার আর প্রারদ্ধ-খণ্ডন ।
সর্ব-অপরাধ-ক্ষয় নামে অনুক্ষণ ॥
সর্বার্থপ্রদাতা নাম সর্বশক্তিময় ।
জগৎ-আনন্দকারী নামের ধর্ম হয় ॥
নাম লঞা জগদ্বন্দ্য হয় সর্বজন ।
অগতির গতি নাম পতিতপাবন ॥
সর্বত্র সর্বদা সেব্য সর্বমুক্তিদাতা ।
বৈকুণ্ঠপ্রাপক নাম হরিপ্রীতিদাতা ॥
সর্বপাপনাশ করা নামের এক ধর্ম ।
প্রথমে তাহাই সপ্রমাণ শুন মর্ম ॥
পাপী অজামিল দেখ বিবশ হইয়া ।
হরিনাম উচ্চারিল নারায়ণ বলিয়া ॥
কোটি কোটি জন্মে পাপ করিয়াছে যত ।
সে সকল হৈতে মুক্ত হইল সাম্প্রত ॥
স্ত্রী-রাজ-গো-ব্রাহ্মণ-ঘাতী মদুরত ।
গুরুপত্নীগামী-মিত্রদ্রোহী-চৌর্যরত ॥
এ সবার পাপ আর অন্য পাপচয় ।
হরিনাম উচ্চারণে সব পরিস্কৃত হয় ॥
পাপ স্নিহিত হৈলে কৃষ্ণে হয় মতি ।
এইরূপে নামে জীবের হয় ত' সম্পত্তি ॥

কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারিত যবে ।
 সর্বপাপ হৈতে পাপী মুক্ত হয় তবে ॥
 অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কৃষ্ণনাম সংকীৰ্ত্তনে ।
 সর্বপাপ ভস্ম হয়, যথা কাষ্ঠ অগ্ন্যৰ্পণে ॥
 বর্তমান পাপ আর পূৰ্বজন্মার্জিত ।
 ভবিষ্যতে হবে যাহা সে সকল হত ॥
 অনায়াসে হবে কৃষ্ণনাম-সংকীৰ্ত্তনে ।
 নাম বিনা বন্ধু নাহি জীবের জীবনে ॥
 হরিনামে যত পাপ নিৰ্হরণ করে ।
 তত পাপ পাপী কভু করিতে না পারে ॥
 কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাক শ্রীমধুসূদনে ।
 সর্বপাপ নাশ করে শ্রীনামকীৰ্ত্তনে ॥
 নারকী কীৰ্ত্তন করে 'হরে কৃষ্ণ' বলি ।
 হরিভক্ত হঞা যায় দিব্যধামে চলি ॥
 শ্রদ্ধা করি নাম লৈলে অপরাধ কোটি ।
 ক্ষমা করে কৃষ্ণ যদি না থাকে কুটিনাটী ॥
 ইহাতে বিশ্বাস যার না হয় সে জন ।
 বড়ই দুৰ্ভাগা তার নাহিক মোচন ॥
 তীর্থযাত্রা-পরিশ্রমে কিবা ফল হবে ।
 'হরেকৃষ্ণ' নিত্যগানে সব ফল পাবে ॥
 শয়নে স্বপনে আর চলিতে বসিতে ।
 কৃষ্ণনাম করে যেই, পূজ্য সৰ্বমতে ॥
 হরিনাম বিনা আর সহজ মুক্তিদাতা ।
 কেহ নাহি ত্রিজগতে নামই জীবের ত্রাতা ॥ (ক্রমশঃ)
 (প্রাপ্ত)

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-৫৫)

বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত আবশ্যক কৃত্য ও নিষেধের অনুষ্ঠান ও পরিহার একমাত্র বিষ্ণুর সন্তোষার্থই হইয়া থাকে । সুতরাং উভয়ের তাদৃশ প্রয়োজন অবগত হইলে তদীয় রাগযুক্ত ব্যক্তির স্বতঃই আবশ্যক কৃত্যে প্রবৃত্তি ও নিষিদ্ধ কর্মে অপ্রবৃত্তি হয় । যেহেতু শ্রীভগবানের সন্তোষই প্রীতির একমাত্র জীবন-স্বরূপ । অতএব তাদৃশ প্রীতিবিষয়ে স্বয়ং যে রাগের অনুগমন করিতেছেন তাদৃশ রাগাত্মিক সিদ্ধভক্ত-কর্তৃক কৃত্য ও অকৃত্যের অনুসন্ধান ও অপেক্ষণীয় হয় না । পরন্তু তৎকৃত্য হইলে বিশেষ আগ্রহ হইয়া থাকে । এস্থলে রাগরুচি দ্বারাই শাস্ত্রোক্ত ক্রমবিধির অপেক্ষা প্রবর্তিত হয় বলিয়া ইহা রাগানুগারই অন্তর্গত । যাহারা শ্রীগোকুলাদি-বিরাজিত রাগাত্মিকার অনুগত ও তৎপর, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলবিষয়ক বিঘ্নসমূহের বিনাশ প্রভৃতির কামনা অনুসারে বৈষ্ণব ও লৌকিক ধর্মের অনুষ্ঠান করেন । রাগানুগা-বিধি দ্বারা অপ্রবর্তিত হইলেও তাহা বেদবাহ্য নহে । যেহেতু তত্তদ্বিষয়ক রুচিনিবন্ধন উহা শাস্ত্র প্রসিদ্ধাই হইয়া থাকে । বেদে বেদবাহ্য বুদ্ধাদির বর্ণন বিরুদ্ধরূপেই হইয়াছে ।

অতএব রাগানুগা সমীচীনা এবং বৈধী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা । মর্যাদাবচন কেবল আবেশের জ্ঞানই হইয়া থাকে । উক্ত আবেশ রুচি বিশেষরূপ মানস-ভাবহেতু যেক্রপ হয়, বিধিপ্রেরণা দ্বারা তদ্রূপ হয় না । যেহেতু তাহা চিন্তের সহজধর্ম । তদবিষয়ে অনুকূলভাবের কোন কথাই নাই । পরমনিষিদ্ধ প্রতিকূল ভাব দ্বারাও সত্ত্বর আবেগ সিদ্ধ হইয়া থাকে । তদাবেশসামর্থ্য হেতু প্রতিকূল দোষের বিনাশ ও সর্ববিধ অনর্থের নিবৃত্তিও হয় । তদ্বিষয়ে অনুকূলভাব পরমৈকান্তি ভক্তসাধ্যই হইয়া থাকে । অতঃপর ভাবমার্গ-মাত্রের বলবত্ত্ব প্রদর্শনের জ্ঞান প্রকরণ উত্থাপিত হইতেছে ।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন—হে নারদ ! ইহা অতি অদ্ভুত যে ঐকান্তিকগণেরও যাহা দুর্লভ, বিদ্বেষী শিশুপালের পরমতত্ত্ব বাসুদেবে তাদৃশ প্রাপ্তিসংঘটিত হইল ! হে মুনিবর আমরা ইহা জ্ঞানিতে ইচ্ছা করি । ভগবানের নিন্দাহেতু বেন রাজা কেন বিক্রমণ কর্তৃক তমোমধ্যে নিপাতিত হইয়াছিল ? এই শিশুপাল ও দত্তবক্র বাল্যকাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী ছিল । দেবর্ষি তাহার উত্তরে (ভাঃ ৭।১।২২-২৫) বলিয়াছিলেন,—

নিন্দনস্তবসংকারত্বেকারার্থং কলেবরম্ ।

প্রধানপরয়োরাজন্ অবিবেকেন কল্লিতম্ ॥

হিংসা তদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যায়োর্থথা ।

বৈষম্যমিতি ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব ॥

যন্নিবদ্ধোহভিমানোহয়ং তদ্বধাং প্রাণিনাং বধঃ ।

তথা ন যন্তু কৈবল্যাদভিমানোহখিলাত্মনঃ ।

পরন্তু দমকর্তুর্হি হিংসা কেনাস্তু কল্লাতে ॥

তস্মাদ্ভৈরানুবন্ধেন নিরৈক্যেণ ভয়েন বা ।

স্নেহাং কামেন বা যুজ্ঞাং কথঞ্চিনেক্ষতে পৃথক্ ॥

হে রাজন ! নিন্দন, স্তব, সংকার এবং ত্র্যাক্ষারের জন্ত প্রধান ও পুরুষের অবিবেকবশতঃ কলেবর কল্লিত হইয়াছে । ইহলোকে তদভিমানহেতু ভূত-গণের যেক্রপ “আমি আমার” ইত্যাদি বৈষম্য হয়, তজ্জন্তু সেইক্রপ হিংসা দণ্ড পারুষ্যাদিও হইয়া থাকে । যাহাতে এই অভিমান নিবদ্ধ তাহার বধ হেতু প্রাণিগণের বধ হয় । কিন্তু কৈবল্যহেতু অখিলাত্ম শ্রীহরির তাদৃশ অভিমান হয় না । সুতরাং পরমেশ্বরের হিংসা কি হেতু হইবে ! তাদৃশ অভিমানের অভাবহেতু বলিতেছেন,—কৈবল্য হেতু অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় প্রাণহীন বৈকুণ্ঠ-পুরবাসিগণের শুদ্ধ সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাদিহেতু তাদৃশ নিন্দাদির অগম্য । অতএব যেহেতু ভগবানের নিন্দাদিকৃত বৈষম্য নাই, তজ্জন্তু যেকোন উপায়ে তাঁহার আভাস মাত্রেরও ধ্যান করিলে তদাবশ্য দ্বারাই নিন্দাদিকৃত পাপেরও নাশ হয় । অতএব বৈরাযুক্ত নিরৈক্য ভয়, স্নেহ অথবা কাম যে কোনরূপে তাঁহার ধ্যান হইলে তিনি তাহা পৃথক্ দর্শন করেন না ।

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াং ।

ন তথা ভক্তিয়োগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ (ভাঃ ৭।১।২৬)

অতএব বর্ত্ত্যজীব বৈরানুবন্ধ হেতু যেক্রপ তন্ময়তাপ্রাপ্ত হয়, ভক্তিয়োগ দ্বারা তদ্রূপ হইতে পারে না ইহাই আমার নিশ্চিত বুদ্ধি । তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—

কীটঃ পেশঙ্কতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্ ।

সংরক্তভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥

এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে ।

বৈরেণ পূতপাপানস্তমীযুরনুচিস্তয়া ॥ (ভাঃ ৭।১।২৭-২৮)

পেশকারী কীট কর্তৃক ভক্ষণার্থ নিজ গৃহে আনীত ও আবদ্ধ অন্ত্রজাত কীট সংরক্ষক ভয়যোগে সর্বদা ঐ পেশকারী কীটের স্মরণ হেতু তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় এইরূপ ময়ামনুষ্যরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বৈরভাবে অনুচিন্তা হেতু পুতপাপ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

শাস্ত্রবিহিত ভাগবতধর্ম দ্বারাই সিদ্ধি হয় কামাদিদ্বারা হয় না ইহা বলা যায় না।

কামাদ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যশ্বরে মনঃ।

আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদগতিং গতাঃ ॥

গোপ্যঃ কামাদুয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈচ্ছাদয়ো নৃপাঃ।

সম্বন্ধাদৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যুয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ (ভাঃ ৭।১।২৯-৩০)

ভক্তিদ্বারা যেরূপ ঈশ্বরে মনোনিবেশ হয় তদ্রূপ কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহাদি দ্বারাও হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত—গোপীগণ কাম হেতু, কংস ভয় হেতু, বৈষ্ণাদিরাজগণ বিদ্বেষ হেতু, যাদবগণ সম্বন্ধ হেতু, তোমরা স্নেহ হেতু এবং আমরা ভক্তিহেতু তদগতি প্রাপ্ত হইয়াছি। বিহিত ভক্তিদ্বারা তদগতি প্রাপ্তির ঞ্চায় কাম দ্বারাও অনেকে তদগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে কেহ কেহ কামকে পাপজনক মনে করেন। এবিষয়ে বিবেচ্য হইতেছে—ভগবদবিষয়ে কেবল কামই পাপজনক অথবা পতিভাবযুক্ত বা উপপতিভাবযুক্ত কাম পাপজনক? যদি বলা যায়, কেবল কামই পাপজনক। তাহা হইলে তাহা কি দ্বেষ প্রভৃতি ভাব সমূহের অন্তর্গত বলিয়া পাপজনক অথবা শাস্ত্রে কাম বিষয়ে পাপ শ্রবণহেতু পাপজনক! এখানে দ্বেষাদিকে কামের সমানরূপে কীর্তন না করিয়া নীচই বলা হইয়াছে। স্নেহের ঞ্চায় কামও প্রীত্যাশ্রয়কল্প নিবন্ধন দোষজনক নহে।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে কামুকত্বাদির আরোপণ এবং অধরপানাди মর্যাদালঙ্ঘন-জনক হয় না। বেদান্তের “লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্” সূত্রানুসারে তাঁহাতে স্বভাবতঃ লীলা সিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে শ্রী, ভূ-লীলা প্রভৃতির সহিত বৈকুণ্ঠে তাঁহার তাদৃশী লীলা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া তাহা স্বতন্ত্র লীলাবিনোদ সেই ভগবানেরই অভিলষিতরূপে অবগত হইতেছে, সূতরাং লীলাকালে সহচরিগণ কর্তৃক তাঁহার ভগবদভাবের অননুসন্ধান এবং কামুকত্বাদি ভাবের আরোপ তাদৃশ লীলারসজনিত মোহের স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া তাহা তাঁহার অভীষ্টরূপেই জ্ঞান হইতেছে। সূতরাং প্রেমসীগণ তাঁহার স্বরূপ-

শক্তির বিগ্রহস্বরূপ বলিয়া পরম শুদ্ধ এবং তাঁহার অপেক্ষা অনূন্যই হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের অধরপানাди असङ्गत হয় না।

গোপীগণ, তৎপতিগণ ও সমস্ত দেহিগণের অন্তঃকরণে যিনি বিচরণ করেন সেই বুদ্ধাদিসাক্ষী পরম পুরুষ লীলাবিগ্রহধারী হইয়া রাসলীলার নায়কত্ব করিতেছেন এইবাক্যে শ্রীশুকদেবও তদবিষয়ক দোষের পরিহার করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ সুবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সন্তোষ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহারা গোকুলে স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কামসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া ভবসাগর হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। পুরুষগণের মধ্যেও স্ত্রীভাবে উদ্ধব এবং ভগবদবিষয়ত্ব নিবন্ধন কাম প্রাকৃত কাম নহে; কিন্তু তাহা শ্রীভগবান্ কর্তৃক তদ্ভাবিত অপ্রাকৃত কাম। এজন্য উদ্ধব ও গোপীগণের প্রশংসামুখে বলিয়াছিলেন—এই গোপবধূগণই পৃথিবীতে সার্থক জন্মা। শ্রুতিগণও নিত্যসিদ্ধ গোপীভাবাভিলাসী হইয়া তদগণান্তর্গত হইয়াছিলেন একরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এইরূপে ভাবমার্গমাত্রেরই শ্রেষ্ঠত্ব সমর্চিত হইলেও কৈমত্যা হ্রায়ে রাগানুগাই অভিধেয় রূপে বলিতেছেন,—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল-ব্রাহ্ম
পৌণ্ড্রদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাত্মৈঃ।

ধ্যায়ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ

তৎভাবমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৪৮)

শিশুপাল, পৌণ্ড্র, শাল্য প্রভৃতি রাজগণ শয়ন, উপবেশনাদিতে বৈরভাবে যাহাকে ধ্যান করিয়া তদীয় গতিবিলাসাদি দ্বারা তত্ত্বদাকারবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া তদুভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি অনুরাগী ব্যক্তি সম্বন্ধে আর বলিয়া কি? অর্থাৎ তাঁহাদের মুক্তি প্রাপ্তি বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। অতএব ভাঃ ১১।১১।৩৩ শ্লোকে শ্রীভগবানের উক্তি—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বার্থ্যে বৈ মাং যাবান্ যচ্চাস্মি যাদৃশঃ।

ভক্তন্ত্যননুভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

যাহারা সর্বাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমাকে জানিয়া বা না জানিয়াই অননুভাবে ভজন করেন। তাঁহারা আমার ভক্ততমরূপে সম্মত। এই বাক্যে কেবল রাগানুগার অনুষ্ঠানই প্রশংসিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

চাতুৰ্মাস্ত্র ব্রত

শ্বেতদ্বীপাত্মন্তরে সহস্রফণাশ্চিত অনন্তরূপপর্য্যক্ষে শ্রীহরি চারিমাসকাল শয়ন করেন। শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত নিয়মপূৰ্ব্বক শ্রীজগন্নাথের সেবার নাম 'চাতুৰ্মাস্ত্রব্রত'।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—

যো বিনা নিয়মং মৰ্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।

চাতুৰ্মাস্ত্রং নয়েন্মূৰ্খো জীবনোইপি মৃতো হিঃ সঃ ॥

অর্থাৎ নিয়ম বা ব্রত অথবা জপ ব্যতীত চাতুৰ্মাস্ত্র যাপন করিলে জীবিতাবস্থায় সেই মূৰ্খ মৃততুল্য গণ্য হইবে।

সনৎকুমারেণোক্তম্—

একাদশাস্ত্র গৃহীয়াৎ সংক্রান্তৌ কৰ্কটশ্চ তু।

আষাঢ়্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুৰ্মাস্ত্রোদিতং ব্রতম্ ॥

অর্থাৎ সনৎকুমারের উক্তি আছে যে, ভক্তিভরে শরনৈকাদশী বা কৰ্কট-সংক্রান্তি অথবা আষাঢ়ী পৌৰ্ণমাসীতে চাতুৰ্মাস্ত্রব্রত ধারণ করাই মানবের কর্তব্য।

সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যদি ভগবচ্চরণামুজ্জ সেবা না হয়, তবে জীবনধারণ বৃথা। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ করিয়াছেন—‘পুরুষশ্চৈব বিষ্ণোঃ পাদোপসমর্পণমেব কর্তব্যম্’। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবনই ভক্তি। ‘ভক্তিবশঃ পুরুষঃ’—অর্থাৎ পরমেশ্বর কেবলা ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হন। অতএব এই হরিভক্তিবৃদ্ধার্থে মানবমাত্রেরই চাতুৰ্মাস্ত্রব্রত পালন করা একান্ত বিধেয়।

সঙ্কল্পমন্ত্ৰ যথা,—

চতুরো বাৰ্ষিকান্ মাসান্ দেবস্তোথানাবধি।

ইমং করিষ্যে নিয়মং নিক্ষিপ্তং কুরু মেহচ্যুত ॥

হে অচ্যুত ! সপ্তর্ষের মাস চতুষ্টয় দেবতার উত্থান পর্য্যন্ত এই নিয়ম করিব, আপনি কৃপাপূৰ্ব্বক সৰ্ববিঘ্ন দূর করুন।

স্কন্দপুরাণে নাগরথঙে প্রকাশিত আছে যে, শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিক মাসে আমিষ ত্যাগ করিতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ আছে যে, পটল, শিম ও বরবটী ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

চাতুৰ্মাস্ত্রব্রত সম্পর্কে ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত ! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর জনাৰ্দ্দন নিদ্রিত হইলে ব্রত, নিয়ম, জপ, হোম যাহা কিছু কর্তব্য, তৎসমুদয় আপনি আমাদিগকে বলুন। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ ! শ্রীহরি প্রসুপ্ত

হইলে যে নিয়ম পালন করা যায়, তাহা সমস্তই অনন্ত ফলদায়ক হয়। জপ, নিয়ম, স্বাধ্যায় বা ব্রত সবই শ্রীভগবানের তুষ্টির নিমিত্ত করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি একাহারী হইয়া হরিশয়ন কাল পর্য্যন্ত দিন যাপন করে, সে ধনবান হয়। যে মানব একদিন অন্তর ভোজন করে, সে ধনবান্ এবং রূপবান্ হয়।

শ্রীহরি নিদ্রিত হইলে দিবসের ষষ্ঠভাগে আহার করিলে রাজস্বয় ও অশ্বমেধ যাগের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। জনার্দনের শয়নকালে ত্রিরাত্র-উপবাসী হইয়া কাল যাপন করিলে এ সংসারে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা একদিন প্রাতঃভোজন, আর একদিন সায়ং ভোজন করে, তাহারা অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে। যাহারা তৈলাভ্যঙ্গ বর্জনে মুক্তিভাগী হওয়া যায়। প্রাণমােসে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কাৰ্ত্তিকে আমিষ ত্যাগ করিলে সংবৎসর যাবৎ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে মানব এই সময় বিশেষতঃ কাৰ্ত্তিক মাসে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গণকে মিষ্টান্ন প্রদান করে, সে অগ্নিষ্টোম যাগের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ এই চারিমাস বিষ্ণুমন্দিরে চতুর্বেদ দ্বারা স্বাধ্যায় আচরণ করেন, তিনি নিশ্চয় বিদ্বান্ হইয়া থাকেন। বিষ্ণুমন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীতাদি করিলে জীবনান্তে গান্ধৰ্বী যোনি লাভ হয়।

পূর্বে দেবর্ষি নারদ দেবদেব কমলাসনকে বলিলেন,—আমি অধুনা আপনার নিকট চাতুৰ্ম্মাস্ত্র ব্রতকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ব্রহ্মা ! তুমি আমার নিকট চাতুৰ্ম্মাস্ত্র ব্রতমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। তে বৎস ! এই ব্রত মুক্তিপ্রদ এবং সংসার হইতে উদ্ধারের একমাত্র কারণ ; ইহা স্মরণ করিলে মানব সৰ্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। দেখ, এই লোকে মনুষ্যত্ব সুদুর্লভ, তদুপরি সংসার আরও দুর্লভ। যে ব্যক্তি সংসার করে না এবং যাহার বিষ্ণুভক্তি নাই, তাহার চাতুৰ্ম্মাস্ত্র ব্রত করা উচিত। যে জন এ ব্রত করে না, তাহার পুণ্য নিরর্থক। ব্রতকালে শ্রীহরিকে প্রণাম করিলে হৃষ্টপুষ্ট দেহ ও জীবন শোভমান হয়।

চাতুৰ্ম্মাস্ত্রে প্রাতঃস্নানে সৰ্বযাগের ফল লাভ হইয়া থাকে। পুষ্প, প্রয়াগ, রেবা, ভাস্করক্ষেত্র ও সাগরসঙ্গমে স্নান করিলে অসংখ্য পুণ্য লাভ হয় ও সহস্র সহস্র পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। এই ব্রত-যাপনকালে বিশেষরূপে স্নান ও বিষ্ণু নাম জপ করিলে নর দেবত্ব প্রাপ্তি হয়। যজ্ঞস্নান,

বিষ্ণুপাদোদকগ্রহণ, নারায়ণাঞ্জে স্নান, ক্ষেত্রতীর্থ-নদীস্নান—এই সকল স্নান যে করে, সে বিপুলি লাভ করে।

ব্রহ্মা বলিলেন,—স্নানাবসানে নিত্য শ্রদ্ধাসহকারে পিতৃতর্পণ করিবে। ইহা মহাফলপ্রদ। পরে বিষ্ণু স্মরণপূর্বক শুভকার্য্য অনুষ্ঠান করিবে। ইহা দেব, পিতৃ ও মনুষ্যদিগের তৃপ্তিদায়ক হয়। চাতুর্মাশ্রে ধর্ম্মসম্বত শ্রদ্ধা ও স্মৃতিপূত কর্ম্মসকল করিবে। সংসঙ্গ, দ্বিজভক্তি, গুরুদেবাগ্নি-তর্পণ, গোদান, বেদপাঠ, সংক্রিয়া, সত্যভাষণ, গো-সেবা ও দানভক্তি এইগুলি ধর্ম্মের নিয়ম বলিয়া কথিত; শ্রীহরির শয়নকালে ইহা সুষ্ঠুভাবে পালন করিলে সাতিশয় ফলদায়ক হয়।

শ্রীনারদ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যেরূপ নিয়ম দ্বারা শ্রীহরি তৃপ্তিলাভ করেন, তাহা বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিবিধ ক্রিয়াদ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়ম অবলম্বনে সুখী হন। ইহা ষড়্‌বর্গহারী; রিপু-নিগ্রহের পরম কারণ। বিবিধ যজ্ঞকরণে যে ফল লাভ হয়, তাহা এই নিয়ম-পালনের মধ্যে নিহিত আছে। ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ মুহূর্ত্তমাত্র ধ্যান করিলে শত জন্মের পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই নিয়ম দ্বারা ক্ষুৎ-পিপাসাদিশ্রম সঙ্কুচিত হয়। যিনি হরিশয়নকালে নিয়মাবলম্বন করেন, তিনিই প্রকৃত যোগী।

এই সময়ে কায়মনোবাক্যে অহিংসা আচরণ করিবে। পরস্বহরণ, দেবস্ব-হরণ ও অকার্য্যকরণ বর্জন করিতে হইবে। বিবেকবুদ্ধি দ্বারা লোভকে জয় করিবে।

চাতুর্মাশ্রে সন্ধর্শ, সদালাপ, সংসেবা, সাধুদর্শন, বিষ্ণুপূজা ও দান মহাফলপ্রদ। পরনিন্দা মহাপাপ এবং মহাত্যগ ও মহাছঃখদায়ক। ব্রহ্মা আরও বলিলেন,—বিষ্ণুপ্ৰীতির জন্ত যাহা ত্যাগ করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে।

বেদবিধিকে বিধি কহে। আর নিয়মকে নিষেধ বলে। বিধি ও নিষেধ উভয় বিষ্ণুস্বরূপ। অতএব যত্নসহকারে সকলেরই বিষ্ণুসেবা করা কর্তব্য। বিষ্ণুকথা, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুধ্যান ও প্রণাম—বিষ্ণুর প্ৰীতির জন্ত যিনি আচরণ করেন, তিনিই মুক্তিভাগী হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যান্ত উর্দ্ধমঙ্গলী মহারাজ

“চাঁদকাজী-উদ্ধার”

(নাটিকা)

—চরিত্র—

(পুরুষ-চরিত্র)

মহাপ্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

শ্রীনিত্যানন্দ—ঐ ভক্ত

শ্রীঅদ্বৈত—ঐ ভক্ত

শ্রীবাস—ঐ ভক্ত

কাজী—মৌলানা সিরাজউদ্দীন (চাঁদকাজী)

নদীয়ার শাসনকর্তা

সিপাহশালার—ঐ সেনাপতি

দূত—ঐ ভৃত্য

১ম নাগরিক—জনৈক নদীয়াবাসী

২য় নাগরিক—ঐ

খুকুমণি—শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র (মৃত)

(স্ত্রী-চরিত্র)

মালিনী দেবী—শ্রীবাসের স্ত্রী

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

নগরপথ

(নদীয়া নগরে ভ্রমণরত কাজী মৌলানা সিরাজউদ্দীন ও সিপাহশালার)

কাজী—ওহে সিপাহশালার, আজ ক’দিন ধরে নদীয়ার ঘরে ঘরে ক্রন্দনের

রোল শোনা যাচ্ছে কেন বলতে পার ? নদীয়ার আবাল-বৃদ্ধ-

বনিতা যেন কাঁদছে, ... কা’র শোকে কার হুঃখে এই আর্তনাদ !

সিপাহশালার—(কান পাতিয়া শব্দ শ্রবণ করতঃ) জি-হুজুর, আপনি

ঠিকই বলেছেন । সত্যই যেন একটা করুন ধ্বনি ভেসে আসছে ;

তবে মনে হচ্ছে যেন ঐ সঙ্গে কোন বাত ও বাজছে ।

কাজী—কিসের বাত ? এ কি আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ধ্বনি...না কোন করুণ আর্তনাদ !

সিপাহশালার—হুজুর, আপনার আদেশ পেলে আমি এর সঠিক সন্ধান

দূতের কাছ থেকে নিয়ে আসতে পারি । তবে আপনাকে দয়া

করে ধৈর্য্য ধরে একটু অপেক্ষা করতে হবে ।

কাজী—বেশ আমি অপেক্ষায় বইলাম। তুমি সঙ্ঘর সঠিক সংবাদ নিয়ে এসো।

সিপাহশালার—জি-হজুর! (সেলাম করতঃ প্রস্থান)

কাজী—ঐ, ঐ আবার বাণ বাজছে,....বাণ-ধ্বনি যেন আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছে। ঐ বাণের তালে তালে লক্ষ লক্ষ লোকের কোলাহলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার রাজ্যের প্রজাদের তো কোন অভাব-অনটন নেই; আমি সর্বদাই তাদের সুখশান্তির দিকে নজর রেখে চলেছি। কারেই তাদের অভাবজনিত কোন হাহাকার বা হা-হতাশ কি থাকতে পারে? তারা ইহলৌকিক সর্ব সুখ উপভোগ করতে থাকায় এটা কি তাদের উল্লাসের অভিব্যক্তি! (দূতকে সঙ্গে লইয়া সিপাহশালার উপস্থিত হইল ও উভয়ে কাজীকে সেলাম করিল)

সিপাহশালার—হজুর! এই দূতের মুখে আমি সঠিক সংবাদ পেলাম,—

এই নদীয়ার ঘরে ঘরে হিঁদ্রা খোল, করতাল, মৃদঙ্গ বাজিয়ে তাদের দেবতার জয়গান গাইছে। আপনার আরও যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে সেজন্য এই দূতকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

কাজী—কাফের হিঁদ্রদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।

(দূতের প্রতি) কি হে, তুমি এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাও নি কেন? তুমি জান না....আমার রাজ্যে কোন হিঁদ্রয়ানী চলবে না?

দূত—(সেলাম করতঃ) জানি হজুর; আপনার রাজ্যে হিঁদ্রা তাদের দেবতার নাম নিতে পারবে না। তারাও আপনার নাম শুনে ডরায়। কিন্তু কি করব হজুর! আমি দেখেছি তারা যখন তাদের দেবতার নাম নিয়ে কীর্তনে মেতে ওঠে, তখন তাদের ভাবাবেশে ছুঁচোখ জলে ভরে যায়; তাদের সেই করুণ আকৃতি ও ব্যাকুল ক্রন্দন বড় মর্মান্বিত।

কাজী—বুঝেছি, তুমিও তাদের দলে ভীড়ে পড়েছো। তাই তাদের কীর্তন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আমায় খবর দিতে পার নি। শোন শয়তান, এ ভাবে ছুঁতিয়ালী করা চলে না। জান না....তুমি যে-বিশ্বাস ঘাতকতার কাজ করেছে তা'র পরিণাম কি হবে?

দূত—(কাজীর পদতলে পড়িয়া) হজুর, আমায় মাপ করবেন। আপনার পা ছুয়ে শপথ করছি,—জীবনে আর এমন কাজ কখনও করব না।

কাজী—যাও, এবারের মত তোমায় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সাবধান, যেন বিপথে আর এক পাও বাড়িয়ে না। সমস্ত গোপনীয় সংবাদ তারাতাড়ি আমার কাছে পৌঁছানো চাই।

দূত—জি-হুজুর! (সেলাম করতঃ প্রস্থান)

কাজী—সিপাহশালার, হিঁদুদের এত স্পর্ধা কি করে হল বলতে পার? আমার রাজ্যে হিঁদুয়ানা? হিঁদুয়া স্বাধীন ভাবে তাদের দেবতার নাম নেবে, আর আমি ভা' দেখে নীরবে সহ করে যা'ব? আমার মত মোলানা এ বাংলায় কে আছে? বঙ্গেশ্বর বাদশা হোসেন শাহ্, যা'র শিষ্য, যা'র অঙ্গুলি হেলনে দারা নদীয়া তথা বাংলার নরনারী ভয়ে বিকম্পিত, সে উপস্থিত থাকতে এই নদীয়ায় কাকের হিঁদুদের এত বড় বেয়াদপী নির্বিশেষে ঘটবে? না—না—তা' হয় না,....তা' হ'তে দেবো না।

সিপাহশালার—হুজুর, এই নদীয়ায় নিমাই পণ্ডিতের দৌরাভ্যো হিঁদুদের এত বাড়্ বেড়েছে। নিমাই পণ্ডিতই সকলকে কীর্তনে উৎসাহিত করেছে।

কাজী—কে,-কে সেই নিমাই পণ্ডিত? তার পরিচয় কিছু জানো?

সিপাহশালার—জানি হুজুর; জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুরের ছেলে ঐ নিমাই পণ্ডিত। সে বয়সে প্রবীন না হ'লেও প্রবীনদের মত পাকা বুদ্ধি ধরে। কীর্তনকারীরা তারই উৎসাহে ও আদেশে বিপুল উন্মাদে নির্ভয়ে কীর্তন করে চলেছে।

কাজী—আরে, জগন্নাথ মিশ্রকে তো আমি চিনি। সে ব্রাহ্মণ বিশেষ বিনয় ও ভাবুক প্রকৃতির। তার ছেলে এত বড় ছুট? এ যে তাজ্জব ব্যাপার!

সিপাহশালার—হুজুর, ঐ জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে আপনার সম্মান খর্ব করে ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন ক'রে তার হিঁদু ধর্মকে জাহির করার জন্যই উঠে পড়ে লেগেছে।

কাজী—কি বললে?....এই মোলানা সিরাজ উদ্দীনকে ভয় করেনা এমন লোক নদীয়ায় আছে? ঐ জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে কিনা আমার সম্মান খর্ব করে ইসলাম ধর্মকে জগতে হেয় করবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ... আল্লার দয়ায় এই পবিত্র ইসলাম ধর্ম কোন দিনই হেয় হবে না—এ ধর্মের কোন ক্ষয় নেই—ধ্বংস নেই। এ ধর্মের

সে উচ্ছেদ চাইবে, সেই কাফের নিজেই দোজকে যাবে—ধ্বংস হ'বে বরং কাফের হিঁদুধর্মের বিলোপ সাধন করাই ইসলামের একান্ত পুণ্য কর্ম। আমি আজই রাতে সমস্ত কীর্তনকারীদের বাড়ী হানা দিয়ে এর তথ্য অনুসন্ধান ক'রে আসব এবং কীর্তনে নিষেধাজ্ঞা জারী করব দেখি তারা কত শক্তি ধরে? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ.....।

(সিপাহশালার প্রতি) যাও, সমস্ত পাইক বরকন্দাজকে অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হিঁদুদের হাম্‌লা রুখবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলগে।

সিপাহশালার—জি-হুজুর। (সেলাম করতঃ প্রস্থান)

কাজী—যদি হিঁদুরা প্রকৃতই সজ্জবদ্ধ হয়, তা'হ'লে তাদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আমার রাজ্যে কাফের হিঁদুদের কোন ধর্মালোচনা ও ঔদ্ধত্য চলবে না,—তা' বন্ধ করতেই হবে (প্রস্থান)। [ক্রমশঃ]

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

স্বার্থসর্বস্বতা

স্বার্থকেই সর্বস্ব জ্ঞান করার ভাব স্বার্থসর্বস্বতা। স্বার্থ বলিতে নিজ প্রয়োজনকে বুঝায়। এই প্রয়োজন যখন দেহ ও মনের তোষণপর বস্তুতে আবদ্ধ তখন স্বার্থ অপস্বার্থকেই লক্ষ্য করে; এই অপস্বার্থের বশবস্তী হইয়া মানব অপরের ক্ষতি করিতে দ্বিধা বোধ করে না। প্রতিপাল্যগণের প্রতি অযথা কার্পণ্য, সংকার্য্য-কার্পণ্য, বিরোধ, চৌর্য্য, অসন্তোষ, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, হিংসা, লাম্পট্য, অপচয় প্রভৃতি বহুবিধ পাপ অপস্বার্থকতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং স্বার্থ যখন নিজ দেহ-মনের আরাম অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তখন স্বার্থ-সর্বস্বতার গ্রায় পাপ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

বিবেকিগণের বিচারে স্ব—আত্মা, অর্থ—নিত্যপ্রয়োজন ভগবৎপ্রীতি। বস্তুতঃ বিঘ্নদূষ্টি-বৃত্তিতে আত্মার ভগবৎপ্রীতি-বিধানরূপ প্রয়োজনই স্বার্থ। এই স্বার্থই অর্থাৎ শুদ্ধসেবা দ্বারা অপ্রাকৃত গোপীজনবল্লভের আনন্দ-বিধানই যখন সর্বস্ব বলিয়া বিবেচিত ও গৃহীত হয় তখন স্বার্থ-সর্বস্বতার মধ্যে পরার্থপরতার পূর্ণ বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। ইহজগতে আমরা যে-সকল পরোপকার করিয়া থাকি, তাহা ক্ষণিক; উহাতে নিত্যকালের উপকার হয় না। আবার এই উপকারের অভ্যন্তরে অপকার যে লুক্কায়িত না থাকে তাহাও নহে। স্থূল পাক্‌ভৌতিক দেহ ও সূক্ষ্মদেহ মন অনিত্য; সুতরাং

তৎসম্বন্ধীয় যে উপকার তাহাও অনিত্য না হইয়া পারে না। কিন্তু আত্মবস্তু নিত্য; সুতরাং আত্মসম্বন্ধীয় উপকারও নিত্য। যেমন বৃক্ষের মূলদেশে জলসিঞ্চন করিলে শাখা-প্রশাখা-পল্লব-পত্রাদি সঞ্জীবিত ও সতেজ থাকে, পৃথগ্‌রূপে প্রতি শাখায় বা প্রতি পল্লবে জল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, সেই প্রকার যাবতীয় অণুচিৎ জীবাত্মার আকার বিভূচিৎ ভগবানের সেবা করিলে—তাহার আনন্দবিধান করিলে সকলেরই সেবা করা হইয়া থাকে। “তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং” জগৎকে পৃথগ্‌ভাবে তুষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং তাহাতেই যুগপৎ স্বার্থসর্বস্বতা ও পরার্থপরতা হইয়া থাকে। এই শিক্ষাটী প্রদান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩।১৪) বলিতেছেন,—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তিতৎস্কন্ধভূজোপশাখাঃ।

গোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং তথৈব সর্কার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

আত্মার নিত্য বৃত্তি—ভগবৎসেবা। সুতরাং আত্মার প্রয়োজন অর্থে ‘স্বার্থ’-শব্দ ব্যবহৃত হইলে স্বার্থসর্বস্বতার আয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানবের আর কিছুই হইতে পারে না। দেহ ও মন-সম্বন্ধীয় অপস্বার্থে সুখ আছে মনে করিয়া মানবগণ সেই দিকে প্রধাবিত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞতায় শিক্ষা করে যে তাহার ফলস্বরূপে চিন্তানল-দহন ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। ঐ চিন্তানল তুষানলের আয় ক্রমশঃ দগ্ধ করিয়া মানবের বিবেক ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। চিন্তানলের লেলিহান জিহ্বায় পতিত হইলে মানব ভগ্নস্বাস্থ্য ও হতবুদ্ধি হইয়া অকালে কালের কবলে পতিত হয়। সুতরাং এই প্রকার অপস্বার্থ-সর্বস্বতায় শুধু যে অপরেরই অনিষ্ট হয় তাহা নহে, পরন্তু নিজেরও সর্কাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপস্বার্থ-সর্বস্বতার তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও অতি অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিই তাহার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে।

ভগবৎসেবাপরায়ণতারূপ প্রকৃত-স্বার্থসর্বস্বতার এমনই মহান প্রভাব যে, তাহার আশ্রয়কারী অপরের নিত্যকল্যাণ-বিধানের জন্ত যত্নপর না হইয়া পারেন না। “জন্ম-সার্থক করি’ কর পর উপকার”বাণী তাহার প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত। সাধুমুখে ভগবদ্‌বাণী-শ্রবণে জন্ম সার্থক হয় সেই শ্রোতবাণী-কীৰ্ত্তনে—আচারের সহিত প্রচারে নিজের ও অপরের নিত্য-কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ভক্তের স্বার্থসর্বস্বতার কি-প্রকার সুন্দর

বিকাশ, তাহা ভক্তবর প্রহ্লাদের শ্রীনৃসিংহ-সমীপে নিম্নলিখিত বাক্যে
সুস্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে (ভাঃ ৭।৯।৪৪) —

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা মোনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ ।

নৈতান্ বিহায় কপণান্ বিমুমুক্ষঃ একো নাশ্রুং ত্বদশ্র শরণং ভ্রমতোহনুপশ্যে ॥

—হে দেব, প্রায়ই নিম্নমুক্তিকামী মুনিগণ নিজ্জনে মৌনব্রত পালন করেন ; তাহারা পরার্থপর নহেন । দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করি না । হে ভগবান্, তোমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভ্রমণশীল লোকগণের রক্ষক দেখি না ।

প্রকৃত-স্বার্থসর্বস্ব জনগণ অপস্বার্থসর্বস্ব জনগণের দুঃখ-দর্শনে তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য কিপ্রকার আগ্রহ-বিশিষ্ট তাহা আমরা গৌরজন শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের চরিত্রে আরও সুন্দররূপে দেখিতে পাই । তিনি ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া-
ছিলেন—“হে প্রভো, এই অপস্বার্থী জনগণের দুঃখ দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না । উহারা স্বেচ্ছা অনুসন্ধান করিতেছে কিন্তু প্রকৃত সুখ—প্রকৃত আনন্দ—অথবা আনন্দ যে তোমার পাদপদ্মসেবায় আছে, তাহা মায়ামোহবশতঃ উহারা বুঝিতে পারিতেছে না । তুমি উহাদিগকে ঐ মোহ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার পাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত কর ; কল্মষজনিত উহাদের যে-সকল দুঃখ সঞ্চিত রহিয়াছে তৎসমুদয় আমার মস্তকে অর্পণ কর । তাহা আমি অনায়াসে ভোগ করিব কিন্তু উহাদের দুঃখ আমি কিছুতেই দেখিতে পারিতেছি না ।” মহাত্মা যীশুখৃষ্টের বাণী কি এই গৌরসেবকের বাণী অপেক্ষা অধিক উদার ? যাহার সেবক এই প্রকার উদার্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার অসীম উদার্য বারিধির তুলনা কোথায় পাওয়া যাইবে ? তিনি যে অনপিতচরী স্বভক্তিশ্রী শৃঙ্গাররতিতে ভগবদ্ভজনের যে অফুরন্ত অসমোক্তি সৌন্দর্য্যভাণ্ডার সর্বসাধারণের নিমিত্ত উন্মুক্ত রাখিয়া-
ছেন, জগৎকে অপর কেহ কখনও তাহা দান করিতে পারেন নাই ; অপরের পক্ষে তাহা সম্ভবপরও নহে । কারণ স্বয়ংরূপ অবতারীর তাহা নিজস্ব ধন । সুতরাং অপস্বার্থ-সর্বস্বতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পর-স্বার্থসর্বস্বতার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মতি গ্রহণ করিতে হইলে গৌরপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই ।

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

লাম্পাট্য

উপক্রমিকা

লাম্পাট্য একাদশ প্রকার পাপের অন্ততম। অসদ্বিষয়ে আসক্তিই ‘লাম্পাট্য’-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। ইহ অগতে আসক্তির বিষয় প্রধানতঃ তিনটি— অর্থ, স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠা। তাই লাম্পাট্যকে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—অর্থ-লাম্পাট্য স্ত্রী-লাম্পাট্য ও প্রতিষ্ঠা-লাম্পাট্য। ‘লাম্পাট্য’ বলিতে আমরা সাধারণতঃ স্ত্রী-লাম্পাট্যকেই বুঝিয়া থাকি; বোধ হয় ‘রম্’-ধাতু হইতে লম্পট-শব্দের উৎপত্তিক্রমেই ঐ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। এই ‘রম্’ ধাতুও অনুরক্ত হওয়ার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্থ-লাম্পাট্য শীঘ্রই স্ত্রী-লাম্পাট্যে পরিণত হয়, প্রতিষ্ঠা-লাম্পাট্যের শেষ গতিও তাহাই।

অর্থ-লাম্পাট্য

অর্থের অত্যধিক আসক্তি জন্মিলে ধন ও বিষয়াদি-লাভের আশা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় যে, তাহা বিবেককে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া পৈশাচিক বৃত্তিকে তৎস্থানে স্থাপন করে, ফলে মানব-জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি চিরতরে অন্তর্হিত হয়। অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে, এই প্রকার সংস্থান থাকা সত্ত্বেও অর্থ-লাম্পাট্যবশে উৎকোচাদির প্রতি প্রধাবিত হইবার ফলে দুর্দশার চরম-সীমায় উপনীত হইবার উদাহরণ আমরা প্রায়ই সংবাদ-পত্রের ‘আইন-আদালত’-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই। এত দেখিয়াও কয়জনের শিক্ষা হয়? অন্তরুবৃত্তি কেন, অন্তরুবৃত্তিতেও যদি অর্থাদির বিষয়ে আসক্তি জন্মে, তাহাও অন্তরেই কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং অন্তরুবৃত্তির পরিণাম কিপ্রকার ভয়াবহ তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি অর্থলাম্পাট্য সর্বতোভাবে বিসর্জন দিয়া যাহাতে সংসারযাত্রা কোনও প্রকারে নির্বাহ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াই ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশপূর্বক সুদুর্লভ মনুষ্যজীবনের সার্থকতা-সাধনে যত্ন বিশিষ্ট হইবেন।

স্ত্রী-লাম্পাট্য

কামিনীতে আসক্তিই স্ত্রী-লাম্পাট্য। বেশ্যাসক্তি, পরদারে আসক্তি এবং শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক নিজ স্ত্রীতে ভোগ্যা জ্ঞান—ত্রিবিধ প্রকারে স্ত্রী-লাম্পাট্যের প্রকাশ দৃষ্ট হয়। দেশে এই ভীষণ পাপটী কি ভীষণভাবে বিস্তৃত হইয়াছে তাহা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ব্যাধির অসংখ্য প্রকার পেটেন্ট ঔষধের অসংখ্য বিজ্ঞাপন দৃষ্টেই অনেকটা অনুমান করা যায়। দুর্দশার চরম সীমা এই যে, অপর ধর্মের স্ত্রীলোকগণকে ধর্ষণও কোন সম্প্রদায়ের কোন কোন

ব্যক্তি কর্তৃক ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই মূঢ়তা—অজ্ঞতা ও স্ত্রীলাম্পট্য হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কোনও সম্প্রদায়ের কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ইহার প্রতি খুৎকার না করিয়া থাকিতে পারেন না—সামান্য নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও ইহাকে কুকুরবৃত্তি অপেক্ষাও হীন বলিয়া জানেন। এই জঘন্যবৃত্তি নিবারণের জন্ত কোন কোন বিচারক কঠোর দণ্ড বিধান করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহা কয় জন জানে? ঐ কার্যের ঐ প্রকার শাস্তি চিত্রে অঙ্কন করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রদর্শন করা উচিত এবং যাহাতে অজ্ঞতামূলে জাত ধর্মান্ধতা বিদূরিত হইতে পারে তজ্জন্ত নীতি-শিক্ষার ব্যবস্থারও একান্ত প্রয়োজন।

স্ত্রীলাম্পট্যের ফলে কি দুর্দশা হয় তাহা বর্ণনা করিয়া কপিলদেব স্বীয় মাতাকে (ভাঃ ৩।৩।৩৩-৩৪) বলিতেছেন—

সত্যং শৌচং দয়া মোনং বুদ্ধির্হী শ্রীর্ষশঃ ক্ষমা ।
 শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদৃষ্যতি সংক্ষয়ম্ ॥
 তেষশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতান্নস্বসাধুযু ।
 সঙ্গং ন কুর্যাচ্ছোচ্যেযু যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগেষু চ ॥

এই শ্লোকদ্বয়ে জানিতে পারি যে, স্ত্রী-লাম্পট্যের কথা কি, তাহার সঙ্গ যে করে তাহারও—সত্য, বাহ্যভান্তরে পবিত্রতা, দয়া, মোন, পরমপুরুষার্থ-বিষয়া মতি, লজ্জা, হরিসেবাময়ী শোভা, কীৰ্ত্তি, ক্ষমাগুণ, বাহ ও অন্তর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চিত্তের প্রশান্ত্যভাব, উন্নতি প্রভৃতি সদগুণ একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্ত্রীলাম্পট্য ত' বিসর্জন করিতে হইবেই, অধিকন্তু অশান্ত দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের জায় কামিনীকুলের অঞ্চলধ্বক্, মূঢ় ও অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গও সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। লৌকিকতা অনেক সময় এই পরিত্যাগের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। যে লৌকিকতা লোকের সর্বনাশ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করাই কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে?

এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, মায়া নানা মূর্তিতে মানবগণকে বিক্ষিপ্তচিত্ত করিয়া ভগবৎসম্বন্ধ বিচ্যুত করে। এই বিচ্যুতির ফলেই মানবগণ গৃহকে যোষিৎ-জ্ঞানে এবং গৃহিণীকে আশ্রয়-জ্ঞানে সেবা করিতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণরত হয়। ফলে ভগবৎসেবারূপ সৌভাগ্যরবি চিরতরে অন্তর্মিত হইয়া থাকে। চেতনের অপব্যবহারের ফলে কর্ম্মকাণ্ডীয় ও অক্ষজ্ঞ জ্ঞানকাণ্ডীয় বিচার মানবকে আবৃত করিয়া

ফেলে ঐ আবৃত্তির ফলে সেব্যের আসনে ভগবান্কে স্থাপনের পরিবর্তে
স্ত্রীকে স্থাপন করিয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, এই কার্য্যকেই পাশ্চাত্য
জগৎ সত্যতা বলিয়া জ্ঞান করে। আর্য্যভারত চিরকালই ঐ কার্য্যকে
অনার্য্যোচিত অসত্যতা বলিয়া জ্ঞানেন। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্যের
তরঙ্গ প্রাচ্যকে স্পর্শ করিতে বসিয়াছে। আধুনিক মনীষিগণ এদিকে একটু
দৃষ্টিপাত করিয়া সাবধান হইবেন কি ?

প্রতিষ্ঠা-লাম্পাট্য

প্রতিষ্ঠা-লাম্পাট্য মানবকে অপস্বার্থে অন্ধ করিয়া থাকে। আমি
প্রতিষ্ঠার দাস কিনা তাহা জানিতে বিশেষ ক্রেশ পাইতে হয় না। একটু
প্রতিষ্ঠা কম হইলেই যখন কার্য্যে উৎসাহ হ্রাস পাইতে থাকে তখনই বুঝিতে
হইবে, প্রতিষ্ঠালাম্পাট্য অহিক্রমে আমাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে।
তখনই সাবধান হইয়া উহার গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভগবদ্ভক্ত-
গণের শরণাপন্ন লইতে হইবে—শরণাগতিসহ উচ্চৈঃস্বরে গোবিন্দ-রব
করিতে হইবে।

তুনিয়া গোবিন্দ-রব

আপনি পলাবে সব

সিংহ-রবে যেন করিগণ।

উপসংহার

উপসংহারে বক্তব্য, একমাত্র ভগবৎ-সেবায় আত্ম-নিয়োগ-ব্যতীত
অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহনের কামেন্ধন-বুদ্ধি-যন্ত্রে বার্ষভানবীর পৌরো-
হিত্যে সেবা-ঘৃতাহতি ব্যতিরেকে কোনও প্রকার লাম্পাট্যের কবল
হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও নাই। অতএব কথা কি, ভগবৎ-
সেবা-বিস্মৃত হইয়া আধিকারীক দেবতাভিমানী ব্রহ্মা পর্য্যন্ত একদিন স্বীয়
দুহিতার রূপে মোহিত হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মতনয়া
মৃগীরূপ ধারণ করিলে ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া-
ছিলেন। ব্রহ্মার অধস্তনগণের মধ্যে বহু ঋষি তপস্রায় অকৃতকার্য্য হইয়া
পাঞ্চভৌতিক নশ্বর-দেহ-বিশিষ্ট নারীর দাস্তবরণপূর্ব্বক ষোড়শ-ক্রীড়ানকরতায়
ঘণিত জীবন যাপন করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ জীবন বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে
—লাম্পাট্য-কবল হইতে মুক্ত হইয়া সুসভ্য হইতে কৃষ্ণদাস্তই বরণ
করিতে হইবে।

—শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু

পৌষী শুক্লা তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর প্রকট-
লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী
প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—“শ্রীজীব
গোস্বামীর নাম শুনিবামাত্রই বৈষ্ণব-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।”
(শ্রীসজ্জনতোষণী—২য় বর্ষ)। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—“শ্রীচৈতন্যদেবকে মহাপ্রভু বলিয়া সকলেই জানেন।
মহাপ্রভুর প্রেমভাজন, গৌরবপাত্র শ্রীনিত্যানন্দকে ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে
প্রভু বলিয়া অনেকে জানেন। শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় ত্যক্তগৃহ প্রেমিক
কবিগণ ‘গোস্বামী’ বলিয়া অভিহিত হন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণের
সংখ্যা অনেক হইলেও ছয়জনের কথা সর্বত্র গীত হয়। ছয় গোস্বামীর
অন্যতম শ্রীল শ্রীজীব প্রভু। তিনি রূপের অমুগ বলিয়া স্বীয় পরিচয়-প্রদানে
উন্মুখ। শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভু শ্রীজীবের পরমগুরুদেব। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র
তাঁহার উপাস্ত। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গোড়ীয়গণের নিম্নল দর্শনে সাক্ষাৎ অভিন্ন-
ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীজীব বৃহদব্রতী আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর লীলা প্রকটকারী,
চিরজীবন চিহ্নিলাস-সরস্বতীর সহিত তাঁহার বাস। তিনি গোড়ীয়-
বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি।” (গোড়ীয়—১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্পাদিত ‘শ্রীসজ্জনতোষণী’তে “তোষণীর কথা”-
শীর্ষক প্রবন্ধেও লিখিয়াছেন,—“শ্রীজীব গোস্বামীর অপার করুণাবলে আজ
শ্রীমন্নমহাপ্রভুর প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপ শ্রীরূপানুগ ভক্তিদ্বন্দ্ব জগতে সকল
জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছে। শ্রীজীব প্রভু বাংলা-ভাষায় কোন
গ্রন্থ লিখেন নাই। তাঁহার ‘সন্দর্ভ’-নামক গ্রন্থ হইতেই শ্রীরূপানুগবর পূজ্যপাদ
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত
উদ্ধার করিয়া ভক্তিদ্বন্দ্বের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।
শ্রীরূপানুগ-গণের মূলগুরু শ্রীল শ্রীজীব ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুদ্বয়।
রুচি-প্রধান মার্গের আচার্য্যস্বরূপ হইয়া প্রভু শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী ভজন-
মার্গের সুগম পথে সুকৃত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। অজ্ঞাতরুচিগণের
মঙ্গলের জন্য কৃপাময় অপ্রাকৃত রসিকশেখর শ্রীজীবপাদ ঐ বৈধমার্গীয়
ব্যবহার দ্বারা সম্প্রদায়বৈভব সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং নিজ গুরুদেবের

অপ্রাকৃত মহত্বের অধিষ্ঠানে কাহারও যাহাতে সন্দেহ উৎপত্তি না হয়, তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন।” (শ্রীসজ্জনতোষনী—১৮বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপপ্রভু অত্যন্ত দৈন্তবশতঃ আপনাদিগকে ‘নীচবংশ-জাত’, ‘নীচজাতি’, ‘নীচসঙ্গী’, প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। “সনাতন কহে,—নীচবংশে মোর জন্ম। অধর্ম অত্যায যত আমার কুলধর্ম ॥ (— চৈঃ চৈঃ অন্ত্য ৪।২৮) নীচজাতি, নীচসঙ্গ করি নীচকাজ। তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥ (চৈঃ চৈঃ মধ্য ১।১৮৯) স্থূলবুদ্ধি পণ্ডিতম্বন্য ব্যক্তিগণ জগদগুরুগণের এই দৈন্যলীলার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্নহাপ্রভুকে যেমন মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোশ্বামী প্রভুকেও নীচকুলোদ্ভূত বা নীচজাতি মনে করিয়া অপরাধ-পক্ষে নিমগ্ন হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব গোশ্বামী প্রভু কৃপাপূর্বক তাঁহার স্ব-লেখনী মধ্যে তাঁহার পূর্বগুরুবর্গের ও বংশের প্রকৃত পরিচয় প্রদান না করিলে বহির্ন্যূন মনুষ্যজাতি এই অপরাধ-পক্ষেই নিমজ্জিত থাকিত। শ্রীল শ্রীজীব গোশ্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের স্বকৃত ‘লঘুতোষনী’-টীকার উপসংহারে যে স্বীয় বংশপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই বিবরণ হইতে আমরা এই প্রকার জানিতে পারি,—

“শ্রীল শ্রীজীব গোশ্বামী প্রভুর উদ্ধতন পুরুষের নাম ‘শ্রীসর্বজ্ঞ’। কর্ণাটদেশীয় বিপ্রগণের মধ্যে সর্বজ্ঞ সর্বপূজ্য ছিলেন। তিনি ‘জগদগুরু’ নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি সেই দেশের রাজা ছিলেন। সর্বশাস্ত্র-বিশারদ, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ও অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রতিভা-গুণাবলীতে বিভূষিত থাকায় বঙ্গদেশ হইতেও বিদ্যার্থীরা গিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সর্বজ্ঞ-জগদগুরুর পুত্র ‘শ্রীঅনিরুদ্ধ’। ইনিও যজুর্বেদে অসামান্য সুপণ্ডিত ও জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী ও দুই পুত্র ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম—‘শ্রীরূপেশ্বর’ ও ‘শ্রীহরিহর’। ইহাদের মধ্যে প্রথম জন শাস্ত্রে ও দ্বিতীয় জন শাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। হরিহর রূপেশ্বরের রাজ্য আত্মসাৎ করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া ৮টি ঘোটক ও স্বীয় ভার্য্যা-সহ পৌরস্ত্যদেশে আগমন করিয়া তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরের সহিত সখ্যস্থাপন-পূর্বক তথায় বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্রের নাম—‘শ্রীপদ্মনাভ’।

পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটী-গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৮জন কন্যা ও পাঁচ জন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম—‘শ্রীমুকুন্দ’। ইহার পুত্র ‘শ্রীকুমারদেব’। নৈহাটীতে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে সদাচারনিষ্ঠ কুমারদেব বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করেন। নৈহাটী ও বাকলার মধ্যদেশে তদানীন্তন যশোহ প্রদেশের অন্তর্গত ফতোবাদেও তিনি এক বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকুমারদেবের অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যে ‘শ্রীসনাতন’, ‘শ্রীরূপ’ ও ‘শ্রীবল্লভ’—এই তিন জনই বিশ্ববৈষ্ণবের প্রাণস্বরূপ। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রীসনাতন জ্যেষ্ঠ ও শ্রীবল্লভ কনিষ্ঠ। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীবল্লভের একমাত্র পুত্র। শ্রীল শ্রীজীব প্রভু বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে আবির্ভূত হন। এইরূপ উক্ত হয় যে, কুমারদেবের স্বধাম প্রাপ্তির পর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ গোড়-রাজধানীর সাকুর্মা-নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলগৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ—দুইজন গোড়েশ্বর হুসেনসাহের মন্ত্রিত্ব স্বীকারপূর্বক যথাক্রমে সাকর মল্লিক ও ‘দবিরখাস’-উপাধি লাভ করেন।

জানা যায় শ্রীমন্নহাপ্রভুর অষ্টক-লীলাকালে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু দশ বৎসর-বয়স্ক বালকের লীলা করিয়াছিলেন। ‘শ্রীভক্তিরত্নাকরে’ লিখিত আছে, যে সময় শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে অঙ্গীকার করিবার জন্য শ্রীরামকেলি-গ্রামে গমন করেন, তখন শিশুবুদ্ধি শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু গোপনে গোপনে শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীব প্রভু শৈশবকালে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট রামকেলি-গ্রামেই অবস্থান করিতেন। “শ্রীজীবাদি সংগোপনে দেখিল। অতি প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিলা।” (শ্রীভক্তিরত্নাকর—১ম ভবজ, ৬৩৮ সংখ্যা।)

বাল্যকাল হইতে শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্প মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী, অতিমর্ত্য গুণগরিমা দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীব্রজবাসলীলা ও শ্রীগৌর-সুন্দরের অপ্রকট-লীলার পর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর হৃদয় অত্যন্ত বিরহবিধুর হইয়া উঠে, তিনি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তায় দিবারাত্র প্রেমাক্র-সিক্কিতে ভাসিতে থাকেন। একদিন শ্রীগৌর-

সুন্দরের শ্রীনাম-কীর্তনে শ্রীজীব প্রভু ক্রন্দন করিতে করিতে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়েন। ঝাতিশেষে স্বপ্নযোগে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজীবপ্রভুকে দর্শনদানপূর্বক তাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীজীবকে বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীজীবের সর্বস্ব হউন। শ্রীজীব-প্রভু বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে আগমনপূর্বক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুগমনে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা করেন।

অনন্তর শ্রীজীব কাশীতে গমনপূর্বক শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুকাল সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কীংবদন্তী এই যে, নীলাচলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট যেসকল চিহ্নিলাসময় বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদান্ত-বিচার শ্রীসার্বভৌম নিজ শিষ্য শ্রীমধুসূদনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে শ্রীজীব শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট গমন করিয়া ন্যায়-বেদান্তাদিশাস্ত্র অধ্যয়নকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত সেই বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীজীব শ্রীকাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্বক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের একান্ত আশ্রিত হইয়া তাঁহাদের নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তদবধি শ্রীব্রজমণ্ডলেই বাস করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের অতিমর্ত্ত স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সনাতন গুরুদ্বয় পর্য্যন্ত নিজকৃত গ্রন্থাদি শ্রীজীবের দ্বারা শোধন করাইতেন। “শ্রীকৃষ্ণ ‘শ্রীহংসদূত’ আদি গ্রন্থ কৈলা। সনাতন ভাগবতামৃতাদি’ বর্ণিলা ॥ ‘শ্রীবৈষ্ণবতোষণী’ করিয়া সনাতন। শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন ॥” (—শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১।৭৯১-৭৯২)

শ্রীল জীব গোশ্বামী প্রভু বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী সংস্কৃতপদে শ্রীসনাতন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীজীব প্রভুর রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। ‘শ্রীভক্তিরত্নাকরে’র ১ম তরঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোশ্বামী প্রভুর ২৫টি গ্রন্থের এইরূপ তালিকা পাওয়া যায়,—

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত। (১) ‘হরিনামামৃত’-ব্যাकरण দিব্যরীত। (২) ‘সূত্রমালিকা’, (৩) ‘ধাতুসংগ্রহ’ সুপ্রকার। (৪) ‘কৃষ্ণার্চনদীপিকা’-গ্রন্থ অতি চমৎকার। (৫) গোপালবিরূদাবলী’, (৬) ‘রসামৃতশেষ’। (৭) শ্রীমাধব-মহোৎসব’ সর্বাংশে বিশেষ ॥ (৮)

‘শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ’-গ্রন্থের প্রচার । (৯) ‘ভাবার্থসূচক চম্পু’ অতি চমৎকার ॥
 (১০) ‘গোপালতাপনী-টীকা’, (১১) ‘টীকা ব্রহ্মসংহিতার’ । (১২)
 ‘রসামৃত-টীকা,’ (১৩) ‘শ্রীউজ্জল-টীকা’ আর ॥ (১৪) ‘যোগসার-
 স্তবের টীকা’তে সুসঙ্গতি । (১৫) অগ্নিপুৰাণস্থ ‘শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য’ তথি ॥
 (১৬) পদ্মপুরাণোক্ত ‘শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন’ । (১৭) ‘শ্রীরাধিকা-কর-
 পদস্থিত চিহ্ন’ ভিন্ন ॥ (১৮) ‘গোপালচম্পু’—পূর্ব-উত্তর বিভাগেতে ।
 বর্ণিলেন কি অদ্ভুত, বিদিত জগতে ॥ (১৯-২৫) সপ্তসন্দর্ভ বিখ্যাত
 ভাগবতরীতি । তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি ॥ এই ছয়,
 ‘ক্রমসন্দর্ভ’ —সপ্ত হয় । (শ্রীভক্তিরত্নাকর—১ম তরঙ্গ, ৮৩৩—৮৪২)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতমৃতের অনুভাব্যে জানাইয়াছেন,—
 “অনভিজ্ঞ প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে নিম্ন-
 লিখিত তিনটি অপবাদ প্রচলিত আছে । তদ্বারা কৃষ্ণবৈমুখ্যহেতু শ্রীহরি-
 গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধমূলে অবশ্যই তাহাদের অপরাধ বর্দ্ধিত হয় মাত্র ।

(১) জড়প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিক্ষিপন শ্রীশ্রীরূপ-
 সনাতনের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া গুরুবর্গের (শ্রীরূপ-সনাতনের)
 মূখ্যতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলে । শ্রীজীব-
 প্রভু তাহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া গুরুর অপবাদকারীর
 জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া গুরুদেবের পদনখ-শোভার মর্যাদা প্রদর্শনপূর্বক প্রকৃত
 “গুরুদেবতাত্ত্ব” শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন । ঐ সকল সহজিয়া বলেন,—
 শ্রীজীবের এতাদৃশ আচরণে তাঁহার ত্বনাদপি সুনীচতা ও মানদ-ধর্মের
 বিরোধহেতু শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে তীব্র ভৎসনাপূর্বক পরিত্যাগ
 করেন । পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর ইঙ্গিতে পুনরায় শ্রীজীব-প্রভুকে
 গ্রহণ করেন । ঐ গুরুবৈষ্ণব-বিরোধিগণ কৃষ্ণ-কুপায় যে দিন আপনাদিগকে
 গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস বলিয়া জানিবেন, সেইদিন শ্রীজীব প্রভুর কৃপালাভ
 করিয়া প্রকৃত ‘ত্বনাদপি সুনীচ’ ও ‘মানদ’ হইয়া হরিনাম-কীর্তনে অধিকারী
 হইবেন ।

(২) কোন কোন অনভিজ্ঞ বলেন,— শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর
 ‘চরিতামৃত’ রচনার সৌষ্ঠব ও অপ্রাকৃত ব্রজরস-মাহাত্ম্য-দর্শনে স্বীয় প্রতিষ্ঠা
 ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় শ্রীজীবের হিংসার উদয় হওয়ায় তিনি মূল ‘চরিতামৃত’

খানা কুপমধ্যে নিষ্ক্ষেপ করেন। কবিরাজ গোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করেন। তাহার শিষ্য 'মুকুন্দ'-নামক এক ব্যক্তি পূর্বে মূল পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় চরিতামৃত প্রকাশিত হইলেন। নতুবা চরিতামৃত-গ্রন্থ জগৎ হইতে লুপ্ত হইত।

এরূপ হেয় বৈষ্ণববিদ্বেষমূলক কল্পনা নিতান্ত মিথ্যা ও অসম্ভব।

(৩) অপর কোন কোন ইচ্ছিতর্পণপর ব্যভিচারী বলেন,—শ্রীজীব প্রভু শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর মতানুযায়ী ব্রজগোপীগণের 'পারকীয় রস' স্বীকার না করিয়া 'স্বকীয় রসে'র অহুমোদন করায় তিনি রসিক ভক্ত ছিলেন না। সুতরাং তাহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।

প্রকটকালে স্বীয় অনুগতগণের মধ্যে কোন কোন ভক্তকে স্বকীয়-রসে রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাহাদের বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরম চমৎকারময় পারকীয় ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্তু বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবপ্রভু স্বকীয়বাদ স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে তাহাকে অপ্রাকৃত পারকীয় ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না। কেন না, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণানুগবর—সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাপুরুষবর্গের অন্ততম।”

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্বদা বর্তমান, তাহা বহু স্মৃতিপূর্ণ শ্রোতবিচারের দ্বারা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা'র 'প্রকাশিনী'-বৃত্তিতে প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে “শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ—আমাদের তত্ত্বাচার্য্য, সুতরাং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্বদাই বর্তমান, অধিকন্তু তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণলীলায় মঞ্জরী-বিশেষ, অতএব সকল তত্ত্বই তাহার পরিজ্ঞাত”—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই কথাটি সকলের বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য।

—শ্রীসুবলসখা ব্রহ্মচারী

মুদ্রণ-প্রমাদ

শ্রীপত্রিকার ২২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৩ পৃষ্ঠার সন্দর্ভ-সার (ভক্তি-সন্দর্ভ—৫৩) শিরোনামায় “জরাব্যাদি-ভয়াবহ”-এর স্থলে “জরাব্যাদি-ভয়াপহ” হইবে। পাঠকবর্গ দয়া করিয়া উহা সংশোধন করতঃ পাঠ করিবেন। —প্রকাশক

সমিতির উৎসব-সমীক্ষা

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

বিগত ২৬শে শ্রীধর, ২৭ শ্রাবণ শ্রীএকাদশী দিবস হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারকেন্দ্র সমূহে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জীউর ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইয়া ৩০শে শ্রীধর শ্রীবলদেব পূর্ণিমা-দিবসে সমাপ্তি হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, সমিতির সমস্ত প্রচার কেন্দ্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইলেও মূল মঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এবং অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে বিশেষভাবে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এবং ১লা হুযীকেশ, ১লা ভাদ্র মঙ্গলবার দিন শ্রীবলদেব পূর্ণিমার পারণ উপলক্ষে জনসাধারণকেও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত সমুদয় মঠেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করা হয়। বেদান্ত সমিতির এই ব্রত পালনে বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর হইতেই কোথাও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিনী, কোথাও বা শ্রীচৈতন্যভাগবত, কোথাও বা শ্রীমদ্ভাগবত (১০ম স্কন্ধ) পাঠায়াণ করা হইয়াছে। দিবারাত্র শ্রাবণ-কীর্তনই এই ব্রত-উদ্‌যাপনের প্রধান কৃত্য। ইহাতে সর্বক্ষণ অল্প চিন্তাশূন্য হইয়া অনাহারে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকাই বিধি। শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রত গৌড়ীয়গণের অন্যতম প্রধান কৃত্য; স্মরণ্য এই ব্রতে নিরন্তর উপবাস করা একান্ত কর্তব্য। নিতান্ত অসমর্থপক্ষে মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবের পর তাঁহার পূজা, ভোগরাগ, আরতির পরে কিঞ্চিৎ অনুকল্প বিধেয়। যাহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে অর্থাৎ রাত্রি ১২টার পর অনুকল্পের পরিবর্তে অন্ন, লুচি, পুরি প্রভৃতি বৃহৎকল্পের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, আমাদের মনে হয় সর্বসাধারণের পক্ষে ইহা নিতান্ত অসঙ্গত।

এই ব্রত উদ্‌যাপনের পর প্রত্যেক মঠেই শ্রীনন্দোৎসব বিপুলভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল আহুত, অনাহুত, রবাহুত প্রভৃতি উৎসবে যোগদানকারী প্রত্যেককে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে অগ্ৰাণ্ণ বৎসরের ঞায় এই বৎসরও সপ্তাহব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ-আবির্ভাব-লীলা-প্রদর্শনী আয়োজিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনী সম্পাদনায় শ্রীপাদ বৃষভানু ব্রহ্মচারীজীষ সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোৎসব

বিশেষতঃ মহিলাগণ সমগ্র সতীগণের মধ্যে শ্রীরাধারানীকে সর্বোত্তমা জানিয়া তাঁহাদের সতীত্ব বজায় রাখিবার জন্য শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীতে উপবাস করিয়া থাকেন। শ্রীব্রজমণ্ডলের কোন কোন স্থানেও বৈষ্ণবগণ এই তিথিতে উপবাস করেন।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে এবং অগ্ৰাণ্ণ বৈষ্ণব-স্মৃতি-অনুসারে শক্তি-ভক্তের আবির্ভাব-তিরোত্তাবাদিতে উপবাসের বিধান লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই নিমিত্ত গোড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত সেবকগণের মধ্যে শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত অগ্ৰাণ্ণ জন্মাষ্টমী, একাদশী প্রভৃতির ঞায় অনাহার বা আহার সঙ্কোচের দ্বারা উদ্ঘাপিত হয় নাই। পরন্তু বিপুল সমারোহের সহিত বিবিধ প্রসাদের দ্বারা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে ঝুলনযাত্রা ও বার্ষিক মহামহোৎসব

অগ্ৰাণ্ণ বৎসরের ঞায় শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির আসাম প্রদেশস্থ অন্ততম প্রচার কেন্দ্র শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে ষষ্ঠ দিবসব্যাপী এই বৎসরও শ্রীঝুলনযাত্রা মহামহোৎসব বিপুলভাবে উদ্ঘাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিগত ২৬ শ্রীধর, ২৭ শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ৩০ শ্রীধর, ৩১ শ্রাবণ সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধারানীসহ শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীজীউকে শ্রুশোভিত হিন্দোলদোলায় শ্রুসজ্জিত করায় ভক্ত ও দর্শকবৃন্দ তাহা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। এই উৎসবে শ্রীমঠে প্রত্যহই দুইবেলা শ্রীহরি-সংস্কীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী ও ধর্ম-সভার মাধ্যমে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত-বাণী আশাতীত ভাবে প্রচার হইয়াছে। উক্ত উৎসবে বহু দূর হইতেও ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনগণ উপস্থিত হইয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রত্যহ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত উদ্ধমস্থী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং বিভিন্ন দিবসে যথাক্রমে স্থানীয় আঞ্চলিক পঞ্চায়েত-সভাপতি শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র প্রধানী, বি.এ. (Ex-M.L.A.), স্থানীয় জগমোহন বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত জীবেশচন্দ্র প্রধানী, অধ্যাপক শ্রীযুত জয়ন্তকুমার চক্রবর্তী ; অধ্যাপক শ্রীযুত হরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী, রেলওয়ে বিভাগের বর অফিসার মিঃ এন, এন, চ্যাটার্জী, ও স্থানীয় বিশিষ্ট ডাক্তার শ্রীকালিদাস দাস মহাশয় প্রভৃতি প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। উক্ত সভাগুলিতে ঝুলন-যাত্রা-রহস্য, বিদ্যার তাৎপর্য, ঈশ্বর ও জীব-তত্ত্ব, ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান প্রভৃতির বিষয়ে তত্ত্বপূর্ণ ও শাস্ত্রযুক্তি-সম্বলিত প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে।

প্রতিদিনের সভায় উল্লিখিত বিষয়বস্তুর নিগূঢ় রহস্যসমূহ বিভিন্ন বক্তা এবং সভাপতি মহারাজ প্রাজ্ঞল ভাষায় আলোচনা করেন। বিভিন্ন বক্তাগণের মধ্যে মঠ রক্ষক শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী প্রভু সভাপতি মহারাজের নির্দেশে প্রতিদিন সেই সেই বিষয় ভাষণ দান করায় তিনি ভূয়সী প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীতও বাসুগাঁওস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ. প্রভুর 'বিদ্যা'-সম্পর্কে ভাষণ বিদ্বৎ-সমাজ তথা ছাত্রমণ্ডলীকে বিশেষ আকৃষ্ট ও চমৎকৃত করিয়াছে।

এই প্রকার পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতা প্রভৃতির উপরিও প্রতিদিন নিমন্ত্রিত ও আহৃত ব্যক্তিগণকে যথারীতি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। তদুপরি ১ হুযীকেশ, ১ ভাদ্র, মঙ্গলবার দিন শ্রীশ্রীল বলদেব-পূর্ণিমার পারণ ও উৎসব-সমাপ্তি উপলক্ষে আগত ব্যক্তি মাত্রকেই সকাল হইতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসব সম্পাদনায় শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী প্রভুর সেবানৈপুণ্য সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য ও বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশিবদাস ব্রহ্মচারীদ্বয়ের সেবাচেষ্টাও ধন্যবাদার্থ।

—শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারী

সাধুসঙ্গে তীর্থ-দর্শন

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৭ ।

সাদর সন্তোষপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসরও উজ্জ্বলকালে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিভ্রমণ এবং দিল্লী, হরিদ্বার প্রভৃতি উত্তর ভারতের তীর্থ দর্শনের আয়োজন করিয়াছেন । তজ্জন্ম আগামী ১০ই কার্তিক ১৩৭৭ (ইং ১৭।১০।৭০) মঙ্গলবার হাওড়া ষ্টেশনের ৮ নং প্লাটফর্ম হইতে বেলা ৯ টায় যাত্রা করিবেন । আমরা সকল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকেই নিম্নলিখিত নিয়মাবলী-অনুযায়ী ইহাতে যোগদান করিতে অনুরোধ করি, ইতি । নিবেদক—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

নিয়মাবলী :—

১। প্রত্যেক যাত্রীকে দুইবেলা প্রসাদ ও হাওড়া হইতে যাতায়াত ট্রেনভাড়া, কুলিভাড়া ও দূরস্থ স্থানের বাসভাড়ার জন্ম ৩৫৫.০০ টাকা ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে হইবে ।

২। যাত্রীগণ সংক্ষেপে বিছানা, জামা, চাদর সঙ্গে আনিবেন । ১টি থালা, ১টি ঘটি, ১টি বাটি ও টর্চলাইট লইবেন, জিনিষপত্র সর্বমোট ১০।১২ কেঃ জির অধিক না হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

৩। যাত্রীগণকে ২৮শে আশ্বিন, ইং ১৫।১০।৭০ তারিখের মধ্যে দেয় ভিক্ষার টাকার মধ্যে ১৫০.০০ টাকা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ঠিকানায় জমা দিতে হইবে ।

৪। অগ্রিম ১৫০.০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা ১০ই কার্তিক, ২৭শে অক্টোবর, মঙ্গলবার যাত্রা-দিবসে অথবা তৎপূর্বে সমিতির কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে ।

দর্শনীয় স্থানসমূহ :—

গয়া, কাশী, প্রয়াগ (এলাহাবাদ), আগ্রা, মথুরা, গোকুল, রাভেল, মধুবন, রাধাকুণ্ড, শ্রামকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন (পরিক্রমা) কাম্যবন, বর্ষাণা, সঙ্কেত, নন্দগ্রাম, যাবট, বৃন্দাবন, বেলবন, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কঙ্কাল, হৃষীকেশ, লহমন্ঝোলা, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা প্রভৃতি।

বিশেষ দৃষ্টব্য :—দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্তন যোগ্য। যে-কোন দৈব-দুর্বিপাকের জন্তু সমিতি বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

শ্রীশ্রীঅন্নকূট মহোৎসবে আশ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিস্টার্ড্)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)।
২৯শে হৃষীকেশ, ৪৮৪ গোরাঙ্গ

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদনমেতৎ—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্ততম প্রচারকেন্দ্র চুঁচুড়া মহরম্ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে আগামী ১৪ই কার্তিক, ইং ৩১শে অক্টোবর শনিবার শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে। প্রাতে শ্রীশ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দজীউ ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউ তথা অন্যান্য শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক ও মধ্যাহ্নে মহা-প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ভক্তাস্থ যাজিত হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া পারমার্থিক স্মৃতি অর্জন করিবেন। ইতি—২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৭ সাল।

উদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

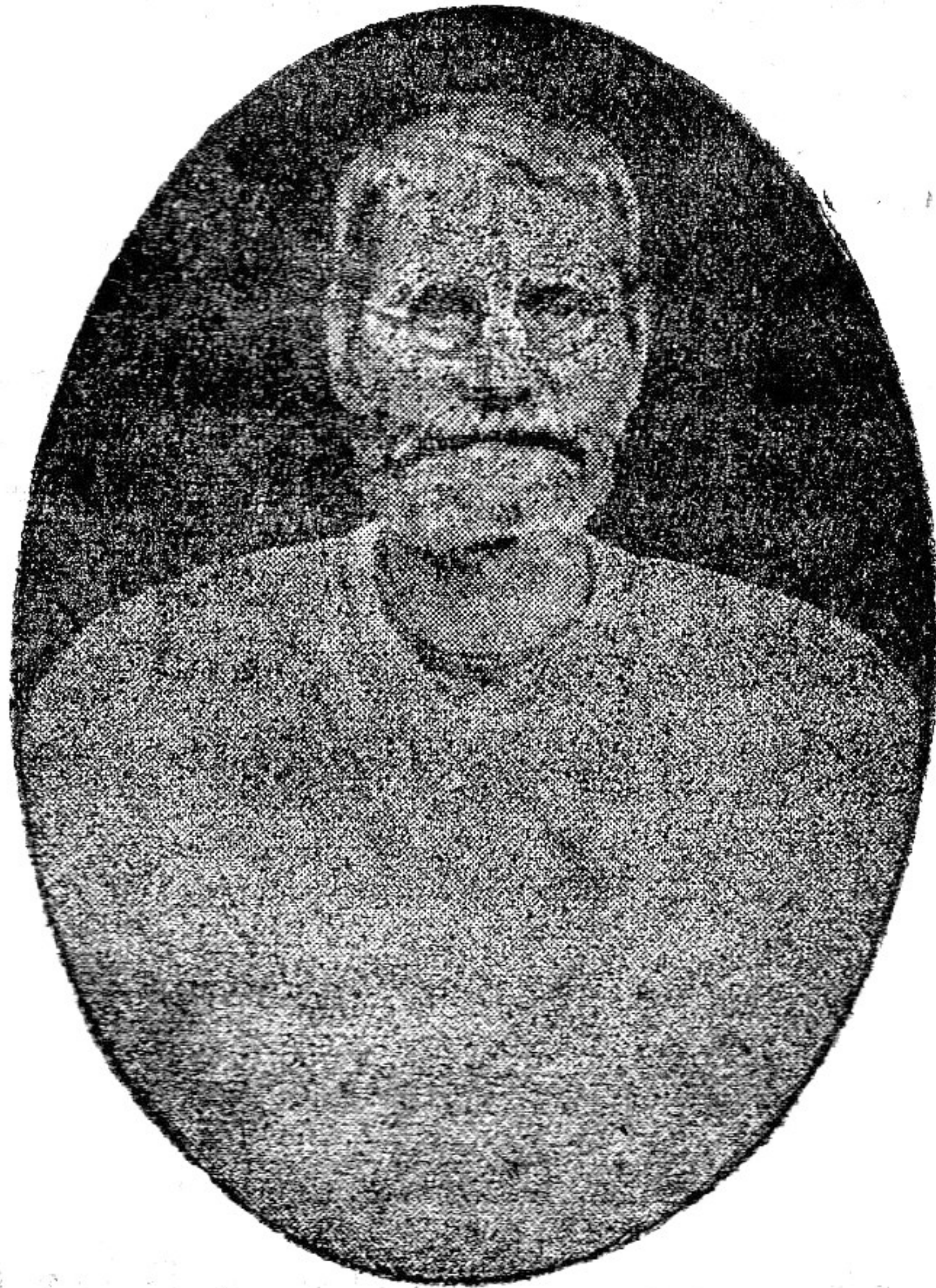
সভ্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিরহ-তিথিপূজায় আমন্ত্রণ

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যাবধা পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদুক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
২য় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নমঃ 'ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রীশ্রীমদুক্তিপ্ৰজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া ।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৭ ; ইং ১৫।৯।৭০

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্দিত-পূর্বিকেষম্—

সামর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

অস্বদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও
বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
মহারাজের নিত্যলীলায় প্রবেশ-কাল ধীরে ধীরে দ্বিবর্ষ অতিক্রম
করিতে চলিল। আগামী ১ দামোদর, ২৮ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর
বৃহস্পতিবার দিবসে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও
সমিতির অন্ত্যান্ত শাখামঠ-সমূহে তদীয় দ্বিতীয় বাষিক বিরহ-মহোৎসবের
শুভানুষ্ঠান হইবে। অতএব আপনি সবান্নব উক্ত অনুষ্ঠানে উল্লিখিত
ঠিকানায় কুপাপূর্বক যোগদান করতঃ অস্বতুল্য অযোগ্য সেবকগণকে
বৈষ্ণবসেবায় অধিকার দানে চিরকৃতার্থ করিবেন, ইহাই একমাত্র
প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ক্রটি মার্জনীয়। ইতি—

ভক্তভক্ত-কুপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী :—

২৮ আশ্বিন, ইং ১৫।১০।৭০ বৃহস্পতিবার—


প্রাতে—মহাজনপদাবলী কীর্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের
অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্ন—৪-৩০ ঘটিকায় বিরহ-সভার অধিবেশন।

সেবাকুল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়
মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অল্প ধর্ম অল্পরূপে পালে যেই জন ।
 অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্রুত ॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

২২শ বর্ষ } ক্ষীরোদশায়ী, ৩ দামোদর, ৪৮৪ গৌরাক্ষর { ৮ম সংখ্যা
 শনিবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৭৭ ; ইং ১৭।১০।১৯৭০

সান্নিহাদং

শ্রী ব্রজবিলাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

নেত্রে দৈর্ঘ্যমপাঙ্গয়োঃ কুটিলতা বক্ষোজ বক্ষঃস্থলে
 স্তোম্যং তন্মুখ বাচি বক্রিমধুরা শ্রোণৌ পৃথু স্ফারতা ।
 সর্ব্বাঙ্গে বরমাধুরী স্মৃটভূদেযনেহ লোকোত্তরা

রাধামাধবয়োরলং নববয়ঃ সন্ধিং সদা তং ভজে ॥৫৭॥

নেত্রে দীর্ঘতা, অপাঙ্গে অর্থাৎ নেত্র প্রান্তে কুটিলতা, স্তন এবং বক্ষঃস্থলে
 স্তূলতা, মুখবাক্যে অতিবক্রতা, নিতম্বে বিশালতা এবং সর্ব্বাঙ্গে যদ্বারা
 অলৌকিক মাধুর্য্য প্রকাশ হয় সেই রাধামাধবের নূতন স্তমধুর বয়ঃসন্ধি
 অর্থাৎ পৌগণ্ড কৈশোর সংযোগকে আমি অনুভব করি ॥ ৫৭ ॥

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমুদভূৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পদ্মাদিদং
 স্ফীতং যন্মকরন্দ বিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ ।
 সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ
 প্রেমালিঙ্গদিব প্রিয়া সর ইদং তন্নীত্য নিত্যং ভজে ॥৫৮॥

পুষ্প বিকাশের পরিপক্বাবস্থাতে মকরন্দ যেক্রপ পুষ্প হইতে নিজেই
 গলিত হয় সেইক্রপ দুষ্ট অরিষ্টাশ্বরের বধকালে যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম
 হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল এবং শ্রীরাধিকা অতিপ্রিয় জ্ঞানে স্নানাদির সুবিধার
 নিমিত্ত যাহাকে সোপান দ্বারা রঞ্জিত করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ প্রেমসী শ্রীরাধার
 এই কুণ্ড অর্থাৎ রাধাকুণ্ড “অতিপ্রিয়” এই জ্ঞানে যেন রাধাকুণ্ডকে আলিঙ্গনই
 করিতেছে, অতিস্ফীত অরিষ্ট নামক সেই ইষ্ট সরোবরকে প্রাপ্ত হইয়া
 আমি নিত্যই ভজনা করি ॥ ৫৮ ॥

কদম্বানাং ব্রাতৈর্মধুপকুলঝঙ্কার ললিতৈঃ
 পরীতে যত্রৈব প্রিয় মলিল লীলাহতিমিষৈঃ ।
 মুহূর্গোপেন্দ্রস্তাত্ত্বজমভিসরন্তামুজ দৃশো
 বিনোদেন প্রীত্যা তদিদমবতাং পাবনসরঃ ॥৫৯॥

মধুপকুলের ঝঙ্কার বিশিষ্ট কদম্ব বৃক্ষ দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং সুনির্মল
 জলাহরণ ছলে রাজিবলোচনা ব্রজাঙ্গনাগণ অতি প্রীতিতে বিনোদনার্থ
 যেখানে আগমন করিয়া বারম্বার শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনকে দর্শন করেন সেই
 পাবননামক সরোবর আমাকে রক্ষা করুন, অর্থাৎ তত্ত্বীর বাসে প্রতি-
 বন্ধক দূর করুন (শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাসুভবার্থ আমাকে স্বনিকটে স্থাপন
 করুন ইতি তাৎপর্য্য) ॥ ৫৯ ॥

পর্য্যণ্যেন পিতামহেন নিতরামারাধ্য নারায়ণং
 ত্যক্ত্বাহারমভূত পুত্রক ইহ স্বীয়াতুজে গোষ্ঠপে ।
 যত্র বাপি সুরারিহা গিরিধরঃ পৌত্রোণৈকাকরঃ
 ক্ষুণ্ণাহারতয়া প্রসিক্কমবনৌ তন্মে তড়াগং গতিঃ ॥৬০॥

পর্য্যণ্য নামক নন্দরাজের পিতা অনশন ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক অত্যন্ত ভক্তি
 সহকারে নারায়ণদেবকে আরাধনা করিয়া অপুত্রক গোষ্ঠপতি স্বীয়াতুজ
 নন্দেতে গুণের একমাত্র আকর অসুরারি গিরিধর শ্রীকৃষ্ণকে যেখানে

পৌত্র রূপে উপ্ত অর্থাৎ বীজরূপে বপন করিয়াছিলেন, সেই ক্ষুধাহাররূপ কারণ বশতই যে তড়াগ “ক্ষুধাহার” এই নাম ধারণ করে, সেই তড়াগই আমার আশ্রয় চটক ॥ ৬০ ॥

সার্ব্বং মানসজাহ্নবী মুখ নদীবর্গৈঃ সরস্জোৎকরৈঃ
সাবিত্রাদি সুরীকুলৈশ্চ নিতরামাকাশবাণ্যা বিধোঃ ।
বৃন্দারণ্যবরণ্যে রাজাবিষয়ে শ্রীপৌর্ণমাসী মূদা
রাধাং যত্র সিসেচ সিঞ্চতু সূখং সোন্মত্তরাধাস্থলী ॥৬১॥

শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী ব্রজার আকাশবাণী হেতুক মানস গঙ্গা প্রভৃতি নদীবর্গ এবং সরস্জোৎকর অর্থাৎ নৃত্যের হস্তপদচালনাদি বিশিষ্ট আনন্দে কৃত নৃত্য সাবিত্রী প্রভৃতি দেব-পত্নীগণের সহিত যাহাকে বৃন্দারণ্যরূপ উৎকৃষ্ট রাজ্য বিষয়ে অভিসিক্তা করিয়াছিলেন সেই উন্মত্ত রাধারূপস্থলী আমার সুখাভিষেক অর্থাৎ সুখ বিতরণ করুন ॥ ৬১ ॥

শ্রীত্যা নন্দীশ্বরগিরিতটে স্ফার পাষাণবৃন্দৈ-
শ্চাতুষ্কোণেহনুকৃতি গুরুভিনির্মিতা যা বিদগ্ধৈঃ ।
রেমে কৃষ্ণঃ সখিপরিবৃত্তো যত্র নর্মাণি তব-
নাস্থানীং তাং হরিপদলসং সৌরভাস্তাং প্রপদ্যে ॥৬২॥

বিদগ্ধ অর্থাৎ সুপণ্ডিত শিল্পাচার্য্যগণ নন্দীশ্বর গিরি সমীপে বিস্তৃত পাষাণ সমূহ দ্বারা প্রীতি সহকারে চতুষ্কোণাকারে যাহাকে নির্মাণ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বয়স্ক পরিবৃত্ত হইয়া যে স্থানে বিবিধ কৌতুক বিস্তার করত ক্রীড়া করেন, হরিপাদপদ্মের সৌরভ-যুক্ত আস্থানী অর্থাৎ মণ্ডপকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ আশ্রয় করি ॥ ৬২ ॥

বৈদগ্ধ্যোজ্জলবল্লবল্লবধুবর্গেণ নৃত্যামসৌ
হিত্বা তং মুরজিদ্ভসেন রহসি শ্রীরাধিকাং মণ্ডয়ন্ ।
পুষ্পালঙ্কৃতি সঞ্চয়েন রমতে যত্র প্রমোদোৎকরৈ
স্ত্রৈলোক্যাদ্যুতমাধুরী পরিবৃত্তা সা পাতু রাসস্থলী ॥ ৬৩ ॥

মুরজিৎ শ্রীকৃষ্ণ অতি বিদগ্ধ অর্থাৎ সুচতুর বন্ধু গোপ-পত্নীগণের সহিত নৃত্য করিয়া উক্ত পত্নীবর্গকে পরিত্যাগ করত পুষ্পালঙ্কার সমূহ দ্বারা শ্রীরাধিকাকে ভূষিতা করিয়া যে স্থলীতে অতি প্রমোদে ক্রীড়া করিয়াছিলেন,

সেই ত্রৈলোক্যের অদ্ভুত মাধুর্য্য পরিবৃত্তা রাসস্থলীবাসের প্রতিকূল
হইতে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬৩ ॥

গান্ধার্বিকা মুরবিমর্দন নৌবিহার
লীলা বিনোদ রসনির্ভরভোগীয়ং ।
গোবর্দ্ধনোজ্জ্বল শিলাকুলমুন্নয়ন্তী
বীচীভরৈরবতুমানসজাহুবী মাং ॥ ৬৪ ॥

শ্রীরাধাক্ষের নৌকাবিহার লীলারূপ চিত্ত বিনোদন রসসমূহকে যিনি
ভোগ করেন এবং গোবর্দ্ধনের উজ্জ্বল শিলাকুলকে যিনি তরঙ্গ ভরে
উর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন সেই মানসগঙ্গা আমাকে প্রতিকূল হইতে
রক্ষা করুন ॥ ৬৪ ॥

যেথাং কাপিচ মাধবো বিহরতে স্নিগ্ধৈর্বরস্যোৎকরৈ
স্তদ্ধাতুদ্রব পুঞ্জ চিত্রিততরৈস্তৈস্তৈঃ স্বয়ং চিত্রিতঃ ।
খেলাভিঃ কিলপালনৈরপি গবাং কুত্রাপি নর্মোৎসবেঃ

শ্রীরাধা সহিতো গুহ্যাসু রমতে তান্ শৈলবর্ষ্যান্ ভজে ॥ ৬৫ ॥

যাহার গৈরিকাদি ধাতুদ্রব্য সমূহে চিত্রিতাঙ্গ স্নিগ্ধ বয়স্গণ কর্তৃক
উক্ত ধাতুদ্রবে নিজে চিত্রিত হইয়া বয়স্গ সঙ্গ খেলা করিতে করিতে
এবং গোচারণ করিতে করিতে শ্রীরাধার সহিত যাহার কোনও গহ্বর
প্রদেশে রমণ করেন সেই শৈলবর্ষ্যকে আমি ভজনা করি ॥ ৬৫ ॥

স্ফীতে যত্র সরিৎ সরোবরকূলে গাঃ পালয়ন্নিবৃতে
গ্রীষ্মে বারি বিহারকেলি নিবহৈর্গোপেন্দ্রদিব্যাভুজঃ ।

প্রীত্যা সিঞ্চনি মুগ্ধমিত্র নিকরান্ হর্ষণ মুগ্ধস্বয়ং

কাজ্জন্ স্বীয়জয়ং জয়ার্থিন ইমান্নিত্যং তদেতদ্ভজে ॥ ৬৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, বিস্তৃত যে সরিৎ সরোবর কূলে অর্থাৎ যমুনা এবং রাধাকুণ্ডে
(লক্ষণাশক্তি দ্বারা এ স্থলে সাধারণ সরিৎ সরোবর পদে বিশেষ যমুনা
ও রাধাকুণ্ড বুঝিতে হইবে) গোচারণ করত গ্রীষ্মকালে বিবিধ ক্রীড়ারসে
প্রেম বশতঃ মুগ্ধ মিত্রগণকে সহর্ষে নিম্ন জয়াজ্জ্বী হইয়া সেচন করিতেছে,
সেই জয়ার্থি বয়স্গণ এবং সেই সরিৎ সরোবরকে আমি ভজনা করি ॥ ৬৬ ॥

(ক্রমশঃ)

বাস্তবসত্য অজ্ঞেয় নহে

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

১৮/৪৩, মল্ রোড্, কানপুর

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

১৮ই নভেম্বর, ১৯২৭

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৩/১১/২৭ ও ১৬/১১/২৭ তারিখের দুইখানি কার্ড পাইয়াছি।
* * আমি প্রত্যহই পত্র লিখি। এই পত্রখানি ** বাবুকে দেখাইবেন।
গতকল্য তাঁহার লিখিত কোন পত্র আমি পাই নাই। গতকল্য
Harmonistএর প্রুফ দেখিয়া পাঠাইয়াছি। *** প্রভুর article
মধ্যে ভক্তির যে definition দিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ। তারপর
'deduction' বা 'অবরোহ' বুঝাইতে unknown শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।
Absolute Truth আপাত প্রতীতে **unknown** বলিয়া ধারণা
হইলেও তাহাই **best known**. অবরোহ বা অবতার-বিচারে un-
known তবতীর্ণ হন না। Inaccessible by sense descends down
but is not unknown. He comes upon the material eyesight.
যদি কিছু ঐ স্থানটা change করাইতে পারেন, ভাল হয়। রেজিষ্ট্রী
বুকপ্যাকেটে আপনার অভিলাষ-মতে লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রথম দুই
পৃষ্ঠা পাঠাইয়াছি, বাকী লিখিতেছি। আমি ক্রমশঃ স্তবির হইয়া পড়িতেছি,
সেজন্ত শীঘ্র কার্য্য করিতে পারি না বলিয়া আপনার ও *** প্রভু
প্রভৃতির agility activity কমিয়া না যায়। * * * 'গোড়ীয়ে'র প্রবন্ধ
আমার নিকট এতদূরে পাঠান অসম্ভব। আপনারাই দেখিয়া দিবেন।
“শ্রীচৈতন্যভাগবত” ও “শ্রীমদ্ভাগবত” দশম স্কন্দ প্রবলবেগে ছাপান আবশ্যক।
“চৈতন্যমঙ্গল”ও শীঘ্র ছাপাইবার ব্যবস্থা কর্তব্য। উড়ুপীর পণ্ডিত মহাশয়-
লিখিত “বিলাস ও বিরাগ”-শীর্ষক সংস্কৃত প্রবন্ধটি Harmonistএ প্রকাশ-
জন্ত Regd-packetএ পাঠাইয়া দিতেছি।

নিত্যাশীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(যোষিৎসঙ্গ)

১। ‘যোষিৎসঙ্গ’ কাহাকে বলে ?

“স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি, তাহারই নাম ‘যোষিৎসঙ্গ’; সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ লোক শুদ্ধ কৃষ্ণনামের আলোচনায় পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন।”

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

২। যোষিৎসঙ্গ কি ভক্তিবিরোধী ?

“যে-স্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন ছুঁই বুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই যোষিৎসঙ্গ; তাহা পাপময় ও ভক্তি-বিরোধী।”

—‘জনসঙ্গ’, সঃ তোঃ ১০।১১

৩। শুদ্ধভক্তিতেচ্ছুর বর্জনীয় কি ?

“যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্তসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় একেবারেই বর্জনীয়।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১।১১

৪। বিবাহ-বিধির উদ্দেশ্য কি ? কাহারো পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত ? অপ্রাকৃত-রতিযুক্ত ব্যক্তিগণের চিত্তবৃত্তি কিরূপ ?

“রক্তমাংশগঠিত শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ একপ্রকার নিসর্গজনিত ধর্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্যই বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে যাঁহারা সংসঙ্গ-জনিত ভজনবলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত-বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ।

—‘ধৈর্য্য’, সঃ তোঃ ১১।৫

৫। কাহারো ধার্মিক-পরিচয়ে স্ত্রীসঙ্গী ?

“স্ত্রীসঙ্গে যাঁহাদের প্রীতি, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী। কনক-কামিনী-মুগ্ধ সংসারী জীব, তথা ললনা-লোলূপ সহজিয়া, বাউল, সাঁই প্রভৃতি হলধর্ম্মিগণ

এবং বামাচারী তান্ত্রিকগণ—ইহারা সকলেই জীসঙ্গীর উদাহরণ-স্থল। মূল কথা,—যে-সমস্ত পুরুষ জীতে প্রীতি করে এবং যে-সমস্ত জী পুরুষে আসক্ত; তাহারাই জীসঙ্গী বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবজন সর্বপ্রযত্নে তাদৃশ জীসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন,—ইহাই শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর আজ্ঞা।”

—‘অসৎসঙ্গ’, স: তো: ১১।৬

৬। বৈষ্ণব-গৃহস্থ কি জৈণ বা যোষিৎসঙ্গী ?

“গৃহীই হউন, আর গৃহত্যাগীই হউন, বৈষ্ণব চিৎসুখের অভিলাষী। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সর্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সঙ্গে একযোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি জৈণ হন না। এইরূপ জীবনে যোষিৎসংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ-জী-সম্ভাষণ এবং বৈধ-জীসঙ্গে অপারমার্থিক জৈণ-ভাব তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, স: তো: ১১।১১

৭। জৈণ হওয়া কি ভাল ?

“কেহ যেন জৈণ না হন; জৈণ হইলে সর্বনাশ হয়।”

—চৈ: শি: ২।৫

৮। গৃহস্থের পক্ষে পত্নীর সঙ্গ কি ভজনের অঙ্গ ?

“গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত-জীসঙ্গ কোন ভজনের অঙ্গ নয়। অতএব কেবল সংসারযাত্রা-নির্বাহের জন্ত তাহা নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকৃত হয়।”

—‘সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব’, স: তো: ৪।৬

৯। জীভক্তগণের পক্ষে দুঃসঙ্গ কিরূপে বর্জনীয় ?

“জীভক্তগণের পক্ষে বহির্মুখ পতিসঙ্গ পরিবর্জনীয়। বহির্মুখ পুরুষকে পতি মনে করাই কষ্ট; কেননা, জীসঙ্গক্রমে জীত্ব লাভ হয়; তাহা বিত্ত-অপত্য-গৃহ-প্রদ। সেই মায়া-পুরুষই বৃষভের স্ত্রায় আচরণ করত পতিত্ব অভিমান করিতেছে।”

—‘ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচার’, শ্রীভা: ম: ১৪।৩৬ বঙ্গানুবাদ

১০। হরিভজনে জড়ভাব বিন্দুমাত্র প্রবেশ করিলে কি কুফল হয় ?

“শুদ্ধবৈষ্ণবমতে পুরুষসাধকগণ জী-সাধক হইতে পৃথক্-মণ্ডলী হইয়া ভজন করিবেন এবং জী-সাধকগণ কোন পুরুষকে তাহাদের ভজন-মণ্ডলীতে আসিতে দিবেন না। ভজন সম্পূর্ণ চিন্ময় কার্য্য, একটু জড়ভাব প্রবেশ করিলেই নষ্ট হয়।”

—‘সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব’, স: তো: ৫।৬

১১। কাহাদের সঙ্গ নিতান্ত ভক্তিবাদক।

“যাহারা যোষিৎসঙ্গী, তাহাদের সঙ্গ নিতান্ত ভক্তিবাদক।”

—‘সাধুসঙ্গ’, হঃ চিঃ

১২। ইচ্ছাপূর্বকস্ত্রীলোক-দর্শনকারী বৈরাগীর প্রায়শ্চিত্ত কি?

“ভেকধারী বৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জন্মে নির্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ২।১৬৫

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

চাওয়া-পাওয়া *

যাহা চাহিয়াছি তোমার চরণে

দিয়াছো তা' কৃপা করে,

কভু তো চাওয়ার বেশীই নিয়েছি

প্রাণের কুন্ত ভরে।

তবু যেন চাওয়া হয় নাই শেষ,

পেতে চাহি আরও তব কৃপা-লেশ,

মোর চাওয়া-পাওয়া সদা নিবন্ধ

তোমার চরণ ঘিরে।

তুমিই আমার শেষ-পাওয়া হ'য়ে

তারিও গো শেষ ঝারে ॥

চেয়েছিলু নিতি হেরিতে ও পদ

সারাটি জীবন ভরে,

কিন্তু হায় গো নিষ্ঠুর নিয়তি

নিল তা' সহসা কেড়ে।

* নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান
কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিপূজাপোলক্ষ্যে আর্তি।

এ জগৎ ত্যজি' চলে গেছ জানি ;

তবু মোরে ছেড়ে যেতে তো পার নি'—

আজো হৃদি মাঝে পূজি তব পদ

ভকতির উপচারে ।

বিরহের তাপে সান্ত্বনা পেতে

স্মরি তোমা' বারে বারে ॥

নদীয়া নগরে 'দেবানন্দ মঠে'

আজো লীলা কর না'কি ?

বিগ্রহ ধরি' আছো তুমি সেথা

ভকতের সুখ লাগি'!

তোমার অভয় রাতুল চরণ

করে ভকতের অভীষ্ট পূরণ,

গুঞ্জরিছে মন-অলি হ'য়ে সেথা

ঐ পাদ-পদ্ম-সুধা লাগি' ।

যুগ যুগ ধরি' তব পদ-ছায়ায়

সদাই আশ্রয় মাগি ॥

—শ্রীচিদুরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৫৫)

(পূর্বপ্রকাশিত ২২ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৫ পৃষ্ঠার পর)

অনন্তর ভগবান্ নিজ ভক্তির সর্বোত্তমত্ব বলিতেছেন,—

মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্ ।

ঈক্ষেতান্নি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥

ইতি সর্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্ব্যতে ।

সভাজয়ন্ মন্থমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥

ব্রাহ্মণে পুরুষে শুনে ব্রহ্মণ্যেহর্কে স্মুলিঙ্গকে ।

অক্রুরে ক্রুরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥

(ভাঃ ১১।২৯।১২-১৪)

বিগুহচিত্ত ব্যক্তি সর্বভূতে এবং আত্মমধ্যে আকাশতুল্য অপাকৃত বাহ্য ও অভ্যন্তরে স্থিত আত্মবস্তুর দর্শন করিবেন অর্থাৎ ঈশ্বরস্বরূপ আমাকেই দর্শন করিবেন । ঈশ্বর কিরূপ ? বাহ্যভ্যন্তরে স্থিত অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ । পূর্ণত্বের হেতু—অপাকৃত অর্থাৎ আচরণ শূন্য । তদ্বৎ—আকাশতুল্য । আকাশের দ্বারা অসঙ্গত ও বিভূত হেতু আচরণ শূন্য । এস্থলে আমাকেই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে কেবল অন্তর্যামিরূপ নহেন । হে মহাত্ম্যতে ! যিনি কেবল-জ্ঞানাশ্রয় হইয়াও ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, চোর ও ব্রাহ্মণ্য, সূর্য্য ও স্মুলিঙ্গ, অক্রুর ও ক্রুরচিত্ত ব্যক্তিতে সমদর্শী এবং সমস্ত ভূতগণকে মন্তাবে মনে করিয়া সম্মান করেন, তিনি পণ্ডিত রূপে সম্মত । মন্তাবে—শ্রীকৃষ্ণরূপী আমার যে অস্তিত্ব, তদ্বিশিষ্টরূপে মনে করিয়া সম্মান করেন—সমরূপে অবস্থানকারী আমার দর্শনকারী । যিনি নিরন্তর মন্তাবে ধ্যান করেন, তাঁদের স্পর্ধা অসূয়া তিরস্কার নষ্ট হইয়া যায় । তিনি উপহাসশীল নিজ বান্ধবগণ, উচ্চনীচদৃষ্টি এবং দৈহিকী লজ্জা ত্যাগ-পূর্ব্বক কুকুর, চণ্ডাল, গোগর্দভ প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবেন । তাদৃশ দৃষ্টিসর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বনমস্কারের উপদেশপূর্ব্বক—যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে মন্তাব উপজাত না হয় । উক্তকাল কায়মনোবাক্যে এইরূপ উপাসনা করিবেন ।—সর্ব্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টিহেতু সজ্ঞাতজ্ঞাননিবন্ধন সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাত্মক হইয়া থাকে । অনন্তর তিনি মুক্তসংশয় ও সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী হইয়া সর্ব্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন । অতএব মৎকথাশ্রবণহেতু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরস্বরূপ আমি ব্রহ্মবাদিগণকে দ্বারস্বরূপ করিয়া শ্রোতৃগণের হৃদয়ে প্রতিফলন নূতনরূপে প্রবেশ করিয়া থাকি—প্রবেতোগণের প্রতি এই উপদেশে প্রতিফলন নূতনস্ব সৃষ্টিই ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ যাহা উক্ত হইয়াছে তাদৃশ উপাসনাকে প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন,—

অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধীচীনো মতো মম ।

মন্তাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৯।১৯)

সর্ব্বভূতে কায়মনোবাক্যবৃত্তি দ্বারা মন্তাবই সর্ব্বকল্পের (উপায়ের) মধ্যে সমীচীন মন্তাব—কৃষ্ণরূপী আমার উপাসনা । অন্তর্য্যামী-ভজন হইতেও শ্রীকৃষ্ণভজনের আধিক্য গীতায় উপসংহার বচনেও উক্ত হইয়াছে,—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশৈর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রাক্রুতানি মায়ায়া ।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাস্বতম্ ॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহাদ্গুহতরং ময়া ।

বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥

সর্বগুহতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

মন্যনা ভব মদ্বক্তো মদৃষাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ।

সর্বধন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং তাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা গুচঃ ॥

হে অর্জুন ! ঈশ্বর নিজ মায়াদ্বারা যন্ত্রাক্রুত ভূতরণকে ভ্রমণ করাইয়া সর্বভূতের হৃদয়ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন । হে ভারত ! তুমি সর্বভাবে তাঁহারই শরণাগত হও । তাহা হইলে তদনুগ্রহে পরমশান্তি ও নিত্যস্থান লাভ করিবে । আমি তোমার নিকট গুহ হইতে গুহতর জ্ঞান উপদেশ করিলাম । তুমি সর্বতোভাবে বিচারপূর্বক যাহা অভীষ্ট হয়, তাহাই কর । অতঃপর আমার সর্বগুহতম পরম বাক্য শ্রবণ কর । যেহেতু তুমি আমার অতি প্রিয়, সেজন্ম তোমার হিতার্থে বলিতেছি—আমাতে মন দিয়া আমার ভক্ত হও আমার ভজনে রত হও এবং আমাকে নমস্কার কর । তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে । তুমি সর্বধন্য পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব । অতএব তুমি শোক করিও না ।

এস্থলে গুহজ্ঞান অর্থে পূর্বাধ্যায় বর্ণিত জ্ঞান গুহতর জ্ঞান—অন্তর্য্যামি জ্ঞান এবং সর্বগুহতর জ্ঞান—ভগবদগতচিত্তাদিরূপে জ্ঞান এবং একমাত্র তাঁহারই শরণাগতিরূপ জ্ঞান । অতএব সর্বান্তর্য্যামি ভজন হইতেও উত্তমত্ব নিবন্ধন এবং ‘সর্বগুহতম’ বাক্যে সর্বশব্দের গ্রহণহেতু সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে শ্রীকৃষ্ণভজন সিদ্ধ হওয়ায় অবতারান্তরের ভজন হইতেও তদীয় ভক্তনের উত্তমতা সিদ্ধ হইতেছে ।

অতঃপর কৈমুত্যে গায়ে বলিতেছেন—

যো যো ময়ি পরে ধর্মঃ কল্যাতে নিষ্ফলায় চেৎ ।

তদায়াসো নিরর্থঃ শ্রাদ্ভয়াদেরিব সত্তম ॥ (ভাঃ ১১।২৯।২১)

হে উত্তম ! পরম পুরুষ আমাতে যে যে ধর্ম, তাহা যদি নিষ্ফলের জন্ত (ফলাভাবের জন্ত) কলিত হয়, অর্থাৎ ফল কামনায় অপিত না হয় তাহা হইলে শ্রাদ্ভাদির গায়ে তদ্বিষয়ক আয়াস (পরিশ্রম) অনির্থক হয় অর্থাৎ ব্যর্থ হয় না। “নিষ্ফলের জন্ত” এই পদটী ফলভোগাদিরূপ তত্ত্বজ্ঞির অন্তরায় সমূহের অভাবহেতু অনির্থকত্বের অতিশয় বিষয়ে তাৎপর্যযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীউদ্ধবও এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন—

নমোহস্ততে মহাযোগিন্ প্রপন্নমুশাধি মাম্ ।

যথা ত্বচ্চরণান্তোজ্ঞে রতিঃ শ্রাদনপায়িনী ॥ (ভাঃ ১১।২৯।৪০)

হে মহাযোগিন্ ! আপনাকে প্রণাম করি। যেভাবে ভবদীয় পাদপদ্মে অনপায়িনী ভক্তি হয়, এই শরণাগতি আমাকে তদ্রূপ অনুশাসন করুন। (অনুশিক্ষিত করুন)। অনপায়িনী—মুক্তিকালেও বর্তমান।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

আমি কি অত কথা বলতে পারি ?

কোন এক গ্রামে জনৈক ধনী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার জন্ম, ব্রহ্মচর্য, ক্রত, শ্রী—এই চারিটিরই অভাব ছিল না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে কুসঙ্গ প্রভাবে চিত্ত কুৎসিত হওয়ায়, সংসঙ্গ তাঁহার নিকট বিষবৎ মনে হইত। তিনি সর্বক্ষণ অসদ্বার্ত্তাতেই তাঁহার জীবনান্তিপাত করিতেন। বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার কুলক্ষণও তাঁহার চরিত্রে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎপরে যৌবনকালে বিবাহাদি করিয়া যথেষ্ট পুত্র-কন্যা লাভ করিলেন। তখন উপরি-উক্ত চারিটি মদে মত্ত হইয়া, পঞ্চ-মকার-সাধনকে জীবনের চরম কর্তব্য-জ্ঞানে ভোগানলে স্বতাহতি প্রদান করতঃ কাষ্ঠকে ইক্ষুদণ্ড ভাবিয়া তাহার কুশাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে তাঁহার অমূল্য-জীবন বৃথা অতিবাহিত হইতেছিল। তাঁহার পুত্রগণের বয়োবৃদ্ধি হইলে, পিতার ঐপ্রকার আচরণ তাঁহাদের

নিকট মোটেই ভাল লাগিত না, তাঁহারা পিতাকে অনেক সময় ভগবৎ-সেবা ও সাধুসঙ্গ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের কথায় তিনি বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করিতেন না। বোধ হয় পূর্বজন্মের স্মৃতির ফলেই পুত্রগণের স্বভাব বাল্যকাল হইতেই ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতিই আকৃষ্ট ছিল, তাই একদিনের জন্যও দুঃসঙ্গে পড়েন নাই। পিতার ঐসকল ব্যবহার তাঁহাদিগকে অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করিত। তাঁহারা পিতার মঙ্গলের নিমিত্ত সতত চিন্তা করিতেন। এইভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইবার পর, তাঁহাদের পিতার মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্যুকালে পার্শ্বস্থিত পুত্রগণ বলিতে লাগিলেন,—হে পিতাঃ! একবার ‘হরি’ বলুন ত’! কিন্তু তাঁহার জিহ্বা বাল্যকাল হইতে অসদ্বার্তায় অতিবাহিত হইয়াছে, আসন্ন মৃত্যুকালে তাহার জিহ্বায় কিপ্রকারে মঙ্গলময় শ্রীহরিনাম উচ্চারিত হইবে, তখন নিজ পুত্রগণকে কম্পিত ও জড়িত ভাষায় বলিতে লাগিলেন,—“আমি কি-অত-কথা-বলতে পারি ?”

এই আখ্যায়িকাটির মধ্যে কি শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমার গায় সর্বক্ষণ অসদ্বার্তায় রত ব্যক্তি মাত্রেরই আলোচ্য। ‘হরি’ এই কথাটি মাত্র দুইটি অক্ষর, আর “আমি কি অত কথা বলতে পারি” এই কথাগুলি বারটি অক্ষর, তিনি এক নিমিষের মধ্যে বারটি অক্ষর বলিয়া ফেলিলেন কিন্তু ‘হরি’ এই দুইটি অক্ষর তাঁহার জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

শাস্ত্র বলেন,—

“অসদ্বার্তা বেশ্যা বিমূঢ় মতি সর্বস্বহরিণীঃ”।

‘কৃষ্ণবর্তা বিনা আন,

অসদ্বার্তা বলি জান,

সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি,

জীবের দুর্লভ অতি,

সেই বেশ্যা মতি লয় হরি।”

কৃষ্ণবিষয় ছাড়া যে সমস্তবর্তা ব্যবহৃত হয় তাহাই অসদ্বার্তা, তাই শাস্ত্র অসদ্বার্তাকে বেশ্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া বেশ্যা যে প্রকার পর-পুরুষের মন হরণ করে, সেই প্রকার অসদ্বার্তারূপ ভয়ঙ্করী বেশ্যাও জীবের সুদুর্লভ কৃষ্ণ-বিষয়িণী মতি নিমিষের মধ্যে হরণ করিয়া লয়। তখন ‘হরি’ এই শব্দ-দ্বয় তাহার জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না।

যিনি জীবমাত্রকে বিষয়বাসনা হইতে উদ্ধার করিয়া দেহ, গেহ যথা-
সর্বস্ব হরণ করেন, তিনিই হরি, এই প্রকার যথাসর্বস্ব হরণকারী হরি,
পাছে ঐ ব্যক্তির সর্বস্বহরণ করেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণবিমুখিনী মায়া তাহার
জিহ্বা-জড়িত করিয়া হরিনাম-গ্রহণে তাঁহাকে বিমুখ করিল।

অসদ্বার্তায় রত ব্যক্তি আসন্ন-মৃত্যুকালে শ্রীহরির নাম বিস্মৃত হইয়া
এই প্রকার চিন্তা করিতে থাকে,—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা-বালাত্নজাত্নজাঃ।

অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥

এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।

অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোহন্ধং বিশতে তমঃ।

(ভাঃ ১১।১৭।৫৭-৫৮)

হায় ! আমার বৃদ্ধ পিতা, মাতা, শিশু-সন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তান-
গুলি আমা বিনা অনাথা ও দুঃখিতা হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন
ধারণ করিবে। এই প্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দ-বুদ্ধি
ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিগকে সর্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর ‘অন্ধ’ নামক তামস
যোনিতে প্রবেশ করে।

মানবগণ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সর্বপ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে গর্ব
করেন, একটু ধীরচিন্তে বিচার করিলে দেখা যায়, মানবের ঐপ্রকার
অভিমানের কানাকড়িও মূল্য নাই। কেননা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ
করিয়াও যদি হৃষীক দ্বারা হৃষীকেশের সেবা না হইল, তাহা হইলে মৃত
ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সমূহ স্তবর্ণ-কঙ্কণের দ্বারা ভূষিত করিলেও যে প্রকার শোভা
হয় না, হৃষীকপতির সেবাহীন ইন্দ্রিয়সকলও ঠিক সেই প্রকার।

“স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ, বিশ্বত্বো ন জাতুচিৎ”

বিষ্ণুর কথা সর্বক্ষণ স্মরণ করিতে হইবে, তাঁহাকে কখনও বিস্মৃত
হইতে হইবে না। যখনই জীব বিষ্ণুর স্মরণ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া
নিরন্তর মায়ার কীৰ্ত্তনে প্রমত্ত থাকেন, তখন মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া
অসদ্বার্তারূপ বেশা তাহার সর্বনাশ করে, ছদ্মবেশী মায়ার অসজ্জিত সংসার-
কারাগৃহে গৃহিনীর মুচ্ছিকিহাসিমাথা নির্জন আলাপ, বালকের স্তললিত

কোমল কণ্ঠে আধ, আধ বুলি, কনকের শ্রুতি-মধুকর শব্দ তাহার নিকট মধুবর্ষণ করিতে থাকে। তখন বাণীনাথের সেবা পরিত্যাগ করিয়া, জড়-বাণীর সেবাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়।

বাণীনাথের স্মৃতিফল —

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি ।

সত্বশ্চ শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥

(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ-কল্যাণ-বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ শুদ্ধ এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমভক্তি লাভ হয়।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-যুগলকে অনুক্ষণ স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। অনুক্ষণ অর্থাৎ “কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্তা কৃষ্ণ বলহ বদনে” ॥ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবানের গুণকীর্তন ছাড়া ইতরবাক্যে যেন জীবন ব্যয়িত না হয়। যদি অনুক্ষণ ভগবৎ-স্মৃতি না হয় তাহা হইলে অমঙ্গল অর্থাৎ প্রজন্ম, অসদ্বার্তারূপ যোষিৎসঙ্গ হইয়া যাইবে। জ্ঞান, বিজ্ঞানযুক্ত যে প্রেমভক্তি তাহা লাভ হইবে না।

বিলে বতোরুক্ৰমবিক্রমান্ যে ন শ্বতঃ কর্ণপুটে নরশ্চ ।

জিহ্বাসতী দাদ্দুরিকেব স্মৃত ন চোপগায়ত্মারুগায় গাথাঃ ॥

(ভাঃ ২।৩।২৪)

যে ব্যক্তির কর্ণ ভূরি-গুণ-সম্পন্ন শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করেন না, তাহার কর্ণদ্বয় বৃথা ছিদ্রমাত্র। যে জিহ্বা শ্রীভগবানের বিক্রম কীর্তন করে না, সে জিহ্বা ভেক-জিহ্বাসদৃশ, আষাঢ়ের বারিবর্ষণে যখন নদ, নদী, পুষ্করিণীসমূহ জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখন গহ্বরস্থিত অবোধ ভেক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ‘গেঁয়র’ ‘গেঁয়র’ শব্দে উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিতে করিতে তাহার গমনরূপ কালসর্পকে তাহার সন্ধান জানাইয়া দেয়, তখন সর্প সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ভেকের গহ্বরে প্রবেশ করতঃ তাহাকে গ্রাস করিয়া নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। সেই প্রকার ভেকের ন্যায়, যে-সকল ব্যক্তি বিষয় কোলাহলে মত্ত থাকেন তাঁহারা স্বেচ্ছায় কালরূপ মহানাগকে আহ্বান করিয়া বহুমূল্য জীবন বিসর্জন করেন।

“কৃষ্ণের অধরামৃত,

কৃষ্ণ গুণ-চরিত,

সুধাদার স্বাদুবিনিন্দিত।

তার স্বাদ যেনা জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,

সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম ॥”

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্ ।

কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোহকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥

(ভাঃ ৬।৩।২৯)

যমরাজ যমদূতগণকে বলিলেন, যাঁহার জিহ্বা ভগবদ্গুণগান করে না, যে-ব্যক্তির চিত্ত ভগবানের পাদপদ্মদ্বয় চিন্তা করে না, যাঁহার মস্তক ভগবানের পাদপদ্মে নত হয় না, সেইপ্রকার অসং ব্যক্তিকে আমার নিকট আনয়ন করিবে—তাহারাই আমার দণ্ডা । কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি ভগবানের বাণী-কীর্তনে সৰ্ব্বক্ষণ রত, তাঁহাকে স্বয়ং যমও ভয় করেন ।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে ।

পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥

এই ইতর-ব্যোমের শব্দসমূহদ্বারা কোন প্রকারেই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না । ইহ জগতের শব্দ আর শব্দীতে পার্থক্য রহিয়াছে । কিন্তু পরব্যোমের যে-শব্দ, সে-শব্দ এপ্রকার সামান্য শব্দ নহে, তাহা শব্দব্রহ্ম ।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশৈতন্তরসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনঃ ॥

পরব্যোমের শব্দ আর শব্দীতে কোন পার্থক্য নাই । “যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি । নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি ॥” ইহ জগতে শব্দের আদান প্রদানেতেই যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয় । সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি, ঘেঁষ, হিংসা, স্নেহ, সম্মান ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে হইয়া থাকে । শব্দ মানুষকে বাতুল করিয়া তোলে । শব্দহীন ব্যক্তিকে মৃত বলে । অতএব শব্দই মূল । ‘রুদ্ধ-দ্বারগৃহের অভ্যন্তরস্থিত নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে যেমন ইঙ্গিত কোন কার্য্য করিতে পারে না ; একমাত্র শব্দের সাহায্যেই তাহাকে জাগান যাইতে পারে তদ্রূপ বিষয়কলুষে কলুষিতচিত্ত অসদ্বার্ভার ক্রোড়ে নিদ্রিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে হইলে একমাত্র মঙ্গলময় শ্রীহরির নামই সম্বল । তাহা ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর নাই । সেই মঙ্গলময় শ্রীহরির বার্তা ষড়্বেগজয়ী মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ভগবানের নিজজন সাধুর নিকট হইতে শ্রবণ করিতে হইবে । সাধুর নিকট হইতে বাণীনাথের বীৰ্য্যবতী বাণী শ্রবণ

করিলে অসংসঙ্গ দূরীভূত হইয়া যায়। তখন অসদ্বার্তারূপ বেশী তাহাকে মোহন করিতে সমর্থ হয় না—লজ্জিতাবস্থায় অপাশ্রিতভাবে অবস্থান করে মাত্র। তখন নাম গ্রহণের জন্ত এই প্রকার আন্তি হয়।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলক্ৰয়ে।

কর্ণক্ৰোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণদর্শুদেভ্যঃ স্পৃহাম্ ॥

চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্কেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং।

নো জানে জনিতা কিয়দ্বিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদয়ী ॥

(বিদগ্ধমাধব ১।১২)

‘কৃষ্ণ’ এই দুটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানি না, দেখ যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (জিহ্বায়) নৃত্য করে তখন বহু তুণ্ড পাইবার জন্ত রতি বিস্তার করে। যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখন অর্কুদ কর্ণের জন্ত স্পৃহা জন্মায়। যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদ্ভিত হয় তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকেই বিফল করে। বহু কথার সেবা করা অর্থে বেশার সেবা করা। বেশার সেবাবর্জন করিয়া ‘এক কথা’ গ্রহণ করিলে অর্থাৎ অসংসঙ্গ ত্যাগ করিয়া হরির কথা সাধুসঙ্গে সর্কক্ষণ নাম উচ্চারণ করিলে কালরূপ সর্প গ্রাস করিতে পারেনা। কিন্তু হায়! কুকুরের লেজ যেমন সোজা করা যায়না, সেই প্রকার সাধুগণ আমাকে যতই উপদেশ করুন না কেন, আমি উপরি-উক্ত পঞ্চমকার সাধনে রত হইয়া বলিয়া বসি—
“আমি কি অত কথা বলিতে পারি?”

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রাদ্ধ

শ্রদ্ধাপূর্বক পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্নাদি দানকে ‘শ্রাদ্ধ’ কহে। গোভিল-সূত্রে দেখা যায় “শ্রদ্ধান্বিতঃ শ্রাদ্ধং কুর্বাতি” অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। পুলস্ত্য-সংহিতায়ও শ্রাদ্ধের লক্ষণ বলা হইয়াছে—

“সংস্কৃতব্যাঞ্জনাত্যক্ষ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্।

শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগততেক ॥”—

সুসংস্কৃত ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত-সংযুক্ত অন্ন যাহা শ্রদ্ধাপূর্বক প্রদত্ত হয় সেই অর্পণরূপ কণ্ঠ্যই ‘শ্রাদ্ধ’ নামে অভিহিত। অমরকোষ বলেন,

‘শাস্ত্রোক্তবিধানেন পিতৃ-কর্ম’ শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ। বেদের কর্মকাণ্ডে—তত্ত্বদধিকারী ব্যক্তিগণের জন্ত এই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। পুরাণাদিতে, ভার্গবীয় মনুসংহিতা-গ্রন্থে শ্রাদ্ধ-বিধি সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বরাহপুরাণে শ্রাদ্ধোৎপত্তির বিষয়ে লিখিত আছে যে, মনুবংশোদ্ভূত ‘আত্রেয়’ নামক জনৈক মুনির ‘নিমি’ নামে এক ধার্মিক পুত্র ছিলেন। ঐ পুত্র সহস্র বৎসর তপস্শাচরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। মুনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া শোকসন্তাপ-নিবারণের জন্ত পুত্রের উদ্দেশ্যে ফলমূল প্রভৃতি নানাবিধ উত্তম দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। তখন সেইস্থানে নারদ মুনি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, এই কার্যের নাম পিতৃযজ্ঞ, পূর্বে ব্রহ্মা এই কার্য্য নির্দেশ করিয়াছেন।” তখন হইতে জগতে শ্রাদ্ধ নামক কর্মের প্রচলন হয়। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রাদ্ধের প্রকার, শ্রাদ্ধের কাল অধিকারী প্রভৃতির সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধ-বিবেকধৃত বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বুদ্ধি, সপিণ্ডন, পার্শ্বণ, গোষ্ঠী, শুদ্ধার্থ, কন্ম্যজ, দৈবিক, যাত্রার্থ ও পুষ্ঠার্থ ভেদে শ্রাদ্ধ দ্বাদশ-প্রকার। ভবিষ্যপুরাণে এই সব শ্রাদ্ধের লক্ষণ বর্ণিত আছে। (১) প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধই—নিত্যশ্রাদ্ধ; (২) কেবল এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কৃত শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক; (৩) সঙ্কল্প করিয়া কামনাসিদ্ধির জন্ত শ্রাদ্ধ—কাম্য; (৪) বুদ্ধি বা অভ্যুদয়ের কারণ উপস্থিত হইলে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহা—বুদ্ধিশ্রাদ্ধ (৫) মৃত ব্যক্তিকে প্রেতযোনি হইতে মুক্ত করিবার জন্ত মৃত্যুর এক বৎসর অন্তে পিতৃপিতৃগণের সহিত প্রেতপিতৃগণের মিশ্রণ করিয়া একত্র পিণ্ড-ভোজনের যে কার্য্য তাহাই সপিণ্ডকরণশ্রাদ্ধ; (৬) অমাবস্তা বা পূর্ণদিনে অনুষ্ঠানের শ্রাদ্ধই পার্শ্বণশ্রাদ্ধ; (৭) পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীগণের (জাতিগণের) মধ্যে শুদ্ধি নিমিত্ত অনুষ্ঠিত যে শ্রাদ্ধ তাহাই গোষ্ঠী-শ্রাদ্ধ; (৮) শুদ্ধির জন্ত অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ—শুদ্ধার্থ; (৯) গর্ভধান, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি সংস্কারকার্য্যে যে শ্রাদ্ধ তাহাই কন্ম্যজ; (১০) দেবতাগণের অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ—দৈবিক; (১১) তীর্থ বা দেশান্তরগমনকালে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ—যাত্রার্থ (১২) শরীর ও অর্থাদি বুদ্ধির জন্ত যে শ্রাদ্ধ তাহা—পুষ্ঠার্থ।

কন্ম্যজড় ব্যক্তিগণের ধারণা এই যে, মানব মৃত্যুর পর প্রেততাবাপন্ন হয়, পরে পুত্রাদি আত্মীয় বা জাতিবর্গ তাহার (ঐ প্রেতের) উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি

কার্য্য করিলে প্রেতযোনি হইতে প্রেতের মুক্তি হয়। এই ধারণানুসারে মৃত ব্যক্তির দেহ-ত্যাগের দিন হইতে ব্রাহ্মণ একাদশ দিবসে, ক্ষত্রিয় ত্রয়োদশ দিবসে, বৈশ্য ষোড়শ দিবসে এবং শূদ্র একবিংশ দিবসে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন ও পরে প্রতিমাসে মৃত্যুর তিথিতে “একোদ্দিশ্ঠ শ্রাদ্ধ” এবং একবৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। দাহ হইতে বর্ণানুসারে জলশস্ত্র প্রভৃতির স্পর্শ পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া তাহার নাম “আশ্ব-ক্রিয়া” মাসিক একোদ্দিশ্ঠ শ্রাদ্ধকে মধ্যক্রিয়া ও প্রেত একবৎসর অন্তে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডীকরণের পর যে সকল শ্রাদ্ধক্রিয়া তাহাকে অন্ত্যক্রিয়া বলা হয় (বিষ্ণুপুরাণ ৩।১৩।৩৪-৩৫)। কৰ্ম্মকাণ্ডের শ্রাদ্ধবিধানমতে যে পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধৈকোদ্দিশ্ঠ শ্রাদ্ধ বারমাসে কর্তব্য; বারটি মাসিক শ্রাদ্ধ, দুইটি ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডীকরণ—সাকল্যে এই ষোলটি শ্রাদ্ধ না করা হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মৃত পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে মৃত পুরুষের স্মৃষ্ণ দেহ একবৎসর পরে প্রেত-দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়।

“কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।

প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে।”

শ্রাদ্ধতত্ত্বমৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন ৬২ সংখ্যা এবং লঘুহারীত বাক্যানুসারে এই সপিণ্ডীকরণান্ত ষোলটি প্রেতশ্রাদ্ধ দ্বিজাতিগণের পক্ষান দ্বারাষ্ট অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।

শ্রাদ্ধাদিতে বিত্তশাঠ্য পরিহারপূর্ব্বক দান এবং বেদবিৎ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার বিধি আছে। গ্রামযাজক বা যাহারা বেতনগ্রহণপূর্ব্বক পাঠ বা অধ্যাপনা করেন কিংবা দেবল অর্থাৎ অর্থগ্রহণ-পূর্ব্বক নানা দেবতার পূজাদি করিয়া উদর সংস্থান করেন এইরূপ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে অপাংক্ত্যেয় বলিয়া গণ্য হইবেন (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।৬-৭)। গয়া গমন-পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত হন। প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বক পরলোকগত স্মার্ত্তপণ্ডিতবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া মরণ পর্য্যন্ত কৰ্ম্মজড় দেহারামী ব্যক্তিগণের কৃত্যমূলক অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব নামে একখানি বৃহৎসংগ্রহগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কৰ্ম্মজড় সমাজে বিখ্যাত হন। বর্ত্তমান অধিকাংশ হিন্দু-নামধারী ব্যক্তিগণ মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের এই কৰ্ম্মপালনেই বদ্ধ।

স্মার্ত রঘুনন্দন ‘অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের’ অন্তর্গত শ্রাদ্ধতত্ত্বনামে একখানি স্মৃতিনিবন্ধগ্রন্থে কৰ্ম্মকাণ্ডান্তর্গত শ্রাদ্ধবিধি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। একটু সদসদ্বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিই ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কৰ্ম্মকাণ্ডের ছেলে ভুলান কথাগুলি বুঝিতে পারেন। ঐ গ্রন্থে নিত্য আত্মা বা পরমাত্মা শ্রীভগবানের সম্বন্ধে আলোচনা নাই—কেবল কি করিয়া বদ্ধজীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ভোগ ইহকালে ও পরকালে হইতে পারে, তাহারই আলোচনা বিশেষভাবে এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

মানবগণের অধিকারভেদে শাস্ত্রেরও ভেদ। সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট মানবগণের জন্ত সাত্ত্বিক শাস্ত্র, আর রজোগুণবিশিষ্ট মানবগণের জন্ত রাজসিক শাস্ত্র, এবং তমোগুণাবৃত ব্যক্তির জন্ত তামসিক শাস্ত্র, আর নিগুণ পুরুষগণের জন্ত শুদ্ধভক্তি-প্রতিপাদক নিগুণ শাস্ত্র। অধিকারভেদে মানবের স্বভাব ও শ্রদ্ধাভেদ। অধিকারগত স্বভাব অনুসারে স্কৃতিফলে শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাকে ‘বিশ্বাস’ কহে। শ্রীমদ্ভাগবত—নিগুণশাস্ত্র। ভাগবতে নির্মূল ও অকৈতব ভগবদ্ভক্তির কথার আলোচনা আছে। এই জন্ত ভাগবত শাস্ত্রশিরোমণি। ভাগবত বেদকল্পতরুর সুপক্ব ফল। ভাগবত—বেদের সারনির্যাস ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, নিগুণভাবাবৃত ব্যক্তিগণেরই শ্রীমদ্ভাগবতে নৈষ্ঠিকী ও ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা উদ্ভিত হয়। যাহাদের ভাগবতে শ্রদ্ধা উদ্ভিত হইয়াছে, তাহারা জানেন—

“শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে, সূদৃঢ় নিশ্চয়।

কৃষ্ণ ভক্তি কৈলে সৰ্বকৰ্ম্ম কৃত হয় ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১১।৩।৩৪-৪৪)—

“কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম বিকৰ্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।

বেদশ্চ চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহুৰ্ত্তি স্মরয়ঃ ॥

পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানামনুশাসনম্।

কৰ্ম্মমোক্ষায় কৰ্ম্মাণি বিধত্তে হৃগদং যথা ॥”

কৰ্ম্ম, অকৰ্ম্ম ও বিকৰ্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয়—তাহাও বেদবাদ। বেদ ঈশ্বর স্বয়ং স্মৃতরাং যিনি যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন না কেন—পণ্ডিতাভিমानी পুরুষেরাও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ। ইহা মূঢ়-লোকের পক্ষে অনুশাসন অর্থাৎ যাহাদের প্রবৃত্তি সর্বদা অসাধু পথে ধাবিত

তাহাদের উদ্যম প্রবৃত্তিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্কোচিত করিবার জন্ত এই সকল পুণ্য-কর্মাদির বিধি। পীড়িত লোককে রোগনিবারণের জন্ত যেরূপ ঔষধ প্রদান করা হয়, সেইপ্রকার কর্মরূপ পীড়ার জন্তই কর্মবিধান। শ্রীমদ্ভাগবত (১২।২।৩৫) আরও বলিয়াছেন,—

“বেদা ব্রহ্মাণ্যবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।

পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥

সাধারণ মানুষের চক্ষে এসকল বেদ-মন্ত্র কর্ম, দেবতা ও যজ্ঞরূপ ত্রিকাণ্ড-ময়। বেদের সমস্ত মন্ত্রই পরোক্ষবাদ (পর অতীত অক্ষ ইন্দ্রিয়) অর্থাৎ মারাবাদীর অপরোক্ষ—যাহা অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই উহার তাৎপর্য্য নহে, পরমার্থই গূঢ়তাৎপর্য্য। ঐ মন্ত্রসকলের দ্রষ্টা ঋষিগণ পরোক্ষকে ভগবানের প্রিয় জানিয়া পরোক্ষবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। এইজন্য মুণ্ডক-শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, কর্মদ্বারা আত্মধর্ম লাভ হয় না জানিয়া ব্রাহ্মণ আত্মধর্মবিজ্ঞানের জন্ত সমিৎপাণি হইয়া শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত নিপুণ কৃষ্ণ-ভট্টবিৎ গুরুর নিকট অভিগমন করিবেন। সেই প্রকার বিদ্বান্ গুরুদেব প্রপন্ন শিষ্যকে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিবেন।

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্জায় কর্ম হি।

ন রাতি রোগিনোহপথ্যং বাজ্ঞাতোহপি ভিষক্ক্ষমঃ ॥

(ভাঃ ৬।২।৫০)

যিনি স্বয়ং আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় অবগত আছেন এইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ কখনও অজ্ঞকে কর্মের বিষয় উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্য অভিলাষ করিলেও সাধুবৈদ্য কখনও তাহা প্রদান করেন না। যেসকল দুষ্কৃত ব্যক্তি এইরূপ নিক্ষিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় নাই তাহারাই বেদের আড়ম্বরপূর্ণ কর্মপাশে বদ্ধ হইয়া সংসারচক্রে ঘূড়িয়া বেড়ান। কর্ম তাহাদিগকে—

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।

দণ্ডাজনে রাজা, যেন নদীতে চুবায়।”

শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলোপাখ্যানে যমরাজ যমদূতগণকে বলিয়াছিলেন,—
(৬।৩।২৫) জৈমিষ্ঠাদি বা মন্বাদি ঋষিগণ—যাহারা জগতের লোকের নিকট মহাজন বলিয়া প্রচলিত, তাহারাও ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাহাদের মতি দৈবী মায়াতে বিমোহিত হওয়ায় তাহারা বেদের আপাত-

রমণীয় মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহ মুগ্ধ। স্মৃতিরাজ্য তাঁহার। দ্রব্যাহুষ্ঠান ও যন্ত্রাদি বিস্তারিত আরম্ভপূর্ণ ও লৌকিক প্রতিষ্ঠাদিযুক্ত কর্মে নিযুক্ত হইবার জন্য লোকদিগকে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগীতায় (১৬।৬) ভগবান্ জগতে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—‘দৈব’ ও ‘অসুর’। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণই দৈব এবং যাহারা তদ্বিপরীত, তাহারাই আসুরস্বভাবযুক্ত। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণের লক্ষণ এই যে, তাঁহার। একমাত্র বিষ্ণুর পরমপদে নিত্যকাল শরণাগত। তাঁহার। জানেন—একমাত্র বিষ্ণুসেবা দ্বারাই দেব, ঋষি, পিতৃ, নৃ, ভূতদেবকলেরই সন্তোষবিধান হয়। তাঁহার। নামপরায়ণ। তাঁহার। নামাপরাধী নহেন। তাঁহার। কৃষ্ণে সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট। তাঁহার। দেহ ও মনোধর্ম্যে আসক্ত নহেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী

উদার ধর্ম

বৈষ্ণবধর্মের উদারতা সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার ধারণা পোষণ করেন। বৈষ্ণবধর্ম শব্দদ্বয় কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই কেহ কেহ সাম্প্রদায়িকতা, নীচতা, অসুদারতা, শিষ্টতার অভাব, অকর্মণ্যতা প্রভৃতি দোষসমূহ ইহাতে আরোপ করিতে উদ্যত হন।

অক্ষজ্ঞানের ধারণায় আমরা শব্দের অর্থ নিরূপণ করিয়া থাকি। ইহাতে অনেক সময় আমরা ভ্রান্তিতে পতিত হই। যেমন ‘ইন্দ্র’ শব্দে তিন শ্রেণীর লোকে তিন প্রকার ধারণা ক’রে থাকেন—অজ্ঞ লোকের এক প্রকার ধারণা, সাধারণ লোকের এক প্রকার এবং বিজ্ঞ ব্যক্তির অন্য প্রকার। ‘ইন্দ্র’ শব্দটি ইন্দ্ + র্ নিপ্পন্ন। ‘ইন্দ্’ সৌন্দর্য্যার্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম শ্রেণীর শিশুগণ, যাহারা শাস্ত্রবিদ নহে, তাহার। ‘ইন্দ্র’ শব্দটি শ্রবণ করিয়া মনে করিবে, তাহার সহপাঠী ইন্দের কথা! তার ঐশ্বর্য্য হয় ত’ মোটেই নাই। হয় ত’ সে এমন দরিদ্র যে, পরিধানে শত ছিদ্র-যুক্ত বস্ত্র।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক, যিনি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি মনে করিবেন, ‘ইন্দ্র’ ‘শব্দে’ দেবরাজ ইন্দ্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর যিনি শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত, তিনি মনে করবেন, দেবরাজ ইন্দের ঐশ্বর্য্য সাময়িক।

কিন্তু পরব্রহ্ম পরম-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সূতরাং তাঁহাকে ইন্দ্রশব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য সেই পরমপুরুষ ভগবানের ঐশ্বর্য্যের নিকট ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সূতরাং অক্ষজ্ঞানের দ্বারা যাহা আলোচনা করি, তাহা ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবনা।

শ্রোতপথে আলোচনা করিলে ‘বৈষ্ণব’ শব্দের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। ‘বিষ্ণু’—‘বিষ্+ত্বক্’। ‘বিষ্’ ‘ব্যাপ্তি’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার যতদূর ব্যাপ্তি, আমরা তা’র ঠিক ততদূর ধারণা করিতে পারি। ব্যাপ্তি ৩ প্রকার—(১) স্থানগত, (২) কালগত ও (৩) পাত্রগত। যেমন মনে করুন, একটি ঘড়ি বিনয়বাবুর টেবিলের উপর রহিয়াছে। ইহার স্থানগত ব্যাপ্তি এই যে, ঘড়িটি বিনয়বাবুর গৃহে, কালগত ব্যাপ্তি ইহাতে যতট বাজিয়াছে এবং পাত্রগত ব্যাপ্তি— ইহা টেবিলের উপর। ঘড়ির ব্যাপ্তি অনিত্য কারণ, ইহার ত্রিবিধ ব্যাপ্তিই অচিরে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ‘বিষ্ণু’-বস্তু তদ্রূপ নয়। বিষ্ণু—যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। শ্রুতিতে দেখিতে পাই—“ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়” সুরিগণ সর্বদাই বিষ্ণুপদ দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার স্থানগত, কালগত ও পাত্রগত ব্যাপ্তির নিত্যত্ব আছে। তিনি অখণ্ডকালে বিরাজমান এবং তিনি যে ধামে বিরাজিত সে ধামও নিত্য। সূতরাং ‘বিষ্ণু’ শব্দটি উদারতাবাচক ‘বিষ্ণু’র সহিত যাহার সম্বন্ধ তিনিই “বৈষ্ণব”! বিষ্ণু+ক করিয়াই ‘বৈষ্ণব’-পদ সাধিত হইয়াছে।

বৃ+মন্=ধর্ম। সোজা কথায় আমরাগিকে যে জিনিষ ধরিয়া রাখে সেটাই হইল আমাদের ধর্ম। যেমন জলের ধর্ম তরলতা। তরলতা বাদ দিয়া জল থাকে না। যদি প্রশ্ন হয়—জল যদি বরফ হয়, তবে কাঠিন্য তাহার ধর্ম হইবে না কেন? তাহার উত্তরে বলা যায় যে, জলের স্বাভাবিক ধর্ম তরলতা। কিন্তু কোন আগন্তুক কারণ বশতঃ উহা বরফ হইয়া যায়। বরফ জলের স্বাভাবিক অবস্থা নয়, ইহা কৃত্রিম স্বভাব নিত্যকাল কোন বস্তুকে ধরিয়া রাখে, তাহাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম, যে জিনিষ নিত্যকাল আমরাগিকে ধরিয়া রাখিয়াছে সেটাই আমাদের নিত্যধর্ম। যখন দেহটাকে আমি বলিয়া মনে করি, তখন দেহের স্বভাবই (অর্থাৎ কর্ম করাই) আমার ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার যখন মনকে কেন্দ্র করি তখন মনের ধর্মই আমার ধর্ম মনে হয়। মনের

নিপাসাই হইল জ্ঞান আহরণ। আবার যখন দেখি আত্মারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হই, তখন আত্মার যে ধর্ম পরমাত্মার কাছে ছুটিয়া যাওয়া এবং তাহার নিত্য সেবা, তাহাই আমার ধর্ম হয়।

এই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, বড় ছোটকে আকর্ষণ করিতেছে। সেইরূপ পরমাত্মা আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে। মায়ার ব্যবধান না থাকিলে আত্মা পরমাত্মার সেবা করিতেই প্রভাবিত হয়। যখন জাহ্নবী কুলুকুলুনাদে সাগরের দিকে প্রভাবিত হয় তখন যেমন কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারে না, সেইরূপ মায়ার ব্যবধান যখন সাধুর কৃপায় কাটিয়া যায়, তখন আত্মা পরমেশ্বরের দিকে সেবার জ্ঞাত এমনই বেগে ছুটিয়া যায় যে, কেহই তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। অনন্ত বিশ্ব তাহার রিক্রদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইলেও কিছু করিতে পারে না। যাহারা ঐপ্রকার অপ্রতিহতগতিতে বিষ্ণুর সেবা করেন সেই সকল মহাত্মাগণই বৈষ্ণব। স্থানগত, কালগত ও পাত্রগত ব্যাপ্ত ধর্মের ধর্মী সেই বিষ্ণুর উপাসক যাহারা, তাহাদের উদারতা স্বাভাবিক। তিনি উদার, তিনি বদান্ত, সহিষ্ণু, সুন্দর, মহান্, সরল ও পরম সৌন্দর্য্যবান্। বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম বিশেষরূপে প্রচারিত। দক্ষিণদেশে আচার্য্য-চতুষ্টয়—মধ্ব, রামানুজ, নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী—বৈষ্ণবগণের কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমধ্ব তুঙ্গদ্বৈত, শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত, শ্রীনিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈত এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী তুঙ্গাদ্বৈতবাদের প্রচারক। শ্রীমন্ন্যহাপ্রভু তাহাদের দার্শনিক বিচারের অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্মের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রহিয়াছে। শ্রীল করিবাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দয়া সম্বন্ধে বলিতেছেন—
“চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার ॥”

একদিন নীলাচলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হ'য়ে শ্রীল স্বরূপ-দামোদর বলিতেছিলেন,—

হেলোকুলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া

শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তাপিতোন্মদয়া।

শশ্বত্তুক্তিভিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া

শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূষাদমন্দোদয়া ॥

—এই জগতের যত কিছু দয়া সমস্তই মন্দোদয়দয়া। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-দেবের দয়া অমন্দোদয়দয়া। যেমন আমি মিষ্টি খুব ভালবাসি, আল্লীর স্বজন আমাকে খুব মিষ্টি দিলেন। পরিশেষে আমি উদরাময়ে বা কুমিরোগে আক্রান্ত হইলাম। এই প্রকারে পরিশেষে মন্দের সৃষ্টি করে বলিয়াই এই জাগতিক দয়া মন্দোদয় দয়া। কিন্তু মহাপ্রভুর দয়ায় পরিণামে মন্দ উদয় করাইবার কিছুই নাই, পক্ষান্তরে নিরন্তর সেবা-সুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই দয়ার মূর্তবিগ্রহ যে ধর্ম সেই ধর্মের গ্রায় উদার ধর্মের কথা কেহ কল্পনায় আনিতে পারেন কি?

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

মূর্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ বৈরাগ্যসারসুহৃদান্ নৃলোকে।

সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সदैক তস্মৈ নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ॥

“এই মহাপুরুষ কি মূর্তিমতী ভক্তি অথবা বৈরাগ্যের সার বিগ্রহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।” —কৃতি পুরুষগণ বাঁহাকে দর্শন করিয়া সর্বদা এইরূপ বিচার করেন, সেই শ্রীল নরোত্তম প্রভুকে আমি প্রণাম করি।” —আচার্য্যবর্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইরূপে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়াছেন।

পদ্মাবতী নদী হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে, বোরালিয়া হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তরদিকে শ্রীখেতুরী বা শ্রীখেতরী অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দিতে আবিভূত হন। আধুনিক রাজসাহী-অঞ্চলে একজন রাজোপাধিক বড় জমিদার শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত ও তাঁহার ভাগ্যবতী সহধর্ম্মিণী শ্রীনারায়ণীকে পিতা ও মাতরূপে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগোরাঙ্গের পার্শ্বদেবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-দিবস অথবা কোন কোন মতে মাঘী পূর্ণিমা-তিথিতে অবতীর্ণ হন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবীর নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত “শ্রীগোরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ ॥” —এই ছয় শ্রীবিগ্রহ এখনও খেতুরী-গ্রামে শুদ্ধভক্তগণের

নয়নাভিরামরূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীগৌরাজের বামে লক্ষ্মীপ্রিয়া ও দক্ষিণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিরাজিতা। সর্বদক্ষিণে শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরাধাকান্ত। শ্রীব্রজমোহন শ্রীবিগ্রহের পরিবর্তে এখন শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। এই পঞ্চ শ্রীবিগ্রহই শ্রীমতী-সহ বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে প্রায় সার্ব্ব দুইহস্ত পরিমিত দীর্ঘ একটি কৃষ্ণ প্রস্তর রহিয়াছে। কিংবদন্তী, এই স্থানে বসিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীহরিনাম করিতেন।

শ্রীনরোত্তমের আবির্ভাবে শ্রীখেতরীতে সর্বমঙ্গলের আবির্ভাব হইল। পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসবের দিবস এক পরম ভাগ্যবান্ দৈবজ্ঞ সেই অতিমর্ত্য শিশুর দর্শন লাভ করিয়া দিব্যজ্ঞানে বিভাবিত হইলেন এবং শিশুর নরোত্তম নাম রাখিলেন; কারণ ইনি মনুষ্য নহেন, মনুষ্যকুলের উদ্ধারকর্তা জগদগুরু মহাপুরুষ। মুখে অন্ন প্রদানকালে শিশুরূপী মহাভাগবতবর শ্রীকৃষ্ণানন্দের গৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের প্রসাদ ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করিলেন না। এইভাবে শিশুর অন্নপ্রাশন উৎসব সম্পন্ন হইল।

বাল্যকাল হইতে রাজকুমার শ্রীনরোত্তমের বৈরাগ্যের ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণভক্ত, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীহরিনাম ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে স্বাভাবিকী প্রীতি দর্শন করিয়া খেতুরী-বাসিগণ চমৎকৃত হইলেন। রাজকুমারের বৈষয়িক কার্য্যে উদাসীনতা ও শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবে স্বাভাবিক আসক্তি লক্ষ্য করিয়া রাজা কৃষ্ণানন্দ ও পুত্রগতপ্রাণা নারায়ণী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পুত্রকে সর্বক্ষণ সন্নিকটে রাখিলেও তাঁহাদের হৃদয়ের আশঙ্কা দূর হইল না। যাতাপিতা পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীল নরোত্তম নির্জনে প্রেমাবিষ্ট-চিত্তে ব্যাকুল-অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সেবা প্রার্থনা করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় স্নাত হইতেন। কখনও বা তিনি বিষয়িগণদ্বারা পরিবৃত হইয়া বন্দি-প্রায় আছেন, এইরূপ মনে করিয়া—“হা গৌরাজ! হা নিতাই! হা অবৈত!” এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতেন।

শ্রীখেতরী-গ্রামবাসী শ্রীকৃষ্ণদাস-নামক কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ একজন বিপ্রে-র নিকট শ্রীনরোত্তম প্রত্যহই গমন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্শ্বদ-বৃন্দের অদ্ভুত চরিতকথা শ্রবণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীনরোত্তমকে শ্রীগৌরসুন্দরের আদি, মধ্য ও অন্তলীলা, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅবৈতের

অদ্ভুত চরিত, শ্রীগদাধর-প্রমুখ পার্শদগণের শ্রীচৈতন্যপ্রীতির কথা প্রভৃতি শ্রবণ করাইতেন ; প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কথাও বলিতেন। “শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনাদিসহ ভুবনমঙ্গল কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গলাভ হইল না,” —এইভাবে খেদ করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় স্নাত হইয়া শ্রীনরোত্তম আপনাকে শত-শত ধিক্কার প্রদান ও বিরহ-সন্তপ্তহৃদয়ে আত্ম-ক্লেশন করিতে করিতে অনাহারে, অনিদ্রায় দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেন।

এমতাবস্থায় দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে একদিন শ্রীল নরোত্তম নিদ্রাবিষ্ট হইলেন। তখন শ্রীগৌররায় স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ আবিভূত হইলে শ্রীনরোত্তম নিজ মস্তকে শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদযুগল ধারণ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিস্মৃত বাহ্যযুগলের দ্বারা শ্রীনরোত্তমকে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া স্নেহময় মধুর বাক্যে বলিলেন, —“নরোত্তম ! তোমার আত্ম-ক্লেশনে আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি চিন্তা করিও না, অচিরেই তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত শ্রীব্রজে গমন করিতে পারিবে ও তথায় আমারই নিজজন, আমার অভিন্নবিগ্রহ, বিরক্তশিরোমণি শ্রীলোক-নাথের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া তোমার অভিষ্ট-ফল লাভ করিতে পারিবে। তোমার দ্বারা আমার অনেক কার্য্য আছে। তুমি আমার অন্তর্দ্বানের পর জগতে উজ্জলরসময়ী ভক্তি প্রচার করিয়া আমার মনোইভীষ্ট পূর্ণ করিবে। আমার অন্তরঙ্গ পার্শদ শ্রীসনাতন শ্রীকৃপাদি গোস্বামিগণের অন্তর্দ্বানের পর তাঁহাদেরই প্রচারিত শুদ্ধভক্তি তোমার দ্বারা জগতে পুনরায় বিস্তারিত হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দরের এইসকল বাণী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীনরোত্তম স্বপ্নসমাধি হইতে উখিত হইলেন। প্রভুর অদর্শনে শ্রীনরোত্তমের বিরহ-সিদ্ধু আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ; তিনি অধিকতর ব্যাকুল হইয়া ভূমিতে লুপ্তিত হইলেন এবং ‘শ্রীগৌর’, ‘শ্রীনিত্যানন্দ’, ‘শ্রীঅদ্বৈত’, ‘শ্রীগদাধর’ ‘শ্রীশ্রীবাস’ ‘শ্রীগোস্বামিবৃন্দ’— এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন।

ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি পুনরায় স্বপ্ন সমাধিতে আবিষ্ট নরোত্তমের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবার শ্রীনরোত্তম শ্রীমায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপের গঙ্গাতটে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীহরিদাস, শ্রীস্বরূপ,

শ্রীনরহরি, শ্রীবক্রেস্বর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীমুরারি প্রভৃতি গোষ্ঠীর সহিত সংকীর্তন-রাসের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিলেন। এই অদ্ভুত রঙ্গ দর্শন করিয়া শ্রীনরোত্তমের নয়নযুগল হইতে গঙ্গাপ্রবাহের জায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। শ্রীগৌরহরি বাৎসল্যভরে শ্রীনরোত্তমকে ভূমি হইতে উঠাইয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-অধৈতের শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন।

সপার্বদ শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছানুসারে শ্রীনরোত্তমের স্বপ্নসমাধি ভঙ্গ হইল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। শ্রীনরোত্তম চতুর্দিকে নানাপ্রকার মঙ্গলের চিহ্নসমূহ দর্শন করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সর্ব মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ সপার্বদ শ্রীগৌরসুন্দর যখন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তখন অচিরেই তিনি শ্রীব্রজধামে গমন করিয়া শ্রীগৌরপার্বদগণের কৃপা লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া শ্রীগৌরপার্বদগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের শ্রীমুখ বিগলিত উপদেশামৃত পান করিবার জন্ত শ্রীল নরোত্তমের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কোশলে মাতা নারায়ণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক শ্রীবৃন্দাবনান্তিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীনরোত্তম আত্মিক্রন্দন করিয়া ব্রজের পথে চলিতে চলিতে বহু স্থান অতিক্রম ও বহু তীর্থ দর্শন করিয়া অল্প দিনের মধ্যে শ্রীমথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে শ্রীযমুনা-দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে আন্তি উদ্বেলিত হইল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া “চিদানন্দভানোঃ সদানন্দস্বনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবত্রঙ্গগাত্রী। অঘানাং লবিত্রী জগৎ-ক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুমিত্রপুত্রী” অর্থাৎ চিদানন্দস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্বদা প্রেমের পাত্রী, দ্রবত্রঙ্গ-স্বরূপিণী পাপনাশিনী জগতের মঙ্গলকারিণী স্বরূপপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন—এই স্তব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীযমুনায় স্নান সমাপন করিয়া বিশ্রাম ঘাটে অবস্থানপূর্বক প্রেমাবেশে শ্রীনাম সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। তখন অতি শুদ্ধাচারী এক পরম বৈষ্ণব মাথুর-বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদসহ শ্রীনরোত্তমের নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বাৎসল্যের সহিত শ্রীনরোত্তমকে প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন।

অনন্তর ঐ বৈষ্ণববিপ্রের মুখে শ্রীসনাতন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকালীশ্বর ও শ্রীরঘুনাথ ভট্টের লীলা-সঙ্গোপন-বার্তা শ্রবণমাত্র শ্রীল নরোত্তম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সনাতন-নাম উচ্চারণ করিয়া আপনাকে পুনঃ পুনঃ ধিকার প্রদানপূর্বক

ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় অবগাহন করিলেন, কখনও বা শ্রীব্রজের ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কখনও বা ‘হায় ! হায় ! ইঁহাদের দর্শন ভাগ্যে ঘটিল না’—এই বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কখনও বা অতিশয় দৈন্ত্যাত্মক বিরহ-বিলাপ করিতে করিতে অচেতনপ্রায় হইয়া রহিলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে. এইরূপ সময় শ্রীনরোত্তম স্বপ্নসমাধিতে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীকাশীধর পণ্ডিত—এই কয়েকজন শ্রীগৌরপার্ষদের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহারাও পরমস্নেহে শ্রীনরোত্তমের প্রতি কৃপা বর্ষণ করিয়া অকস্মাৎ অন্তহিত হইলেন।

তখন শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব বিশ্ব পালন করিতেছিলেন। অন্তর্যামী শ্রীজীবপ্রভু শ্রীনরোত্তম বিশ্রামঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন, জানিয়া তথায় শ্রীনরোত্তমকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। এইরূপে তৎকালে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরে বিরাজিত শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীল নরোত্তমের মিলন হইল। শ্রীনরোত্তম শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলে শ্রীল শ্রীজীব প্রভুও নরোত্তমকে স্নেহ আলিঙ্গন করিলেন। এ দিকে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুও তখন শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীমন্দিরে উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের মিলনে অপূর্ব-প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত হইল উভয়ের মধ্যে যে নিত্যসিদ্ধা স্বাভাবিক প্রীতি, তাহা পরস্পরের মিলনে বৈষ্ণবসমাজে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। শ্রীনরোত্তম শ্রীগোবিন্দদেবকে দেখিয়া প্রেমে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীরূপের ‘গোবিন্দবিরুদাবলী’-স্তব করিলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু তখন শ্রীব্রজমণ্ডলের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থান-সমূহ দর্শন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন থাকিতেন। শ্রীনরোত্তম শ্রীলোকনাথ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন এবং ব্যাকুল চিত্তে তাহার কৃপা প্রার্থনা সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীনরোত্তমের প্রতি শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর কৃপার কথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে (প্রথম তরঙ্গ) এইরূপে বর্ণিত আছে,—

“হেনই সময়ে নরোত্তম তথায় গিয়া ।
 গুরুসেবা যথোচিত কৈলা হর্ষচিত হৈয়া ॥
 সেবায় প্রসন্ন হইয়া দীক্ষামস্ত্র দিল ।
 ররোত্তমে কুপার অবধি প্রকাশিল ॥
 “শ্রীগোপাল ভট্ট আদি যত বিজ্ঞবর ।
 নরোত্তমে জানে সবে প্রাণের দোসর ॥
 তথা ‘শ্রীঠাকুর মহাশয়’ নাম হৈল ।
 শ্রীজীবের স্নেহ যত বর্ণিতে নারিল ॥
 শ্রীনিবাসাচার্য্য মিলিলা সেই ঠাঞি ।
 তেঁহ যত সুখ পাইল তা’র অন্ত নাই ॥
 শ্যামানন্দসহ তথা হৈল মিলন ।

ঠাকুর মহাশয় তাঁহার স্বরচিত “প্রার্থনা” ও “শ্রী শ্রী প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা”
 এই দুইখানি গীতিগ্রন্থে বেদ-বেদান্ত, ভাগবত, পুরাণ, গীতাদি-শাস্ত্রের
 সারকথা—সর্বজীবের আত্ম-মঙ্গলের চরম উপদেশসমূহ অতি সহজ পয়ার-
 ছন্দে-লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমস্ত ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের আবাল-
 বৃদ্ধ-বনিতা ঠাকুর মহাশয়ের উক্ত দুইখানি গীতিগ্রন্থের কথা জানেন ও
 পাঠ করিয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সদগুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দুর্বল
 মঙ্গ তাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ লাভ না করায় উক্ত গীতি-গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত
 আত্মমঙ্গলের কথাগুলি উপলব্ধি ও নিজ নিজ জীবনে তাহা আচরণ
 করিতে নাপারায় পরম মঙ্গললাভে অসমর্থ হন।

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীরাধাপুণ্ডরীক শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ভুবনমঙ্গলময়
 অতিমর্ত্য অগাধ চরিত্র ও শিক্ষার কথা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সামান্যমাত্রও
 প্রকাশিত হইল না, একটুকু দিগ্‌দর্শন-মাত্র করা হইল। “শ্রীভক্তিরত্নাকর”
 গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীলোকনাথ প্রভুর জীবন-
 চরিত, শ্রীনরোত্তমের খেতরীতে ছয়বিগ্রহ প্রকাশ; পঞ্চম তরঙ্গে—শ্রীনিবাস-
 নরোত্তমের শ্রীমাথুরমণ্ডল দর্শন; শ্রীরাঘব গোস্বামীর শ্রীনিবাস ও ঠাকুর
 নরোত্তমকে বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন ও মহিমা বর্ণন; ষষ্ঠ তরঙ্গে—শ্রীল জীব-
 গোস্বামী প্রভুর আদেশে গ্রন্থ লইয়া শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম
 ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর গোড়দেশ-যাত্রা; অষ্টম তরঙ্গে—শ্রীল ঠাকুর
 মহাশয়ের গোড়দেশ ও উৎকল দেশ ভ্রমণ; দশম তরঙ্গে—ঠাকুর
 শ্রীনরোত্তমের সংকীর্তনে মহাপ্রভুর সগণে প্রকটাপ্রকট-বিলাস ও চতুর্দশ
 তরঙ্গে—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের গুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর বিশেষ কৃপা ও স্নেহভাজন হইয়া তাঁহাদের একান্ত আনুগত্যে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু-সহ উৎকল প্রদেশ ও গোড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণাচার্য্য, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বিদ্বান ব্যক্তি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

অমায়া

বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা অনেক স্থলে ‘অমায়া’ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই পদটী মায়ার অপেক্ষা রহিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে পরম সত্য এবং নিত্য সত্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কোন চিকিৎসক কোন আময়-নিবারণ-কল্পে বিষাদযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা রোগীর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। একরূপ আপাত সুখহানিকর, পরিশেষে সৎফলপ্রসূ চেষ্টা সুফল উৎপন্ন করে, কিন্তু জীব অপ্রিয়সত্য ও নিজের শুভকর বিচারে অনিপুণতাপ্রযুক্ত কোন কোন ক্ষেত্রে আপাত সুখের ভিক্ষুক হইয়া সত্বপদেশের সংস্কারক হয়। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হইয়া ক্রীড়াপর থাকিলে ভবিষ্যতে জগতের শিক্ষা-বিষয়ে উন্নত হইতে পারে না। এই প্রকার মায়ার দ্বারা আপাত সুখসমূহ লাভ করিয়া জীবগণ পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়। পরমার্থ-বস্তুকে স্থায়ী অধিকারে পরিণত করিতে গিয়া জীব পরচর্চাক্রমে স্ব-স্বার্থহানিকর মায়িক আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহা দ্বারা কোন যথার্থ মঙ্গল পায় না। মায়িক জগতে প্রভু হইবার আশা ন্যূনাধিক অভক্ত সকলের মধ্যেই আছে। ধর্ম্মপ্রচারক, নীতিপ্রচারক, দয়াবান্—সকলের মধ্যেই মায়া দৃঢ়ভাবে পরমার্থকে আচ্ছাদন করে। সুতরাং মায়ার আবরণ হইতে পরিভ্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়। কেহ যেন আপাতসুখের প্রার্থনায় কৃষ্ণপাদপদ্মকে মায়ামণ্ডিত না করেন। মায়ামুক্ত জীব কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে ও নিজানুভূতিকে মায়ার আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণদাস্ত হইতে বঞ্চিত হন। আমরা শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি হইতে জানিয়াছি যে, যে-কালপর্য্যন্ত জীব মায়ামুক্ত কৃষ্ণপাদসেবারত মহীয়ান্ ভগবদ্-ভক্তের পদরেণুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করেন, তৎকালাবধি তাঁহার

বুদ্ধি কখনই শ্রীহরি-পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—হে জীব, তোমার অস্মিতা জগতে তুণ অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত তুমি সহৃদয় দৈন্ত্র সহকারে আপনাকে পক্ষপাতশূন্য, পরদুঃখকাতর ও সম্পূর্ণ-ভাবে অপ্রাকৃত জানিয়া কপট দৈন্ত্র ত্যাগপূর্বক প্রকৃতবুদ্ধি-নিরসনকল্পে নিরপেক্ষ চেষ্টাময় হও, কপট যুক্তিময় দৈন্ত্র দেখাইয়া তোমাকে যেন কেহ “প্রাকৃত-সহজিয়া” করিয়া না ফেলে, তাদৃশ কাপট্যকে যে তুমি পরমার্থ বলিয়া ভ্রম না কর, তোমার মমত্ব-বোধে যেন সহিষ্ণুতা পরাজিত না হয়, মায়ামুগ্ধ জীবকে মাণ্ডিক বিচারে সম্মান কর এবং নিজের মাণ্ডিক উচ্চতা বিস্মৃত হইবে। তাহা হইলে নিত্যকাল তোমার মুখে হরিনাম কীর্তিত হইতে পারিবে। মায়ামুক্ত হইয়া সর্বদা হরিনাম করিবে, ইহাই গৌর-সুন্দরের আজ্ঞা। যাহারা মায়ার রাজ্যকে বহুমানন করিয়া হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে ব্যস্ত হন, তাহারা মায়াকর্তৃক মুহমান হন। মায়াকর্তৃক পরাজিত হইলে জীবের অহমিকার উদয় হয়; সেকালে তিনি আপনাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর জ্ঞান করিয়া এবং নিজের প্রাকৃত মমত্ব সম্বর্দ্ধন করিয়া পরদ্রোহিতাকের হরিসেবা মনে করেন। পক্ষান্তরে আপনাকে প্রাকৃত জড়বদ্ধ হীনজ্ঞানে হরিসেবায় অসমর্থ জানিয়া আদর্শচরিত্র ভক্তের আচরণের বিদ্রোহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে হয়, শ্রীগৌরসুন্দর দয়ালীন জীবকে সংসারস্থ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীদামোদর-স্বরূপ মায়াবাদীকে গৌরবিমুখ জানিয়াছেন, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী অতুল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যবিমুখজনকে অসুর-সংজ্ঞা দিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীনিত্যানন্দ-নিদ্রুককে পদাঘাত করিতে বলিয়াছেন, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মিছা ভক্তকে প্রশ্রয় দেন নাই, শ্রীচক্রবর্ত্তি ঠাকুর কোমল-শ্রদ্ধকে জাতরতি বলেন নাই, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর অশুদ্ধ পথ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। আমাদের নিত্যকল্যাণ-প্রদাতার এই সকল আচরণে তখন তিনি অনুদারতা লক্ষ্য করেন!! বস্তুতঃপক্ষে ভগবান্ ও ভক্তগণের এই সকল আচরণ শুদ্ধা ভক্তির বিরোধী নহে; যেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্ত মায়াকর্তৃক আচ্ছন্ন থাকে, তৎকাল পর্য্যন্ত আমরা ভগবান্ ও ভক্তের দয়া বুঝিতে পারি না। বৈষ্ণবগণ আমাদেরকে অমায়ায় কৃপা করিলে আমাদের ঐ প্রকার বিচার-মূঢ়তা দূরীভূত হইতে পারে। মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিতে হইলে আমরা প্রাকৃত বিষয়ের স্পৃহায় বঞ্চিত না হইয়া ‘অমায়ায় কৃপা’ই বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিব।

—শ্রীনিকুঞ্জবিহারীদাস ব্রহ্মচারী

অর্থ

অর্থ দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। ‘অনিত্য’ অর্থ—বিষয়বৈভবে ‘আমিত্ববুদ্ধি।’ তাহা যদি কৃষ্ণসেবার উপকরণ না হয়, তবে তাহা অনর্থ পর্য্যবসিত হয়, আবার তাহাই যদি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয়, তবে তাহা দ্বারা আমরা গুণাতীত সাধাস্বরূপ পরম অর্থ বা শ্রেষ্ঠ অর্থ ‘কৃষ্ণপ্রেম’ লাভ করিতে পারি। শাস্ত্র বলিয়াছেন, নিত্য অর্থ পাঁচ প্রকার,—

তাপাদি পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্মকারকঃ।

অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চসংস্কার। শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধ ভ্যাস্ত্র কার্য্য এবং পঞ্চপ্রকার অর্থজ্ঞ ব্যক্তিই মহাভাগবত। সদগুরুচরণাশ্রয় ব্যতিরেকে আমরা এসমস্ত কথা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। শ্রীল রামানুজ স্বামীর প্রশিষ্য শ্রীলোকাচার্য্য সংসারী জীবের তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির জন্ম নিত্য অর্থকে পাঁচপ্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। যথা—জীবের স্বরূপ, ঈশ্বরের পরস্বরূপ, পরমার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধিস্বরূপ। জীবের স্বরূপ আবার নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুকুভেদে পাঁচপ্রকার। ঈশ্বরের পরস্বরূপ—পর, বাহ, বিভব, অন্তর্য্যামী এবং অর্দ্ধাবতারভেদে পাঁচপ্রকার। পুরুষার্থস্বরূপ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মাহুভব ও ভগবদহুভব—এই পাঁচপ্রকার। বিরোধিস্বরূপ—স্বরূপ, পরতত্ত্ব, পুরুষার্থ, উপায় ও প্রাপ্যবিরোধী—এই পাঁচপ্রকার।

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গীতাশাস্ত্র হইতে নিত্য অর্থপঞ্চকের লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, ১। পূর্ণচৈতন্য ঈশ্বর, ২। অণুচৈতন্য জীব, ৩। সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ের আশ্রয় প্রকৃতি বা মায়া, ৪। ত্রিগুণের প্রভাবশূন্য জড় দ্রব্যকাল, ৫। পুংপ্রযত্ননিষ্পাত্ত অদৃষ্টাদি-শব্দবাচ্য—কর্ম্ম। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি কাল—এই চারিটি তত্ত্ব নিত্য। কর্ম্ম অনাদি হইলেও নশ্বর। জীব, প্রকৃতি, কাল—ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর—গুণময়ী প্রকৃতি বা মায়ার অতীত তত্ত্ব। জীব স্বরূপতঃ মায়ামুক্ত হইলেও অণুতা-প্রযুক্ত মায়াবশযোগ্য। শ্রীমন্নহাপ্রভু বলিয়াছেন,—“মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।” জীব ও ঈশ্বরে নিত্য অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ তাঁহার রচিত ভক্তিসন্দর্ভে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র হইতে অর্থ-পঞ্চকের বিস্তৃত ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম এইরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,—ভগবান্, তাঁহার ধাম, তাঁহার দ্রব্য, তাঁহার মন্ত্র এবং জীবাত্মা। ১। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্ত। ২। তাঁহার ধাম প্রকৃতির

পরপারে শুকতুময়, সর্বভূতের আধার ; সর্ব-প্রলয়বর্জিত কোটিস্বর্গাচ্ছদসম
জ্যোতির্ময় এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণাবিশিষ্ট । ৩ । সেই স্থানে কল্পতরুসমূহ
সর্বভোগপ্রদ, তদুৎপন্ন দ্রব্যও সেইরূপ এবং তাহাতে হেয়াংশের অধিষ্ঠান
না থাকায় তাহা অপ্রাকৃত রসস্বরূপ । ৪ । তাহার মন্ত্র বাচ্য ও বাচক
রূপে ভিন্ন দেখা গেলেও তত্ত্ববিদগণ উভয়ের অভেদই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।
৫ । সাগর-জলে বায়ুর সংযোগে তরঙ্গ হইতে যেরূপ কণিকা উথিত হয়,
অথবা বৃহৎ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে যেরূপ ফুলিঙ্গ উথিত হয়, সেইরূপ সেব্য
ভগবানের লীলাপুষ্টি-বৈচিত্র্য-জন্ত জীবস্বরূপবৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয় ভগবানের
সহিত স্থায় স্বতন্ত্র সেবকপরিচয়জ্ঞানবিশিষ্ট নিত্য চৈতন্যসত্তাকে জীবশক্তি
কহে ; ঐ জীব ভগবানের সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বে বর্তমান ।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির অন্ততম তটস্থা শক্তি হইতে চিজ্জগৎ ও জড়-
জগতের মধ্যবর্তী উভয় জগতের সঙ্গযোগ্য একটি তত্ত্ব নিঃসৃত হইয়াছে,
উহার নাম জীবতত্ত্ব । জীবের গঠন চিৎপরমাণু, তবে অণুতা-প্রযুক্ত মায়াবশ-
যোগ্য । চিন্ময়ধর্ম সস্বক্রে জীব কৃষ্ণের অভেদপ্রকাশই এবং অণুচৈতন্য-
ধর্মবশতঃ বৃহচ্চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ভেদপ্রকাশ, কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদাভেদ-
প্রকাশরূপ উভয়বিধ সস্বক্রে নিত্য বর্তমান । ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ ।
কৃষ্ণ—পূর্ণ স্বতন্ত্র, জীব—অণুস্বতন্ত্র । এই জীব তটস্থধর্মক্রমে স্থায় স্বতন্ত্রতার
অপবাবহারফলে গুণাত্তর্গত হইয়া জড়ভোগে প্রমত্ত অবস্থায় মায়াবদ্ধ হয় ।

“মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ”, আমি চিন্ময় সমুদ্রের চিন্ময়
তরঙ্গ হইয়াও নিজ স্বতন্ত্রতাকে অবৈধভাবে নিয়োগ করার দরুণ মন রাজা
হইয়া তাহার দ্বিতীয় সন্তোদর বুদ্ধিকে মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত করত তৃতীয় ভ্রাতা
অহঙ্কারকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া আমাকে মায়ার অনর্থসমুদ্রের বৈমুখ্য-
তরঙ্গে পরিণত করিয়াছে । মন দ্বারাই আমরা বদ্ধ হই, আবার সেবোন্মুখ
হইলেই মুক্ত হইতে পারি ।

মায়াগ্রস্ত জীব নিজে রাজা সাজিয়া সোহহংবাদী হইয়া কামভোগের
প্রধান উপকরণ অর্থে প্রবলভাবে আসক্ত হইয়া পড়ে ; অর্থাৎসক্তি এত
প্রবল হয় যে, বৈষ্ণব বা প্রকৃত সাধু আমাদের আসক্তির বস্তুর যে-অর্থ,
তাহা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া আমাদেরকে বিষয়-বিষ্ঠাগর্ভ হইতে উদ্ধার
করিতে চাহিলে সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি সেই কৃষ্ণাভিন্ন বস্তুরকে আমরা
সামান্য ধনের ভিক্ষুক মনে করি । অনেক সময় বলি, সাধুর আবার অর্থের
দরকার কি ? কিন্তু সাধু যে আমাকে কৃপা করিতে আসিলেন—আমার
অর্থাৎসক্তির কিয়দংশ পরমার্থ নিয়োজিত করিতে আসিলেন তাহা অতি
বদ্ধতার দরুণ মায়া আমাকে বুঝিতে দেয় না ।

যাহার অর্থ তাহার সেবার উপকরণস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেই আমার ভোগবুদ্ধি দূর হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। আবার এই অর্থ ত্যাগ করিবার অধিকারও আমার নাই, ভোগ করিবার অধিকার ত' আমার নাইই। কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিলে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া জন্মমরণ-মালার জ্বালা গ্রহণ করিতে হয়, যেহেতু শ্রীভগবান্ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন,—“অহং হি সৰ্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।” এখানে ‘হি’ এবং ‘এব’ শব্দের দ্বারা বাক্যের নিশ্চয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ভগবান্ পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর অনাদির আদি সৰ্ব্বকারণ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বস্তুর ভোক্তা এবং প্রভু। হরিসম্বন্ধী বস্তুকে ত্যাগ করিলে তাহা শুষ্কবৈরাগ্যে পরিণত হইবে এবং উহা ভোগেরই প্রকারভেদ মাত্র। অতএব যুক্তভাবে সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ-রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে সমর্পণপূর্বক তদপিত বস্তুকে সেবাভাবে যথাযোগ্য গ্রহণ করিতে হইবে। তজ্জন্ম শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুবর জীবের কর্তব্য নির্দেশ দিয়াছেন,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।

মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্তু কথ্যতে ॥

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথাইমুপসযুঞ্জতঃ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

আমার মত অনাদিবহির্মুখ জীব মায়াগ্রস্ত হওয়ায় ইহা তাহার স্মৃতিতে উদয় হয় না এবং ইহার অর্থও তাহার বোধগম্য হয় না। কিন্তু ইহাই একমাত্র সনাতন পন্থা। ‘অর্থ’ শব্দে ধন, কনক, সারবস্তু, সুবিধা ইত্যাদি বুঝায়। কিন্তু, আমরা যাহা অর্থ নহে অর্থাৎ অনর্থকে ‘অর্থ’ বলিয়া গ্রহণ-পূর্বক নরকের প্রশস্ত পথে দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইতেছি।

কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া আমরা পুত্রধন, স্ত্রী-ধন—এইরূপ বলি; কিন্তু কৃষ্ণবিমুখ ভক্তনহীন পুত্র বা স্ত্রী কি প্রকৃত ধন? তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

গোরা পঁহ না ভজিয়া মৈনু।

প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু ॥

অধনে যতন করি’ ধন তেয়াগিনু।

আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু ॥

সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।

তেকারণে লাগিল যে কন্দুবন্ধ-ফাঁস ॥

বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।

গৌর-কীর্তনরসে মগন না হৈনু ॥

কেন বা আছরে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।

নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

সমিতির সংবাদ-সমীক্ষা

নেপাল দর্শন

দীর্ঘকাল হইতে প্রতিবৎসরেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে ভারত তথা বহিভারতস্থ বিভিন্ন হিন্দুতীর্থস্থানসকল দর্শন ও পরিক্রমণের উদ্যোগ হইয়া থাকে। এই বৎসর উত্তরখণ্ড পরিক্রমণের উপরিও নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডু সহরে পশুপতিনাথ, গুজ্জেশ্বরী, বিশ্বরূপ-মন্দির, বাগমতিস্থান (গঙ্গা) ও জনকপুরস্থ জনকরাজপ্রাসাদ-মন্দির, জনককুণ্ড, রামসীতা-বিহারসাগর প্রভৃতি বহু তত্ত্ব দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করা হয়। এতৎব্যতীত সীতাপুর দর্শনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

উক্ত পরিক্রমণে সমিতির পরিক্রমা-সজ্জের প্রবীনতম ও সুযোগ্য সম্পাদক ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ পরিক্রমা-পাটী পরিচালনা করিয়াছেন। তৎসহ শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারীজীর সেবা-কুশলতাও বিশেষ প্রশংসনীয়।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীমন্মধাচার্যের আবির্ভাবোৎসব

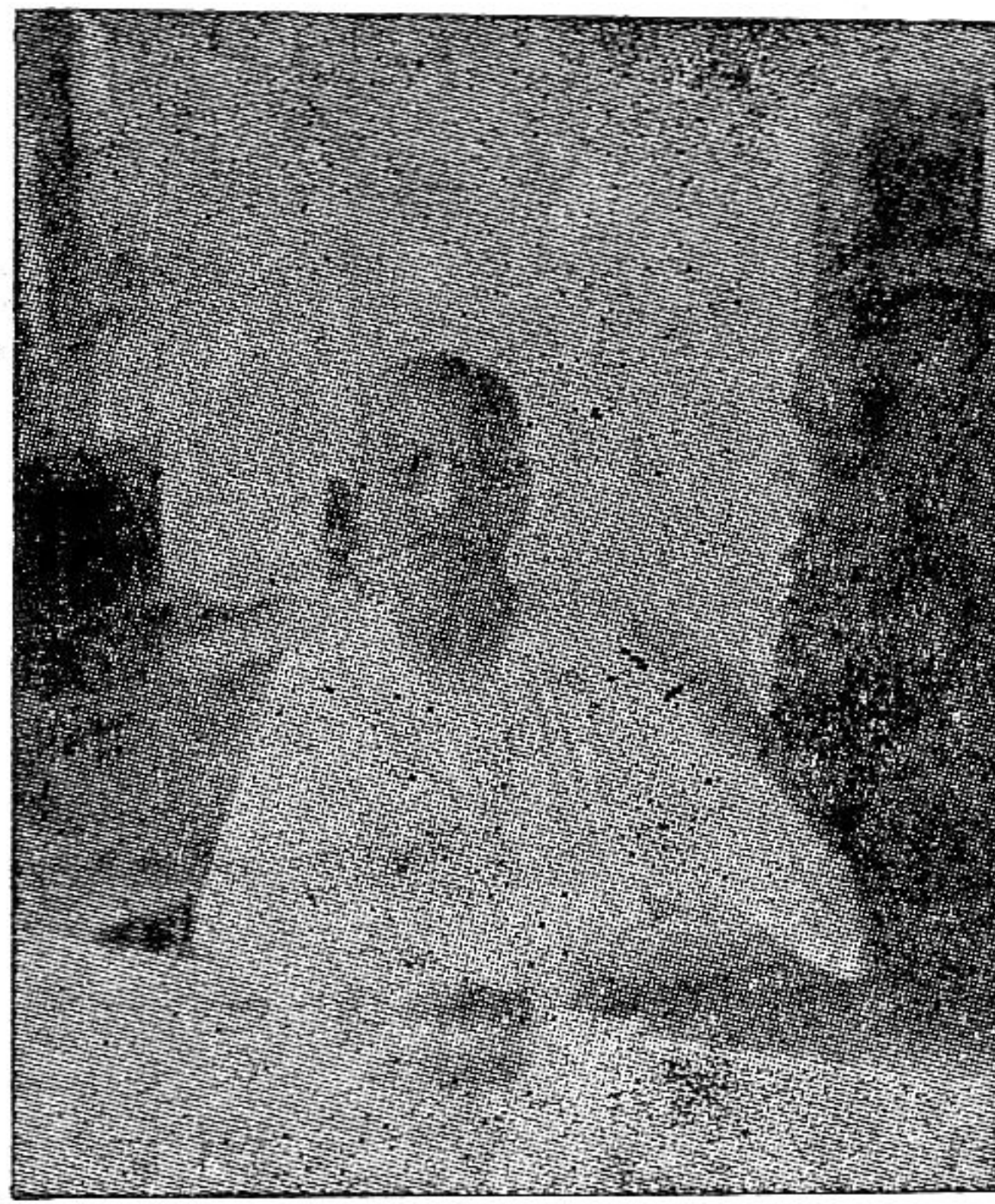
বিগত ১৫ পদ্বনাভ, ২৩ আশ্বিন, শনিবার শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদি সংরক্ষক তথা প্রবর্তক আচার্য্য-কুলতিলক শ্রীমন্মধাচার্যের আবির্ভাব-মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে উষঃকীর্তন ও বৈষ্ণব-মহিমাসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তে বিভিন্ন গ্রন্থাদি হইতে শ্রীমন্ মধ্বমুনির অলৌকিক জীবনী আলোচনা করা হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাজ-গান্ধারিকা-গিরিধারীজীউর বিশেষ সমারোহের সহিত পূজার্চন, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পন্ন হয়।

সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে শুভবিজয়োৎসব উপলক্ষে এক সভার আয়োজন হয়। এই সভায় সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন বক্তাগণ তাঁহার অবদান ও শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অনুসৃত সম্প্রদায়কে শ্রীমাদ্ব-সম্প্রদায় বলিয়া কেন স্বীকার করিয়াছেন সেই তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতঃ আলোচনামুখে বক্তৃতা করেন। প্রকাশ যে, বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী-কীর্তন হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
২য় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

আধুনিক বৈষ্ণব-জগতের আচার্য্যকুল-তিলক-মুকুটমণি বিশ্ববিশ্রুত
শ্রীচৈতন্যমঠ তথা শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু নিত্যলীলা-
প্রবিষ্ট পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
ঠাকুরের অন্ততম পরমপ্রিয়পার্ষদ শ্রীস্বরূপরূপানুগপ্রবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত
সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যভাষ্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-
নিয়ামক তদীয় ভজন-সদনের
অলিন্দে উপদেশরত ।

১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের দ্বিতীয় বার্ষিক
বিরহ-তিথিপূজা-মহামহোৎসব বিগত ১ দামোদর, ২৮ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর
বৃহস্পতিবার দিবসে মহাসমারোহের সহিত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ
গৌড়ীয় মঠ তথা তৎঅধিনস্থ অগ্রাণ্ড মঠসমূহে সূসম্পন্ন হইয়াছে ।

ভক্তজন-হৃদয়ে বিরহসেবা উদ্দীপ্ত করতঃ এই তিথি সমাগতা হইলে বিরহবেদনাতুর হৃদয়ে সেবকগণ নানা বর্ণের বিবিধ পত্র, পুষ্প ও বস্ত্রসম্ভারে যথা কদলীবৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের সমাধিমন্দিরকে সুসজ্জিত করিতে থাকেন। কেহ বা শ্রীসমাধি মন্দিরের চূড়াগুলি বিচিত্র রং-এর পতাকা দ্বারা, কেহ বা শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধবিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারীজীউর শ্রীমন্দির ও কীর্ত্তন-মন্দির প্রভৃতিও কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লবযুক্ত ঘট, পত্র, পুষ্প ও বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সম্ভারে ভক্তজন-চিত্তহারী মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করিতে থাকেন।

উক্ত দিবসেও যথারীতি ব্রাহ্মমূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক সমাপ্ত হইলে উষঃ-কীর্ত্তন আরম্ভ হয় ও শ্রীগুরুঈশ্বর, গুরুপরম্পরা, গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি—যথাক্রমে এবং শ্রীগুরু-মহিমাসূচক বিভিন্ন কীর্ত্তনসমূহ কীৰ্ত্তিত হয়। অতপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ পাঠমুখে শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের জীবনী পত্রাকারে রচিত পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন সেবকগণ যথাক্রমে পারায়ণ করিতে থাকেন।

পূর্বাঙ্ক অতিক্রান্ত হইতে চলিলে বিভিন্ন মঠ হইতে শ্রীবৈষ্ণবগণ, আমন্ত্রিত সজ্জন ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত হইলে এক বিরহ-সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিঅমৃত অবধূত মহারাজ এবং বিশিষ্ট ব্রহ্মচারীবৃন্দ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত ও অতিমর্ত্ত চরিত্র বিশ্লেষণ করতঃ ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অন্ততম সুহৃদ সতীর্থ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবারিধী পুরী মহারাজ কৃপা-পূর্বক আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহাকে স্বাগত নিবেদন করেন এবং শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিবিধ মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ দান করে। তৎপর মধ্যাহ্নে বিভিন্ন অন্ন, ব্যঞ্জন, চর্ক, চোষা, লোহ, পেয় প্রভৃতি সম্ভার নিবেদিত হইলে কীর্ত্তনমুখে আরাত্রিকাঙ্তে উপস্থিত বৈষ্ণবগণ তথা আমন্ত্রিত সজ্জনমণ্ডলীকে বিশেষ আপ্যায়নের দ্বারা মহাপ্রসাদ সেবন করা হয়। তদন্তর অনাহত, রবাহত ও আগত প্রত্যেকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারতি সমাপ্তান্তে দ্বিতীয়বার শ্রীবিরহ-সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিব্যেদান্ত পর্যাটক মহারাজ, সমিতির অগ্রতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিব্যেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রহ্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন ভাষায় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের চরিতাবলী বর্ণনা করতঃ তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল সভাপতি মহারাজ উক্ত মহাপুরুষের ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা ও নিভিকতার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারক হিসাবে অদ্বিতীয় ছিলেন এবং তাঁহার অভাবে শ্রীগৌড়ীয়-সমাজ এক অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন প্রভৃতি ভাবাবেগে তাঁহার অলৌকিক জীবনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন এবং তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা করিয়া কীর্তন-মুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

বলা বাহুল্য যে সমিতির প্রত্যেক মঠে তথা অনেক গ্রহস্থ ভক্তের গৃহেও তাঁহার বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—প্রকাশক

স্বধামে শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের নবাচার্য্য

শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ

অত্যন্ত বেদনার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য পরম পূজ্যপাদ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট পরমহংস শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের অগ্রতম প্রিয়পার্ষদপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ বিগত ১৬ই ভাদ্র (ইং ১৯৭০) বুধবার শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ সঙ্ঘের মূল মঠ শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবনে শ্রীহরিনাম স্মরণ করতঃ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

ইনি দীর্ঘকাল সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকের (General Secretary) পদে নিয়োজিত থাকিয়া প্রায় দুই বৎস পূর্বে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ সার মহারাজের (ইনি শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত ও পূজ্যপাদ গোস্বামী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসপ্রাপ্ত) নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ আশ্রয় করেন ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ নামে পরিচিত হন এবং পরবর্ত্তিকালে সঙ্ঘের সেবকগণের ঐকান্তিক ইচ্ছায়

তিনি উক্ত সজ্জের সভাপতি-আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন। সম্পাদকপদে যথাকালে তিনি মহামহোপদেশক শ্রীপাদ রামানন্দ ভক্তিসিদ্ধি, বি-এ, ভক্তিশাস্ত্রী নামে বৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত ছিলেন।

শ্রীল পরমার্থী মহারাজ এখন হইতে প্রায় ৭৬ বৎসর পূর্বে ত্রিপুরা জেলার (বর্তমানে পূর্বপাকিস্থান) অন্তর্গত চাতলপাড়া গ্রামে এক বিশিষ্ট বৈষ্ণব-পরিবারে তাঁহার আত্মপ্রকাশ হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই খুব শান্ত ও ধীরস্থির ও সরল প্রকৃতির ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে অর্থাৎ মঠজীবনে উহা আরও যেন সুদৃঢ়রূপে প্রকাশিত হয়। কারণ তাঁহার দত্তপূর্ণ মধুর ব্যবহার সজ্জের প্রত্যেক সেবকেরই মন-প্রাণ জয় করিয়াছিল যার জন্ত সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। আমরা শুনিতে পাই তিনি কোন দিন কাহারও প্রতি কখন ক্রূতভাষা ব্যবহার করেন নাই।

তিনি প্রায় ২৪ বৎসরাধিককাল নিকুপটে ও কাষমনোবাক্যে শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীজীউর সেবাধিকার লাভ করিয়া পরিশেষে তদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের পরমপ্রিয় ভজনস্থলী শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবনে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্রীল মহারাজের গুরুভক্তিও ছিল আদর্শস্থানীয়। তাঁহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অত্যন্ত অনুরাগ দর্শন করিয়া তদীয় পরমারাধ্য গুরুপাদপদু তাঁহাকে 'ভক্তিসিদ্ধি' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি শুধু দন্ত্যেরই প্রতিফুর্ভবিগ্রহরূপী ছিলেন না—সজ্জ-পরিচালন ব্যাপারে সেবাকুশলতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাঁহার আর একটি বিশেষ অবদান এই যে, তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধাদি লিখিতেও পটু ছিলেন। তাঁহার লেখা বহু প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় সজ্জের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য খুবই প্রীত হইতেন।

তাঁহার তিরোধান-লীলায় আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, রোগাদি যন্ত্রণার জন্ত অধিককাল তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয় নাই বা নিজের সেবার জন্ত কোন সেবককে উদ্বিগ্ন দিতে হয় নাই। তিনি হঠাৎ এভাবে তিরোহিত হইবেন ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। তাঁহার জায় নিকুপট সেবাপ্রাণ বৈষ্ণবের অপ্রকটে শ্রীগৌড়ীয় সজ্জই শুধু এক অমূল্য রত্ন হারাইলেন ইহা নহে—পরন্তু শ্রীগৌড়ীয় সমাজেরও অপূরণীয় ক্ষতি হইল ইহা সুনিশ্চিত।

—বিশেষ সংবাদদাতা

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্তপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম প্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অন্ত ধর্ম স্তূরুপে পালে যেই জন ।
 অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিমশূন্য । হরি-কথার রত্তি নৈলে পশু সেই শ্রম ॥

২২শ বর্ষ } সঙ্কর্ষণ, ৩ কেশব, ৪৮৪ গোরাঙ্গ
 } সোমবার, ৩০ কা্তিক, ১৩৭৭; ইং ১৭।১১।১৯৭০ } ৯ম সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রী ব্রজবিলাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্থানি-বিরচিতম্]

যেষাং কচ্ছপিকা লসনুরলিকানাদেন হর্ষোৎকরৈঃ

অস্তাঙ্কিত্ত্বগুচ্ছ এষ নিতরাং বক্ত্রেষু সংস্তম্ভতে ।

সখ্যোনাপি তয়োঃ পরং পরিবৃতা রাধাবকদ্বেষিণো স্তে

হৃদ্যা যুগযুথপাঃ প্রতিদিনং মাং তোষয়ন্তু ফুটং ॥৬৭॥

কচ্ছপী নামক শ্রীরাধিকার বীণা এবং মনোহর শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর শব্দে
 শ্রবণে অতিহৃষ্ট যে যুগগণের মুখের তৃণগুচ্ছ ভূমিতে অঙ্ক পতিত হইয়া
 স্তব্ব অর্থাৎ নিশ্চল হইয়াই থাকে এবং সেই রাধাকৃষ্ণের সখ্যতাবের বশব্দ
 হইয়া যাহারা নিয়ত চতুর্দিগ্ বেষ্টিতা হইয়া থাকে, সেই মনোহর যুগ-
 যুথপতি অর্থাৎ যুগপতিগণ নিতাই আমাকে সন্তুষ্ট করুন ॥৬৭॥

গুণ্ডুঙ্গ কুলেন জুষ্টকুম্মৈঃ সংলদ্ধ মঞ্জুশ্রিয়াং

কুঞ্জানাং নিকরেষু যেষু রমতে সৌরভ্যবিস্তারিণাং ।

উদ্যৎকামতরঙ্গ রঞ্জিত মনস্তন্বব্যযুনোযুগং

তেষাং বিস্তৃত কেশপাশনিকরৈঃ কুর্য্যামহোমার্জনং ॥৬৮॥

সমুজ্জিত ভৃঙ্গকুল সেবিত কুম্ম দ্বারা যাহার মনোহর শোভা হইয়াছে, তাদৃশ সৌরভ যুক্ত যে কুঞ্জ সমূহে নব্য-যুবক শ্রীরাধাকৃষ্ণ, সমুদিত কাম-তরঙ্গে রঞ্জিত চিত্ত হইয়া রমণ করেন, হে কৃষ্ণভক্তগণ! আমি সুদীর্ঘ কেশপাশ দ্বারা সেই কুঞ্জের মার্জন করিব ॥৬৮॥

যেষাং চারু তলেষু শীত নিবিড়চ্ছায়েষু রাত্রিন্দ্রিবং

পুষ্পাণাং বিগলং পরাগ বিলসত্তল্লেষু ক্লেপ্তাশ্রয়ং ।

প্রীত্যা স্নিগ্ধমধুব্রতৈ মুধুকণৈঃ সংসেবিতং তন্বং

যুনোযুগ্মতরং মুদা বিহরতে তে পাত্ত মাং ভুরুহাঃ ॥৬৯॥

যাহাদের শীতল নিবিড় ছায়াযুক্ত মনোহর তল প্রদেশে পুষ্প বিগলিত পরাগ দ্বারা শোভিত পুষ্প শয্যায় আশ্রিত এবং মধুকণা হেতু চঞ্চল মধুকরগণ কতৃক হর্ষে সংসেবিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ নবযুবদ্বয় দিবা রাত্রি দুই চিহ্নে বিহার করিতেছেন সেই সকল বৃক্ষ আমাকে রক্ষা করুন ॥৬৯॥

গান্ধর্ব্বা মুরবৈরিণোঃ প্রণয়িণোঃ পুষ্পাণি সংচিবতোঃ

স্বৈরং স্মেরসখীকুলেন বৃত্তয়োরীষৎস্মিতেন ধ্বয়োঃ ।

দৃষ্ট্ৱা কেলিকলিং তয়োর্নবনবং হাস্ত্যেন পুষ্পাচ্ছলৈঃ

কামং যা বিলসন্তি তাঃ কিল লতাঃ সেব্যাঃ পরং প্রেমভিঃ ॥৭০॥

মধুরহাসিনী সখীগণে পরিবৃত হইয়া যিনি দ্বৈত হাস্ত্য করিতেছেন এবং মন্দ মন্দ গমনে যিনি পুষ্প চয়ন করিতেছেন সেই সপ্রণয় রাধাকৃষ্ণের নূতন নূতন কেলিকলাপ অবলোকন করিয়া যাহারা পুষ্পাচ্ছলে যথেষ্ট বিলাস করেন সেই লতাগণকে আমি অতি প্রেমে সেবা করি ॥৭০॥

পরিচয় রসমগ্নাঃ কামমারাত্তয়োর্থে

মধুরতরুতেনোল্লাসমুল্লাসয়ন্তি ।

ব্রজভূবি নবযুনোঃ সুপ্রিয়াঃ পক্ষিগন্তে

বিদধতু মম সৌখ্যং স্ফারমালোকনেন ॥৭১॥

পরিচয় রস মগ্ন অর্থাৎ সর্বদা নৈকট্যবাসে পরিচিত ভাবে রসমগ্ন যে পক্ষিগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের সমীপে সুমধুর শব্দ দ্বারা যথেষ্ট উল্লাস বিস্তার করেন. সেই রাধাকৃষ্ণের অতিপ্রিয় ব্রজস্থ পক্ষিগণ আমাকে অবলোকনকরিত আমার সুখাতিশয় সম্পাদন করুন ॥৭২॥

চূতেষ্যে কদম্বকেষু বকুলেষু বৃক্ষেষু
শ্রীত্যা মাধবিকাদি বল্লিষু তথা ভাস্কারনাদৈর্দ্রব্যোঃ ।
যে ভৃঙ্গাঃ পরিতস্ত্যৈঃ সুখভরং বিস্তরয়ন্তি স্মৃটং
গুঞ্জন্তো বত বিভ্রমেণ নিতরাং তানেব বন্দামহে ॥৭২॥

আম্র বকুল কদম্ব ও অন্যান্য বৃক্ষে এবং মাধবী প্রভৃতি লতাকে উপদিষ্ট হইয়া যে ভ্রমরগণ সঙ্গাতীয় বাস্কারধ্বনিতে ভ্রান্ত হইয়া গুঞ্জন করত রাধাগোবিন্দের অত্যন্ত সুখাতিশয় বিস্তার করেন আমি অতি যত্নে তাঁহাদিগকে বন্দনা করি ॥৭২॥

পুষ্পৈর্ষস্য মুদা স্বয়ং গিরিধরঃ সৈবরং নিকুঞ্জেশ্বরীং
ফুল্লাং ফুল্লতরৈরমণ্ডয়দলং ফুল্লো নিকুঞ্জেশ্বরঃ
ঈষন্নৈত্র বিঘূর্ণনে কলিত স্বাধীন উচ্চৈস্তয়া

শ্রীমান্ স প্রথয়ত্বহো মম দৃশোং সৌখ্যং কদম্বেশ্বরঃ ॥৭৩॥

নিকুঞ্জেশ্বর গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ, প্রফুল্ল চিত্তে যাহার প্রফুল্ল কুসুমধারা অতি হর্ষে স্বয়ং প্রফুল্লচিত্তা নিকুঞ্জেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে ভূষিতা করিয়াছিলেন এবং সেই শ্রীরাধা ঈষৎ নৈত্র বিঘূর্ণন করিয়া যাহাকে স্বাধীন সেই শ্রীমান্ কদম্বেশ্বর আমার নৈত্র সুখ বিস্তার করুন ॥৭৩॥

নীচৈঃ প্রোঢ়ভয়াং স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ

স্বর্গাঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবং ।

গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতা রাজ্যে স্মৃটং কৌতুকা-

তৈর্ষং প্রাহুভূত সদা স্মরতু তৎসদেগোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ ॥৭৪॥

“শ্রীকৃষ্ণের নিকট আমার গর্ব কিঞ্চিৎকর” এই ভয়ে স্বয়ং ইন্দ্র পাদগ্রহণ-পূর্বক এই স্থানে মন্দাকিনীর জলে সুরভি দ্বারা গোবিন্দের গোপালকত্ব রাজ্যে অতি কৌতুকে নূতন অভিষেক করিয়াছিলেন সেই অভিষেক জলে প্রাহুভূত গোবিন্দকুণ্ড আমার নৈত্র গোচর হউন ॥৭৪॥

ব্রজেন্দ্র বর্ষাপিত ভোগমুচৈ-

ধৃতা বৃহৎকায়মঘারিকংকঃ ।

বরেণ রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্তে

যত্রানুকূটং তদহং প্রপত্তে ॥৭৫॥

ব্রজেন্দ্রবর্ষ্য নন্দরাজ যাহাকে ভোগ অর্পণ করিয়াছেন তাদৃশ একটি
অবৃহৎকায় ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ “আমি পবিত্র, বর গ্রহণ কর” এই বরে
শ্রীরাধাকে ছলনা করিয়া যথায় অনুকূট ভোজন করিয়াছিলেন সেই স্থানকে
আমি আশ্রয় করি ॥৭৫॥

গিরিন্দ্রবর্ষ্যোপরিহাররূপী

হরিঃ স্বয়ং যত্র বিহারকারী ।

সদা মুদা রাজতি রাজভোগৈ-

ইরিস্থলং তত্তু ভজেহুুরাগৈঃ ॥৭৬॥

• গোবর্দ্ধনের উপরি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মনোহর রূপে যে স্থানে বিহার করতঃ
অতি হর্ষে সুশোভিত হইয়া রাজভোগ ভোজন করিয়াছিলেন আমি সেই
বিহারাস্থলকে অতি অহুরাগে ভজনা করি ॥৭৬॥ (ক্রমশঃ)

সাংসারিক ক্লেশ ও ভগবানের দয়া

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পোড়াকুটী, পুরী

২৪শে বৈশাখ, ১৩৩৬ ; ৭ই মে, ১৯২৯

১৪ই মধুসূদন, ৪৪৩ গোরাঙ্গ ।

কল্যাণীয়বরাস্ত্র—

আপনার ২২শে বৈশাখ তারিখের পত্রে তথাকার সংবাদ জানিলাম ।
এই সংসার অনিত্য, এখানে কেহই চিরদিন বাস করিতে আসেন নাই ।
ভগবান্ যাহাকে যখন যেখানে রাখেন, তিনি তখন অল্পান বদনে সেখানে
থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন । ভগবানের যাবতীয়
পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জগুই বিহিত হয় । ভগবানের মায়াশক্তির
পুরস্কারকে আমরা আদর করি, আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে

নানাপ্রকারে যাতনা দেয়। মাযার এই দণ্ড ভগবানের কৃপা-প্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া তাহাও ভক্তগণ অনাদর করেন না, তাহা অস্মানবদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎকৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। যাহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন; তাহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।

আগামী শনিবার ২০শে বৈশাখ শ্রীচন্দনযাত্রা-মহোৎসব। এই সময়ের সময় নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীরাধামদনমোহনদেবের জল-ভ্রমণাদি লীলা হইয়া থাকে। এই সময় শ্রীক্ষেত্রে বহু যাত্রীর সমাগম হয় ও নানা উত্তাপ হইতে জীবগণ অবসর লাভ করে।

আপনি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আগমন করিয়া হরিকথা-শ্রবণপূর্বক সাংসারিক অভাব হইতে নিমুক্ত হউন। যাহারা ভগবানের সেবা করেন তাহাদিগকে লইয়া মহোৎসবাদি সেবায় যোগদান করিলে আমাদের সাংসারিক অভাব কিছুই থাকিতে পারে না। সর্বদা ভগবানের কথায় নিযুক্ত থাকাই সাধু, শাস্ত্র ও ভগবানের উপদেশ।

আমরা শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় ভাল আছি। সর্বদা শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইতেছি। আপনিও যতশীঘ্র পারেন, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আগমন করিয়া সাংসারিক ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্ত হউন।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর (প্রতিষ্ঠাশা)

১। কাপট্যের সহিত অশ্রু-পুলকাদি ভাববিকার প্রদর্শনের মূল উদ্দেশ্য কি?

“অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত,

লক্ষ-বাক্ষ অকস্মাৎ

মূর্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া।

এ লোক বঞ্চিত রঙ্গ,

প্রচারিয়া অসংসঙ্গ,

কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া ॥”

—কঃ কঃ ‘উপদেশ’ ১৮

২। সৰ্বত্যাগ করিয়াও কি ত্যাগ করা যায় না ?

“সৰ্বত্যাগ করিলেও ছাড়া স্মৃষ্টিন।

প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগে যত্ন পাইবে প্রবীণ ॥”

—ভঃ রঃ ‘২য় বামসাধন’

৩। শঠগণ যে মহতের স্বভাব অনুকরণ করে, উহার উদ্দেশ্য কি ?
অনুকরণিক চেষ্টা স্থায়ী হয় ?

“যাহারা শঠ, তাহারা নিজ-স্বভাবকে গোপন করিয়া মহতের স্বভাব অনুকরণ করত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেরূপ অনুকরণ স্থায়ী হয় না, দুই চারি দিবসের মধ্যে তাহাদের নিজ স্বভাবের পরিচয় দিতে অবশ্যই বাধ্য হয়।”

—‘বৈষ্ণব-স্বভাব’, সঃ তোঃ ৪।১১

৪। মোখিক দৈন্ত্যই কি প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগের প্রমাণ ?

“যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন ‘বৈষ্ণব হইয়াছি—এরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্ত্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি,—‘আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই’; কিন্তু মনে মনে করি ‘শ্রোতৃগণ এই গুনিয়া আমাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা দান করিবেন!’ হায় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না।

—‘প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জন’, সঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৩

৫। শান্তিকামী ব্যক্তিগণ সংসার ত্যাগ করিয়া কোন্ অনর্থ পতিত হয় ?

“প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থলোকের অধিক হইবে বলিয়া শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করে; কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে।”

—‘প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জন’, সঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৩

৬। প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সৰ্বাপেক্ষা হেয় কেন ?

“প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সমস্ত অপেক্ষা হেয়। হেয় হইলেও অনেকের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়ে।”

—‘প্রয়াস’, সঃ তোঃ ১০।৯

৭। কপট লোক প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্ত কি কি উপায় অবলম্বন করেন ?

“আচার্য্যের প্রিয়তা ও সাধুগণের প্রতিষ্ঠা, সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং কালনেমির শ্রায় কার্য্যোদ্ধারের আশায় ও মহোৎসবে সম্মান পাইবার জন্তই অনেকেই কাপট্য স্বীকার করত ভাগবতী রতির অনুকরণে নৃত্য, শ্বেদ,

পুলকাশ্রু, গড়াগড়ি কম্প এবং কখনও কখনও তাব পর্য্যন্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেন । কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে সাত্ত্বিক বিকার নাই ।” —চৈঃ শিঃ ৫।৪

৮। নিজেকে ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া অভিমান দুষণীয় কেন ?

“‘আমি ত’ বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ’ব আমি ।
প্রতিষ্ঠাশা আসি’ হৃদয়ে দূষিবে,
হইব নিরয়গামী ।”

—কঃ কঃ ‘প্রার্থনা’ (লালসাময়)—৮

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগোপালদেবাষ্টক

[শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর-বিরচিত-পত্নানুবাদ]

মধুর মৃহল চিত্ত প্রেমই যাঁহার বিত্ত,
সজ্জনে রচিত বেশ অতি শোভাময় ।
বিবিধ মণি অলঙ্কারে শোভাময় সংসারে,
হৃদে জাগো হে গোপাল ! ওগো প্রেমময় ॥
নিরুপম গুণরূপ সর্ব মাধুর্য্য ভূপ,
অঙ্গের লাবণি হেরি কোটি চন্দ্র মুরছয় ।
শ্রীহীন অমৃত হাস্যে যাঁর হাসির বিকাশে,
হৃদয়ে জাগো হে শ্রীগোপাল প্রেমময় ॥
শ্রীহস্তে ধরিয়া গিরি সজনেরে রক্ষা করি,
মহিমা প্রকাশ করহ সুলাবণ্যময় ।
হে ভকৎ বৎসল ! হে প্রেমিক সুন্দর !
জাগো হৃদয়ে শ্রীগোপাল, জাগো প্রেমময় ॥
তব অনুরাগী ব্রজাঙ্গনা যোগী,
তব রসে রসময় সদা হাস্যময় ।
প্রীতিহংসির তড়াগ সতত অনঙ্গ যাগ,
স্মরিতা—হে গোপাল ! জাগো প্রেমময় ॥

মধুময় কটিদেশে ত্রিবলি লক্ষিতালয়ে,
জিনিয়া কন্দর্প রেখা অতি শোভাময় ।
সেই ত্রিবলি ওপারে জিনিয়া কন্দর্পরেখা
শোভে যাঁর, হে গোপাল ? জাগো প্রেমময় ॥

বরষায় অভিভূত আপনার অনুগত,
সজনে করিলে রক্ষা ওহে কৃপাময় ।
বান্ধব শ্রীদাম সম হৈল শ্রীগোবর্দ্ধন,
হে গোপাল ! হৃদে সদা জাগো প্রেমময় ॥

বিকাশিয়া স্বীয়শক্তি বল্লভাচার্যের ভক্তি,
মাধবেন্দ্রের অনুরাগ প্রেম কিশলয় ।
প্রকাশি হৃদয়ে মোর সদা হই বিভোর,
জাগো হে হৃদয়ে শ্রীগোপাল প্রেমময় ॥

নিয়ত ভকতবৃন্দ যাঁহার প্রণয় রসে,
অভিভূত হয়ে সদা তদগত তন্ময় ।
অসমর্থ কৃতিজন নির্ধারিতে তবগুণ,
জাগো হে হৃদয়ে শ্রীগোপাল প্রেমময় ॥

দিবা রাত্রি গৃহে বনে ভকতি অন্তর মনে,
স্মরে সেই শ্রীকৃষ্ণের অষ্টক ভাবময় ।
সে সরল ভক্ত প্রাণে প্রেম ভক্তি অনুক্ষণে,
জাগাও হে শ্রীগোপাল ! জাগো প্রেমময় ॥

—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শাওতালডি ; পুরুলিয়া ।

গ্রাহক নং ৫০৮১

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-১)

প্রীতিবিষয়ে শ্রীভগবতের যে-সকল নিগূঢ়োক্তি আছে, এই সন্দর্ভে সেই সকল সংগৃহীত হইয়াছে। প্রেমের পরম পুরুষার্থরূপতা এই গ্রন্থে ব্যক্ত হওয়ায় বিবিধযুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রীতিরহস্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তির এই সন্দর্ভ অবশ্য আলোচ্য।

ভাগবত সন্দর্ভের চারিটি সন্দর্ভে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব শ্রীভগবানের বিষয় বিচার দ্বারা স্থির করা হইয়াছে। ভক্তিসন্দর্ভে তাহার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে প্রয়োজন বিচার হইতেছে।

উপাস্ত, উপাসনা ও তাহার ফল নিরূপণই শাস্ত্রের অভিপ্রেত। উপাস্ত ও উপাসনা নিষ্কণ্টকের পর উপাসনার ফল নির্ণয় বাঞ্ছনীয়।

সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি জীবের প্রয়োজন। শ্রীভগবৎ প্রেম লাভে অত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়। অন্য উপায়ে সুখলাভ হইলেও তাহাতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না এবং তাহা অফুরন্ত নহে। কিন্তু ভগবৎপ্রীতিতেই তাহা সম্ভব।

শাস্ত্র যে পরমতত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা অনন্ত পরমানন্দস্বরূপে বিরাজমান। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও “সৈষা আনন্দস্ত মীমাংসা ভবতি” অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের সেই মীমাংসা হইয়া থাকে” হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষানন্দঃ হইতে পর্য্যন্ত ক্রমশঃ শতগুণ উৎকর্ষ বর্ণন করিয়াছেন অর্থাৎ—

সৈষানন্দস্ত মীমাংসা ভবতি। যুবা স্তাৎ সাধুযুবাইধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তশ্চৈয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্ত পূর্ণা স্তাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। স একো মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং দেবগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কস্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ।

যে কৰ্ম্মণা দেবানপিযন্তি । শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত । তে যে শতং কৰ্ম্ম-
দেবানাং দেবানামানন্দাঃ । স একো দেবানামানন্দঃ । শ্রোত্রিয়স্ত চাকাম-
হতস্ত । তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ । স এক ইন্দ্রস্তানন্দঃ । (২।৮।১-৩)

ব্রহ্মানন্দ লৌকিক আনন্দ হইতে ভিন্ন । লৌকিক আনন্দ ক্ষণিক,
ঐন্দ্রীক এবং তাহার পরিমাণও অতি সামান্য । ব্রহ্মানন্দ নিত্য ও অনন্ত ।
ইহা দেখাইবার জন্য শ্রুতিতে বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণদের মীমাংসা এইপ্রকার
হইয়া থাকে—যে যুবা সাধু, অধীতবেদ, ক্ষিপ্ৰকৰ্ম্মী, দৃঢ়কায় ও বলবান,
সৰ্ব্ব সম্পৎ পরিপূর্ণা পৃথিবী তাহার অধিকৃত হয় । সে ব্যক্তি বিবিধ বিষয়
ভোগ দ্বারা মনুষ্য লোকের শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করে ; তাহা মানুষানন্দ ।
এই মানুষানন্দকে পরিমাণ করিয়া অন্যান্য আনন্দের পরিমাণ করা হইতেছে ।
মানুষানন্দের শতগুণ মানুষগন্ধৰ্ব্বের আনন্দ (কৰ্ম্মবিচারবিশেষ দ্বারা যে মানুষ
গন্ধৰ্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে সে মানুষগন্ধৰ্ব্ব) । আর এই মানুষগন্ধৰ্ব্বের শতগুণ
আনন্দ দেবগন্ধৰ্ব্বের (যাহার জন্ম হইতেই গন্ধৰ্ব্ব) আর যে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ
বিষয় কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি দেবগন্ধৰ্ব্বতুল্য আনন্দ ভোগ
করেন। এই দেবগন্ধৰ্ব্বের শতগুণ আনন্দ চিরলোকালোক পিতৃগণের আনন্দ ।
চিরস্থায়ী লোক অর্থাৎ স্থান ষাঁহাদের তাঁহারা চিরলোকালোক, আর যে
ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা ত্যাগ করিয়াছেন তিনি এই চিরলোকালোক
পিতৃগণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন । এই পিতৃগণের যে আনন্দ তাহার
শতগুণ আনন্দ আক্ষানজ দেবগণের (স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্মপ্রভাবে ষাঁহারা
দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন) । আর যে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ বিষয় কামনা
পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনিও এই দেবগণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন ।
আক্ষানজ দেবগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ আনন্দ কৰ্ম্মদেবগণের আনন্দ
(যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কৰ্ম্মদ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন) ।
আর যে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা ত্যাগ করিয়াছেন তিনিও এই দেব-
গণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন । কৰ্ম্ম দেবগণের শতগুণ আনন্দ ইন্দ্রাদি
দেবগণের আনন্দ । আর যে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা ত্যাগ করিয়াছেন,
তিনিও এই দেবগণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন । ইন্দ্রের যে আনন্দ
তাহার শতগুণ আনন্দ বৃহস্পতির আনন্দ । আর যে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ বিষয়-
কামনা ত্যাগ করিয়াছেন তিনিও বৃহস্পতি তুল্য আনন্দ ভোগ করেন ।
বৃহস্পতির শতগুণ আনন্দ প্রজাপতিগণের আনন্দ এবং বিষয়-কামনাত্যাগী

ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণও তন্তুল্য আনন্দ ভোগ করেন। প্রজাপতিগণের শতগুণ আনন্দ ব্রহ্মানন্দ এবং তদ্রূপ আনন্দ বিষয় কামনাত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের। এই মান তুলনার ব্রাহ্মণাদের যথার্থ পরিমাণ হয় না, তাহা অপরিমিত। সেজন্য শ্রুতি বলিলেন,—“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” পরিমাণ না পাওয়ার যাহা হইতে মনের সহিত বেদলক্ষণবাক্যসকল নিবৃত্ত হয়। বেদ ও ব্রাহ্মণাদের পরিমাণ নির্ণয়ে অসমর্থ। মনও তাহাতে অসমর্থ।

এস্থলে কামনারহিত ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি মানুষানন্দ ছাড়া অন্য দশ প্রকার আনন্দ ভোগ করিতে পারেন—ইহা বলিবার তাৎপর্য—তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মুক্তিলাভের অধিকারী। মুক্তি দুই প্রকার—সম্যোগমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। সম্যোগমুক্তিতে বাঁহাদের অভিলাষ, তাঁহারা দেহভঙ্গের পর ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ করেন। আর ক্রমমুক্তিকামী ক্রমশঃ গন্ধর্ব্বলোকাদির আনন্দ ভোগ করিয়া সত্যলোক প্রাপ্ত হন। মহাপ্রলয়ে সত্যলোক ধ্বংস হইলে ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ করেন। অনাসক্তভাবে বিভিন্ন লোকের সুখভোগ করেন বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্মবন্ধন হয় না। মুক্তির অন্তরায়ও ঘটে না। পাখির সুখভোগে বিরক্ত বলিয়া তাঁহাদের মানুষানন্দ প্রাপ্তির কথা বলা হয় নাই।”

“কো হেবাশ্রাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন শ্রাৎ।” (তৈত্তিরীয় ২।৭) যদি পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ না হইতেন, তবে কে অপান-বায়ুর চেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণবায়ুর চেষ্টা করিত! এই শ্রুতিবাক্যে কেবল তাঁহার আনন্দরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন অষ্টাশ্বযুক্ত রথ, সারথি ও সূর্য্যদেবসমন্বিত সূর্য্যমণ্ডল এবং বিবিধ জীবাবাস, গিরি নদীসমন্বিত তরল বায়বীয় নানাবস্থাপন্ন গ্রহ-নক্ষত্র কেবল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ বিবিধস্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট শ্রীভগবান্কে শ্রুতি কেবল আনন্দস্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতি দ্বারা তন্মধ্যস্থিত অন্ত বস্তু-সকল অভিভব প্রাপ্ত বলিয়া তৎসমুদয়ের উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ শ্রীভগবানের আনন্দ প্রাচুর্য্যহেতু অন্যান্য স্বরূপধর্ম্মসকল অভিভব প্রাপ্ত হয় বলিয়া তিনি সচ্চিদানন্দরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

জীব শ্রীভগবানের অংশ ও নিত্যসেবক হইলেও শ্রীভগবজ্জ্ঞানের সংসর্গাভাবযুক্ত বলিয়া তদীয় মারাদ্বারা পরাভূত হইয়া স্বরূপ জ্ঞানের লোপ হেতু মায়াকলিত দেহাদিতে আবেশজনিত অনাদি সংসার দুঃখে বদ্ধ হইয়াছে।

দর্শন-শাস্ত্রমতে অভাব দুইপ্রকার—সংসর্গাভাব ও অন্তোন্তাভাব। সাংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। এখানে ঘট নাই। ইহা প্রাগভাব। প্রাগভাব বিনাশী। ঘট সেখানে রাখিলে ঘটাব্য দূর হয়। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে সেই ঘটেরই ধ্বংস হইল, সেই ঘটেরই ধ্বংসাভাব। ধ্বংসাভাব নিত্য। যে ঘট ভাঙ্গিল তাহা আর হইবে না। অত্যন্তাভাব শশবিষাণ শশকের শৃঙ্গ নাই কখনও শৃঙ্গ উদ্গম হয় না।

জীবের ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞানের প্রাগভাব অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে জীবে ভগবজ্জ্ঞানের অভাব আছে। শ্রীভগবৎকৃপায় সেই অভাব দূর হইতে পারে। জীব ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে পারে; যদি এই জ্ঞানের ধ্বংসাভাব বা অত্যন্তাভাব থাকিত তবে কখনও সে জ্ঞান লাভ হইত না। কোন কোন দার্শনিকের মতে—পূর্বে জীবের সে জ্ঞান ছিল, কিন্তু মায়ায় কুহকে পড়িয়া জ্ঞান হারাইয়াছে। তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে জীবের অজ্ঞান ধ্বংসাভাবের অন্তত্ব হইয়া পড়ে। তাহাতে কোন কালে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। এজন্য সংসর্গাভাবের অন্তত্ব প্রাগভাব স্বীকার করা গেল।

অন্তোন্তাভাব—ঘটে পট নাই, পটে ঘট নাই। এই অভাব কখনও ঘুচে না। অতএব ইহাই জানা যাইতেছে যে, পরমতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার লক্ষণ শ্রীভগবজ্জ্ঞানই পরমানন্দ প্রাপ্তি। তাহাই পরম পুরুষার্থ। নিজস্বরূপে অজ্ঞান ও সংসার দুঃখ প্রাপ্তির কারণ পরতত্ত্বজ্ঞানাভাব। রোগের নিদান অর্থাৎ মূলকারণ দূরীভূত হইলে যেমন রোগ নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ পরতত্ত্ব জ্ঞানাভাব ঘুচিলে বিনাপ্রযত্নে নিজ স্বরূপগত অজ্ঞাননিবৃত্তি ও সংসার দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি ঘটে। জীব শ্রীভগবানকে জানে না বলিয়া নিজকেও জানিতে পারে না। শ্রীভগবান্ স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ সূর্য্য যেমন নিজে প্রকাশ পাইয়া জাগতিক বস্তুসকলকে প্রকাশ করেন, শ্রীভগবানও তদ্রূপ নিজ মহিমায় প্রকাশ পাইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠকে প্রকাশ করিতেছেন। যে সূর্য্য দেখে না, সে নিজকেও দেখিতে পায় না; অন্তকেও দেখে না পরন্তু অন্ধকারে মগ্ন থাকে। এইপ্রকার যে ব্যক্তি ভগবান্কে দেখে না, সে নিজকেও দেখে না এবং অণুর স্বরূপও দেখিতে পায় না। মায়ায় কুহকে ডুবিয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করে। সূর্য্যকে দেখিতে পাইলে নিজকে দেখার জন্য বা অন্ধকার দূর করার জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় না। শ্রীভগবান্কে

দেখিতে পাইলে সঙ্গে সঙ্গে নিজ স্বরূপগত অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তখন সাংসারিক দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। আর কখনও সেই অজ্ঞান বা দুঃখ আসিতে পারে না।

বদ্ধজীবের স্বভাবসিদ্ধ বিমুখতা দোষে ভগবতত্ত্ব জ্ঞান হয় না। শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতা ধর্মের কখনও ব্যভিচার হয় না কিন্তু জীবের স্বভাবসিদ্ধ বিমুখতাদোষে তাহা অনাভিব্যক্ত আছে, উহা দূর হইলেই ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে নিজ স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাভ হয়। উহাই স্বরূপগত অজ্ঞান নিবৃত্তি। একবার পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে আর কখনও তাহার অন্তরায় ঘটিবে না। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা আর উৎপন্ন হইতে পারে না। দুঃখ নিবৃত্তিও সেই জাতীয় বলিয়া পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারা উহা চলিয়া গেলে আর দুঃখ থাকিতে পারে না। শ্রীভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক-সকল স্বরূপগত অজ্ঞান নিবৃত্তিকে পরম পুরুষার্থরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

ধর্মশ্চ হ্যাপবর্গশ্চ নার্থোহর্থায়োপকল্পতে ।

নার্থশ্চ ধর্মৈকান্তশ্চ কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ।

কামশ্চ নেন্দ্রিয়প্রীতিলাভো জীবতে যাবতা ।

জীবশ্চ তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্বেহ কণ্মভিঃ ।

বদন্তি তত্ত্ববিদ্বন্তস্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

তচ্ছুদ্ধধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া ।

পশুন্ত্যাঅনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ (ভাঃ ১।২।২-১২)

যে ধর্ম হইতে অপবর্গ সিদ্ধ হয় তাহার ফল অর্থ (জাগতিকবস্তু প্রাপ্তি) কখনও সম্ভাব হয় না। আর ধর্ম যাহার একমাত্র ফল সেই অর্থের ফল কাম নহে। কাম অর্থাৎ বিষয় ভোগের ফল ইন্দ্রিয় প্রীতি নহে। জীবন যতদিন আছে ততদিন কাম সেব্য হয়, কিন্তু তাহা পুরুষার্থ নহে অর্থাৎ বিষয়ভোগ বাসনা জীবের কাম্যবস্তু নহে, তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই একমাত্র পরমফল বা প্রয়োজন।

সেই তত্ত্ব কি, তাহাই বলিতেছেন—তত্ত্ববিদগণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। সেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ শব্দে অভিহিত হন। অন্ত্যাত্ম দেবতা-উপাসনা তত্ত্ববস্তু নহে।

অতএব শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ সাধু মুখে ভগবৎকথা শ্রবণপূর্বক তাহা গ্রহণ করিয়া ভক্তির স্বরূপ অবগত হইলে সেই ভক্তিপ্রভাবে তুচ্ছচিত্তে আত্মাকে দর্শন করেন।

তাহার ফল বলিতেছেন,—

ভিত্তে হৃদয়গ্রস্থিচ্ছিত্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি দৃষ্টে এবাত্মনীশ্বরে ॥ (ভাঃ ১।২।২১)

ভগবৎতত্ত্ব ব্যক্তির আত্মায় দৈশ্বর্য দৃষ্ট হইলেই অহংকাররূপ হৃদয়গ্রস্থি ভাঙ্গিয়া যায়। সর্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কৰ্ম্মক্ষয় হইয়া যায় আর কৰ্ম্মফল ভোগের জন্ত জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসার্বভৌম-সংলাপ

মেধাবী জনগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, শ্রুতি ভগবানের নিবিশেষতত্ত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, শ্রুতি বিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন। অনেক সময় আমরা সাধারণ ব্যাপারেও দেখিতে পাই কোনও ব্যক্তির উক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ঐ উক্তির একদেশের উপর বিশেষ জোর দিয়া তাহার উক্তির বিরুদ্ধার্থ গ্রহণপূর্বক বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া থাকি। শ্রুতি সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। মেধা যতই সমৃদ্ধই হউক না কেন, তাহা অধোক্ষজ বাণী শ্রুতির মৰ্ম্ম অবধারণে অসমর্থ। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভগবানের কুপার প্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত আমরা আমাদের জ্ঞান-গরিমা-প্রদর্শনে উঠিয়া পড়িয়া লাগি। তাহা অক্ষজ জ্ঞানিগণ স্বকপোল-কল্পিত ধারণায় শ্রুতির অর্থ করিতে যাইয়া বিশেষ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐপ্রকার অসুবিধা দূরীকরণার্থ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগোরাঙ্গদেব নীলাচলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ পণ্ডিতগণকে বেদান্তবিচারে পরাজিত করিয়া শ্রুতির মুখ্যার্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিয়ে আমরা সার্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর বিচারের কিয়দংশ আলোচনা করিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জীব-বিশেষ জ্ঞান করিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহার সন্ন্যাস সংরক্ষণার্থ বেদান্ত-শ্রবণ করাইবার ইচ্ছা স্বীয় ভগ্নীপতি

গোপীনাথ আচার্যের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোপীনাথ সার্বভৌমের ঐ ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং সার্বভৌমের ঐ প্রকার উক্তির কথা মহাপ্রভুকেও বলিয়াছিলেন। কিন্তু ‘তৃণাদপি সুনীচ’ শ্লোকের আচার্য্যলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। পক্ষান্তরে বলিয়াছেন, সার্বভৌমের সঙ্গে তোমাদের ঐ প্রকার বিতণ্ডা করা উচিত হয় নাই। তাঁহার উক্তিতে আমার প্রতি যে তাঁহার স্নেহ আছে, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার পরে একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বেদান্ত-শ্রবণের জন্ত বলিলেন। মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—আপনি যাহা বলিবেন, তাহা আমার শিরোধার্য্য। সার্বভৌম বেদান্ত পাঠ করিয়া মায়াবাদ-ভাষ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সাতদিন বেদান্ত ব্যাখ্যা হইল। মহাপ্রভু মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন, একটি কথাও বলিলেন না। অষ্টম দিবস মহাপ্রভুকে মৌন থাকিবার কারণ সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু উত্তরে বলিলেন,—“আপনি বলিয়াছেন, বেদান্ত-শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তাই শ্রবণ করিতেছি। কিন্তু আপনি যে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া মৌন হইয়া রহিয়াছি। বেদান্তের সূত্রসমূহ বুঝিতে কোনও কষ্ট হইতেছে না, কিন্তু আপনি যে ভাষ্য করিতেছেন তাহা, আমার মনে হয়, সূত্রের অর্থ প্রকাশ না করিয়া আচ্ছাদনই করিতেছে। উপনিষদ্‌ বাক্যসমূহের যে মুখ্যার্থ, তাহাই বেদব্যাস সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্ত নিজকৃত সূত্রে উদ্দেশ্য করিয়াছেন। সূত্ররাং সেই মুখ্যার্থই জ্ঞাতব্য। সেই মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ কল্পনা করিলে শব্দের ‘অভিধা-বৃত্তি ছাড়িয়া ‘লক্ষণা’ করা হয়, উহা অমল-প্রমাণ। বস্তুতঃ পক্ষে ক্রতি-প্রমাণই অমল-প্রমাণ। দেখুন, পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা নিতান্ত অপবিত্র, কিন্তু শঙ্খ ও গোময় তন্মধ্যে গণিত হইয়াও ক্রতিবাক্যবলে মহাপবিত্র হইয়াছে। বৈদিক-বাক্যের লক্ষণা করিতে হইলে তাহাকে অনুমানের অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়।

ব্যাসসূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণের দ্বারা দেদীপ্যমান। কিন্তু মায়াবাদী-গণ স্বকল্পিত-ভাষ্যরূপ মেঘ দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছেন। বেদ এবং তদনুগত পুরাণসমূহ একমাত্র ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্ব ধর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরধর্ম্মে লক্ষিত হন। আবার সেই ঈশ্বরকে

তাঁহার সর্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে সেই বৃহৎ ব্রহ্ম-বস্তুই স্বয়ং ভগবান্ হইয়া পড়েন। অতএব ব্রহ্ম ও ঈশ্বর—ইঁহারা ভগবত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপার-বিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ সর্বদা পরিপূর্ণ শ্রী-সংযুক্ত। স্মৃতরাং তিনি নিত্য সর্বিশেষ। তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। যে-সকল শ্রুতি তাঁহাকে নির্বিশেষ বলিয়া বলেন, তাঁহারা কেবল প্রাকৃত বিশেষ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষই স্থাপন করিয়াছেন। এই বিষয়ে হৃদয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বলিতেছেন,—

“বা যা শ্রুতির্জল্লতি নির্বিশেষঃ সা সাতিথত্তে সর্বিশেষমেব।

বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং প্রায়োবলীয়ঃ সর্বিশেষমেব ॥”

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলিয়াছেন—

“অপানিপাদো অবনো গ্রহীতা পশুরাচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ ভাস্তাস্তি বেত্তা তমাহরত্র্যং পুরুষং মহাস্তম্ ॥”

এই শ্লোকে ভগবান্ যে চলিতে পারেন, গ্রহণ করিতে পারেন, দেখিতে পারেন, বুঝিতে পারেন এবং তিনি যে সকলের বেত্তা তাঁহার বেত্তা যে আর কেহ নাই তাহা স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাকৃত হইবার পরিবর্তে ঐ সকল ইন্দ্রিয় যে অপ্রাকৃত এবং তাঁহার যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, তাহাও এই শ্লোকে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” বাক্য এবং অন্যান্য শ্রুতির ঐ প্রকার আরো অনেক বাক্যে জানা যায় যে, এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে। ব্রহ্ম দ্বারা জীবিত থাকে এবং ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হয়। স্মৃতরাং এই সকল শ্রুতি-প্রমাণে পরব্রহ্মের অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারকত্ব সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে ব্রহ্ম কি-প্রকারে নিরাকার, নির্বিশেষ ও নিঃশক্তিক হইতে পারেন? তৈত্তিরীয় উপনিষদের “বহুশ্চাম্” বাক্যে ভগবান্ যখন বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন “স ঐক্ষত” এই শ্রুতি-বাক্যমতে তিনি প্রাকৃত শক্তিতে ঐক্ষণ করিলেন। সে সময়ে প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই। ভগবান্ যে মন দ্বারা চিন্তা করিলেন ও যে নয়ন দ্বারা প্রকৃতির প্রতি ঐক্ষণ করিলেন, তাহা প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বেই যে ছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। স্মৃতরাং পরব্রহ্মের যে স্বরূপগত অপ্রাকৃত নত্রে ও মন আছে, ইহা সর্ববেদসম্মত। উপনিষদের প্রায় সর্বত্রই ‘ব্রহ্ম’

শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সেই ব্রহ্মই পূর্ণ অবস্থায় স্বয়ং ভগবান্ ; ইহাই বেদের মুখ্যার্থ। বেদের মুখ্যার্থ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। অমল-প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

ঐতরীয় উপনিষদের “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্দ্রং কিঞ্চনমিষৎ। স ইমান্ লোকানসৃজত” শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের “অপানি-পাদো অবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ। স বেত্তি বেত্তং ন চ ভস্মান্তি বেত্তা তমাহরগ্রাং পুরুষং মহাস্তম্ ॥” “ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি। অশ্মান্ময়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চাত্তো মাঘয়া সন্নিরুহঃ ॥” তৈত্তিরীয় উপনিষদের “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ-প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বি-জিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।” প্রভৃতি বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্পষ্টরূপেই উক্ত হইতেছে। বেদের সার্বদেশিক বিচার না করিয়া একদেশীয় বিচারক্রমে “তত্ত্বমসি শ্বেতোকৈতো” প্রভৃতি বাক্যসমূহকে মহাবাক্যজ্ঞানে অপর বাক্যের অনাদর দ্বারা যে ভ্রান্তির উদয় মায়াবাদিগণের বিচারে দৃষ্ট হয় তাহা অপসারিত হওয়া কর্তব্য। ‘তত্ত্বমসি’ বলিতে ব্রহ্মবস্তুর জড়সাকারস্বরূপ নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু অপ্রাকৃত স্বরূপের নিষেধ তাহাতে নাই। জীব যে ব্রহ্মজাতীয় বস্তু অর্থাৎ স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু ও অচিদ্ হইতে বিলক্ষণ তাহাই উহাতে পরিদৃষ্ট হইতেছে। চিত্তবস্তুর অগুহ ও বিভূত্ব ভেদে ঈশ্বরের ও জীবের ভেদ। আবার ‘শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ’। এই বাক্য অহুসারে উভয়ের মধ্যে অভেদ-তত্ত্ব রহিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে ব্রহ্মের সহিত জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ না জানিয়া ব্রহ্মকে নিরাকার বলা অজ্ঞতারই পরিচয়।

বস্তুতঃ ব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দবিগ্রহ-বিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের “পরাস্মৈ শক্তিরিবিবৈধৈব ক্ষয়তে” বাক্যে তাঁহাদের ঐ উক্তি খণ্ডিত হইয়াছে। ক্রতির ঐ উক্তিটি আরও বিশ্লেষণ করিয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা কেত্রজাখ্যা তথা পরা।

অবিদ্যা কৰ্ম্মসংজ্ঞাতা তৃতীয়া শক্তিরিযতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সৰ্বগা ।

সংসারতাপানখিলানবাঞ্ছোত্যত্র-সত্ততান্ ॥

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা ।

সৰ্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বৰ্ত্ততে ॥

হ্লাদিনী সন্ধিনী সখিৎ ত্বযোকা সৰ্বসংশ্রয়ে ।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবজ্জিতে ॥”

বস্তুতঃপক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি জীবশক্তি । জীবের অবস্থিতি মায়িকশক্তি ও চিচ্ছক্তির মধ্যস্থানে । কিন্তু জীব চিদ্বস্তু হইয়াও অণুত্বপ্রযুক্ত মায়া বা অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইবার যোগ্য । ঐভাবে আবৃত হইলে অমৃতের সম্ভাবন হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সংসারতাপ ভোগ হইয়া থাকে । শ্রীভগবানের যে তিনটি শক্তির কথা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত শ্লোকসমূহে বলিতেছেন তন্মধ্যে চিৎ শক্তি সর্বোত্তমা, জীবশক্তি মধ্যমা-ও অচিৎ-শক্তি বা মায়া-শক্তি অধমা ।

বেদান্তমতে ঈশ্বর, জীব ও মায়া এই তিন তত্ত্বের স্বরূপ জানা আবশ্যক । প্রথমে ঈশ্বরস্বরূপ জানা প্রয়োজনীয় । সচ্চিদানন্দ-মাহাত্ম্যই ঈশ্বরের স্বরূপ । সেই সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠা শক্তি সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন অংশে তিন রূপে প্রকাশমানা । আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ও চিদংশে সখিৎ সেই সখিদেই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান । চিৎশক্তি স্বীয় হ্লাদিনী ও সখিৎদ্বারা জীবকে রূপা করিলে জীব শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়া পরাৎপর বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারেন, এবং বুঝিতে পারেন যে, ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্যবিলাস-লীলার প্রকাশক । মুণ্ডকোপনিষদ্ “দ্বা স্পর্গা সমুজ্জা সমায়া” প্রভৃতি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে চিৎ-সবিশেষবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানকারী জনগণের বিচার বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছে । মুণ্ডকোপনিষদের ঐ বাণীতে ইহা জান যায় যে, জীব ঈশ্বরকে ভুলিলে দণ্ডনীয় হয় ।

শ্রীব্যাসদেব শক্তিপরিণামবাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কিন্তু ঐ পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্ম বিকারী হন, এই বিতণ্ডা উঠাইয়া মায়াবাদিগণ শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলিবার দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন ।

বস্তুতঃপক্ষে নিত্যমুক্তশিরোরত্ন শ্রীব্যাসদেবের বাক্যে কখনও ভ্রান্তি থাকিতে পারে না । ব্রহ্ম তাঁহার অচিৎশক্তিবলে অবিকৃত্য থাকিয়াও

জগদ্রূপে পরিণত হইতে পারেন। ইহজগতে আমরা ‘মরকধ্বজ’ প্রস্তুত প্রণালীতে দেখিতে পাই, স্তব্ধ সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিয়াও মরকধ্বজে এমন একটি রাসায়নিক ক্রিয়া প্রদান করিয়া থাকে, যাহার রহস্য মানব-মনীষা আজ পর্যন্ত নির্ণয় করিতে পারে নাই। প্রাকৃত বস্তুতে যদি এই প্রকার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সৰ্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে অবিকৃত থাকিবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে ?

এই রহস্য বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী মুখ্যার্থ আবরণপূৰ্ব্বক গোণার্থ দ্বারা যে বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সজ্জনগণের আদরের বস্তু হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে জগৎ মিথ্যা নয়। বিবর্তবাদিগণ যে সর্প ও রজ্জুর উদাহরণ দিবে থাকেন, তাহাতে সহজেই সর্প ও রজ্জু দুইটি বস্তুর অস্তিত্বের বিষয় জানা যায়। “একমেব দ্বিতীয়ম্”— এই বিচার গ্রহণ করিয়া তাহারা ঐ উদাহরণ কি-প্রকারে দিতে পারেন ? দুইটি বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে একটীর সহিত অপরটীর ভ্রম কি-প্রকারে হইতে পারে ? সুতরাং সহজেই দেখা যাইতেছে যে, জগৎ মিথ্যা বলিয়া বিবর্তবাদ-স্থাপনের যে প্রয়াস, তাহা নিতান্ত হাস্যাম্পদ। পার্শ্বভৌতিক স্থলদেহে বা মন বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম দেহে যদি আত্মবুদ্ধি করা হয় তাহা হইলে বিবর্ত স্থাপিত হয়।

বেদকল্পতরুর বীজ মহাবাক্য প্রণব ! তাহাই ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ, প্রণব হইতেই যাবতীয় বেদের উৎপত্তি। প্রণবের স্বপ্রকাশিত বিগ্রহই শ্রীমদ্ভক্ত।

মহাপ্রভু পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে বহুবুদ্ধিদ্বারা মায়াবাদিগণের গোণার্থ খণ্ডন করিয়া মুখ্যার্থ বর্ণন করিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মায়াবাদ বিদ্যালয়ের একজন প্রধান পণ্ডিত। সুতরাং তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। মহাপ্রভুর যুক্তিখণ্ডনের জন্ত তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন—বহু বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহ প্রভৃতি উঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু মহাপ্রভু তৎসমস্তই খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ‘পরিণামবাদ’ স্থাপন করিয়া সৰ্বশেষে বলিলেন, সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, তাহার সেবা বা ভক্তিই অভিধেয় এবং তাহার আনন্দবিধান বা প্রেমই প্রয়োজন। ভগবান্ নিত্য, ভক্তি নিত্য, ভক্ত নিত্য। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তখন নির্বাক ও বিস্মিত হইলেন। পরিশেষে মহাপ্রভু শ্রীভগবানের অচিন্ত্য গুণসমূহের কথা কীর্তন করিয়া আত্মাতেই যাহাদের রতি এরূপ

বাসনা গ্রহীতৃ মুনিসকলও যে কৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, তাহা বলিলেন। সার্কভৌম পাণ্ডিত্য-প্রতিভার শ্রীমদ্ ভাগবতের “আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ” শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলেন কিন্তু মহাপ্রভু ঐ অর্থের একটিও স্পর্শ না করিয়া ঐ শ্লোকের যে একাদশটি পদ আছে তাহার প্রধান ৭টি পদে আত্মারাম যোগ করিয়া ৭টি অর্থ এবং ১১টি পদের ১১টি অর্থ এই প্রকারে অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন। প্রত্যেকটি অর্থেই শুদ্ধভক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সার্কভৌম এইবার বিস্মিত হইয়া নিজের মূঢ়তাকে ধিকার দিতে দিতে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগত হইলেন। শরণাগতজনকে মহাপ্রভু সর্বদা কৃপা করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু সর্বপ্রথমে শরণাগত সার্কভৌমকে নিজের চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য-প্রকাশ বিগ্রহ দেখাইলেন। তৎপরে মাধুর্য্যপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্যামসুন্দর বংশীবদন দ্বিভুজরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

চাঁদকাজী-উদ্ধার

(নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬২ পৃষ্ঠার পর)

প্রথম অঙ্ক

২য় দৃশ্য

শ্রীবাস-অঙ্গন

(কীর্তন-মণ্ডপ)

[শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস প্রভুর কীর্তন গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস—“এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন

ইথে কি আছে পরতীতি রে।

কমল দল জল জীবন টলমল

ভজহঁ হরিপদ নিতি রে ॥” (গীত)

(মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবাবেশে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ)

মহাপ্রভু—(কিয়ৎক্ষণ কীর্তনের পর কীর্তন ভঙ্গ হইলে) আজ আমার

কীর্তনে কোন আনন্দ লাগছে না, ...মন যেন বড় চঞ্চল হয়ে উঠছে!

আচ্ছা, এ বাড়ীতে কি কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে?

শ্রীনিত্যানন্দ—প্রভো, শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র চারিদণ্ড রাত্রি থাকতে দেহত্যাগ করেছে। ওরা আজ বড় বিপদগ্রস্ত ও শোকাচ্ছন্ন।

মহাপ্রভু—হায়, হায়! এমন কথা তো আমায় বল নি! কৈ, শ্রীবাসের মুখে তো কোন শোকের ছায়া দেখছি না! কই, শ্রীবাসের দেহ-মনের কোন বিকার বা বিকৃতি তো নেই? শ্রীবাস, তুমি কি শোকাভূর নও? পুত্র হারা হয়ে তোমার প্রাণ কি একটুকুও কাঁদে নি?

(মালিনদেবীর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ)

মালিনীদেবী—না—না, প্রভু! উনার প্রাণ এতটুকুও কাঁদে নি!

উনি কি পাষণ! (প্রভুর পাদদেশে লুটাইয়া পড়িয়া) যখন আমার খুকুমণি জ্বরে বিভোর হয়ে অচেতন হয়ে পড়ে রইল, তবুও উনি তা'র চিকিৎসার জন্ত বৈদ্য ডাকতে ইতঃস্ততঃ করছেন,—আর বলছেন সবই শ্রীহরির মায়া, তারই খেলা! আমি অস্বরোধ করায় শেষে বৈদ্যকে ডেকে আনলেন, বৈদ্য দেখলো, ঔষধ দিল, কিন্তু কই? বাছা তো ফিরলো না, বাছা আমায় ছেড়ে চলে গেলো! (ক্রন্দন) ওগো প্রভু, তখনও উনি বলছেন তোমাদের কান্নায় মহাপ্রভুর কীর্তন ভঙ্গ হ'লে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করবো। আচ্ছা প্রভু, উনার হৃদয়ে কি স্নেহ-মায়া-মমতা এতটুকুও নেই!

আমি আজ অভাগী পুত্রহারা জননী; আমি এখন কি করি প্রভু, উপায় ব'লে দাও, আমার খুকুমণিকে ফিরিয়ে দাও!

মহাপ্রভু—এখন আর কি করবে দেবী? মৃত্যুর পর মানুষ বা জীব মাঝেই দেহ ত্যাগ ক'রে নূতন বস্ত্র পরিধানের মত কল্মাসুসারে অল্প দেহ আশ্রয় করে। কাজেই মৃত্যুর পর সেই দেহের পুনর্জীবন লাভ কেমন ক'রে সম্ভব? তুমি তো ধর্মপ্রাণা বুদ্ধিমতী—সবই জানো। শ্রীহরির ভজনে মন প্রাণ নিবেদন কর,... শান্তি পাবে।

মালিনীদেবী—উনি আমায় বলেছেন,—সবই শ্রীহরির মায়া,...তারই খেলা! তা' যদি সত্য হয় আমি জানি তুই স্বয়ং শ্রীহরির! এ তোমারই খেলা। কৃপা ক'রে আমার খুকুমণিকে বাঁচিয়ে দাও প্রভু!
(মহাপ্রভুর শ্রীচরণসরোজে পতিত হইল)

মহাপ্রভু—নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, তোমরা শুনছো তো! দেখ-দেখ এ অভাগীর কাণ্ডখানা! আমার উপর কিরকম চাপ সৃষ্টি করছে দেখ।

নিত্যানন্দ—ওতো যথাস্থানেই দুঃখ জানিয়েছে প্রভু ! ওর নিষ্ঠায় তোমার মহিমা কিছুটা দেখবার আশা রাখি ।

মহাপ্রভু—(নিরুত্তর ও নীরব রহিলেন)

মালিনীদেবী—(ক্রন্দনরত অবস্থায় করঘোড়ে) প্রভু, আমায় ছলনা ক'রো না । আমি জানি তুমি কে ? আমার কাছে কি তুমি লুকাতে পার ? দাও,—দাও আমার খুকুমণিকে ফিরিয়ে দাও । আমি তা'কে এই শিশু বয়সে আমায় ছেড়ে যেতে দেবো না ।

মহাপ্রভু—ভেবে দেখ দেবী ঐ শিশু আর তোমার আছে কি না !

মালিনীদেবী—সে কি প্রভু ! খুকুমণি সে আমারই সন্তান ! আমায় ছেড়ে সে কা'র কাছে যাবে ? সে যে মা ছাড়া এক তিলও থাকে না ! (ক্রন্দন)

শ্রীবাস—আঃ, প্রভুকে বিরক্ত করছ কেন ? তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও ।

মালিনীদেবী—ওগো আমায় দূর ক'রে দিও না । আমার খুকুমণির জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না নিয়ে আমি এখান থেকে কেমন করে শূন্য মনে ফিরে যাবো !

(প্রভুর চরণে প্রণতিপূর্বক) প্রভো, আমি আবার বাছার হাসিমুখ দেখতে পাবো তো ? সে আবার আমাকে মা ব'লে ডাকবে তো ? (ক্রন্দন)

মহাপ্রভু—তুমি বড় উতলা হয়েছো দেবী । প্রকৃতিস্থ হও,—শোক পরিত্যাগ কর । ভেবে দেখ এ সংসারে প্রত্যেক মানুষ তথা জীবমাত্রেই মরণশীল । কেউ তা'র মায়ের জীবদ্দশায়, আবার কেউ মাতৃ-বিয়োগের পর দেহত্যাগ করে । এজগতে কোন জাগতিক বস্তুই স্থায়ী নয় । 'জাতস্ত হি ধ্রুব মৃত্যুঃ'....; অতএব প্রাণীগণের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মিছা বাৎসল্য স্নেহে মৃত পুত্রের জন্ত শোকাকুলা হওয়া উচিত নয় । চল' অন্তঃপুরে গিয়ে তোমার পুত্রকে একবার দেখে আসি । (প্রস্থানোত্তত)

[ইত্যবসরে মৃত শিশুপুত্রকে মৃত-শয্যায় ধারণপূর্বক
দুইজন বৈষ্ণবের প্রবেশ]

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

নগর পথ

(১ম নাগরিক ও ২য় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগরিক—নদীয়ায় নিমাই পণ্ডিত কত অলৌকিক ঘটনা দেখাচ্ছে
তুনেছিস্ ?

২য় নাগরিক—না, শুনি নি তো ! কি অলৌকিক ঘটনা বল্ দেখি !

১ম নাগরিক—জানিস্ নে ? ঐ নিমাই পণ্ডিত একটা মরা ছেলের মুখ
দিয়ে কথা কইয়ে দিলে ! কি আশ্চর্য্য, নিমাই পণ্ডিতের কথায় একটা
মরাছেলে শব্দধার থেকে তরাক্ করে উঠে তাঁকে প্রণাম ক'রে
শুদ্ধ বাংলায় পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগল আবার শেষে
ঐ শিশু-মুখে সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তিও শোনা গেল ।

২য় নাগরিক—তারপর...তারপর !

১ম নাগরিক—তারপর তা'র উত্তর দেওয়া শেষ হ'লে আবার সেই যে
মরা সেই মরা ! ছেলেটা মরে গেল,...তার শব্দাহ হ'ল ।

২য় নাগরিক—এ ঘটনা তুই প্রত্যক্ষ দেখেছিস্ ?

১ম নাগরিক—হ্যাঁরে ভাই, আমি স্ব-চক্ষে দেখেছি ।

২য় নাগরিক—দূর তো'র চোখকে বিশ্বাস নেই ; কি দেখতে কি দেখেছিস্
তার ঠিক নেই ।

১ম নাগরিক—কি বল্ছিস্ ? আমি কি কানা না অন্ধ যে দেখতে পাবো
না ? তুই বিশ্বাস কর আর নাই কর এ ঘটনা সত্য জেনে রাখিস্ ।

২য় নাগরিক—এইবার নিমাইয়ের সব বুজরুকি ভেঙ্গে যাবে দেখবি ।
কাজীজী সংকীৰ্ত্তন বন্ধ করে দিচ্ছে । সংকীৰ্ত্তনের জোরেই ওর
এত বড় স্পর্ধা ! এতো একটা ঐন্দ্রজালিক শক্তি !

১ম নাগরিক—তুই ভুল বুঝছিস্ ভাই ! আমার মনে হয় যে ব্যক্তি একটা
মরা শিশুকে কথা কওয়াতে পারে, সে কখনই সাধারণ শক্তিধর
পুরুষ নয় । দেখিস্-সংকীৰ্ত্তন বন্ধ করতে গিয়ে কাজীর আবার না
দশায় ধসে ধরে ।

২য় নাগরিক—তো'র কোন ধারণা নেই । একটা রাজশক্তির কাছে
সামান্য সাধারণ মানুষের শক্তি কতটুকু ?

১ম নাগরিক—আরে মূর্খ, প্রজাদের শক্তির জোরেই রাজার শক্তি ;
রাজার শক্তির জোড়ে প্রজার শক্তি নয়। প্রজাগণ একমতাবলম্বী
হ'লে যে কোন রাজশক্তিই পরাভূত হবে।

২য় নাগরিক—তুই একটা মহামূর্খ। বঙ্গেশ্বর হোসেন শাহ'র গুরু এই চাঁদ-
কাজী কি না ঐ একটা তুচ্ছ বামুন নিম্নাই পণ্ডিতের কাছে পরাজয়
স্বীকার করবে...ঐ বামুনের না আছে সৈন্ত, না আছে অর্থ, না আছে
রাজবুদ্ধি! তুই আমায় বড্ড হাসা'লি ভাই!...হা-হা-হা-হা...!

১ম নাগরিক—কি, আমায় ব্যঙ্গ করছিস্? দেখতেই পা'বি আর বেশী
দেবী নেই। ফলেন পরিচীযতে।

২য় নাগরিক—যদি বাঁচতে চাস্, আড়ালে-আব্দালে বেড়াবি। খবরদার,
—প্রকাশে কোথাও বেড়াস্ নে।

১ম নাগরিক—কেন, কি হয়েছে? পাপ করলে তা'র সাজা পা'ব এতে
আর কি আছে? তা'বলে ভয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে থাকবো না কি?

২য় নাগরিক—আরে তা' বলি নি। পাপের সাজাকে আমিও ভয় করি
না। তবে কিনা যুদ্ধে মরে গেলে ঘটনা দেখ'বি কি করে?

১ম নাগরিক—তা' বটে। চল্ দেখি গে ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়।
(উভয়ের প্রস্থান)

বৈষ্ণবদ্বন্দ্ব—(মৃত শিশুকে নামাইয়া রাখিয়া মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
করতঃ বিনম্র ভক্তিবৃত্তিতে দণ্ডায়মান রহিল)

মহাপ্রভু—এই তো দেবী...তোমার পুত্রের মরদেহ এসে গেছে। (মৃত-
শিশুটির প্রতি) কি হে, তুমি এই অল্প বয়সে শ্রীবাসের গৃহ ছেড়ে
বাচ্ছ কেন?

খুকুমণি—(শ্রীবাসের মৃতপুত্র)—(শয্যা হইতে গাত্রোথানপূর্বক মহা-
প্রভুকে (সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক) প্রভু, আপনি কৃপা করে এই অধমের
জন্ম-জন্মাস্তরের সর্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি নিজ কৰ্ম-
ফলে বহু উচ্চ-নীচ লোক ও লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে এবার
সৌভাগ্যফলে আপনার পরম প্রিয় ভক্তের গৃহে জন্ম লাভ করেছি।
এবার আপনার অহৈতুকী কৃপায় আমার ত্রিতাপ দুঃখ জালা স্পর্শ
করিতে পারে নাই।

মৃত্যুকালে আপনার কীর্তন শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেছি ; ফলে আপনার অনুগ্রহে আমার দিব্যজ্ঞান হয়েছে। এ দেহের নির্বন্ধ ঘুটিলে আর কি এ পৃথিবীতে থাকা যায় প্রভু ! এখন আমায় কৃপা করুন যেন আমি কখনও আপনাকে না ভুলি। প্রভু, কে কা'র বাপ, কে কা'র নন্দন !...সকলেই নিজ নিজ কৰ্ম ভুঞ্জন করে। যতদিন শ্রীবাস ঠাকুরের ঘরে থাকা ভাগ্যে ছিল, ততদিন এখানে ছিলাম ; এখন অত পুরে চললাম। প্রভু আপনি সর্বজ্ঞ, পরমেশ্বর। আপনাকে আর কি জানাবো ! আপনার নির্বন্ধ অত্থা করবার শক্তি কা'র আছে ! লীলাময়, আপনার মহামুভব লীলার আপনার সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে আমি কৃতার্থ ও ধন্ত হইলাম ; আমার এ জন্ম সার্থক হ'ল। সপার্বদ আপনার পাদপদ্মে প্রণাম !

“নমো মহাবদান্তায় কৃষ্ণ প্রেম-প্রদায় তে।

কৃষ্ণায়-কৃষ্ণচৈতন্ত্য-নাম্নে গৌর-জিবে নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্বায় কং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।

ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত-শক্তিকম্ ॥”

(সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল)

[অনন্তর শিশুটী নীরব হইয়া পূর্বের ত্রায় মৃত্যু বরণ করিয়া শবাধারে শুইয়া রহিল। মৃত পুত্রের মুখে ঐরূপ অপূৰ্ণ কখন শুনিয়া ভক্তগণ বিস্মীত হইয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন। মালিনীদেবী এই দৃশ্য দর্শনে মূৰ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। মহাপ্রভু মালিনীদেবীর দেহ স্পর্শ করা মাত্রই দেবী সস্বিং ফিরিয়া পাইয়া উঠিয়া বসিলেন।]

মহাপ্রভু—(মালিনীদেবীর প্রতি) দেবী, এবার প্রকৃতিস্থ হও। তুমি ও শ্রীবাস তোমরা দুজনেই আমার অত্যন্ত প্রিয়। (মৃতের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশপূর্বক) তোমাদের এই অনিত্যপুত্র চলে গেছে ; এখন আমি ও নিত্যানন্দ তোমাদের নিত্যপুত্ররূপে রহিলাম। দেবী, তুমি সমস্ত নম-প্রাণ আমাদের নিবেদন কর, আমরা তোমার পুত্ররূপে সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করব। এখন অন্তঃপুরে গিয়ে শোক পরিত্যাগ করে আমাদেরকে তোমার পুত্রবৎ চিন্তা করে স্নেহরসে মগ্ন হও' গে। এসো শ্রীবাস, এসো নিত্যানন্দ, এই শিশুটীর অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্ত গঙ্গাতীরে যাই !

সকলে—জয় মহাপ্রভু ! জয় গৌর হরি ! (সকলের প্রণাম ও প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রদ্ধা

(পূর্ব প্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০২ পৃষ্ঠার পর)

বৈষ্ণবগণ যে কুলে বা যে দেশে আবির্ভূত হন সেই বংশ ও সেই দেশ ধর্ম ও তীর্থস্থানে পরিণত হয়; তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে একবার মাত্র নিকপটে শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে মননিবেশিত করিলে, যম অথবা যমদূতগণ স্বপ্নেও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন না। সুতরাং সেই সকল ভগবদ্ভক্ত ‘পিতৃপুরুষগণ প্রেতযোনি-প্রাপ্ত হইয়াছেন’—এইরূপ নীচ ও হেয় কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না। অসুরপ্রকৃতি দৈবমায়াবিমূঢ় লোকেরাই একমাত্র দেবের মুখ্য তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অর্থবাদে রত, কামাকর্ষ্য-ফলাকাজ্ঞী, স্বর্গপ্রার্থী ও জন্মকর্ষ্যফলপ্রদ ক্রিয়াবাহুল্য দ্বারা নশ্বর ভোগ ও ঐ ঐশ্বর্য্যসুখলাভের উপায়স্বরূপ আপাত মনোরম শ্রবণরমণীয় (পরিণামে কষ্টদায়ক) পুষ্পিতবাক্যে অনুরক্ত হন (গীতা ২।৪৩)। ঐসকল মূঢ়লোক শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা তাহা জানেন না সুতরাং উঁহারা কেবল সংসার ভ্রমণ করিয়া থাকেন, উঁহারা নানা দেবতার, পিতৃপুরুষগণের ভূতগণের আরাধনা করিয়া তত্ত্বৎ ক্ষয়িষ্যু অনিত্য লোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পতিত হয়, কিন্তু যাঁহারা একমাত্র অচ্যুতের ঐকান্তিক ভক্ত তাঁহারা কখনও চ্যুতি নাই, তাঁহারাই পরা শাস্তি লাভ করেন। শ্রয়তান্না ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল যাহা কিছু অর্পণ করেন, তাহাই ভগবান্ অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করেন, তাহাই অক্ষয় হয়, তাহাতে সমস্ত জীবের তৃপ্তি লাভ হয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে কিছু কার্য্য করেন, যাহা আহাৰ করেন, তপস্যা করেন বা দান করেন সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া থাকেন। (গীতা ৯।২৪-২৭)

কর্মকাণ্ডীর শ্রাদ্ধাদিব্যাপারে আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা ব্যতীত কোনও হরিসেবানুকূল কার্য্য নাই। ঐ সকল কার্য্য কেবল আসুর-অধিকারবিশিষ্টের মোহনের জন্য বেদবাদ মাত্র। উহা দ্বারা জীবের কোনও নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না; অপিচ জীবগণকে কর্ম্মমার্গের ভীষণ আবর্ত্তে পতিত করে।

বৈষ্ণবগণ সিদ্ধাস্তনিপুণ। তাঁহারা চার্কাকাদির ছায় প্রত্যক্ষবাদ দ্বারা পরিচালিত হইয়া বেদনিন্দুক নহেন।

চার্কাক বলেন যে, যদি শ্রাদ্ধ করিলেই মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি সাধিত হয়, তবে কোনও ব্যক্তির বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথের দিবার

কোন প্রয়োজন নাই। বাটিতে তাহার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ত' তাহার তৃপ্তি হইতে পারে? আর যদি পৃথিবীতে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অগ্নিতে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? যখন কিঞ্চিৎস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তখন তদ্বারা অত্যাচ্ছ স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে সকল শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য হয় তাহা ব্রাহ্মণগণের উপজীবিকা মাত্র। ভস্মীভূত দেহের আর পুনরাগমন কোথায়? যদি শরীর হইতে আত্মার পরলোকে গমন ও দেহান্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিত তবে পুত্রাদি বন্ধুবান্ধবগণের স্নেহে ঐ দেহেই পুনরায় আসে না কেন? স্মৃতির কৰ্মোপযোগী বেদ ভণ্ড, ধূর্ত রাক্ষসের রচিত; বৈষ্ণবগণ এইরূপ বেদাববোধী প্রত্যক্ষবাদী নহেন। তাঁহারা অধোক্ষজ সেবক স্মৃতির বেদবাদে ও ঐদৈবস্মার্ত্তবাদের হেয়তা-প্রদর্শনকারী, জীবের নিত্যমঙ্গলাকাজী বেদ স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ।

“মায়ামুখ্য জীবের নাই কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।

জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ ॥” (৫: ৮: মধ্য ২০শ)

কৃষ্ণ বদ্ধজীবের কৃষ্ণস্মৃতি উন্মোচিত করাইবার জহই বেদশাস্ত্র জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—ভগবানই একমাত্র সম্বন্ধ, ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই প্রয়োজন। যদি বেদপুরাণ-স্বত্বাদি শাস্ত্রানুযায়ী আচরণদ্বারাই আমাদের পরমপুরুষাৰ্থ ভগবৎপ্রেমই উদিত না হইল তবে পশুশ্রম করিয়া কি লাভ?

বৈষ্ণবস্বত্বাচার্য্যবর্য্য কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অগ্রতম পার্শ্বদ ও ষড়্গোষামীর অগ্রতম শিল গোপালভট্ট গোষামী প্রভু তাঁহার সংক্রীয়াসারদীপিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

যতোহভ্যর্চিতে নারায়ণে সতি ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বে দেবর্ষিভূতাদয়শ্চ সর্বেপি পিতৃলোকাশ্চ পূজিতা ভবন্তি, সর্বতোভাবেন সঙ্কষ্টাশ্চ স্ন্যুঃ। তত্রাহ বিষ্ণুযামল-সংহিতায়াং মৎ পূজনেন বিবুধা পিতরোচ্চিতাশ্চ তুষ্ঠা ভবন্তি ঋষিভূতাঃ সলোকপালাঃ। সর্বে গ্রহাস্তরগ্নি-সোমকুজাদিমুখ্যা গোবিন্দমাদি-পুরুষাং তমহং ভজামি * * * শ্রীভাগবতে—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্বকভূজোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারাস্ত যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হাণমচ্যুতেজ্যা ॥

দেবযিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মুণী চ রাজন্।

সৰ্ব্বান্ননা যঃ শরণং শরণ্যং গতৌ মুকুন্দং পরিহৃত্য কৰ্ত্তম্॥

যথোত্তরগীতায়াম্—

দেবাদীনাক্ষ পূজ্যোহহং বর্ণাদীনাম্ ধনঞ্জয়।

মৎপূজনেন সৰ্ব্বাঢ্যা শ্রাদ্ধং নাত্র সংশয়ঃ ॥

স্বাক্ষে রেবাখণ্ডে—

সঙ্কল্পং চ তদা দানং পিতৃদেবার্চনাদিকম্।

বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্ন কুর্য্যাৎ কুশধারণম্ ॥

বশিষ্ঠ-সংহিতায়াম্—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।

দৈবং কৰ্ম্ম তথা পৈত্ৰং ন কুর্য্যাৎদৈবো গৃহী ॥

অতএব শ্রীনারায়ণ পূজিত হইলে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাগণ, ও প্রাণিগণ এবং নিখিল পিতৃলোক পূজিত ও সৰ্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হন। শ্রীবিষ্ণুখামল-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, আদিপুরুষের পূজা দ্বারা দেবতাগণ, পিতৃসকল, ঋষিসমূহ, লোকপালবৃন্দ, স্বর্যা, চন্দ্র, মঙ্গলাদি নবগ্রহ সগণ সহিত পূজিত, সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছেন, যেক্রপ বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচ করিলে শাখাপ্রশাখা পত্র-পুষ্প-ফল সকলেই সঞ্জীবিত থাকে, যেক্রপ পাকস্থলীতে আহার প্রদান করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট ও সতেজ থাকে তদ্রূপ একমাত্র অচ্যুতের (অর্থাৎ কোটি কোটি মহাপ্রলয়েও যিনি নিত্যস্থায়ী) আরাধনা করিলে দেবতাগণ, পিত্রাদি সকলেই সান্ত্বিত্য পরিতৃপ্ত হন।

উত্তরগীতায়ও উক্ত হইয়াছে যে, অৰ্জুন! দেবতাগণের এবং বশিগণের মধ্যে আমিই সৰ্ব্বাধাৰ্য্য। আমার পূজার দ্বারা তাহাদের সকলেরই পূজা হয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব রেবাখণ্ডে উক্ত হইয়াছে, মানব বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্ট হইলে প্রাকৃত কৰ্ম্মজড় ব্যক্তিগণের দ্বারা আর সঙ্কল্প দান, পিতৃদেবার্চনাদি বা কুশধারণ করিবেন না। শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু বলেন, অৰ্চনাদি দ্বারা শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্য এবং গণেশাদি দেবতার পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি বল, মন্বাদি ধৰ্ম্মশাস্ত্রোক্ত বচনপ্রমাণ হইতে জানা যায় যে মানুষ্য মাত্রেয়ই ইহসংসারে আগমন করিলে ছয়টি ঋণের অধীন হইতে হয়; তদুত্তর এই যে, ঋণ সকলের পক্ষে হইলেও ধারাদ্বারা সদগুরুর নিকট হইতে শ্রীভগবানের নামমন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই অনন্তশরণ

গৃহস্থাদি নরমাত্রেয়ই ঐ ছয় প্রকার ঋণ হয় না। যেহেতু শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, বর্ণাশ্রমে অবস্থিত মনুষ্যমাত্রেয় যে-কেহ সদৃশ্রুত নিকট হইতে পঞ্চসংস্কার লাভপূর্বক ভগবন্নামমন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া অনন্তশরণস্থ লাভ করেন অর্থাৎ একমাত্র শরণ্য মুকুন্দদেবের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেব, ঋষি, ভূত, আত্মীয়, মনুষ্য এবং পিতৃগণের নিকট ঋণী বা তাঁহাদের কিস্কর হন না।

যদি ভগবদ্ভক্তগণের কেহ ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রে—বিশেষতঃ বৈষ্ণবে সহজ অন্তঃকরাদি নিবেদন, পিতৃগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ চরণোদক নিবেদন ব্যতীত ভগবানের প্রতি বিমুখতাবশতঃ কৰ্ম্মিগণের দ্বায় তর্পণ-শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপত্র-সংঘাতকব্রত-ক্রিয়াপত্র হন তাহা হইলে তিনি তত্তৎ কৰ্ম্মফলে ক্ষয়িষ্ণু পিতৃলোকে গমন করেন। কিন্তু ভগবানের অনন্ত সেবক ভক্তগণ নিতাধামে বিরাজিত অব্যয় পরমানন্দসাগর ঘনশ্যাম-সুন্দরস্বরূপ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। যেহেতু ভগবান্ অনন্তশরণদিগের একমাত্র সেব্য, তিনি মিশ্রদেবতার সেবকগণের সেবা গ্রহণ করেন না। সুতরাং ভগবানের অনন্ত সেবকগণ নিত্য ভগবদ্দ্বামে গমন করিয়া তাহাদের স্বাভীষ্ট-সেবানন্দে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বশিষ্ট-সংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণু উপাসক গৃহস্থ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প, দৈব বা পৈত্র কৰ্ম্ম কখনও করিবেন না।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী

ভক্তি ও ভীতি

ভীতি ও ভক্তি পরস্পর বিপরীত জিনিষ। ভক্তিতে ভীতি নাই, যেখানে ভীতি সেখানে ভক্তি নাই। আলো ও অন্ধকার, ভয় ও অভয়, ভগবান্ ও মায়া, ভীতি ও ভক্তি যুগপৎ একসঙ্গে থাকিতে পারে না। যেখানে দ্বিতীয়া-তিনিবেশ, সেইখানেই ভয়। একাভিনিবেশ যেখানে, সেখানে ভক্তি। ভক্তের রক্ষক আছেন। ভগবান্ ভক্তের রক্ষক। ভক্ত সরল, একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক বলিয়া তাঁহার ভয় নাই। যেখানে সরলতা ও একনিষ্ঠতার অভাবে বহুমুখিনী চেষ্টা, সেইখানেই ভয়। যিনি ঈশাশ্রিত বা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন, তিনি নিভীক। আর যিনি নিজেই নিজের রক্ষক কল্পনা করেন, ঈহার ঈশাভিমান বা ভোক্তা-অভিমান প্রবল, তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা না থাকায় তিনি ভীত ও সঙ্কপ্ত।

অভয়াশ্রিতের আবার ভয় কোথায় ? যিনি অভয়পাদপদ্ম আশ্রয় করেন নাই, তাঁহারই যত ভয় । গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—সকলেই অভয় । ‘অভয়ের আমি’ কি কখনও ভয়কে ভয় করে ? ভয় ত’ সেখানে যাইতেই পারে না । যাহারা অভয়-পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, ভয়ের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই । ভয় মানে কাল বা মৃত্যু । হরিনামের ত্রিসীমানায় কালের গতায়ত নাই । শ্রীনাম অভয় ও অমৃত । সেই শ্রীনামের আশ্রয়ে বা হরিনামের বা হরি-জনের ভয় বা মৃত্যু নাই । সুদর্শন তাঁহাদের রক্ষক । ভোগ্য-দর্শনেই ভয় । যেখানে সেব্যদর্শন বা গুরুদর্শন, সেখানে ভয় নাই । ভীত ভক্ত নহে । শরীরের প্রতি অত্যন্ত মমতা থাকিলেই মৃত্যু ভয় আসিয়া উপস্থিত হয় । হরিবিমুখেরই মৃত্যুভয় থাকে । যমরাজ বৈষ্ণব, কাজেই তিনি বিষ্ণুর কৃপা-ভিখারী বা আশ্রয়-প্রার্থীর নিকট ভয়াবহ নহেন । দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয় হয় । শ্রীহরিনামের অনুশীলন ব্যতীত নিজ ভোগের ইচ্ছায় যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাতেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ উপস্থিত হয় । কৃষ্ণের বস্ত্র বা মায়াই দ্বিতীয় বস্ত্র । শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় ও অদ্বয়জ্ঞানবস্ত্র । জড়াভিনিবেশই ভোগবুদ্ধি । ভোগে অভিনিবেশ থাকিলে দেহে অভিনিবেশ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকিবে । শ্রীগুরুনিত্যানন্দ ও শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা দেহান্ববুদ্ধি দূর হয় । ভয় যাহাকে ভয় করে, সেই সপরিকর শ্রীভগবান্কে আশ্রয় না করিলে ভয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই । যে কোন প্রকারে একের প্রতি—কৃষ্ণের প্রতি অভিনিবেশ হওয়া চাই । একাভিনিবেশ না হইলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ কি করিয়া যাইবে ? অসতে অভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ । অভিনিবেশই সংসঙ্গ । দ্বিতীয় বা জড়ের প্রতি অভিনিবেশই অসংসঙ্গ । অসংসঙ্গের দ্বারাই এই অসংসঙ্গের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না । দাসাভিमानে নির্ভীকতা, আর প্রভু অভিमानে ভয় । যেখানে দত্ত সেইখানেই ভয় । গুরুবৈষ্ণবভৃত্যানুভৃত্যের—দীন হীন কান্দালের ভয় নাই । ভগবান্ ভক্তকে সর্বক্ষরণ রক্ষা করেন তাই প্রপন্ন ব্যক্তির ভয় নাই । প্রহ্লাদের ভয় ছিল কি ? তাঁহার প্রতি এত অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি কি ভগবান্কে ভুলিয়াছিলেন ? সুদর্শন সর্বদা ভক্তকে রক্ষা করিতেছেন । মহাতেজস্বী ব্রহ্মর্ষি দুর্বাসার যোগবলজাতা জলদগ্নিকৃপা অসিহস্তা কৃত্যা যখন কালানলের জ্বায় ভক্তপ্রবর শ্রীঅম্বরীষের প্রতি ধাবিত হইল, তখন কৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীঅম্বরীষ ভীত হইয়াছিলেন কি ? ভগবৎপাদপদ্মে

সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নির্ভীক শ্রীঅম্বরীষ স্বস্থান হইতে একচুলও বিচ্যুত হন নাই। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি যখন যবনগণের ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল, তখন তিনি ভীত হইয়াছিলেন কি? মৃত্যুদণ্ডদেশ প্রাপ্ত হইয়াও কি তিনি অচল-অটল থাকিয়াও বজ্রগভীরস্বরে এই কথা বলেন নাই?—

খণ্ড খণ্ড হই' যদি যায দেহ প্রাণ।

তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম ॥

নৈঃকবচুদামণি জগদগুরু শ্রীশিব বলিয়াছেন যে, নারায়ণ-পরায়ণ জন কাহাকেও ভয় করেন না। অখিল জগতে তাঁহারাই—কেবল নির্ভয়। কারণ তাঁহাদেরই আশ্রয় একমাত্র অভয়স্থল।

মৃত্যুকে ভয় করিবার কি আছে? একটা দেহ ছাড়িয়া আর একটা দেহ-গ্রহণ ত'। একটা কাপড় বা পোষাক ছাড়িয়া আর একটা পোষাক গ্রহণ,—ইহার জ্ঞাত চিন্তা কি আছে? নামাভাসেই জন্ম-মরণমালা নিবৃত্ত হয়। নামাভাস হইলে আর গর্ভে বাস করিতে হয় না। আর নামের ফল সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মলাভ। সুতরাং যাহারা শ্রীনামকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের আবার ভয় কোথায়? নিরন্তর হরিনাম করিতে করিতে মস্ত অস্ত্রবিধা কাটিয়া যাইবে। হরিনামকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিলে ভয়ই ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিবে—এখন জীবন, প্রাণ, শক্তি, সম্পদ—সমস্ত দিয়া শ্রীনামের কৃপার জ্ঞাত চেষ্টান্বিত হওয়া সরকার। সেবোন্মুখ হইয়া যত্নপর হইলে কৃপা নিশ্চয় হইবে।

সভয় সংসারে সম্পূর্ণ অনর্থযুক্ত ও অভয় হইবার উপায় সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

মন্ত্ৰেহকুতশ্চিদ্রমচ্যুতস্ত পাদাশ্রুজোপাসনমত্র নিত্যম্।

উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ ॥ (ভাঃ ১১।২।৩৩)

এই অনর্থবহুল অস্থখ সংসারে শ্রীহরির চরণকমলসেবা অর্থাৎ তাঁহার সেবাবুদ্ধিতে বিহিত কর্ম্মাশুষ্ঠানই জীবের সর্বদা অভয়স্থল। অনিত্য দেহাদি-বিষয়ে 'আমি আমার বোধ লইয়া শত-সহস্র আশঙ্কায় উদ্বিগ্নচিত্ত জীবগণ ঐ অভয়পদ-সেবা হইতেই সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হইয়া থাকে। কোন বিঘ্ন বা ভয় তক্তের গন্তব্যপথে বাধা জন্মাইতে বা তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। তক্ত কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই চান না, আর কিছুই জানেন বা, আর কোন চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেন না। তাঁহার অন্তর বাহির কৃষ্ণময়। যে সর্বকৃষ্ণ অভয় চিন্তায় রত, তাঁহার ভয় থাকিবে কি প্রকারে?

আমরা শুনিলাম,—দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভয় হয়। সেই দ্বিতীয়া-ভিনিবেশটি কি? ভোগ্যের প্রতি অভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ভোক্ত-অভিমান বা পুরুষাভিमानে দ্বিতীয়াভিনিবেশ হয়, আর সেবকাভিमानে সেবা-ভগবানের প্রতি অভিমান হইয়া থাকে। ‘আমি কৃষ্ণদাস, আমার যাহা কিছু সমস্তই তৎসেবার জন্ত, কৃষ্ণই আমার একমাত্র সেবা প্রাপ্তপতি, তানই আমার রক্ষক, পালক ও প্রিয়জন’—এইরূপ অভিনিবেশের অন্তর্ধায় দ্বিতীয়া-ভিনিবেশ। যেখানে কৃষ্ণবিস্মৃতি সেইখানেই চিন্তা বা ভয়। ভক্ত কখনও ভগবানকে ভুলে না, পরন্তু গুরুদেবাত্মা হইয়া সর্বক্ষণ ভগবৎসেবায় রত থাকেন বলিয়া তাঁহার সমস্ত ভয় ও দুঃখের অতীত।

জীব মন ও দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্নজাতীয় বস্তু। জৈবধর্ম বা আল্পধর্ম পরিবর্তনশীল কল্পিত অনিত্য মনোধর্ম নহে। জীব চেতন—জন্ম-মরণহীন, অশোক, অজর। তিনি কর্মফলবশতঃ কৃষ্ণেচ্ছায় মহুশ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি বিভিন্ন পরিবর্তনশীল দেহে প্রবেশ করিলেও কোন প্রকারে পরিবর্তন হন না, নিত্য অবস্থায় থাকেন। ইহার ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিণাম না-থাকায় ইনি অব্যয়, অমর, অপরিণামী বা সৎ কিন্তু দেহ ও মন ঠিক ইহার বিপরীত-ধর্মাবশিষ্ট; সুতরাং অ-সৎ।

সতের ধর্ম এবং অসতের ধর্ম এক হইতে পারে না। যাহারা দেহ ও মনে অভিনিবিষ্ট, তাঁহাদের ভয় খুব বেশী। কিন্তু যাহারা দেহ ও মনে অভিনিবিষ্ট নহেন, অর্থাৎ দ্বিতীয়-অভিনিবেশ না থাকায় যাহারা নিত্য স্থায় স্বরূপে অবস্থিত, তাঁহারা তাঁহার দেহ, মন আত্মা ও এই সম্পর্কে সম্পর্কিত বাবতীয় বস্তু স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, গৃহ, ধনাদি সবই শ্রীভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের ‘আমার’ বলিতে আর কিছুই নাই। আমার বস্তু বা ভোগ্য বস্তু নাশ হইবে বলিয়াই লোক ভয় পায়। কিন্তু ভোগ্যবস্তুই যাহার নাই, যিনি নিজেকে কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণকে নিজের বলিয়া জানেন, তাঁহার ভয় থাকিবে কেন? তিনি ত’ কখনও নষ্ট হইবেন না। সুতরাং যেখানে নাশ নাই, সেখানে ভয়ও নাই। ভক্তের নিজের কোন চিন্তা নাই; তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণচিন্তা করেন। তিনি ভগবানের আশ্রিত বলিয়া শ্রীভগবানই তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন। শরণাগতের ভয় নাই। অশরণা-গতেরই ভয়। যেখানে ভীতি, সেখানে শরণাগতি নাই; যেখানে শরণাগতি নাই, সেখানে ভক্তিও নাই। সেইজন্যই বলিতেছে, ভক্তি ও ভীতি যুগপৎ একসঙ্গে থাকে না।

—শ্রীচৈতন্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

সংশয়াত্মা বিনশ্চতি

“সংশয়াত্মা বিনশ্চতি”—এই কথাটি অনেকেই অনেক স্থলে প্রয়োগ করেন। কিন্তু সংশয়ের বা সন্দেহের বিষয়ময় কার্যের প্রতি লক্ষ্য করেন কয়জন? আমরা একদা লোকও দেখিতে পাই, যে অল্পত দুইজন লোককে পরামর্শ করিতে দেখিলেই মনে করে,—ঐ লোকদ্বয় তাহার বিরুদ্ধেই পরামর্শ করিতেছে। কোনও সময় কোনও জ্ঞান সাহেব কোনও ব্যক্তির জবানবন্দী শুনিয়া মুহূর্ত্ত গাশ্চ করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ ব্যক্তি আমাদের নিকট বলিয়াছিল যে, জ্ঞান সাহেব নিশ্চয়ই খুপ খাইয়াছেন নতুবা হাসিবেন কেন? আমরা তাকে তাহার বিচারের প্রতিকূলে বুঝাইতে যাহা কিছু বলিলাম তাহার কোনটাই লোকটির অন্তঃকরণে স্থান পাইল না। শুধু সন্দেহের প্ররোচনায় কত নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর কার্য্য ঘটয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সংশয়ের দাসত্বের কলে কত সোনার-সংসার স্মাশানে পরিণত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করাও সম্ভবপর নহে। অধিকাংশ মানব এইসকল প্রতাক্ষ করিয়াও কিছুমাত্র সাবধান হইতে পারেন না, ইহা কি কম বিষয়ের কথা? আবার কলির স্রব্যবস্থায় এমন লোকেরও অভাব নাই, যাহারা সন্ধিগুচিত্ততার স্রয়োগ লইয়া মনের আনন্দে কলহাশ্রি প্রজ্জ্বলিত করিয়া থাকে।

সাংসারিকজনগণ সন্দেহের বসে যে অনুবিধায় পতিত হয়, তাহা খুব বিষয়ের কথা নহে। কিন্তু নির্ম্মমসর ভাগবতধর্ম্মের আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও যে বহু ব্যক্তি সন্দেহের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অকল্যাণ করণ করে ইহা বড়ই দুঃখের কথা। নিজের ছিদ্র কিছুমাত্র না দেখিয়া—বহির্মুখতার খরস্রোতে যে অনন্ত নিবয়ের দিকে চলিয়া যাইতেছি তৎপ্রতি নিন্দুমাত্রও লক্ষ্য না করিয়া শুধু সন্দেহেরবশে পরনিন্দা পরচর্চা ও অপরের কুংসা বর্ণন করিবার জন্ত যে শতমুখ হইতেছি। তাহার কী ভীষণ পরিণাম, তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি আছে কি? পরনিন্দা, পরচর্চায় অনভীপ্সিত কার্য্যের সঙ্গ হয় বলিয়া ঐকার্য্যগুলি যে ঐ চর্চাকারীকে গ্রাস করে তাহা অতিজ্ঞতার অনেকেই হয়ত’ লক্ষ্য করিবেন। এই জন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা—“পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ” যে কার্য্যে আমার প্রয়োজন নাই, তাহার প্রশংসা করিতে হইবে না—নিন্দাও করিতে হইবে না। কারণ উভয় কার্য্যই তাহার সঙ্গ হইয়া থাকে। আবার

“সংসর্গজা দোষাঃ গুণাঃ ভবন্তি।” এখন সন্দেহের বশবর্তী হইয়া যদি পরনিন্দা, পরচর্চায় পঞ্চমুখ হই, তাহা হইলে ঐ কার্যের জন্য ত’ ভীষণ অসুবিধায় পতিত হইতে হইলই, তদতিরিক্ত যাহার প্রতি সন্দেহ করিতেছি তিনি যদি প্রকৃত সাধু হন তাহা হইলে সেই সাধুর চরণে যে অমার্জ্জবীয় অপরাধ হইল তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাটবার বিন্দুমাত্রও উপায় নাই। তাহাতে বিনাশ বা ত্রিতাপের লৌহ শৃঙ্খলে দৃঢ়াবদ্ধাবস্থা লাভ অবশ্যজ্ঞাবী।

বাহ্যদৃষ্টিতে সাধু চেনা যায় না। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন, “বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায়” আর শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর সাবধানবাণী— “দৃষ্টেঃ স্বভাবকনির্ভবপুষ্পে দে মৈ ন প্রাকান্তমিহ ভক্ত-জনস্ত পশ্যেৎ।” কিন্তু যঙ্গলকামী এইসকল আচার্যগণের বাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিষ্ট হয় না, কর্ণ অগ্রসর করি অন্তের নিন্দা-শ্রবণের জন্য অন্যায়ভাবে কেন, আয়তাবেও যদি কেহ আমার নিন্দা করে, তাহা হইলে আমি ‘তেলে বেগুনে’ জলিয়া উঠি অথবা অপরকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি না।

নির্যাসের ভাগবতধর্মের অনুশীলনকাবিগণ বাস্তব-বস্তুবট উপাসক— সন্দেহের নহে। স্মরণ্য সন্ধিগুচিস্ত জনগণ ভাগবতধর্ম বা বৈষ্ণবধর্ম অবস্থিত নহে একথা মুকুটধরে বলা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সন্ধিগুচিস্ত হইয়া অপরের যশ স্মান করিবার জন্য—সাধুগণকে অসাধু প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগি আর গৃহাসক্তির অঞ্চলতলে অবস্থানপূর্বক ভাগবত আলোচনার ছলনা করি! ভাগবতের শিক্ষার বিরুদ্ধে এই যে, অভিযান, ইহা কি ভাগবত আলোচনা, না ভাগবতের সঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ? আবার বাবাজীর বেশ পরিধান করিয়া স্ত্রীলোকদের সহিত সোখা স্থাপন-পূর্বক তাহাদের সন্দেহ হইতে উখিত মধুর-বাণীতে ভরপুর হইয়া চতুর্দিকে তাহা ছড়ানোর যে হীন-চেষ্টা, তাহার সহিত ভাগবত শিক্ষার কি সম্বন্ধ, অথবা ভাগবত এইসকল ব্যক্তির গতি কি নির্ণয় করিয়াছেন তাহারও আলোচনা হওয়া দরকার। বয়স হইয়াছে, চুল পাকিয়াছে, যমের দ্বারে এক পা দিয়াছি কিন্তু তথাপি ভিত্তিহীন কুংসা রটনাদ্বারা অপরকে হীন প্রতিপন্ন করিবার বা আমি যে-বিষে জর্জরিত হইতেছি সেই বিষে অপরকেও দগ্ধ

সংশয়াত্মা বিনশ্চতি

“সংশয়াত্মা বিনশ্চতি”—এই কথাটি অনেকেই অনেক স্থলে প্রয়োগ করেন। কিন্তু সংশয়ের বা সন্দেহের বিষয়ময় কার্যের প্রতি লক্ষ্য করেন কয়জন? আমরা এক্ষণে লোকও দেখিতে পাই, যে অন্তত দুইজন লোককে পরামর্শ করিতে দেখিলেই মনে করে,—ঐ লোকদ্বয় তাহার বিরুদ্ধেই পরামর্শ করিতেছে। কোনও সময় কোনও জ্ঞ জ্ঞ সাহেব কোনও ব্যক্তির জবানবন্দী শুনিয়া মুহূর্ত্তান্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ ব্যক্তি আমাদের নিকট বলিয়াছিল যে, জ্ঞ সাহেব নিশ্চয়ই ঘুল খাইয়াছেন নতুবা হাগিবেন কেন? আমরা তাহাকে তাহার বিচারের প্রতিকূলে বুঝাইতে যাহা কিছু বলিলাম তাহার কোনটাই লোকটির অন্তঃকরণে স্থান পাইল না। শুধু সন্দেহের প্ররোচনার কত নির্মম ও নির্ভীক কার্য্য ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সংশয়ের দাসত্বের কলে কত সোনার-সংসার স্মরণে পরিণত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করাও সম্ভবপর নহে। অধিকাংশ মানব এইসকল প্রত্যক্ষ করিয়াও কিছুমাত্র সাবধান হইতে পারেন না, ইহা কি কম বিষয়ের কথা? আবার কলির সুব্যবস্থায় এমন লোকেরও অভাব নাই, যাহারা সন্ধিগ্ধচিত্ততার সুযোগ লইয়া মনের আনন্দে কলহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া থাকে।

সাংসারিকজনগণ সন্দেহের বসে যে অনুবিধায় পতিত হয়, তাহা খুব বিষয়ের কথা নহে। কিন্তু নির্ম্মমসর ভাগবতধর্ম্মের আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও যে বহু ব্যক্তি সন্দেহের শ্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অকল্যাণ করণ করে ইহা বড়ই দুঃখের কথা। নিজের ছিদ্র কিছুমাত্র না দেখিয়া—বহির্মুখতার খরশ্রোতে যে অনন্ত নিরয়ের দিকে চলিয়া যাটতেছি তৎপ্রতি চিন্দুমাত্রও লক্ষ্য না করিয়া শুধু সন্দেহেরবশে পরনিন্দা পরচর্চা ও অপরের কুংসা বর্ণন করিবার জন্ত যে শতমুখ হইতেছি। তাহার কী ভীষণ পরিণাম, তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি আছে কি? পরনিন্দা, পরচর্চায় অনভীপ্সিত কার্য্যের সঙ্গ হয় বলিয়া ঐকার্য্যগুলি যে ঐ চর্চাকারীকে গ্রাস করে তাহা অতিজ্ঞতার অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিবেন। এই জ্ঞ শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা—“পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ” যে কার্য্যে আমার প্রয়োজন নাই, তাহার প্রশংসা করিতে হইবে না—নিন্দাও করিতে হইবে না। কারণ উভয় কার্য্যেই তাহার সঙ্গ হইয়া থাকে। আবার

চিংসবিশেষবাদ-অস্বীকারকারী নির্বিশেষ বাদিগণের বিচার বহু প্রবন্ধে নিরস্ত করা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ দ্বারা অনাবশ্যক পল্লবগ্রহিতার পক্ষপাতী নহি। শ্রীগৌরমুন্দের যখন ভারতের বিভিন্ন স্থানে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন—তখন প্রসঙ্গক্রমে অসং মতগুলি অকস্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যে-বিচার দ্বারা মায়াবাদ খণ্ডিত হইয়াছে তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে তত্ত্ববিজয় করেন, তখনও পুরোক্ত মতবাদসমূহ ঐ দেশবাসিগণকে গ্রাস করিয়াছিল। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন,—

নানামতগ্রাহগ্রস্থান্ দাক্ষিণাত্যজনহিপান্ ।

কুপারিণা বিমুচ্যেতান্ গৌরশ্রবণে স বৈষ্ণবান্ ।

উক্ত শ্লোকে দেখা যায়, শ্রীগৌরমুন্দের বৌদ্ধ, কৈন, মায়াবাদাদি বহুবিধ মতরূপ কুস্তীরের গ্রাসে পতিত গণ্ডেশ্বরস্বামী দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কুপাটক্রদ্বারা উদ্ধার করিয়া ‘বৈষ্ণব’ করিয়াছিলেন। ‘বৈষ্ণব’ বলিতে সাধারণ জনগণ শাক্ত, শৈব, গাগপত্য, সৌর প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির হায় একটি সম্প্রদায় মনে করিতে পারেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রমযুক্ত। যাহারা বিষ্ণুসেবক তাহারাই বৈষ্ণব। বিষ্ণু ঋগু ধারণায় আবদ্ধ নহেন। পঞ্চোপাসকীয় ধারণায় বিষ্ণুর অভিজ্ঞান নাই। “বাপ্রোতি ইতি বিষ্ণুঃ।” শিব, শক্তি, গণেশ, প্রভৃতি সকল দেবতাই বিষ্ণুর সেবক। বস্তুতঃ পক্ষে—“কেহ মানে, কেহ না মানে, সেবে তাঁর দাস”। বিষ্ণুকে না মানিলে বিষ্ণুর কিছু ক্ষতি হয় না। নিজের কল্যাণের পথে কুঠারাঘাত করা হয় মাত্র। বৈষ্ণব হওয়াই মনুষ্যজীবনের সাধনের চরম ফল। পঞ্চোপাসকগণ কল্পনা-মূলে যে সাকার পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে ‘মনুষ্যে ঈশ্বরত্ব আরোপ’ অপেক্ষাও হীন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কাল্পনিক বস্তুকে ‘ঐশ্বর্য’ বা ভগবান্ বলা সর্বাপেক্ষা অধিক গর্হণীয় (Psilanthropy)। এতদ্ব্যতীত অণুচিং জীবকে বিভূচিং ব্রহ্ম বলা কি Psilanthropy নহে? বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম হইলে এই প্রকার Psilanthropyর কবল হইতে মুক্ত হওয়া যায়। গোলে হরিবোল দিয়া “ঐ চোর” বলিবার যে বাহাদুরী, তাহা সজ্ঞান-সমক্ষে প্রশংসনীয় নহে।

সংসারে একশ্রেণীর ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কক্ষকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু শ্রীগৌরমুন্দকে ভগবান্ বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারাও অক্ষজ্ঞানী ব্যতীত আর কিছুই নহেন। অধোক্ষজ-তত্ত্ব হৃদয়ে আলোকিত করিলে পরতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকে না। সেই অধোক্ষজ-কপালোক হৃদয়ে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে যে ধারণা তাহাতে তত্ত্ববিরুদ্ধ কথা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। ইহকগতে আমরা দেখিতে পাই, সূচতুর পুলিশ কর্মচারীর নিকট ছদ্মবেশ-ধারী ব্যক্তির গুণবেশ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ভগবদ্বাক্ত সূচতুর। তাঁহার চাতুর্য্যের নিকট ভগবানের চাতুর্য্যও অনায়াসে ধরা পড়িয়া যায়। তাই মহাপ্রভু নিজেকে ভক্ত বলিয়া প্রচার করিয়াও তাঁহার একনিষ্ঠ সেবকগণের নিকট আত্ম-স্বরূপ গোপন করিতে পারেন নাট। শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশ-লীলা নীলাচলে সার্কভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট ষড়্ভূজবিগ্রহ প্রদর্শন, রায়-দামানন্দের নিকট রসরাজ মহাভাববিগ্রহ-প্রকাশ প্রভৃতিতে আমরা তাঁহার অলঙ্ঘ্য উদাহরণ দেখিতে পাই। নাস্তিকগণ এই সকল লীলা অস্বীকার করিলেও সত্যবস্ত্ত কখনও মিথ্যা হইয়া যাটবে না। যাঁহারা মহাপ্রভুর অবতারত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাহেন তাঁহারা “ধোয়ং সদ্য পরিশুবল্লমভীষ্ট-দোহং”, “তাক্কা সুহৃদ্যাক্ষরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং”, “আদম বর্ণাত্মরো হস্ত গৃহতোহহৃদগং ততঃ। তুকো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কক্ষতাং গতঃ।” প্রভৃতি শ্রীভাগবতের শ্লোক অধোক্ষজ তত্ত্ববিৎ সঙ্গুগুর পাদপদ্মে অহুশীলনের স্বেযোগ পাইলে জানিতে পারিবেন—

“যদবৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্ত তনুভা

য আত্মাস্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোহস্তাংশবিতবঃ।

ষডৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণ য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং

ন চৈতন্ত্যাং কক্ষাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

নিম্নলিখিত শ্লোকমালা শ্রীশ্রীগৌরমুন্দরের অবতারিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও—

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগাহুযুগং।

ছন্নঃ কলৌ যদভবদ্বিযুগোহথ স ত্বম্।

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণ সাজোপাস্ত্রপার্বদম্ ।

যজ্ঞৈঃ সংকীৰ্ত্তন প্রায়ৈর্বজন্তি হি স্মমেধসঃ ॥

মহাভারতে—

সন্ন্যাসকং সমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ ।

সুবর্ণবর্ণহেমাস্রো বরাসচ্চন্দনাসদৌ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥

পদ্মপুরাণে—

কলেঃ প্রথমসঙ্ক্যায়াং গৌরাস্রোহং মহীতলে ।

ভাগীরথীতটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

গরুড় পুরাণে—

কলিনা দহমানানাং পরিভ্রাণায় তনুভুতাম্ ।

জন্ম প্রথমসঙ্ক্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতযু ॥

অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ ।

মায়াপুরে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

কলৌ প্রথমসঙ্ক্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি ।

দারুত্রক্ষসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরাবিগ্রহঃ ॥

বায়ুপুরাণে—

ভুক্কো গৌরঃ সুনীর্ঘাস্ত্রি স্রাতস্তীরসন্তপঃ ।

দয়ালুঃ কীৰ্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগে ॥

নারদীয় পুরাণে—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ ।

কলৌ সংকীৰ্ত্তনারন্তে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ ।

ভগবন্তুতরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্বদা ॥

ঋকপুরাণে—

অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাজোপাস্ত্রপার্বদঃ ।

শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াং মায়ামানুষকশ্মুকং ॥

ভবিষ্যপুরাণে—

আনন্দাশ্রু কলারোমহর্ষপূর্ণং তপোধন

সর্কে মামেব দ্রুক্ষন্তি কলৌ সন্ন্যাসিকৃপিণম্ ।

উপপুরাণে—

অহমেব কচ্চদব্রক্ষন্সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ ।

হরিভক্তিং গ্রাহরামি কলৌ পাপহতানুরান্ ।

বস্তুতপক্ষে ঔদার্যলীলাময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবদ্ভায় যাঁহাদের সন্দেহ তাঁহারা মুখে যাঁহাই বলুন, মাধুর্য্য-লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভগবদ্ভার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম । “মনুষ্যে ভগবদ্ভারোপ” ও “ভগবানে মনুষ্যভারোপ” প্রভৃতি হইতে নিকৃতি লাভ করিয়া যাঁহারা আত্মকল্যাণ লাভে যত্নবীল আমরা তাঁহাদিগের নিকট শ্রীম প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদেব নিম্নলিখিত সাবধান-বাণী কীৰ্ত্তন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি ।

ভ্রাতঃ কীৰ্ত্তয় নাম গোকুলপতে রুদ্রামনামাবলীং ।

যদা ভাবয় তন্ত দিব্যমধুরং রূপং জগন্মঙ্গলম্ ।

হন্ত প্রেমমহারসোজ্জ্বলপদে নাশাপি তে সম্ভবেৎ ।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোযদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতেন্ন তস্মি ॥

হে ভ্রাতঃ, তুমি গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণের মহাশক্তিশালী নামাবলীই উচ্চৈশ্বরে কীৰ্ত্তন কর, অথবা তাঁহার জগন্মঙ্গল দিব্যমধুর রূপই ধ্যান কর,— যদি তোমার প্রতি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত না হয়, তবে তোমার সেই পরমোৎকৃষ্ট উন্নতোজ্জ্বল প্রেমরস-বিষয়ে আশাও সম্ভব হইতে পারে না ।

নিবেদন

“শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা”র বর্তমান বর্ষ প্রায় পূর্ণ হইতে চলিল,— সুহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সাত্বনয় নিবেদন যাঁহাদের আত্মকল্যাণ এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা যেন অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন ।

বিনীত নিবেদক,—

কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

কয়েকটী জ্ঞাতব্য-বিষয়

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার ।
কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার ॥
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায় ।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥
কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্বকাল ।
আত্মনিবেদন-দৈন্তে ঘুচাও জঞ্জাল ॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিহ্নিত্তির বল ।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল ॥

পরস্পর বিপরীত

কাম ও প্রেম । দৈবী ও আত্মরী সৃষ্টি । অনুকরণ ও অনুসরণ । শুদ্ধ
ভক্তি ও বিদ্ধা ভক্তি । যুক্তবৈরাগ্য ও ফলবৈরাগ্য । বন্ধ ও মুক্ত । ভক্তিগত
ও ভক্তিসুত্ত । অপ্রাকৃত-সহজিয়া ও প্রাকৃত-সহজিয়া । চিত্রস ও জড়রস ।
বিনাস ও বিরাগ, শ্রীধাম ও গ্রাম । শ্রীকৃষ্ণ ও মায়া । সেবা ও ভোগ ।
সেব্য ও ভোগ্য । নাম ও নামাপরাধ । পুতুল ও শ্রীবিগ্রহ । জল ও গঙ্গা ।

ক্লেশ ও তাপ

পাপ, পাপবীজ ও অবিद्या—ইহাই ক্লেশ । অধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক ও
আদিভৌতিক—ইহাই ত্রিতাপ ।

দশা

শ্রবণ-দশা, বরণ-দশা, শ্রবণ-দশা আপন-দশা ও সম্পত্তিদশা ।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম

শব্দ, হস্ত, জ্ঞান, বন্ধ, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা অষ্টাঙ্গ প্রণাম ।

অবেক্ষণ

অর্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ, যাগ, বন্দন, নামকীর্তন, সেবা, চিহ্নধারণ
অর্চন ও বৈষ্ণব-আরাধন ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা ষয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অত্র ধর্ম সূচকপে পালে যেই জন ।
 অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন । হরি-কথার প্রতি নৈলে পণ্ড সেই জন ॥

২২শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ৪ নারায়ণ, ৪৮৪ গৌরাঙ্গ
 বুধবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ; ইং ১৬।১২।১৯৭০ } ১০ম সংখ্যা

সান্নিধানং শ্রী ব্রজবিলাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

ঘটক্রীড়াকুতুকিঅমনা নাগরেন্দ্রানবীনো

দানী ভূত্বা মদননৃপতের্গব্যদানচ্ছলেন ।

যত্র প্রাতঃ সখিভিরভিতো বেষ্টিতঃ সংকুরোধ

শ্রীগান্ধর্ব্বাং নিজগণবৃত্তাং নোমি তাং কৃষ্ণবেদীং ॥৭৭॥

ঘটক্রীড়ার কুতুকিতমনা নবীন নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, প্রাতঃকালে বয়স্কগণ
 পরিবৃত্ত হইয়া দানী ভাবে যে স্থানে মদন নৃপতির গব্যদানচ্ছলে সখী-
 বেষ্টিত। শ্রীরাধিকাকে অবরোধ করিয়াছিলে, সেই কৃষ্ণবেদিকাকে আমি
 নমস্কার করি ॥৭৭॥

নিভৃতমজনি যস্মাদ্ভাননিবৃত্তিরস্মি-

ন্নত ইদমভিধানং প্রাপয়ন্তুং সভায়াং ।

রসবিমুখ নিগূঢ়ে তত্র তজ্জৈজ্ঞকবেণ্ডে

সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্তনেন ॥ ৭৮ ॥

যেহেতু এই সরোবরে অতি নির্জনে দানলীলা নির্বর্তন হইয়াছিল
এই হেতু সেই সভাতে যে সরোবর দানসরোবর এই নাম লাভ করিয়াছেন
আর যিনি দানলীলানভিজ্ঞজন সকল কর্তৃক এক মাত্র বেণ্ড হইয়াছেন,
সেই দানসরোবরে দানলীলা প্রবর্তন দ্বারা আমার বাস হউক ॥ ৭৮ ॥

সীরি ব্রহ্মকদম্বখণ্ড সূমনোরুদ্রাসরোগৌরিকা

জ্যোৎস্নামোক্ষণ মাল্যহার বিবুধারীন্দ্রধ্বজাঢ্যাখায়া ।

যানি শ্রেষ্ঠসরাংসি ভাস্তি পরিতোগোবর্দ্ধনাদ্রে রমু

নীড়ে চক্রকতীর্থ দৈবতগিরি শ্রীরত্নপীঠাণ্যপি ॥ ৭৯ ॥

সীরি সরোবর অর্থাৎ বলদেবের কুণ্ড, কদম্বখণ্ড সরোবর, পুষ্প
সরোবর, রুদ্র সরোবর, অম্বর সরোবর, গৌরী সরোবর, জ্যোৎস্নামোক্ষণ
সরোবর, মাল্যহার সরোবর, বিবুধারী সরোবর, এবং ইন্দ্রধ্বজ প্রভৃতি যে
সমস্ত সরোবর গোবর্দ্ধনের চতুর্দিকে শোভা পাইতেছে, ইহাদিগকে এবং
চক্রকতীর্থে দৈবৎ গিরিস্থিত শ্রীরত্নপীঠ সমূহকে আমি স্তব করি ॥ ৭৯ ॥

অহো দোলাক্রীড়ারসবরভরোংফুল্লবদনৌ

মুহঃ শ্রীগান্ধর্বগিরিবরধরৌ তৌ প্রতি মধু ।

সখীবৃন্দং যত্র প্রকটিত মুদান্দোলয়তি তং

প্রসিদ্ধং গোবিন্দস্থলমিদমুদারং বত ভজে ॥ ৮০ ॥

দোলা ক্রীড়ার রসভরে উৎফুল্ল বদন শ্রীরাধাগোবিন্দকে সখীগণ প্রত্যেক
বসন্তকালে যে স্থানে অতি হর্ষে বারম্বার আন্দোলিত করেন, সেই প্রসিদ্ধ
মহৎ গোবিন্দস্থলকে আমি ভজনা করি ॥ ৮০ ॥

প্রিয়া প্রিয়প্রাণবয়স্তুবর্গে ধৃতপরাধং কিল কালিয়ং তং ।

যত্রাদ্ধিযং পাদতলেন নৃত্যন্ হরিভজে তং কিল কালিয়ং হৃদং ॥ ৮১ ॥

প্রিয়তম প্রাণাধিক বয়স্তুবর্গের নিকট কৃতাপরাধ কালিয়কে শ্রীকৃষ্ণ
নৃত্য করিতে করিতে যে স্থানে অর্দিত করিয়াছিলেন সেই কালিয়হৃদকে
আমি ভজনা করি ॥ ৮১ ॥

সূর্যৈর্দ্বাদশভিঃ পরং মুররিপুঃ শীতার্ভ উগ্রাতপৈ-

ভক্তিপ্রেমভরৈ রুদারচরিতঃ শ্রীমান্মদা সেবিতঃ ।

যত্র স্ত্রীপুরুষৈঃ কণৎ পশুকুলৈরাবেষ্টিতো রাজতে

স্নেহৈর্দ্বাদশসূর্য্য নাম তদিদং তীর্থং সদা সংশ্রয়ে ॥ ৮২ ॥

স্ত্রী পুরুষগণে এবং শস্যমান পশুগণে বেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উদার চরিত্রে অর্থাৎ মানবলীলা বশতঃ অত্যন্ত শীতার্ভ হইয়া যে স্থলে প্রেমভক্তি সহকারে দ্বাদশ সূর্য্য কর্তৃক উগ্র আতপ দ্বারা অতি হর্ষে সেবিত হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন, সেই দ্বাদশসূর্য্য নামক তীর্থকে আমি সর্বদা আশ্রয় করি ॥ ৮২ ॥

অত্যন্তাতপসেবনেন পরিতঃ সংজ্ঞাতঘর্ম্মোৎকরৈ-

গোবিন্দস্য শরীরতোনিপতিতৈ যতীর্থ মুচ্চৈরভূৎ ।

তত্ত্বং কোমলসান্দ্র সুন্দরতর শ্রীমৎসদঙ্গোচ্ছল-

দগন্ধৈর্হারি সুবারি সুদ্যাতি ভজে প্রস্কন্দনং বন্দনৈঃ ॥ ৮৩ ॥

অত্যন্ত আতপ সেবনে গোবিন্দের অঙ্গ হইতে পতিত সঞ্জাত ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা যে তীর্থ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অতি সুন্দর শোভাশালী শ্রীকৃষ্ণের অলোদগত গন্ধ দ্বারা বাহার জল অতি মনোহর ও দ্যাতিশালী হইয়াছে সেই প্রস্কন্দন নামক কুণ্ডকে বন্দনাপূর্ব্বক আশ্রয় করি ॥ ৮৩ ॥

কাত্যায়ন্যতুলার্চিনার্থমমলে কৃষ্ণাজলে মজ্জতঃ

কন্যানাং প্রকরস্য চীরনিকরং সংরক্ষিত তীরতঃ ।

হৃদারুহ্য কদম্বমুজ্জল পরীহাসেন তং লজ্জয়ন্

স্মেরংস্তং প্রদদৌ সুভঙ্গিমুরজিতং চীরঘটং শ্রয়ে ॥ ৮৪ ॥

কাত্যায়নীদেবীর নিরুপম পূজনার্থ যমুনা জল মগ্ন গোপকন্যাগণের তীর সংরক্ষিত চীরনিকর অর্থাৎ বস্ত্র সমূহ যে স্থলে অপহরণ করিয়া কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করত সমুজ্জল পরিহাসে উক্ত কন্যাগণকে সমধিক লজ্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্ত্রে পুনরায় সেই বস্ত্রগুলি দান করিয়াছিলেন, আমি সেই চীর ঘাটকে আশ্রয় করি ॥ ৮৪ ॥

হেষাভির্জগতীত্রয়ং মদভরৈরুৎকম্পয়ন্তুং পরৈঃ

ফুল্লম্নেত্রবিঘূর্ণনেন পরিত পূর্ণং দহন্তুং জগৎ ।

তং তাবত্গবদ্বিদীর্ঘ্য বকভিদ্ভিষেণং কেশিনং যত্র

ক্ষালিতবান্ করৌ সরুধিরৌ তৎ কেশিতীর্থং ভজে ॥ ৮৫ ॥

সমধিক অহঙ্কারে হেঘাবর দ্বারা “হে লাভিঃ” এই পাঠে হেলা অর্থাৎ অবলীলাক্রমে যে ত্রিজগৎকে কম্পিত করে এবং প্রফুল্ল নেত্র ঘূর্ণনে সমগ্র জগৎকে দগ্ধকরে সেই পরম শত্রু কেশীকে অর্থাৎ অশ্বরূপধারী কংস প্রেরিত কেশী নামক চরকে শ্রীকৃষ্ণ তৃণতুল্য নিঃশেষ রূপে বিদারিত করিয়া কৃধির ক্লিষ্ট স্বীয় হস্তদ্বয়কে যে স্থানে ধোত করিয়াছিলেন সেই কেশীতীর্থ অর্থাৎ কেশীঘাটকে আমি ভজনা করি ॥ ৮৫ ॥

অনৈর্যত্র চতুর্বিধৈঃ পৃথুগণৈঃ সৈরং সুধানিন্দিভিঃ

কামং রামসমেতমচ্যুতে মহোসিকৈর্বয়শ্চৈবৃতং ।

শ্রীমান্ যাজ্ঞিকবিজ্ঞ সুন্দরবধূবর্গঃ স্বয়ং যো মুদা ভক্ত্যা

ভোজিতবান্ স্থলং চ তদিদং তথাপি বন্দামহে ॥ ৮৬ ॥

সুবিজ্ঞ যাজ্ঞিক মুনিগণের পরমাসুন্দরী স্ত্রীগণ স্বয়ং অতি ভক্তি ও হর্ষের সহিত বিবিধ স্নিগ্ধ বয়স্তগণে বেষ্টিত এবং বলরাম সহিত খেচ্ছা বিহারী শ্রীকৃষ্ণকে চর্ক্য-চোষ্য-লেখ্য-পেষ্য-ভেদে চতুর্বিধ অমৃত নিন্দ্রি এবং স্বাস্থ্যাদি গুণযুক্ত অন্ন যে স্থলে ভোজন করাইয়াছিলেন আমি সেই স্থানকে এবং যাজ্ঞিক বধূবর্গকে বন্দনা করি ॥ ৮৬ ॥

মুদা গোপেন্দ্রশ্রাত্বজ ভূজপরিষঙ্গ নিধয়ে

সুরদেগাপীবুন্দৈর্যমিহ ভগবন্তং প্রণায়তিঃ ।

ভজন্তিস্তৈর্ভক্ত্যা স্বমভিলষিতং প্রাপ্তমচিরা-

দয়মীতিরে গোপীশ্বরমনুদিনং তং কিল ভজে ॥ ৮৭ ॥

গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভুজালিঙ্গরূপ রত্ন লাভের নিমিত্ত যমুনাতীরে কৃষ্ণপ্রণয়ি গোপীগণ, স্মৃতি সহকারে ভক্তিপূর্বক যে ভগবান্ সদাশিবের ভজন করতঃ অতিনীঘ্র স্বীয় অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই গোপেশ্বর সদাশিবকে আমি প্রতিদিন ভজন করি ॥ ৮৭ ॥

(ক্রমশঃ)

জাগতিক উচ্চাভিজাতিত্ব পারমাখিক-বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

Harjee Sorabjee Building.

c/o Messrs Kissen Chand Chelaram
New Queen's Road, Chaupatty, Bombay.

২৯ ফাল্গুন, ১৩৩৯, ১৩ই মার্চ, ১৯৩০

১লা বিষ্ণু, ৪৪৭ গৌরাদ

স্নেহবিব্রহেযু—

ভূনিয়া অত্যন্ত মর্মান্বিত হইলাম,—বায়সাহেব * * * আর ইহজগতে নাই। তিনি বেশ ভাল লোক ছিলেন। আমার সহিত এবারই তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তাঁহার মধুর ব্যবহার ও বাক্য আমার যতই মনে পড়িতেছে, ততই দুঃখ হইতেছে।

ভূনিতেনি যে, * * * নামক এক ব্যক্তি নানাপ্রকার অবিচার আরম্ভ করিয়াছে। আমরা অকিঞ্চন ত্রিদণ্ডী। সুতরাং আমাদের উপর কোন ধর্মী ব্যক্তি বা জাতিবিশেষ যদি অত্যাচার করেন, তবে শ্রীনৃসিংহদেব তাহার প্রতিবিধান করিবেন। আমাদের ধর্মবিশ্বাসে কোন জাতিবিশেষ আঘাত দিতে পারে না। সামাজিক উচ্চাভিজাতিসমূহের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভগবন্তকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা ই আমাদের পারমাখিক সম্মান ও পূজার পাত্র। কিন্তু তত্ত্বং সামাজিক জাতির মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভক্তি-বিদ্বেষী, তাহাদিগকে সাধারণ হিন্দু-জাতিগণ যে চক্ষে দেখেন, তাহা অপেক্ষাও ভাল চক্ষেই আমরা দেখিয়া থাকি। তবে তাহাদের সামাজিক পদ কোন জাগতিক সামাজিক উচ্চ-জাতি-বিশেষের দ্বারা উচ্চ নহে,—ইহা জাগতিক সমাজই বলিয়া থাকেন।

কোন ধর্মধ্বজি ব্যক্তি ধর্মের উপদেশ দিবেন, ধর্মের ব্যাখ্যা করিবেন, আর আমরা বৈষ্ণবদাস হইয়া তাহার সেই স্বকপোল-কল্পিত প্রাকৃত-সাহাজিক ব্যাখ্যা স্বীকার করিব,—ইহা কখনই হইতে পারে না। কোন নগর-বিশেষের কেন, পৃথিবীর সকল গ্রাম্যবার্তাবহও যদি একযোগে ধর্মধ্বজীর মত সমর্থন করে, তাহা আমরা কোন দিনই স্বীকার করিতে বা প্রশ্রয় দিতে পারি না। মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত * * * বিদ্যাভূষণ “গৌড়ীয়-সমাজ” নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহা আপনার পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া দুইখণ্ড আমাদের উপরি-লিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে ভাল হয়।

আশীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীমহাপ্রভু

(কুটীনাটী)

১। ‘কুটীনাটী’ কাহাকে বলে এবং তাহার ফল কি ?

“‘কুটীনাটী’ শব্দে—‘কু-টী’ ও ‘না-টী’ এই দুইটি কথা বলা আছে শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সকল বিষয়েই ‘কু-টী’ দৃষ্টি করেন অর্থাৎ একটী জলাশয়ে স্নান করিলেন, কিন্তু তন্নিকটে কোন মল-ক্ষেত্র থাকায় সেই জলাশয়ের ‘কু-টী’ মনে করিয়া সমস্ত দিন সেই আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, কোন ভাল বিষয় আলোচনা করিতে পারেন না। ‘শুচিবায়ু’ একপ্রকার কুটী-নাটীর ফল। ঝাহাদের ঐ প্রকার বায়ু আছে, তাঁহারা পৃথিবীর কোন স্থলকেই পবিত্র মনে করিতে পারেন না, কোন সময়কেই শুদ্ধ মনে করিতে পারেন না এবং কোন ব্যক্তিকেই শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তের স্মার্ত্তবিরুদ্ধ কোন আচার দেখিলে তাঁহারা আর বৈষ্ণব মনে করিয়া সঙ্গ করেন না। এইস্থলে ‘কু-টী’র উপরে ‘না-টী’ উপস্থিত হইল। নীচবর্ণের সাধুলোকের প্রতিষ্ঠিত ভগবান্মুক্তির প্রসাদ না পাওয়া একটী কুটী-নাটী। কুটী-নাটী প্রবল থাকিলে মনে ষাণ্ড্রব্যে সুখ-লাভ হয় না। কুটীনাটী একপ্রকার মানসিক পীড়া ; সেই পীড়া থাকিলে কৃষ্ণ-ভক্তি হওয়া শ্রুষ্টি। বৈষ্ণব-সেবা ও বৈষ্ণব সঙ্গ কুটীনাটী-গ্রস্তের পক্ষে বড়ই কঠিন।”

—‘কুটীনাটী’, সঃ তোঃ ৬।৩

২। শ্রীমহাপ্রভু কোন্ কোন্ ভক্তিপ্রতিবন্ধককে কুটীনাটীর মধ্যে ধরিয়াছেন ?

“শ্রী শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে যে কুটীনাটী পরিত্যাগের বিশেষ পরামর্শ আছে, তাহাতে কোনস্থলে নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, প্রতিষ্টাশা প্রভৃতি ভক্তিবাদক বস্তুর মধ্যেই কুটীনাটীকে ধরিয়াছেন।”

—‘কুটীনাটী’, সঃ তোঃ ৬।৩

৩। মহাপ্রভু ‘কুটীনাটী’ শব্দের কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ?

“‘কুটীনাটী’ শব্দের অর্থ মহাপ্রভু ‘এই ভাল এই মন্দ’ শব্দের দ্বারা করিয়া দিয়াছেন।”

—‘কুটীনাটী’, সঃ তোঃ ৬।৭

৪। ‘কুটীনাটী’-গ্রস্ত ব্যক্তি কিরূপে নামাপরাধী ও বৈষ্ণবাপরাধী হয় ?

“কুটীনাটীগ্রস্ত ব্যক্তির বর্ণাভিমান ও সৌন্দর্য্যভিমান প্রযুক্ত মহামহা প্রসাদে, ভক্তপদধূলিতে ও ভক্তপদজলে দৃঢ়বিশ্বাস হয় না। তিনি সর্বদা বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধে দোষী ; অতএব তাঁহার মুখে হরিনাম হওয়া কঠিন। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের পীড়া-সময়ে ঘৃণা

প্রকাশ করেন ; কিন্তু মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—হে সনাতন ! তোমার দেহে যে কণ্ডুরসা চইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবের ঘণা হয় না ।”

—‘কুটীনাটী’, সঃ তোঃ ৬।৩

৫। কিরূপ ‘তাপ’কে ভণ্ডামি বলা যায় ?

“যে-স্থলে তাপের কেবলমাত্র শরীরাত্ম-লক্ষণ, সে-স্থলে ভণ্ডতাই ধর্ম ।”

—‘পঞ্চসংস্কার’, সঃ তোঃ ২।১

৬। কপটদিগের দেবদেবীপূজায় আগ্রহ কেন ?

“নৈবেদ্য খাদ্যসামগ্রী, বিশেষতঃ চাগ-মাংসাদি পাইবার আশায় কল্পিত দেবদেবীর নিকট বহুতর ধূর্তলোক রতিলক্ষণ প্রকাশ করিয়া কপটরতির উদাহরণস্থল হইয়া উঠে ।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৪

৭। শাস্ত্রের ভারবাহিগণ কি কুটীল নহে ?

“পরমার্থবিচারেহ্মিন্ বাহ্যদোষবিচারতঃ ।

ন কদাচিদ্ধতশ্রদ্ধঃ সারগ্রাহিত্বনো ভবেৎ ॥

এই গ্রন্থে (কৃষ্ণসংহিতা) পরমার্থেরই বিচার হইয়াছে, ইহার ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি-সম্বন্ধে দোষ-সমুদায় গ্রাহ্য নয় । তাহা লইয়া সারগ্রাহী জনেরা বৃথালোচনা করেন না । এই গ্রন্থের আলোচনা-সময়ে ষাঁহারা ঐ বাহ্য দোষ সকলকে বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া এই গ্রন্থের পরমার্থসার সংগ্রহরূপ প্রধান উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করিবেন, তাঁহারা ইহার অধিকারী নহেন । বালবিদ্যাগত তর্কসমুদায় গম্ভীর বিষয়ে নিতান্ত হেয় ।”

কঃ সঃ, ১০।১৯, অনুবাদ

৮। কপট প্রেমের অভিনয় কিরূপ ?

“নাটকান্ধিনয়-প্রায়,

সকপট প্রেম ভায়,

তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ ।

ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার,

সদা কর পরিহার,

ছাড় তাই অপরাধ-দোষ । —কঃ কঃ ‘উপদেশ’, ১৯

৯। ভক্তিতে শিথিলতা-দোষ কখন আসে ?

“ধন-শিষ্যাদির উদ্দেশ্যে যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা শুদ্ধভক্তি হইতে সূদূরবর্তী, অতএব তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে ।”

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীনামমহিমা

(পূৰ্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫১ পৃষ্ঠার পর)

এ ঘোর সংসারে বলে বিবশে হরে হরে ।

সত্মুক্ত হয়, ভয় তারে ভয় করে ॥

যেন তেন প্রকারেতে লয় কৃষ্ণনাম ।

তাকে প্রীতি করে কৃষ্ণ করুণানিদান ॥

কৃষ্ণনাম লয় যেই শ্রদ্ধা বা হেলায় ।

নরমাত্র ত্রাণ পায় সর্ববেদে গায় ॥

একপে মাহাত্ম্য নামের শুনিহু শ্রবণে ।

সর্বত্র সমান ফল নাহি হয় কেনে ॥

প্রভু বলে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সকলের মূল ।

বিশ্বাস অভাবে কেহ নাহি লভে ফল ॥

প্রভু বলে অন্তর্যামী নাম-ভগবান্ ।

বিশ্বাসানুসারে ফল করেন প্রদান ॥

নামের মহিমা পূর্ণ বিশ্বাস না করে ।

নামের ফল নাহি পায় নামাপরাধে মরে ॥

নামেতে শরণাগতি সুদৃঢ় করিবে ।

অনুক্ষণ নামবলে অপরাধ যাবে ॥

নামেই নামাপরাধ হইবেক ক্ষয় ।

• অপরাধ নাশিতে আর কারো শক্তি নয় ॥

সুগন্ধ্য হরিনাম অনন্ত শ্রদ্ধায় ।

যে করে আশ্রয় তার সর্বলাভ হয় ॥

যার শ্রদ্ধা হয় নামে সেই অধিকারী ।

যার মুখে কৃষ্ণনাম সেই সে আচারী ॥

কৃষ্ণনাম ভক্তসেবা সতত করিবে ।

কৃষ্ণপ্রেম লাভ তার অবশ্য হইবে ॥

পরি খসি ভগ্ন দষ্ট দন্ধ বা আহত ।

হুণ্ডা বিবশে বলে আমি হৈনু হত ॥

কৃষ্ণ হরি নারায়ণ নাম মুখে ডাকে ।

ষা তনা কখন আশ্রয় না করে তাঁহাকে ॥

মহাপাতকীও অহর্নিশ হরি নামে ।
 শুদ্ধ হঞা গায়া হয় সুপংক্তিপাবনে ॥
 আত্ম বা বিষয় শিথিলমনা ভিত ।
 ঘোরবাধি-ক্লেশে আর নাহি দেখে হিত ॥
 নারায়ণ হরি বলি' করে সংকীৰ্ত্তন ।
 নিশ্চয়ই বিমুক্তহুঃখ সুখী সেই জন ॥
 সৰ্ব্ব-অর্থ-নাশী হরি নাম সংকীৰ্ত্তন ।
 ক্ষুধাতৃষ্ণাস্থলিতাদি বিপদনাশন ॥
 ইহাতে সংশয় যথা, নিশ্চয় তথায় ।
 নামের বিক্রম কভু না হয় উদয় ॥
 বিশ্বাসে নামের কৃপা, অবিশ্বাসে নয় ।
 এ এক রহস্য, ভক্ত জানহ নিশ্চয় ॥
 স্বপচ হইলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলি তাঁরে ।
 যাঁহার জিহ্বাগ্রে কৃষ্ণনাম নৃত্য করে ॥
 সৰ্ব্ব-অর্থদাতা হরি নাম-মহামন্ত্র ।
 ফুকারিয়া কহে যত বেদাগমতন্ত্র ॥
 হরি নাম বলে সৰ্ব্ব ষড়্-বর্গদমন ।
 রিপুনিগ্রহণ আর অধ্যাত্মসাধন ॥
 মুক্তি ত সামান্য ফল নামের নিকটে ।
 হেঁদায় করিলে নাম জীবের মুক্তি ঘটে ॥
 নিরন্তর নাম কর তুলসী-সেবন ।
 অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥
 মুক্তিহেতু তারকব্রহ্ম হয় রামনাম ।
 কৃষ্ণনাম পারক হঞা করে প্রেমদান ॥
 কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয় ।
 কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥
 হরিদাস কহেন, নামের এই দুই ফল নয় ।
 নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥ (প্রাপ্ত)

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-২)

পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারই মুক্তি। ইহার পূর্বেই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়।
সূর্যোদয়ের প্রকালে অরুণোদয়েই যেমন অন্ধকার দূর হয়, মুক্তিও তদ্রূপ।
শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৪।৩৪) উহাকে আতাত্তিক লয় বলা হইয়াছে—

যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা মাষামযাহঙ্করণাত্তবন্ধনম্।

চিহ্নাচ্যুতাত্ত্বানুভবোহিবতিষ্ঠতে তমাহবাতাত্তিকমঙ্গ সংপ্রবম্ ॥

যখন বিবেকান্ত দ্বারা মাষাময অহঙ্কাররূপ আত্মবন্ধন ছেদনপূর্বক
অচ্যুতাত্ত্বানুভব উপস্থিত হয় তাহাই আতাত্তিক প্রলয়।

সংসারাবস্থায় জীবের মাষাময অহঙ্কার—আমি অমুক বাক্তি, অমুকের
পুত্র, অমুক জাতি, বিদ্বান্, সূন্দর ইত্যাদি অভিমান থাকে। বিবেক বলে
এই অভিমান তিরোহিত হইলে যে ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয়—তাহাই
আতাত্তিক প্রলয়। ভগবদ্ বহির্গুণতা জন্ত যে সংসারভর হইয়াছিল
তাহা সম্যকধ্বংস হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ২।১০।৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে—‘মুক্তির্হিতাত্ত্বাধারপং
স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।’ অত্মধারপ অর্থাৎ বহির্গুণ জীবনিবৃত্তি হইয়া
স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। স্বরূপে ব্যবস্থিতির অর্থ স্বরূপ-সাক্ষাৎকার।
জীব যখন মাষাপরবর্ণ হইয়া সংসারে যাতনা ভোগ করে—দৈহিক মমতা-
পাশবদ্ধ মনুষ্য পশুাদি অভিমান থাকে তাহা স্বরূপজ্ঞানের অভাবে। সেই
অজ্ঞান তিরোহিত হইলে নিজ চিৎ স্বরূপতা বোধগম্য হয়।

এতলে যে স্বরূপে অবস্থিতর কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরমাত্ম-লক্ষণ
মূখ্যস্বরূপ। বশ্মি পরমাণু সকলের সূর্য্য যেমন পরমাশ্রয় তদ্রূপ পরমাত্মাও
জীবসমূহের পরম অংশস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৯।৩৩ শ্লোকে বলিয়াছেন
(ব্রহ্মার প্রতি ভগবদুক্তি)—

যদা বহিতমাত্মানং ভতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ।

স্বরূপেণ মরোপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমুচ্ছতি ॥

শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—আত্মানং জীবং তদ্বং স্বং
পদার্থং স্বরূপেণ স্বস্তানুভূতেন যদা তৎপদার্থেন উপেতং অর্থাৎ আত্মাকে তদ্ব-
জীব স্বরূপস্বং-পদার্থকে স্বরূপ—নিজানুভূত আমার—তৎপদার্থের সহিত
যুক্তদর্শন করিলে মোক্ষ লাভ হয়। পরমাত্ম স্বরূপের সত্তার জীবাত্ম স্বরূপ
সম্ভাবান্। এইজন্য পরমাত্ম স্বরূপকে মূখ্যস্বরূপ বলা হয়।

অগুচিং জীব স্বরূপে অগুপরিমাণ আনন্দ আছে। সেই স্বরূপ অনুভূত হইলে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় না, তজ্জন্য ভগবৎস্বরূপের অপেক্ষা করিতে হয়। ভগবৎকৃপায় জীব পরমানন্দ লাভ করতে পারে।

তন্ম্যাং প্রিয়তমঃ স্বাস্থ্য সর্কেষামপি দেহিনাম্।

তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্।

কৃষ্ণমেনমবেহি ভূমাত্মানং অখিলাত্মানাম্।

জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়ায়া।

দেহিগণের আত্মাই প্রিয়তম। আত্মার নিমিত্তই চরাচর সকল জগৎ প্রিয় হয়। শ্রীকৃষ্ণই অখিল জীবের আত্মাস্বরূপ। তিনি জগতের হিতার্থ যোগমায়া দ্বারা দেহীর ত্রায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—রসো বৈ সঃ। রসং হ্রেবায়ং লক্শ্যনন্দী-
ভবীতি। (তত্ত্বিরীয় ৭২) অর্থাৎ পরব্রহ্মই রসস্বরূপ। সেই রস লাভ করিলে জীব সুখী হয়।

মায়ার কার্য্য “অজ্ঞান” দ্বারা জীব আবৃত হইয়া বিবিধ সংসার যাতনা ভোগ করে। সেই অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই নিজস্বরূপ জ্ঞান আবির্ভূত হয়। তাহাতে সংসার-দুঃখ নাশ হয়। তৎপরে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানোদয়েই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। তাহা দুইপ্রকার—ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ভগবৎপ্রাপ্তি। মায়ার বৃত্তিরূপ অনিষ্টা নাশের অব্যবহিত পরে যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহার আবির্ভাব। ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। অধ্যায়নাদিজনিত ব্রহ্মজ্ঞান নহে। যেরূপ সূর্য্য হইতে রশ্মিসকল পৃথিবীতে আসিয়া পার্থিববস্তু ও সূর্য্যকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ চিচ্ছক্তি সাধকজীব আবির্ভূত হইয়া নিজ স্বরূপাত্মত্ব ও ব্রহ্মানুত্ব উপস্থিত করে।

সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি উপাসনা ভারতম্যানুসারে হইয়া থাকে। স্বস্থানে কিম্বা সর্বলোক ও সর্বাচরণ অতিক্রমের পর যে সকল ব্যক্তি তৎপ্রাপ্তির জন্ত পরমোৎকৃষ্ট হন, তাঁহারা স্বস্থানে অবস্থান করিয়া তদ্ব্যবহিত ব্রহ্মানুত্ব লাভ করেন।

যে দিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়।

(ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

আর যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন লোকের বৈভব দর্শনাকাজ্ঞা করেন তাঁহারা বিভিন্ন লোকের (ভূয়াদি) বৈভব উপভোগ করিয়া প্রকৃতির অষ্ট আবরণের

বৈভব উপভোগ করেন। তৎপরে পরিত্যক্ত আচরণ ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির পরপারে গিয়া ব্রহ্মানুভব লাভ করেন।

ভগবৎ প্রাপ্তিও দুইপ্রকার—ভক্তন জ্ঞানে ভগবৎ লাভ এবং বৈকুণ্ঠে ভগবৎ প্রাপ্তি। তাহা দেহত্যাগের পরে হয় এবং জীবদশায়েও সম্ভব হয়।

জীব পরতত্ত্ব বৈমুখ্য দোষে মায়াদ্বারা অভিভূত হওয়ায় স্বরূপ বিস্মৃতি ও অস্বরূপ দেহাদিতে আবেশ ঘটয়াছে। তজ্জন্ম বিভিন্ন সংসার দুঃখ ভোগ। ধর্ম্মার্থ কামের সেবায় কিঞ্চিৎ সুখানুভব হইলে উহা বাস্তবিক সুখ নহে। তাহাও আবার ক্ষণস্থায়ী। মুক্তিতে অনন্তস্থায়ী সুখানুভব হয়। এক্ষণে তাহাকে চরম পুরুষার্থ বলে।

পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারই মুক্তি। মুক্তিতে স্বরূপ স্মৃতি উদিত। অস্বরূপ আবেশ তিরোহিত এবং পরতত্ত্বানুভব হয়। এক্ষণে মুক্ত জীব নিরতিশয় সুখ লাভ করেন।

সেই পরতত্ত্ব কি বস্তু? তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু—নিজ প্রভাবে প্রকাশমান আছেন। যন্তোত যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না। তদ্রূপ জীবও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। জীব নিজ দোষে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। পরতত্ত্বের স্বপ্রকাশ লক্ষণধর্ম্ম হইতে জীব দূরে অবস্থান করে বলিয়া ভগবৎ সাক্ষাৎকারে বঞ্চিত আছে। সংসার দশায় মায়িক উপাধি (আবরণ) দ্বারা পরতত্ত্বের স্বপ্রকাশ লক্ষণধর্ম্মের ব্যবধান ঘটয়াছে। সেই ব্যবধান তিরোহিত হইলেই পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়। বিমুখতাদোষ উপাধির উদ্ভব। উন্মুখতা হইলেই মায়িক উপাধি ক্ষয় এবং স্বপ্রকাশ লক্ষণধর্ম্মের সহিত জীবের সংযোগ হয়।

জীব যে-দেহদ্বারা পার্থিব সুখদুঃখ ভোগ করে, উহা মূল দেহ। মৃত্যুতে তাহা ধ্বংস হইলেও সূক্ষ্মদেহাবলম্বন করিয়া পরলোকে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। উভয় দেহ ধ্বংস হইলে মায়িক সুখদুঃখ নাশ হয়। পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকারেই তাহা সম্ভব।

জীবমুক্তিতে পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারা দেহ দৈহিকাভিমানের মিথ্যা প্রতীতিহেতু দুঃখ বোধ থাকে না। আর পরতত্ত্ব সর্বদা বর্ত্তমান থাকায় তাহাতেও পরমানন্দ লাভ হয়।

সেই পরতত্ত্ব দুইপ্রকারে আবিভূত হয়—অস্পষ্ট বিশেষরূপে ও স্পষ্ট স্বরূপভূত বিশেষরূপে। ব্রহ্ম অস্পষ্টবিশেষ আর পরমাত্মা ও ভগবান্ স্পষ্ট-

বিশেষ স্বরূপ। ব্রহ্ম নামক অস্পষ্টবিশেষ হইতে পরমাত্মা ও ভগবান্ প্রভৃতি স্পষ্টবিশেষ সাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ শ্রীনারদোক্তিতে দেখা যায়—

জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যৎ তৎ সনাতনম্ ।

তথাপি শোচন্ত্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥

শ্রীনারদের বেদব্যাঙ্গ প্রাতি উক্তি—হে প্রভো, সনাতন ব্রহ্মকে তুমি পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অনুভব করিয়াছ, বিচার করিয়াছ ও তাহা প্রাপ্তও হইয়াছ ; তথাপি কৃতার্থের ন্যায় কিজ্ঞ শোক করিতেছ ? অর্থাৎ তোমার জ্ঞান যেন শাস্তি পাইতেছে না—এরূপ বোধ কেন হইতেছে ? বিভিন্ন প্রকার ভগবৎ সাক্ষাৎকার মতেই প্রীত্যাঙ্গদ ভগবানের প্রিয়তুল্য ধর্ম-বিশেষের সাক্ষাৎকারকেই পরমপুরুষার্থ বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে প্রীতির অভাব হেতু প্রিয়তুল্য লক্ষণধর্মের সাক্ষাৎকারেই মহাত্মভবগণ পরম-পুরুষার্থ বলিয়াছেন। যে প্রীতি ভিন্ন শ্রীভগবৎস্বরূপ ও অত্মস্বরূপ ধর্ম সকলের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয় না, সেই প্রীতিই পরমপুরুষার্থ।

প্রীতিদ্বারা আত্যাত্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়। প্রীতি ভিন্ন ভগবৎস্বরূপ ও অত্মস্বরূপ ধর্মের সাক্ষাৎকারের অভাব হয়। এগুলে ভাগবতীয় প্রমাণ—‘প্রীতিন-বাবল্লগ্নি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ’ (ভাঃ ৫।৫।৬) বাসুদেব আমাতে যতদিন না প্রীতির আবির্ভাব হয়, ততদিন দেহ সম্বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ ঘটে না।

জীব স্বরূপ আত্মায় কোন দুঃখ নাই তাহা অণু আনন্দ স্বরূপ। কিন্তু দেহে অভিনিবেশ হেতু যাবতীয় দুঃখের উপস্থিতি।

স্থূলদেহে জীব প্রায়ই কোন না কোন দুঃখ ভোগ করে তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারে। স্থূলদেহী দেবগণেরও কখনও কখনও দুঃখানুভব পুরাণবচনে জানা যায়। স্থূল স্থূলদেহের দুঃখ নাশের যতপ্রকার চেষ্টাই করা যায় তাহাতে আত্যাত্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। দেবগণ নিরূপদ্রবে স্বর্গস্থ ভোগ করিতে সমর্থ হইলেও মধ্যে মধ্যে অসুরাদির উপদ্রবে অসুবিধা ও দুঃখভোগ করিতে বাধ্য হন। পক্ষান্তরে স্বর্গের অনিত্যতা হেতু স্বর্গীয় সুখও অনিত্য। সুতরাং দেহসম্বন্ধ মাত্রই দুঃখের নিদান। প্রেমভক্তি দ্বারা সেই দেহসম্বন্ধ নষ্ট হইলে আত্যাত্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়।

—ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রাদ্ধ

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৩৪৯ পৃষ্ঠার পর)

যদি কেহ পূর্বপক্ষ করেন যে যদি ঐকান্তিক গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পিত্রাদি ভূতপূর্ণ নিষিদ্ধ হইল তবে জগদগুরু শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থলীলায় কেন গয়াতে পিতৃাদি প্রদান-পূর্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ের বর্ণনা আছে। আবার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পাঠে জানা যায় শ্রীঅবৈতাচার্য্য প্রভুও হরিন্দাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠগণ যাহা আচরণ করিবেন তাহাই’ত ইতরজনে অনুবর্ত্তন করিবে?

এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীভগবান্ গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগতে প্রদান করিয়াছেন—

“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসজ্জিনাম্।

যোজয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ (৩২৬)

প্রকৃতে গুণসংযুতাঃ সজ্জন্তে গুণকৰ্ম্মসু।

তানকৃৎস্নবিদো মদ্বান্ কৃৎস্নবিন্ বিচালয়েৎ ॥ (৩২৭)

অর্থাৎ ভগবান্ পরমপুরুষ। এই ত্রিলোকের মধ্যে তাঁহার কোনও কর্তব্য নাই আর কিছু অলভ্যও নাই এবং কৰ্ম্ম করারও কোন প্রয়োজন নাই; তবে তিনি যে কৰ্ম্ম করেন—তাহা অসংকৰ্ম্মে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট মূঢ় লোকদিগকে ক্রমশঃ সংকৰ্ম্মে আনয়ন করিবার জন্ত; তিনি অজ্ঞান কৰ্ম্ম-জড় ব্যক্তিগণের বুদ্ধি-ভেদ জ্ঞান না। কারণ কৰ্ম্মজড়গণের অধিকার এত অল্প যে যদি তাহাদিগের নিকট কৰ্ম্মের অকৰ্ম্মণ্যতা বলা হয় তাহা হইলে তাহারা উচ্ছ্বস অসং-কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ‘ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ’ হইয়া পড়িবে। তাহারা ভুক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারবেই না, পরন্তু পাপ কার্য্যে অতিনিবিষ্ট হইবে। এইজন্ত ভগবান্ নিজের সংকৰ্ম্ম আচরণ করিয়া বহির্গুণগণকে ক্রমাধিকার শিক্ষা দেন। মূঢ়ব্যক্তিগণ নিজদিগকে প্রাকৃত বলিয়া বোধ করেন। এবং প্রকৃতির গুণকৰ্ম্ম স্বীয় সহজ যোজন্য করেন। ঐ অজ্ঞানবিশিষ্ট মনমতিগণকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা বিচলিত করেন না। কিন্তু তাঁহার ঐ শিক্ষা ভক্তির অধিকারীর পক্ষে নয়—ভক্তগণ তাঁহার অতিপ্রিয়, তিনি তাঁহাদিগকে সর্বগুহ্যতম উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন,—

“সর্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা তুচঃ ॥”

যাবতীয় বর্ণ ও আশ্রমধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগত হও । এই সকল আশ্রমধৰ্ম্ম বা বর্ণধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করাতে তোমার প্রত্যবার হইবে, এইরূপ ভাবিয়া শোক করিও না । আমার ভক্তের কোনও পাপ নাই, আমি তাহাকে সমস্ত পাপ হটতে মোচন করিয়া থাকি । যদি শ্রদ্ধা দেখাইতে হয়, তবে আমাকে দেখাও, যদি নমস্কার করিতে হয়, তবে আমার ভগবৎস্বরূপে প্রণিপাত কর—“মন্মনা ভব মন্ত্রকো মদ্ব্যাজী মাং নমস্করু ॥”

ভগবানের কার্যের গূঢ় মৰ্ম্ম একমাত্র ভগবানে সৰ্ব্বতোভাবে শরণাগত ভক্তই উপলব্ধি করিতে পারেন; অপরে মোহিত হইয়া পড়ে । এই প্রপঞ্চে বিষ্ণুর অস্বর-মোহনরূপ একটি নিত্যকার্য্য আছে । ভোগী অস্বর-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা গৌরহৃদয়ের অহুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি কার্যের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ‘শ্রীমদ্ভাগবত প্রতেশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন—সুতরাং আমা-দিগেরও ঐরূপ আচরণ করা কর্তব্য’ এতরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন । বিষ্ণু-বিরোধী লোকের স্বভাবই এই যে, তাহারা যে কার্য্যটি তাহাদের মনের মত অর্থাৎ অমঙ্গলময় কুকার্য্য ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর হইবে সেই কার্য্যটি ভগবানে বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দোহাই দিয়া করিয়া থাকে—কিন্তু বাহ্য তাহাদের ইন্দ্রিয়তোষণের সহায়ক হইবে না, সে বিষয়টি গ্রহণ করিতে তাহারা নারাজ । যিনি স্বরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্, বাঁহাৰ পিতামাতা, আত্মীয়বর্গ অতিশয় নন্দ-বশোদা ও ভ্রাতৃের পরিকরসমূহ তাহাদের কি প্রাকৃত লোকের মত জন্ম মৃত্যু বা প্রেত-যোনি লাভ হয় ?

অস্বরপ্রকৃতি লোকগণ ভগবানের দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া অপ্রাকৃত ভগবানের সম্বন্ধেও ঐরূপ অনন্তনরকপ্রাপক বিচার অবলম্বন করিয়া থাকে । পিণ্ডদান-প্রসঙ্গে দীপ্তরপুরীর সহিত শ্রীগৌরহৃদয়ের লোক-শিক্ষার্থ কি বলিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ অবগণ করুন,—

“প্রভুবলে গয়া-বাত্রা সকল আমার ।

যতক্ষণ দেখিলাম চরণ তোমার ॥

তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ ।

সেও যারে পিণ্ড দেয় তবে সেইজন ॥

তোমা! দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।

সেইক্ষণে সর্ববন্ধ হয় বিমোচন।

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।

তীর্থের পরম ভূমি মঙ্গল-প্রধান।

কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।

আমারে করাও ভূমি—এই চাই দান।

ইহাধারা জগদগুরু শ্রীগৌরমুন্দের দেখাইলেন যে, সদ্গুরু-প্রপত্তি ও বৈষ্ণব-সেবাই জীবের একমাত্র কর্তব্য। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন। পাঠকগণ! যদি সুবুদ্ধি, বিচারজ্ঞ ও সারগ্রাহী হন তবে এই শিক্ষা গ্রহণ করুন। ভগবন্তুক্রিয়ারাই আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হইবে। শ্রীগৌর-মুন্দের শিক্ষা গ্রহণ করুন, যিনি হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দকে ধারণ করিয়াছেন সেইরূপ নিক্ষিপ্ত বৈষ্ণবের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষার মর্মার্থ বুঝিয়া লউন। শ্রীমদ্ব্যাহা প্রভু বলিয়াছেন,—

“কাম ভ্যজি’ কৃষ্ণ ভঞ্জে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি’।

দেব-ঋষি-পিত্রাদির কভু নহে ঋণী।

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদঋষি ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন যে, যে-দ্রব্য ভোজনে প্রাণিগণের যে যে রোগ জন্মে কেবল সেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও সেই সেই রোগের উপশম হয় না, কিন্তু এসব রোগজনক ঘৃতাদি দ্রব্য অন্ত্রদ্রব্য বা ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তৎ-সেবনফলেই সেই রোগ নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্যকর্মসমূহ সংসার বন্ধন বা যোনিভ্রমণের কারণ কিন্তু সেই সকল কর্মই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবদ্ বিমুখ ‘অহংবুদ্ধি’-বিনাশে সমর্থ হয়। এই জন্য ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ পিত্রাদির তর্পণ না করিলেও কনিষ্ঠ বা মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ বর্ণ ও আশ্রমধর্মের অবস্থিত বলিয়া মহাপ্রসাদ-নিষ্ঠালাভ দ্বারা পূর্বপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকেন। দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ সশুদ্ধজ্ঞানবিশিষ্ট। তাঁহারা জানেন, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় জীবের উপাধি মাত্র। জীব স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলেও মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বাসনাময় সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করে না—সূক্ষ্মদেহ নানাবিধ ভোগপর অসদ্বস্ত্র কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মা একমাত্র ভগবৎসম্বন্ধি বস্তু ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এইজন্য ভগবদ্ভক্তগণ

স্বপ্নদেহের উদ্দেশ্যে কৰ্ম্মজড়-আৰ্ত্তদিগের হায় অমেধ্যাদি অপবিত্র বস্তু শ্রাদ্ধে প্রদান না করিয়া একমাত্র জীবাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য মহাপ্রসাদাদি প্রদান করিয়া পিতৃপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিসাধন কবেন। স্বপ্নদেহের পরিতৃপ্তির নামান্তরই ভোগ—ভোগবাসনানলে ইন্ধন প্রদান করিলে কেবল ভোগানল বৃদ্ধি করাষ্টয়া জীবের অধোগতি ও চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ হয়—অপরাধী ব্যক্তির কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, কখনও স্বৰ্গ, কখনও নরক-ভোগ হয়। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মার পরিতৃপ্তিতে কৃষ্ণসেবাবস্তির উদয় করাষ্টয়া পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করাষ্টয়া থাকে। এইজন্য বর্ণাশ্রমাস্থিত বিষ্ণু-আরাধকগণের জন্য স্মৃতিপ্রবন্ধ ‘শ্রীহরিভুক্তিবিলাসের’ ৯ম বিলাসের ৮৫—১০৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আৰ্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য উক্ত গ্রন্থ সংকলিত হইবার প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পরে কৰ্ম্মজড়-আৰ্ত্তগণের জন্য ‘অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব’ সংকলন করেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিরোধ-মূলে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অনেকে রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্বের মজলাচরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম দেখিয়া উহাতে ভগবন্তকৃষ্ণগণের আচরণীয় বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া যেন ভুল না করেন। ভগবান্ এইরূপেই অম্লুরমোহন করিয়া থাকেন। ভগবানের স্তব-স্তুতি (?) করিয়াও ভগবানের বিরোধা-চরণের প্রয়াস জগতে বহু হইয়াছে। সাধারণ লোকে ইহা ধরিতে পারেন না। কৰ্ম্মজড়গণ ভগবান্কে কৰ্ম্মবশ মনে কবেন, তাঁহারা ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বীকার করেন না। পক্ষোপাসকগণের বিষ্ণুপূজা (?) ভগবানের বিরোধাচরণ ছাড়া আর কিছু নহে।

“ধিক তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্তন।

কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন ॥”

অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু উচ্চকূলে আবিভূত হইয়াও বিষ্ণুনিষ্ঠালা দ্বারা শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই শ্রাদ্ধপাত্র আৰ্ত্তের প্রত্যক্ষ-আত্মর-বিচারে যবনকুলোদ্ভূত শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজ্ঞানে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আবার সেই অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র বলরামের সন্তান মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের স্মৃতির আনুগত্য অবলম্বনে কুশপুস্তলিকা নিৰ্ম্মাণপূর্ব্বক প্রেতশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য-প্রচারিত পারমার্থিক ধর্ম্মের উৎসাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ (১৮: ৮: আদি ১২শ পরিচ্ছেদে) বলিয়াছেন,—

“কেহ ত’ আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহ ত’ স্বতন্ত্র ।

স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র ॥

আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার ।

তা’র আজ্ঞা লজ্জি’ চলে সেই ত’ অসার ॥”

সত্যযুগে উপরিচর বসু নামে পুরু-বংশীয় একজন বৈষ্ণবরাজ ছিলেন । তিনি মহাপ্রসাদ-নিষ্ঠালাভ দ্বারা পিতৃপুরুষগণের আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করেন । বর্ণাশ্রমস্থিত বিষ্ণুর উপাসকগণের মধ্যে এইরূপ মহাপ্রসাদ-দ্বারা বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ-বিধিরই প্রচলন আছে । পাঠকগণের অবগতির জন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শ্রাদ্ধবিধি প্রকরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

“প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেহপি প্রাগ্নং ভগবতেহর্পয়েৎ ।

তচ্ছেষেণৈব কুর্কীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ ॥

তথাচ পদে—

বিষ্ণোনিবেদিতায়েন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্ ।

পিতৃত্যশ্চাপি তদেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥

স্থান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

কিং দশৈকর্ষহস্তিঃ পিতৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদিত্তিমূনে ।

যৈরচ্চিতো হরিভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে ॥

যমুদ্দিশ্য হরেঃ পৃষ্ঠাং ক্রিয়তে মুনিপূজব ।

উদ্ধৃত্য নরকাবাসস্তাং নয়েৎ পরমং পদম্ ॥

যো দদাতি হরেঃ স্থানং পিতৃনুদ্দিশ্য নারদ ।

কর্তব্যং হি পিতৃণাং যন্তং কৃতং তেন ভো দ্বিজ ॥

শ্রুতো চ—এক এব নারায়ণ আসীং ন ব্রহ্মা নেমে দ্বাবাপৃথিব্যো
সর্কে দেবাঃ সর্কে পিতরঃ সর্কে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অশিতমন্নস্তি বিষ্ণুনাভ্রাতং
জিহ্মস্তি বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি তস্মাৎদ্বিবাংসো বিষ্ণুপুত্রতং ভক্ষয়েয়ুঃ ।

অতত্রবোক্তঃ শ্রীভগবতা বিষ্ণুধর্ম্মে—

“ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্রভোক্তরি ।

ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যোঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ ॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরথযাত্রা-প্রচলন কি শ্রীকৃপানুগত্যের বিরুদ্ধ?

[২]

“শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীকৃপের পাদপদ্মধূলি আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।” জগতে ইহা অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ সম্পদের কল্পনাও হইতে পারে না। শ্রীকৃপানুগ হওয়া সর্ব শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমি কৃপানুগ মহাভাগবত—এত বড় দাস্তিকতা কোনদিন পোষণ করিনা। শ্রীকৃপানুগ বৈষ্ণবের পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু। তাই শ্রীকৃপের অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীল প্রভুপাদের ‘স্নেহবিগ্রহ’— শ্রীকৃপানুগবর মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলিকণার অহেতুক কৃপা স্মরণ করিয়া উপরিউক্ত বিষয়ে কিছু নিবেদন করিতেছি। ইহাতে অজ্ঞাতসারে কোন ধ্বষ্টতা প্রকাশ পাইলে অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণ ক্ষমা করিবেন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরথযাত্রা-প্রচলন শ্রীকৃপানুগ-সিদ্ধান্তের ও ভক্তনের সর্বথা অনুকূল—ইহা আমরা পূর্বে একটি প্রবন্ধে সর্বশাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীকৃপানুগাচার্য্যবর্গের রচিত শ্রীগোপালচম্পু, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি প্রামাণিক গ্রন্থ-সমূহ হইতে প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। সেইসকল অকাট্য প্রমাণাবলী এবং অভেদ যুক্তিসমূহের কোন প্রকার উত্তর দিতে না পারিয়া কতকগুলি অসংবদ্ধ প্রলাপ, অযথা গালাগালি, ঈর্ষামূলে কটাক্ষ এবং অবশেষে অযথা বৈষ্ণবাপরাধের ভয় দেখাইয়া ‘শ্রীগৌড়ীয়-দর্শনে’ শ্রীপাদ দামোদর মহারাজের নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। তাহাতে লেখক মহাশয়ের স্বরূপ নিজেই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

অস্থিরমতি লোকের কোনদিনই স্থির-সিদ্ধান্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যে শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের ‘স্নেহবিগ্রহ’ মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটকালে তাঁহারই আনুগত্যে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চুঁচুড়ায় ও শ্রীধাম নবদ্বীপে তাঁহারই প্রবর্তিত শ্রীরথ-যাত্রায় বিপুল ভাব প্রদর্শনপূর্বক কয়েক বৎসর ধরিয়া শ্রীরথের দড়ি টানিয়াছেন, চাকা ঠেলিয়াছেন, তত্পরি পরিশ্রান্ত হইয়া রথোৎসবে বা হেরা-পঞ্চমীদিনে উদর পুষ্টি করিয়া চতুর্বিধ মহাপ্রসাদ সেবন করিয়াছেন, সেই দামোদর

মহারাজ শ্রীআচার্য্য-সিংহের অগ্রকটের পরে সেই রথযাত্রাকে সিদ্ধান্ত-বিরোধ, রসবিরোধ ও রসাতাস বলিবার অপরাধমূলক ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছেন। এমতাবস্থায় তিনি একবৎসর পূর্ব পর্যন্ত শ্রীকৃপাহুগ ছিলেন, না পূর্বে ছিলেন না, না অধুনা একবৎসর হইতেই কৃপাহুগ হইয়াছেন? অথবা পূর্বেও কৃপাহুগ ছিলেন না, এখনও হন নাই? কোন্টি ঠিক? একটিকে ঠিক মানিলে অপর পক্ষে তিনি নিজেই মামুলী সিদ্ধান্তবিরোধ অথবা অস্থির-সিদ্ধান্ত বা শ্রীকৃপাহুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তবাদী হইয়া পড়িয়াছেন নাকি?

যিনি কায়মনোবাক্যে সর্বদাই নিষ্কপটে নিজ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীল প্রভুপাদের সর্বপ্রকারে মনোহভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন, যাহার গুরুসেবা ও গুরুনিষ্ঠা শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত, যাহার কৃপাহুগতা অবিসংবাদিত, যাহার নিকটে এই শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ পালিত, পোষিত ও শিক্ষিত সেই আচার্য্যবর্ষের বৃথা ছিদ্রাশ্বেষণ, সিদ্ধান্ত বিরোধ এবং রসাতাস-দোষ দেখাইতে গিয়া তাঁহার কি বৈষ্ণবাপরাধ বা মহতের অবজ্ঞা হয় নাই? যদি কোন গুরুসেবানিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট বৈষ্ণবগুরুবর্গের সং-সিদ্ধান্তের প্রতি কটাক্ষকারীর কুবিচারের প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধ বা বৈষ্ণবাবজ্ঞা হয় এবং ঈর্ষামূলে কোন বৈষ্ণবগুরুর ভক্তিমূলক ক্রিয়াকলাপের প্রতি কটাক্ষ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি তাহার কৃপাহুগতা খারিজ করিয়া তাঁহাকে অপসিদ্ধান্তবাদী বলে, তাহা হইলে তাহার বৈষ্ণবাপরাধ হয় না—এরূপ সিদ্ধান্তকে বলিহারী যাঁহ! এস্থলে তাহার তৃণাবর্ত দানব ও অশ্বখামার কদর্যা দৃষ্টান্তসমূহ সেই এঁচড়ে পাকা মামুলী সিদ্ধান্তবিদের ঘাড়েই জোর করিয়া চাপিয়া গিয়াছে। এই প্রকার স্বয়ং বৈষ্ণবাবজ্ঞাকারী নিজের দোষ নিজে উপলব্ধি না করিয়া ভ্রমবশতঃ একান্ত গুরুনিষ্ঠসেবকগণের ঘাড়ে চাপাইবার কুচেষ্টা করিয়াছেন। ইহা বলীয়সী বিষ্ণু মায়াই প্রভাব।

জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—“বৈষ্ণবগুরুবৃন্দের অসম্মাননা দেখিয়া ‘গৌড়ীয়’-সম্পাদক, ‘নদীয়া-প্রকাশ’-সম্পাদকগণ যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিস্রম্ভ-গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়। ……… বৈষ্ণবের ভৃত্যস্বত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ করা কেবল-মাত্র পাপ নহে—আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ,—ইহা

আমরা জানি। ইহাতে সমগ্রজগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া যাউক, তাহাও আমরা সহ করিতে প্রস্তুত আছি।”

—(পত্রাবলী. ২য় খণ্ড)

স্বয়ম্ মহাভাগবতগণ (?) শ্রীল প্রভুপাদের এই উপদেশসমূহ কি অবলোকন করেন নাই? কোন ব্যক্তি শুদ্ধ বৈষ্ণবগুরুকে কটাক্ষ করিলে গুরুনিষ্ঠ সংশিয়া তাঁহার যথার্থ কর্তব্য জানেন। সেই কটাক্ষকারীর অপসিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিলে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় যদি আমাদেরকে দান্তিক হইতে হয়, পণ্ড হইতে হয়, অনন্তকাল নরকে যাইতে হয়— আমরা অনন্তকালের তরে contract করিয়া সেরূপ নরকে যাইতে প্রস্তুত। জগতের অস্ত্রাত্ম যে-কোন লোকের গুরুবিরোধী চিন্তাশ্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুঠাঘাতে বিদূরিত করিব—আমরা এতদূর দান্তিক। নিজেই পূর্বের বিচার করিয়া দেখা উচিত ছিল না কি? বর্তমানে সন্তুস্তর প্রদান করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হইল বলিয়া এত চীৎকার কেন?

এই শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপে রথনিষ্ঠানের জন্ত নিজেই শ্রীরামপুর নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীহরিপদ দাসাধিকারীকে অর্থ দেওয়ার প্রেরণা দিয়াছিলেন—শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ স্বহস্ত লিখিত পত্রে আমাকে জানাইয়াছেন এবং মথুরা মঠে আসিয়া সাক্ষাতেও বলিয়াছেন বৈষ্ণবী মর্য্যাদারক্ষার আদর্শস্বরূপে নিজে তাঁহার অস্ত্র একটি পত্র উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গী জয়তঃ

শ্রীসারস্বত চৈতন্যশ্রম,

পোঃ—শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎপ্রণতিপূর্বক নিবেদন—

শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ!

আশাকরি ভজন-কুশলে আছেন। পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের বিশেষ অনুরোধে রথযাত্রা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। তিনি আমাকে হাত ধরিয়া অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহার মর্য্যাদা থাকে না। সেইজন্ত তাঁহার... বিশেষ অনুরোধে কিছু লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার ব্যক্তিগত কোন দোষ লইবেন না। আমার সহ আপনার যে সম্ভাব তাহা চিরকালই আছে জানিবেন। আমার শুভামুখ্যান জানিবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীভক্তিপ্রাপণ দামোদর

“আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনং”—কি প্রকার ? শ্রীরথ-যাত্রা যদি অনুকূল অনুশীলন না হয়, তাহা হইলে গমভাঙ্গা কার্য্য, কয়লা, মংস্ত প্রভৃতির ব্যবসায়গুলি কি অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন হইবে ? উচ্চাধিকারীর এক্রপ চিন্তা-শ্রোত কনিষ্ঠ অধিকারীর দুর্কোষ্য।

যাঁহারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবত এবং বৈষ্ণব-আচার্য্যগণের রচিত গুরু ভক্তিগ্রন্থ অনুশীলনরূপ গুরুভক্তির অঙ্গসমূহকে Libraryর গ্রন্থ আওড়ান বলেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তিকে ধিক ! এবিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ নির্দেশ দিয়াছেন—“সর্ব্বদা “গৌড়ীয়” এবং ভক্তগণের গ্রন্থাদি নিজে পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই ভক্তদিগের মুখে হরিকথা শ্রবণ ফললাভ হইবে।” শ্রীল প্রভুপাদের বাণী না পড়িয়াই এক্রপ মন্তব্য করা হইয়াছে। এই প্রকার গুরুভক্তির ক্রিয়া-সমূহে দোষদর্শন কোন্ ভক্তির অঙ্গ, তাহা বুঝিলাম না।

“এক কার্য্য করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত”—শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর আচারে ও বিচারে একই সময়ে জাতরতি ও অজাতরতি বিভিন্ন স্তরের সিদ্ধ ও সাধকের ভক্ত রাগের পথ ও বিধির পথ অনুসৃত রহিয়াছে। তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণের ক্রিয়া-কলাপও তদ্রূপ বৃত্তিতে হইবে। অন্তরঙ্গ ভাব জানেন ও বুঝেন অন্তরঙ্গজন, বহিরঙ্গস্থলধী জনের তাহা বুঝিবার অধিকার নাই। স্থলধীরা অযথা পরের দোষই অন্বেষণ করেন।

“গুণিজন-গুণিত কাব্যে খলখলু পশুতি দোষম্।

মণিময়মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশুতি চিদ্ৰম্।”

শ্রীধাম নবদ্বীপে রথ-যাত্রায় রাগপথ ও বিধিপথ উভয় অধিকারীর অধিকার অনুসৃত আছে জানিলে এত বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন হইত না।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, রথযাত্রাকালে দ্বারকার স্মৃতি কোন প্রকারে সম্ভব নহে। কিন্তু “সেইত পরাণনাথ পাইলু” এবং “কৃষ্ণে লঞা ব্রজে যাই এ-ভাব অজর”—এই ভাব সমূহই সর্ব্বদা স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুন্দরাচল হইতে নীলাচলের পথে রথ আকর্ষণের সময়ও শ্রীশ্রীরাধাভাব-কান্তিস্থবলিত শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণ পূর্ব্বের মতই পরম আনন্দে নর্ত্তন ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

“পূর্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ।

পরম আনন্দে করেন নর্তন-কীর্তন ॥”

এখানে “পূর্ববৎ” “পরম আনন্দে” “লঞা ভক্তগণ” এবং “নর্তন-কীর্তন” —শব্দে কি “সামান্য লোক-সংগ্রহ” বোধ হয় ? এখানে স্পষ্টই “পরম আনন্দে”—“ব্রজে লঞা যাই কৃষ্ণ” এবং “সেইত পরাগনাথ পাইলু”—এই সৃদ্ধীপ্ত ভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে। অতএব শ্রীমদ্বাং প্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-আচার্য্যবর্গের উন্টারথ-বাটায়ও উল্লাসেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যাহারা “পরম আনন্দে” এবং “পূর্ববৎ” শব্দে কেবল “লোক-সংগ্রহ” বুঝেন, তাঁহাদের ভারবাহী মনোবৃত্তিকে লক্ষ্যকোটি ধিক্ !!

গোপীগণ কুরুক্ষেত্রে প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইলে—“সেইত পরাগনাথ পাইলু”—ভাবিয়া পরমানন্দিতমনা হইয়াও তৃপ্ত না হইয়া প্রিয়তমের কাছে—

“বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ ;

আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে ।

তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে ॥” *কৃষ্ণ. ১০*

—এরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রিয়তমকে রথে আরোহণ করাইয়া ব্রজে লইয়া গিয়াছিলেন। পথে “ব্রজে লঞা যাই কৃষ্ণ” এই পরমানন্দ অনুভব করেন। অবশেষে সুন্দরাচলে পৌঁছাইলে মহাপ্রভুর ভাব—

বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ—এই প্রভুর জ্ঞান ।

কৃষ্ণের বিরহ-স্মৃতি হইল অবসান ॥

রাধা-সঙ্গে কৃষ্ণ-লীলা—এই হইল জ্ঞানে ।

এই রসে অগ্ন প্রভু হইলা আপনে ॥

— শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৪।৭৩-৭৪

আবার উন্টারথেও—

আর দিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয় ।

রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিদ্রালয় ॥

পূর্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ।

পরম আনন্দে করেন নর্তন-কীর্তন ॥

— শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১।২৪৩-২৪৫

এই সকল পরারের গুট রহস্য অনুধাবন করিতে পারিলে শ্রীধামনবদ্বীপে শ্রীরথ-যাত্রার বিরোধিতা থাকিত না। শ্রীরথ-যাত্রার পরিসমাপ্তি বৃন্দাবনে। রথদ্বারা কৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমন হইলে ব্রজ-গোপীগনের উল্লাসই হয়। তখন তাঁহাদের লেশ মাত্রও দ্বারকার স্মৃতি হয় না।

শ্রীকৃপামুগবর শ্রীল প্রভুপাদও শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১।৫৩-৫৬ পরারের অমৃতভাষ্যে এইরূপ জানাইয়াছেন—“গোপ-ললনাগণ যেক্রপ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপনোদন করিয়া কৃষ্ণকে গোকুলের মাধুর্য্য আশ্বাদনে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীগৌরহরি কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল-মন্দির হইতে কৃষ্ণরূপ জগন্নাথদেবকে গুণ্ডিচা-মন্দিরাভিমুখে রথের সম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দররূপ শ্রীমতী বার্ষভানবীর হৃদয়ের ভাবগান করিয়া পারকীয় বিহারস্থলী গুণ্ডিচায় লইয়া যাইতেছেন।” এখানে দ্বারকার কোন স্মৃতির কথাই জানান নাই।

শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ নিজেই শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত পত্রাবলীর ১ম খণ্ডের উল্লেখ করিয়া রথের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। এতএব এ বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন মনে করি না।

যদি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে (ব্রজপদ্মেন বা শ্রীরাধাকুণ্ডে) স্বয়ং মহাপ্রভুর দ্বারকাস্ত রুক্মিণীভাবে নৃত্য সম্ভব হয়, তবে সেই ব্রজপদ্মেন বা শ্রীধাম নবদ্বীপে কিম্বা অন্ত্র কোথাও দ্বারকা দর্শনের অসম্ভবনা কোথায়?

‘সবে কৃষ্ণ তজ্ঞে শুধু এই মাত্র জানে।

‘যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্মরে ॥’

ইহাই মহাভাগতগণের দর্শন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে proof reader-এর মত নিয়ন্ত্রিকারীর খুটিনাটি দর্শন কিরূপে সম্ভব? ব্রজমণ্ডলে বা রাধাকুণ্ডে রথযাত্রা হইলেও তাহা যদি কৃপামুগ-মহাভাগবতগণের (?) দৃষ্টিপথে না আসে, তাহা হইলে ব্রজাভিন্ন শ্রীধাম নবদ্বীপের রথযাত্রা কিরূপে তাঁহাদের দৃষ্টিপথে আসিতে পারে?

স্বাহারা গৌরধামে শ্রীরথ-যাত্রাকে পৃথক্ কৃষ্ণানুশীলন বলিয়া অপসিদ্ধান্ত বলেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে বলিহারি! তাঁহারা আর যাহাই হউন না কেন, শ্রীকৃপামুগ-পথ বা শ্রীভক্তিবিনোদাশ্রয় হইতে শতকোটি যোজন দূরে অবস্থিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন—

“শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলায় কোন ভেদ নাই। দুই লীলাই এক। কৃষ্ণশূণ্য গৌর-উপাসনা একটি নূতন প্রথা হয়, তাহা শ্রীগৌরান্দের অনুমোদিত নহে। শ্রীগৌরান্দের পরিকরণ কল্পিত উপাসনা করিয়াছেন, শ্রীগৌরান্দের প্রাণেশ্বর জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তনের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। শ্রীগৌর ভজিব আর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিব না, একথা একটি দোষাত্মক মতের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভজিব, গৌরকে স্মরণ করিব না—ইহাও দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে কলিজীবের পরমামৃত-রূপে উদ্ভূত হইয়াছে।”

—[শ্রীল ঠাকুরের ‘গৌর-কৃষ্ণ’ প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত]

অতএব ঠাহারা শ্রীধাম নবদ্বীপে রথযাত্রাকে পৃথক্ কৃষ্ণানুশীলন বলেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীনবদ্বীপ ধামস্থ শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহকে পৃথক্ করিয়া কেন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন? তাঁহারা সেখানে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসমূহ পালন করেন কেন? তাহা হইলে কি তাঁহাদের রূপানুগত্য বা গৌরনিষ্ঠা ব্যাহত হয় না? মনে হয় তাঁহারা পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ পড়েন নাই। তাঁহারা শ্রীহরিভক্তিবিলাস পড়িবেন, পরে রূপানুগত হইবার দৃষ্টতা করিবেন। রথযাত্রা সম্বন্ধে যদি রূপানুগ-গণের আনুগত্য অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রেত বিষয়চাড়া অশুভপ্রকারে রথযাত্রা-প্রচলন অশাস্ত্রীয় বা অপরাধজনক হইত, তাহা হইলে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ এসম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাসে বহুপ্রকার প্রমাণ ও যুক্তি উদ্ধার করিয়া সৰ্ব্বজননের জ্ঞান কৃষ্ণসেবার একটি বিধি প্রবর্তন করিতেন না। পদ্মপুরাণে বৈষ্ণব মাত্রেরই পক্ষে সৰ্ব্বত্রই রথযাত্রা উৎসব পালন করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়—

আষাঢ়শ্চ দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্যাদ্ বিশেষতঃ ।

আষাঢ়শ্চত্বৈকাদশ্যাং জপ-হোম-মহোৎসবম্ ॥

রথস্থিতং ব্রজস্তুং তং মহাবেদীমহোৎসবে ।

যে পশুশক্তি মুদা ভক্ত্যা বাসন্ত্যেয়াং হরেঃ পদে ॥

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজাতং দ্বিজোত্তমাঃ

নাতঃ শ্রেয়ঃ প্রদো বিষ্ণোরুৎসবঃ শান্ত্রসম্মতঃ ॥

সিদ্ধান্তবিরোধ, রসবিরোধ, রসভাস ও রসতত্ত্বের জ্ঞান রূপানুগ গুরুর নিষ্কপটে নেবা ও সঙ্গছাড়া সম্ভবপর হইতে পারে না। দীর্ঘ বিপ্রলম্বটি কোন্ রস, জানাইলে ভাল হয়। প্রাকৃত সহজিয়ার বৃত্তি অবলম্বনে কতকগুলি আজ্ঞে-বাজ্ঞে বুলি কপ্‌চাটলেট রূপানুগসিদ্ধান্তবিৎ হওয়া যায় না। মনঃস্থির করিয়া “কৃষ্ণভক্তি, রসভাবিতা মতিঃ”—এই শ্লোকের তাৎপর্য অল্পধাবন করিলেই প্রকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা। নচেৎ সিদ্ধান্তবিরোধ রস-বিরোধ ও রসভাস-পক্ষে নিমগ্ন হওয়া অবশ্যস্তাবী।

নিজ গুরুদেবের অথবা শ্রীল প্রভুপাদের অন্তঃ অন্তরঙ্গ সেনকগণের সঙ্গ করিলে বৈষ্ণবসঙ্গ হয় না, আমিই একমাত্র ভূঁইফোড় মহাভাগবত, আমার সঙ্গ না করিলে বৈষ্ণব সঙ্গ হইবে না—একথা কখনও রূপানুগজন বলেন না। “ভূনাদপি সুনীচ”—শ্লোকই বৈষ্ণবগণের ভূষণ। এই ভূষণে ভূষিত বৈষ্ণবগণই পৃথিবীকে শাসন করিতে সমর্থ। অন্তের তাহাতে অধিকার নাই। এস্থলে শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ২৮।১২ঃ পয়ারের শ্রীল প্রভুপাদের গৌড়ীয়ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কতিপয় সংখ্যক-শিষ্যের গুরু বা এক ব্যক্তির গুরু স্ব-স্ব অনুরূপ যোগ্যতা দেখিয়া শিষ্যকে স্বীকার করেন এবং আমাদের গায় সর্বতোভাবে পতিত-দিগকে বাদ দেন। কিন্তু যিনি সর্বপ্রাণীতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিয়া আপনাকে সকলের শিষ্যজ্ঞান করেন, তিনি জগদ্‌গুরু হইতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ভজন-প্রণালীর মধ্যে ভূনাদপি সুনীচ, তরুর গায় কুহিফু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্বক্ষণ কৃষ্ণ-ভজন করিতে হইবে—এই বাহ্যভ্যন্তরে নিষ্কপট ভজন-শিক্ষা দেওয়ায় তিনিই সর্বোপাশ্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ও প্রকৃত জগদ্‌গুরু। যাহারা শ্রীচৈতন্যের সেবক, তাহারাও জগদ্‌গুরু; কেননা, আমার গায় সর্বাধম পতিত পাবণীকেও তিনি দাসরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় সেবক অধিকার দান করিতে পারেন—আমি জগতের বাহিরে নহি। বৈষ্ণবোচিত প্রকৃত দৈন্ত্য না থাকিলে কখনও কেহ গুরুর কার্য করিতে পারে না।”

ব্রজে বা রাধাকুণ্ডে রথযাত্রার নজীর আমাদের প্রয়োজন নহে। কোবিদ মহোদয়ই নজীর সম্বন্ধে দেখাইয়াছিলেন যে, বর্তমানে ব্রজে কোথাও রথযাত্রার প্রচলন নাই। কিন্তু প্রচলন প্রমাণিত হইলে সুর পার্টাইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, রূপানুগ জন (?) সেই রথযাত্রা-প্রচলন দর্শন

করেন না। তাঁহার আরও জানাইয়াছেন, “এই প্রচলন-কর্তাগণ সহজিয়া-এবং শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহবিগ্রহ প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ তাঁহাদের কোন বিচারই সমর্থন করেন নাই।” ইহাতে মনে হয় শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ মদীয় গুরুপাদপদ্মকে শ্রীল প্রভুদের ‘স্নেহবিগ্রহ’ ও ‘সিদ্ধান্তবিদ’ জ্ঞান করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ঐ স্নেহবিগ্রহের শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রকটিত রথযাত্রাকে সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আদি উল্লেখ করাতে শ্রীপাদ দামোদর মহারাজের হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই বা বৈষ্ণবাপরাধের ভয়ে তাঁহার হাত হইতে লেখনী খসিয়া পড়ে নাই। উর্দ্ধে থু-থু ফেলিলে নিজের গায়েই পড়িবার সম্ভাবনা।

পরস্পরের প্রতি অথবা কটাক্ষাদিতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করিয়া শ্রীমন্নহাপ্রভুর ভগবন্তার বিরোধকারী পাষণ্ডী এবং আমাদের শ্রীশ্রীগুরু-বর্গের প্রদর্শিত শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধ করিয়া শ্রীকোলদ্বীপস্থ কঁয়াকড়ার মাঠে প্রাচীন মায়াপুর স্থাপনে প্রয়াসকারী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজের পাণ্ডিত্য প্রতিভা প্রকাশ করিলে শ্রীমন্নহাপ্রভুর ও শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-পূতি হইত এবং সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি পাইত। তাহা না করিয়া মিশন, সজ্জ ও গোড়ীয় মঠগুলিতে ভেদসৃষ্টি করিয়া শ্রীসারস্বত গোড়ীয়-ধারার সর্বনাশ করা হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তিম অভিলাষানুসারে সকলে মিলিয়া-মিশিয়া একতাৎপর্য্যাপর হইয়া শ্রীল রূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করাই আমাদের শ্রেয়স্কর পন্থা। তদ্বিপরীত হইলে সর্বনাশ অবশ্যসম্ভাবী। অতএব এই দাসাধর্মের প্রার্থনা—

“দন্তে নিধায়তৃণকং পদয়োনিপত্য

কৃতা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাং

চৈতন্তচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥

শ্রীরূপানুগবৈষ্ণব-দাসাহুদাসাত্মস—

শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ

পত্রোত্তরে শ্রীরথ-যাত্রার সিদ্ধান্ত*

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গী ভ্রাতঃ

শ্রীগৌর-সারস্বত মঠ,

বাড়গ্রাম (মেদিনীপুর); ১লা নভেম্বর '৭০

শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ,

আপনার পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। আপনি রথযাত্রার সম্বন্ধে যাহা জানিতে চাহিয়াছেন সে-বিষয়ে আমার বক্তব্য এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। বার্লুক্য আসিয়া সকল প্রকারে আমাকে দুর্বল করিয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাণী—

বৃদ্ধকাল আওল, সর্বসুখ ভাগল, পীড়াবশে হইহু কাতর।

সর্বেন্দ্রিয় দুর্বল, ক্ষীণ কলেবর, ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর ॥

জ্ঞান-বল-হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত, আর মোর কি হবে উপায় ?

এই অবস্থায় পড়িয়া সর্বদিকেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি। এতদিন বুথায় কাটাইয়াছি, এখন অন্তিমদশায় কি হইবে এই চিন্তায়ই অন্তর।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পার্বণিক, ও মাসিক-পত্র প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন দেশের মনুষ্যগণের সুকৃতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি মুদ্রাযন্ত্রকে “বৃহৎমুদঙ্গ” ও সন্ন্যাসীদিগকে “জীবন্ত-মুদঙ্গ” বলিতেন। মুদঙ্গ-সাহায্যে কীর্তন করিলে অল্প কিছু মনুষ্যের হরিকীর্তন শ্রবণের সুযোগ হয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র-সাহায্যে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হরিকথা কীর্তন প্রচারের সুযোগ হয় বলিয়া মুদ্রাযন্ত্রের নাম “বৃহৎমুদঙ্গ”। আর সন্ন্যাসিগণ দেশে দেশে পর্যটন করিয়া হরিকথা প্রচার করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে “জীবন্তমুদঙ্গ” বলিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন করা, এজন্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন প্রদেশে পত্রিকা পাঠান হইত। এছাড়া প্রচারের অল্প উপায়ও আবিস্কার করিয়াছিলেন।

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের পর হইতে প্রায় ৪৫ বৎসরকাল সম্পাদকীয় বিভাগে সেবা করিয়া আসিতেছি। এক সময় দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদনার্থ একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে দেখাইয়াছিলাম,

* [“হিন্দীর শ্রীভাগবত-পত্রিকার” সম্পাদক—পূজ্যপাদ ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ নারায়ণ মহারাজের একটি পত্রের উত্তরে সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তবিৎ পরিব্রাজকাচার্য্যাবধা ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীশ্রীমন্তকৃষ্ণভূদেব শ্রোতী মহারাজের একটি পত্র সকলের অবগতির জন্ত প্রকাশিত হইল।] —সম্পাদক

তাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষকে কটাক্ষ করিয়া কিছু লেখা হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি কিছু সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিবাদ-স্বরূপে আমি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, শ্রীল শ্রদ্ধাপাদ বলিয়াছিলেন—প্রতিবাদ-মূলক প্রবন্ধটি ভাল হইয়াছে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি মানহানির মামলা করেন তাহা হইলে আপনাকে হাজত বাস করিতে হইবে। প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে গিয়া যদি ক্রোধ, হিংসা মৎসরতা প্রভৃতির উদয় হয়, তবে তাহা না করাই শ্রেয়ঃ। প্রবন্ধ একরূপভাবে লিখিতে হইবে যাহাতে কোনরূপ আক্রমণ না থাকে, আর সেই ব্যক্তিবিশেষ ব্যতীত অপরে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যেন বুঝিতে না পারে। কারণ সাধারণ গ্রাহকগণ ঐ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

রথযাত্রা-প্রসঙ্গে দু-একটি কথা আলোচনা করিতেছি। বিহার ও উত্তর প্রদেশে হোলি খেলার মত বঙ্গদেশে রথযাত্রার প্রচলন প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে বালক-বালিকাগণ ছোট ছোট রথ লইয়া ক্রীড়া প্রসঙ্গে তাহা টানিয়া থাকে।

কিছুদিন পূর্বে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় রথযাত্রা-প্রসঙ্গ একটি প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে উহা প্রকাশিত হইয়াছে, সে বিষয়টি আমার অজ্ঞাত থাকায় প্রবন্ধটির প্রতি মনোযোগ দিই নাই।

উপস্থিত রথযাত্রা-সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস হইতে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধার করিলাম। জানি না ইহাতে আপনার অতীত্পিত বিষয়ের উত্তর হইবে কিনা।

রথযাত্রা-প্রসঙ্গে হরিভক্তিবিলাসের ষোড়শবিলাসে কতকগুলি প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা শ্রীহরির উত্থান-কালের পরে এবং অল্প সময়েও রথযাত্রার বিষয়ে জানিতে হইবে—

ভজন্তে যে রথাক্রুতং দেবং সর্কেশ্বরেশ্বরং।

তেষাং যাত্রাক্রুতাং নৃণাং কামানিষ্টান্ প্রযচ্ছতি ॥

শ্রীকৃষ্ণরথশোভাং যে প্রকুর্বন্তি প্রহর্ষিতাঃ।

তেষাং মনোরথাবাপ্তিং যচ্ছতে পুরুষোত্তমঃ ॥১৮৩॥

শ্রীকৃষ্ণরথসংশোভাং যঃ করোতি স্বশক্তিতঃ।

বাহ্ণিতং তস্মৈ যচ্ছন্তি নিত্যং সূর্য্যোদয়ো গ্রহাঃ ॥

কৃষ্ণস্য রথশোভাং যে প্রকুর্বন্তি প্রহর্ষিতাঃ।

পদে পদে তথা পুত্র তেষাং পুণ্যং প্রয়াগজম্ ॥

রথযাত্রাস্থিতে কৃষ্ণে জয়েতি প্রবদন্তি যে।

জয়েতি চ পুনর্যে বৈ শৃণু পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥

গঙ্গাধারে প্রয়াগে চ গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে ।
 বারাণশ্চাদি-তীর্থেষু দেবানামৈকৈব দর্শনে ॥
 যং ফলং কবিভিঃ প্রাক্তং কাংক্ষ্যে ন চ নরেশ্বর ।
 জয়শব্দে কৃতে বিষ্ণৌ রথস্থে তং ফলং স্মৃতম্ ॥
 রথস্থিতো নরৈর্যৈস্তু পূজিতো ধরণীধরঃ ।
 যথালভোপপন্নৈশ্চ পুষ্পৈর্ভক্ত্যা সমর্চিতঃ ।
 দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামানন্তে চ পরমং পদম্ ॥১৮৪॥
 রথশ্চাকর্ষণং পূর্বং কুরুতে দৈত্যনাথকঃ ।
 ততঃ সুরাঃ সিদ্ধসম্ভা যক্ষগন্ধর্ব-মানবাঃ ॥১৮৫॥
 ইথঞ্চ রথযাত্রায় বিধিব্যক্তঃ স্ততোহভবৎ ।
 তথাপি কশ্চিত্তত্রাত্নো বিশেষো হপি বিতন্মতে ॥১৮৬॥
 মোদন্তাং সূজনা হৃনিদিতধিয়ঃ স্তম্ভাখিলোপদ্রবাঃ,
 স্বস্থাঃ স্থস্থিরবুদ্ধয়ঃ প্রতিহতামিত্রা রমন্তাং সুখং ।
 রে দৈত্যা গিরিগহ্বরানি গহনান্ভ্রাত্ত ব্রজধ্বং ভয়া-
 দৈত্যারিভগবানয়ং যত্নপতির্যানং সমারোহতি ।
 পলায়ধ্বং পলায়ধ্বং রে রে দিতিজ-দানবাঃ ।
 সংরক্ষণায় লোকানাং রথাক্রটো নৃকেশরী ॥১৮৭॥

অনুবাদ— যাহারা রথাক্রট সর্কেশ্বরদেবকে ভজন করেন, সেই সকল যাত্রাকারী মনুষ্যাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন ॥১৮৩॥

যে ব্যক্তি স্থায়ী শক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের রথ সংশোভিত করেন, সূর্য্যাদি গ্রহগণ তাহার বাঞ্ছিত প্রদান করিয়া থাকেন ॥

হে পুত্র ! যে-সকল ব্যক্তি অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রথশোভা করেন, তাহাদিগের পদে পদে প্রয়াগ গমনজনিত পুণ্য হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ রথযাত্রাস্থিত হইলে যে-সকল ব্যক্তি জয় জয় শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহাদিগের যে পুণ্য হয়, আমি তাহা বলি শ্রবণ কর ॥

গঙ্গাধার, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ এবং দেবগণের দর্শনে, পণ্ডিতগণ সাফল্যরূপে যে পুণ্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, হে নরেশ্বর ! শ্রীকৃষ্ণের রথাবস্থানের পর জয়-শব্দ কৃত হইলে সমগ্ররূপে ঐ সমুদয় পুণ্য লাভ হয় ॥

মানবগণ কর্তৃক যথালব্ধ পুষ্পসমূহ দ্বারা ভক্তি সহকারে পরম পদ প্রদান করেন ॥১৮৪॥

অগ্রে দৈত্যনাশক শ্রীপ্রহ্লাদ, তৎপরে দেবতা, সিদ্ধ, ব্রহ্ম, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্য সকল রথের আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥১৮৮॥

এই প্রকার রথযাত্রার বিধিস্থতই ব্যক্ত হইয়াছে, তথাপি ঐ রথযাত্রার অণু কোন বিশেষ বিধি অর্থাৎ আশীর্বাণ্য কীর্ত্তনাদি বিধি বিস্তার করিতেছে ॥১৮৯॥

হে অনিন্দিত বুদ্ধি সম্পন্ন সজ্জনগণ ! তোমাদিগের উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইয়াছে, তোমরা আনন্দিত হও। হে স্বস্থব্যক্তিগণ ! তোমার স্থস্থির বুদ্ধি, তোমাদিগের শত্রুকুল প্রতিহত হইয়াছে, অস্থে ক্রীড়া কোতুক কর, অরে দৈত্য সকল ! ভীত চিন্তে শীঘ্র গিরিগহ্বর এবং নির্জন বনে প্রবেশ কর, দৈত্যারি ভগবান্ যদুপতি রথে আরোহণ করিতেছেন ॥

অরে দৈত্য দানবগণ ! পলায়ন কর, পলায়ন কর, লোক সকলের রক্ষা-নিমিত্ত নৃসিংহদেব রথে আরোহণ করিলেন ॥১৯০॥

পুনশ্চ আষাঢ় মাসে রথবিষয়ক প্রমাণ—

আষাঢ়শ্চ দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্যাদ্ বিশেষতঃ ।

আষাঢ় শুক্লৈকাদশ্যাং জপ-হোম-মহোৎসবম্ ।

রথস্থিতং ব্রহ্মস্তুং তং মহাবেদীমহোৎসবে ।

যে পশুস্তি মুদা ভক্ত্যা বাসস্তেষাং হরেঃ পদে ॥

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাতং দ্বিজোত্তমাঃ ।

নাতঃ শ্রেয়ঃপদো বিষ্ণোরুৎসবঃ শাস্ত্রসন্মতঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ আষাঢ়ের শুক্লাদ্বিতীয়াতে রথযাত্রা করিয়া বিশেষতঃ শুক্লাএকাদশীর দিন পুনর্যাত্রা করিতে হইবে। এইদিন জপ ও হোমাদি মহোৎসব বিধেয়। এই মহোৎসবে ষাঁহার। শ্রদ্ধা ও আনন্দ সহকারে বিষ্ণুকে রথে গমন-সময়ে দর্শন করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। অতএব হে দ্বিজোত্তমগণ ! আমি পুনঃ পুনঃ সত্য কল্পিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই শ্রীবিষ্ণুর উৎসব শাস্ত্রসন্মত এবং ইহা অপেক্ষা পবনমঙ্গলপ্রদ আর কিছুই নাই।

এইরূপ বহু প্রমাণ ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্বন্দপুরাণাদি গ্রন্থে দেখা যায়। অতএব রথযাত্রা যে-কোন সময়ে যে-কোন স্থানে ভগবৎ সেবার উদ্দেশে করিলে কোন দোষ হয় না, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ইতি—

নিঃ—শ্রীভক্তিভূদেব শ্রোতী

চাঁদকাজী-উদ্ধার *

(নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

শ্রীবাস-অঙ্গন

[নাম সংকীর্তন গাহিতে গাহিতে শ্রীঅষ্টৈত ও শ্রীবাস ঠাকুরের প্রবেশ]

উভয়ে— হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

(খোল করতাল বাজাদি সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনে রত হইলেন)

[নগর ভ্রমণ করিতে করিতে ইত্যবসরে চাঁদকাজী ও সিপাহশালার

শ্রীবাস-অঙ্গনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন)

চাঁদকাজী—(স্বগতঃ স্বরে) সিপাহশালার, এই শ্রীবাস-অঙ্গনের মধ্যে
বাগধ্বনি শুনতে পাচ্ছ ?

সিপাহশালার—হজুর, এখানে হিঁদুরা মৃদঙ্গ বাজিয়ে তাদের দেবতার
জয়গান গাইছে ।

কাজী—বটে, আমার এই ইসলামী রাজ্যে হিঁদুয়ানা ? না-না, হিঁদুদের
দেবতার নাম নিতে দেবো না । এসো আজ এদের সংকীর্তন
পণ্ড ক'রে আমার আদেশ জানিয়ে যাই ।

(দ্রুত গতিতে কাজী ও সিপাহশালার শ্রীবাস-অঙ্গনের
সংকীর্তন-মণ্ডপে প্রবেশ করিল)

কাজী—খামো, নাচ-গান খামাও ! (রোষকষায়িত নেত্রে)

(ভক্তগণ কীর্তন বন্ধ করতঃ হতচকিত হইয়া নীরব রহিলেন)

কাজী—বেয়াদপ, যত সব কাফের হিঁদুরা আমার এই সুন্দর নদীয়া রাজ্যে
ছারখার ক'রে দিল । যেখানেই যাই...কান পাতা যায় না...
কেবলই শুনি ঐ কাফেরদের নাচ-গান,—আর ঐ হিঁদুদের
দেবতা লম্পটটার পূজা । আমি আদেশ জারী কর্ছি ঐ লম্পট
দেবতাটার পূজা ও জয়গান এই নদীয়ায় কেউ কর্তে পারবে না ।

* বর্তমান বর্ষের ৯ম সংখ্যার ৩৪২ পৃষ্ঠার পরে ৩৪৪ পৃষ্ঠার ১৮ লাইনের ‘বৈষ্ণবদয়’ হইতে
৩৪৫ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণখানি সংযোজিত করিয়া ৩৪৩ পৃষ্ঠার প্রথম হইতে ৩৪৪ পৃষ্ঠার ‘উভয়ের
প্রস্থান’ পর্যন্ত ভংগর বৃত্ত করতঃ পাঠ করিতে অনুবোধ করি । —প্রকাশক

শ্রীঅদ্বৈত—কি বললে কাজী? আমার কৃষ্ণকে বল্হ লম্পট? সাবধান, তুমি যে রসনায় ঐ বাক্য উচ্চারণ করেছো আমার মনে হচ্ছে এখনই তোমর ঐ রসনায় টেনে ছিঁড়ে দিই! হা কৃষ্ণ, হা গৌর...

তোমার ধামে এ কি ব্যাভিচার, এ কি অত্যাচার প্রভু! হা ভগবান নন্দনন্দন, তোমার অলৌকিক দিব্যলীলা অমুখাবন করার ক্ষমতা ঐ স্থূল মস্তিষ্ক নরাধমদের নেই! এক তুমিই বহু হয়ে একই সময়ে ব্রহ্মধামে তোমার বিভিন্ন লীলার কত যে চমৎকারিতা ও মধুরতা প্রকাশ করেছো তা ঐ মূঢ় পাষাণরা কি কিছুই বুঝতে পারলো না! তোমার কৃপা বিনা তোমার তত্ত্ব কি কেউ জানতে পারে? গৌরহরি, গৌরহরি, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হে।

(মুদ্রিত নয়নে কিছুক্ষণ শ্রীভগবানকে স্মরণ করিলেন)

শ্রীবাস—কাজী, তোমরা মুসলমান, আমরা হিন্দু। কিন্তু ঈশ্বর উভয়েরই এক। আমাদের উপর তোমাদের এত হিংসা কেন? তোমাদের ধর্ম্মে কি এতকুটু ও উদারতা নেই।

(সক্রোধে) তুমি এখনই তোমার দলবল নিয়ে এ বাড়ী ছেড়ে বেড়িয়ে যাও। আমার বিনা অমুমতিতে এ বাড়ীতে তোমাকে ঢোকবার অধিকার কে দিয়েছে? যদি বাঁচতে চাও তো এখনই দূর হও! নইলে..।

কাজী—নইলে আমার কোতল করবে,...না আমার এই নদীয়া থেকে বহিষ্কার করে দেবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! এ শর্ম্মা কিছুতেই ভীত নহে। জেনে রেখো এই নদীয়ার শাসনকর্ত্তা স্বয়ং এই মৌলানা সিরাজউদ্দীন।

(কাজীর ইঙ্গিতে সিপাহশালার অদ্বৈত প্রভুর নিকট হইতে মুদঙ্গ প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া ভাজিয়া দিল। কাজী নিজে শ্রীবাসের খোল ভাজিয়া দিল)

[ইত্যবসরে দূতের প্রবেশ।]

দূত—[সেলাম করতঃ] হজুর, আপনার যে সমস্ত পাইক-বরকন্দাজ হিঁদুদের সংকীর্তন নিষেধ করতে গেছলো, সহসা অগ্নি-উল্কা লেগে তাদের সকলের মুখ পুড়ে গেছে। এখন পাইকরা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। হায়, হায়, হজুর, হিঁদুরা কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী! নইলে সকলেরই মুখে হঠাৎ অগ্নিউল্কা লেগে এ অবস্থা হবে কেন?

কাজী—তুমি সত্য খবর বলছ তো ? কিন্তু আমি তদন্ত করে দেখব যদি তোমার এ কথা অসত্য হয়, তা'হলে তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করব।

[শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাস প্রভুর প্রতি] শোন, ঐ মালা-তিলকের ভণ্ডামিটুকু এবার তোমাদের ছাড়তে হবে। আজ থেকে নদীয়ার সংকীর্তন বন্ধের আদেশ জারী করেছি। সমস্ত পাইকদের মারফৎ হিঁচুদের ঘরে ঘরে এ খবর পাঠিয়েছি। আজ আর তোমাদেরকে বেশী কিছু শাসন করলাম না। ভবিষ্যতে আমার আদেশ অমান্য করে তোমরা যদি উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন কর তা'হলে তোমাদের জাতি নেব, আর সর্বস্ব লুণ্ঠন করব।

[কাজীসাহেব, সিপাহশালার ও দূতের প্রস্থান]

শ্রীবাস—[শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে দেখিয়া] কি ভাবছো প্রভু, সমস্ত ঘটনা মহাপ্রভুকে জানাইগে চল। তিনি নিশ্চয় এর একটা প্রতি-বিধান করবেন !

শ্রীঅদ্বৈত—প্রভুর কাছে যাবে ? আমি তো প্রভু ছাড়া এক দণ্ডও থাকি না ও থাকতেও পারি না ভাই ! আমার হৃদয়স্বর্ক্স প্রভু গৌর-হরি তো সবই দেখেছেন ও দেখছেন। হা গৌর, তোমার লীলাভূমি এই নদীয়ার গোলোকের হরিনামসুখা আপনার জনসাধারণের কাছে কেমন করে বিকাবে ! এই মহাপাপী অত্যাচারী মোল্লেম কাজী কেমন করে উদ্ধার পাবে !

মহাপ্রভু—[অলক্ষ্যে থাকিয়া] নাড়া, আমায় ডাকছো ! তোমার ব্যথা আমি সমস্তই শুনেছি ও জানি। শ্রীহরিনাম সংকীর্তন বন্ধ করার মত ক্ষমতা ঐ কাজীর নেই। মাঠে, তুমি ও শ্রীবাস কেউই কোন ভয় ক'রো না। আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গেই আছি। নাড়া, তোমার ইচ্ছা কোনদিনই অপূরণ থাকে না।

শ্রীঅদ্বৈত—[সানন্দে] তুমি এসেছো প্রভু ; আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো !

শ্রীবাস—প্রভো ! যদি এখানেই এলে তো অলক্ষ্যে না থেকে কাছে এসে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দাও। আমরা একবার তোমার দেবচূর্ণিত শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে কৃতার্থ হই।

মহাপ্রভু—ভক্তগণ ! তোমাদের ভক্তির ডোরে আমি সর্বদাই বাঁধা আছি।

আমি আজ সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরে তোমাদের সাথে মিলিত হব।
এখন অলক্ষ্য থেকেই তোমাদের দেখা দিচ্ছি ! তোমরা দিব্য-
চক্ষু আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর। [মহাপ্রভু অলক্ষ্যে দেখা
দিলেন ও ভক্তবৃন্দ তাহা দেখিয়া পুলকিত হইলেন]

শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাস—প্রভো ! প্রসন্ন হউন ! প্রণাম গ্রহণ করুন !

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

চাঁদকাজীর বাড়ীর বাহির্ভাগ

[কাজী ও সিপাহশালারের প্রবেশ]

কাজী—সিপাহশালার, আর তো নদীয়ার খোল-করতালের বাতধ্বনি
শুনতে পাচ্ছি না ! মনে হয় এইবার হিঁদুদের সংকীর্ণন নিশ্চয়ই
বন্ধ হয়ে গেছে। আর কালবিলম্ব না করে আমাদের মোশ্লেম
ধর্মের বাণী নদীয়ার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে। হিঁদুদের
মোশ্লেম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধা করতে হবে। তুমি পারবে
সিপাহশালার !

সিপাহশালার—হুজুর, আমিও ইসলাম। পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিস্তার
আমিও চাই ! আপনার আদেশ পেলে আমি এই নদীয়ার
সকলকে রাতারাতি মোশ্লেম বানিয়ে দিতে পারি।

কাজী—আচ্ছা, তোমার কাজের বাহাদুরীটা এইবার পরীক্ষা করে দেখতে
হবে। [উভয়ের প্রস্থান]

* * * * *

কাজী—[বাটীর অভ্যন্তরে] হা খোদা, কৃপা করে আমায় রক্ষা কর। পবিত্র
ইসলাম ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্তই আমি সব কিছু করিতেছি।

[স্বগৃহে শয়নকক্ষে পালক্ষে শয়নপূর্বক নিদ্রামগ্ন হইলে
পর গভীর রাত্রে ভগবান্ গৌরহরি তাহাকে শিক্ষা
দিবার জন্ত নৃসিংহ মূর্তিতে আবিভূত হইয়া ঘুমন্ত
কাজীর বক্ষে বসিয়া তারশরে হুঙ্কার করিতে লাগিলন,
কাজী সতয়ে বিস্মিত নয়নে তাহা দেখিতে লাগিল]

মহাপ্রভু—নৃসিংহ মূর্তিতে হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ...! এইবার কোথা যাও কাজী!

[কাজীর গলা টিপিয়া ধরিয়া] যেমনি করে আমার খোল-
ভেঙ্গেছো, তেমনি করে আজ তোমায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো!
তোমার বুক ফেরে ফেল্বে...দেখি তোমাকে কে রক্ষা করে!

[সিংহ-নখ দ্বারা কাজীর গলা ও বুক ছিঁড়িতে উদ্ভত]

কাজী—[অত্যন্ত ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে] আমায় ক্ষমা কর। আর
কখনও কীর্তনে নিষেধ কর্ব না।

মহাপ্রভু—[নৃসিংহ মূর্তিতে] হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ...! এত ভীত হয়ে পড়েছো?

হাঃ-হাঃ-হাঃ...! ভীকু কাপুরুষ নরাদম কোথাকার! যাও,
আজ তোমায় ক্ষমা করলাম! আর যদি কখনও ওরূপ কীর্তনে
মানা কর্বে, তা'হলে তোমার তো সবংশে কোতল করবই,
আর তার সঙ্গে যবন কুলকেও বিনাশ করব। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[অদৃশ হইলেন]

কাজী—[ধীরে ধীরে নয়ন মেলিয়া চতুর্দিকে দেখিয়া লইয়া] হা আল্লা,
খুব বেঁচে গেছি! আর কখনও এমন কাজ করব না।

[উঠিয়া কেদারায়া উপবেশনপূর্বক দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে
ফেলিতে বিগত কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন]

[কিয়ৎক্ষণ পরে কাজীর বাটীর বহিভাগের দ্বারদেশে মহাপ্রভু
ও আরও অনেকে কীর্তন করিতে করিতে উপস্থিত]

মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস—

‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ [কীর্তন]

[কীর্তন ধ্বনি শুনিয়া কাজী বহুক্ষণ পরে অত্যন্ত ভীত হইয়া
ঠাহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন]

কাজী—[বিনম্রচিত্তে মহাপ্রভু ও বৈষ্ণববৃন্দের প্রতি সম্ভাষণ জানাইয়া]
আমুন! আমুন!

মহাপ্রভু—মামা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,...সেদিন শ্রীবাসের খোল ভেঙ্গে
দিয়ে আদেশ জারী করলেন যে, এই নগরে পুনরায় সংকীর্তন
হলে সংকীর্তন-কারীদের জাত নেবেন. তাদের কঠোর শাস্তি
দেবেন। কিন্তু আজকে তো এই নগরের আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে
আমরা সংকীর্তনে মাতোয়ারা করে তুলেছি, এখনও চতুর্দিকে
সংকীর্তন হচ্ছে; কই, জাত নেওয়া, শাস্তি দেওয়া তো দূরের
কথা, কোন বাধাও দিলেন না। বরং এখন আবার আমাদের
আপ্যায়িত করছেন—এর কারণ কি?

কাজী— বাবা, তুমি সর্বস্বজ্ঞ । তোমাকে আর কি বলব !

[নৃসিংহদেবের নখ-চিহ্ন তাহার বক্ষ-মধ্যে যে বিদ্য হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া] এই দেখো, গতরাত্রে এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি... অর্দ্ধেক নরাকার, অর্দ্ধেক সিংহাকার ইয়ে আমার বুকের উপর বসে আমাকে কি শাস্তিই দিয়েছে ; আমি কোনক্রমে আল্লার দয়ায় প্রাণে বেঁচেছি । [চক্ষে জল আসিল]

ঐ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আবার আমার বুক বসে গলা টিপে ধরে গর্জন করতে করতে বলেছে এবার খোল ভাঙলে আমায় সবংশে কোতল করবে, আর ইসলাম ধর্ম্মকে জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে ।

মহাপ্রভু—[মুচকি হাসিয়া] এই নদীয়ার শাসনকর্ত্তা হ'য়ে আপনি ঐ মূর্ত্তি দেখে এত ভীত হয়ে পড়লেন ?

কাজী—[কাঁদিতে কাঁদিতে] বাবা ভাগ্নে, আমি সত্যই বড় ভীত হয়েছি । [করজোরে] আমি তোমায় প্রতিজ্ঞা করে বলছি আমি আর নদীয়ার সংকীর্ণনে বাধা দেবো না । যদি কেহ বাধা দেয় আমি তাহাকে তালুক দেবো । তোমাদের ঐ সংকীর্ণনে আমিও দিবা নিশি গাইবো—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

মহাপ্রভু—দেখো দেখো কি আশ্চর্য্য ! কাজীর মুখে হরিনাম ! আজ তোমার জন্ম-জন্মান্তরের পাপ নষ্ট হ'ল । [কাজীকে আলিঙ্গন]

[মহাপ্রভুর পদতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলে মহাপ্রভু কাজীকে উঠাইয়া আশীর্বাদ করিলেন]

মহাপ্রভু—[সকলের প্রতি] আজ থেকে কাজী তোমাদের নিজজন হ'ল ।

শ্রীঅবৈত—প্রভো, সবই তোমার রূপা ও লীলা !

ভক্তগণ সকলে—জয় মহাপ্রভু ! জয় চাঁদ-কাজী-ব্রাতা প্রেমাবতার মহাপ্রভু !

গৌর হরি বোল ! গৌর হরি বোল !!

[সমাপ্ত]

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সম্পাদকীয়

শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন, ২য় সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রাপণ দামোদর মহারাজের প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বুঝিলাম, তিনি “কুপ-মণ্ডুক-শ্রায়” অবলম্বনে শ্রীরথযাত্রা-প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া যে-সকল বুলি আওড়াইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আসল স্বরূপটি স্বতঃ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যদি হরিতক্তিবিলাস অথবা পদ্মপুরাণাদি-গ্রন্থ আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে এরূপ বাণী প্রকাশ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। যদিও হরিতক্তিবিলাসাদিতে রথযাত্রার বিষয় সর্বসাধারণের জ্ঞাত উপদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি সে-সকল অগ্রাহ্য করিয়া নূতন পন্থা আবিষ্কার দ্বারা তিনি কোন্ শ্রেণীর মহাভাগবতের আসনে দাঁড়াইয়া এই সব বুলি কপ্‌চাইতেছেন, তাহা বুঝা গেলনা। টেঁড়িয়ে বড় হইলে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ-দায়িত্ব যিনি পাঠিয়াছেন এবং শক্তি-সঞ্চাৰিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে গৌড়ীয়-সমাজে বিচিত্র লীলার অভিনয় কি কনিষ্ঠাধিকারীকে ভোগা দেওয়া মাত্র? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মার আচরণে উপহাস করিতে গিয়া ব্রহ্মার পৌত্রগণের শ্রায় কনিষ্ঠাধিকারিগণ অধঃপতিত হইবে সন্দেহ নাই। সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ-দায়িত্ব বাহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহারা স্নেহবিগ্রহকে বাস্তবীকৃত হইবার অথবা প্রাকৃত-সহজিয়া পথে বিচরণের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার দ্বারা সম্প্রদায়-সংরক্ষণের কার্য্য কিভাবে চলিতেছে, তাহা কনিষ্ঠাধিকারীর যোগ্যতায় বুঝিবার ক্ষমতা হয় না।

প্রাকৃতরস-শতদূষণীর মধ্যে লিখিত যথা,—

জড়ীয় বিষয়-ভোগ ভক্ত কছু করে না।

জড়ভোগ কৃষ্ণ-সেবা কছু সম হয় না।

নামকে জানিলে জড়, কাম দূর হয় না।

রূপকে মানিলে জড়, কাম দূর হয় না।

গুণকে বুঝিলে জড়, কাম দূর হয় না।

লীলাকে পূরিলে জড়, কাম দূর হয় না।

পয়ারগুলির বিষয় অনুধাবন না করিয়া প্রবন্ধলেখক মহাশয় কি বৃথা আক্ৰোশমূলে শতদূষণীর উল্লেখ করিয়াছেন?

যাহারা রূপানুগচিন্তাধারায় নিবিষ্ট, তাঁহাদের চিন্তে কনিষ্ঠাধিকারীর সেবাচেষ্টাতে ভ্রম দর্শন আসে কোন্ বিচারে? “ত্রিভুবন-বিভব-হেতবেহপ্য-কুণ্ঠস্থিতিঃ”—বাহাদেব, তাঁহাদের স্থিতি কি করিয়া অপরের ক্ষুদ্র সেবা-চেষ্টাতে ক্রটি দর্শনের প্রয়াস পায়? “দৌৰ্ব্বিপ্রলম্বটি” কোন্ রসের অন্তর্গত তাহা জানাইলে কনিষ্ঠাধিকারী মঙ্গললাভে যত্নবান হইতে পারিত।

“আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনম্” কি প্রকার? উন্নতাধিকারীর লীলায় মৎস্ত, গম, কয়লা প্রভৃতি ব্যবসার দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের আনুকূল্য কিভাবে হয় এবং উহার দ্বারা মনুসংহিতার “অনুমন্তাবিশাসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী সংস্কর্তা চোপহর্তা খাদকাস্চেতি ষাতকাঃ”—এই শ্লোকটির বিরুদ্ধাচরণ হয় কিনা তাহা কনিষ্ঠ-অধিকারীর বুদ্ধিতে আসে না। মুক্ত পুরুষগণের অমুক্তগণকে কটাক্ষ করিবার কিংবা অথবা শাসন করিবার যে প্রয়াস, তাহা কোন স্তরে অবস্থান করিয়া সম্ভব হয়? ভজন-চতুর মুক্ত পুরুষগণ কনিষ্ঠাধিকারীকে আহ্বান করিয়া উপদেশ প্রদান করিবার পরিবর্তে পত্রিকাধারে অসংলগ্ন বাক্যবান প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পান কোন্ বিচারে?

লেখকের কথিত—“রাবণের সন্ন্যাসিসজ্জায় ভগবল্লক্ষ্মী সীতা-হরণের দৃষ্টান্তে বিরাট গুপ্তভোগের কারখানায় সেবায় সেবার বস্তুগুলিকে সঞ্চয় করিতে থাকে।” এই সব কথাগুলি মহাভাগবত মহাশয় নিজপ্রের্থকে গুপ্তভোগের কারখানায় প্রবেশ করাইয়া নিজেই নিজের ফাঁদে ধরা পড়িয়াছেন। ইহার দ্বারা সম্প্রদায়ের সংরক্ষক মহাশয়ের “কামিনীর কাম নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব,” “ছুট মন, তুমি কিমের বৈষ্ণব।”—পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করা হইল না কি? ইহা বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। এখানে কি হৃদয়-দৌর্বল্য প্রকাশিত হয় নাই? জড়ীয় স্নেহের বশে স্নেহবিগ্রহের “সাতখুন মাক্” করিলে কোন দোষ হয় না—ইহা মহাভাগবতের অপ্ৰাকৃত লীলার (?) আধিকারে সম্ভব (?) এবং ইহাই কি প্রকৃত রূপানুগ-পথ?

“সবে কৃষ্ণ ভজ্যে শুধু এই মাত্র জানে”—ইহা মহাভাগবতেরই দর্শন। “ভোগীর দর্শন—আমি শ্রেষ্ঠ আর সব নিকৃষ্ট, অশ্রেষ্ঠ, অপ্রেষ্ঠ” ইত্যাদি বাক্যগুলি প্রয়োগ করিয়া মহাভাগবত মহাশয় নিজেরই স্বরূপটি প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্তই তাঁহার কল্পিত বৈষ্ণবজগৎ কতিপয় মুষ্টিমেয় অপদার্থের মধ্যেই আবদ্ধ। আর শিষ্য-সম্প্রদায়ের অপরিমেয় সংপদার্থের

সম্মিলন—ইহাতে মহাভাগবত মহাশয়ের প্রচ্ছন্ন মংসরতা বা নিরানন্দের উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়। নিরঙ্কুশ ভোগ একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রেরই একচেটিয়া, জীবের পক্ষে সম্ভব নহে।

“ব্যাঙ ফাটা” অবস্থা কি বৈশিষ্ট্য থাকে ? দীর্ঘকাল যদি অবস্থান হয়, তবে তাহা প্রকৃতই উন্নতাদিকার।

অধিক লেখা বাহুল্য। লেখক মহাশয় নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন—“বৈধ মর্যাদায় অন্ত সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেক কিছুই অনুষ্ঠান থাকিতে পারে, তাহাতে রূপানুগগণের (?) কিছু নাই।” সুতরাং এই কথার প্রকৃত মর্যাদা সংরক্ষণ করিয়া তিনি কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকিলেই বাস্তব মঙ্গল সাধিত হইবে এবং মংসরতাও দূরে পলায়ন করিবে। তখন পত্রিকামাধ্যমে অযথা অসংবদ্ধ প্রলাপ প্রকাশিত হইবে না।

সাদু সাবধান ! ফের কহি !! কর অবধান !!!

শ্রীগৌরভজনে অধিকার

যদি ভজিবে গোরা সরল কর মন।

কুটীনাটি ছাড়ি ভজ গোরার চরণ ॥

মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে।

সরল হলে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে ॥

গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।

গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥

লোক দেখান গোরা-ভজা তিলক মাত্র ধরি।


গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥

যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গোরাঙ্গের সনে।

ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥

—[গোস্বামিপাদ-বচন ; সাধন-পথ হইতে]

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরম্বোদয়ে ।



০ গোদীয়-পট্টিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অহৈতুক্য অহৈতুকী ভক্তি বিরহত ।

অন্ত ধর্ম সুহৃৎপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার বতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২২শ বর্ষ { কারণোদশায়ী, ৩ মাঘ, ৪৮৪ গোরাঙ্গ
বৃহস্পতিবার, ২২ পৌষ ১৩৭৭ ; ইং ১৮১১/১২৭১ } ১১শ সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

শ্রী ব্রজবিলাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্থামি-বিরচিতম্]

ভয়াং কংসস্তারাং সদয়মচিরাচ্ছতুপদে
বিনিষ্কিপ্তা রাধা রহসি কিল পিত্রা প্রকৃতিতঃ ।
সুরতং ত্বং দৃষ্ট্বা কমপি ঘনপুজাকৃতিবরং
তমেবাণ্ডং যত্নাদযমভজত সূর্য্যোহবতু স নঃ ॥৮৮॥

কংশভয়ে পিতা বৃষভানু রাজা সদয় হইয়া মঙ্গলার্থ বিরল স্থানে
যাহাকে স্থাপিতা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধিকা নৈসর্গিক সুন্দর ঘন-
পুজাকৃতি লাভের নিমিত্ত অতি যত্নে ষাঁহার অর্চন করিয়াছিলেন সেই
সূর্য্যদেব আমাদিগকে কৃষ্ণলাভের বিঘ্নকারিগণ হইতে রক্ষা করুন ॥৮৮॥

আবির্ভাব মহোৎসবে মুররিপোঃ স্বর্গোরুমুক্তাফল
 শ্রেণীবিভ্রমমণ্ডিতে নবগবীলক্ষে দদৌ ধ্রু মুদা ।
 দিব্যালঙ্কৃতিরত্ন পর্বত তিল প্রস্থাদিকঞ্চাদরা
 দ্বিপ্রোভ্যঃ কিল যত্র স ব্রজপতিবন্দে বৃহৎ কাননম্ ॥৮৯॥

সেই ব্রজপতি নন্দরাজ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসবকালে অতি হর্ষে স্বর্ণ
 এবং উৎকৃষ্ট মুক্তাফল সমূহের বেষ্ঠন দ্বারা ভূষিত ছিল ক্ষ নূতন গোবৎস
 এবং দিব্য অলঙ্কার-রত্নপর্বত অর্থাৎ রত্নরাশি এবং তিল প্রস্থ, অতি
 আদরে যেস্থলে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন সেই সুরবৃহৎ কাননকে
 বন্দনা করি ॥৮৯॥

গান্ধববায়া জনিমণিরভূদযত্র সঙ্কীর্ণিতায়া
 মানন্দোৎকৈঃ সুরমুনিনরৈঃ কীর্তিদাগর্ভুখন্যাম্ ।
 গোপীগোপৈঃ সুরভীনিকরৈঃ সংপরীতেহত্র মুখ্যে
 রাবল্যাখ্যে বৃষরবিপু্রে প্রীতি পুরোমমাস্তাম্ ॥৯০॥

গোপ-গোপী ও সুরভিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত এবং মুখ্যেরাবলি নামক
 যে বৃষভানুপু্রে সুরগণ ও মুনীগণ কর্তৃক আনন্দসহকারে সঙ্কীর্ণিত এমন
 কীর্তিদার গর্ভরূপ আকরে শ্রীরাধার জন্মরূপমণি উদ্ভূত হইয়াছিল সেই
 বৃষভানুপু্রে আমার প্রচুর প্রীতি থাকুক ॥৯০॥

যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি
 শ্রীরাধোচ্চৈর্নিজসুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে ।
 ভীতাপ্যারাদধ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্য দোষাৎ
 স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ ॥৯১॥

কোমলাঙ্গী শ্রীরাধিকাও যাহার সুকোমল চরণকমলদ্বয় নিজ সুখার্থে
 স্বীয় উন্নত কুচোপরি আনয়ন করত “আমার স্তন অতি কর্কশ” এই বিবেচনায়
 ভীতা হইয়া স্তন সমীপেও ধারণ করেন না, সেই শেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে
 অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে আমাদিগকে নিত্যস্থিতি বিধান করুন ॥৯১॥

যত্র কামসরঃ সাক্ষাদগোপিকারমণং সরঃ ।
 রাধামাধবয়োঃ প্রেষ্ঠং তদ্বনং কাম্যকং ভজে ॥৯২॥

যে-স্থলে গোপীকাদিগের রমণ অর্থাৎ বিলাসের নিমিত্তই কাম সরোবর
হইয়াছিল সেই রাধামাধবের প্রিয়তম কাম্যাবনকে ভজনা করি ॥১২॥

মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমা গর্বেণ সন্তাবিতা

মল্লীভূয় মদশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকঠয়া ।

যস্মিন্ সম্যগুপেয়ুযা বকতিদা রাধা নিযুদ্ধং মুদা

কুর্বাণা মদনশ্চ তোষমতনোদ্ভাণ্ডীরকং তং ভজে ॥১৩॥

রসময়ী মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা প্রিয়তম স্বীয় সখীগণকে মল্লী অর্থাৎ মল্ল
ক্ৰী করিয়া এবং নিজেও অতি গর্বে মল্লী হইয়া, অত্যাৎকঠায় সম্যক মল্লত্ব
প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া যে স্থানে মদনরাজের তুষ্টি সাধন
করিয়াছিলেন সেই ভাণ্ডীর বনকে আমি ভজনা করি ॥১৩॥

আকৃষ্টা যা কুপিত হলিনা লাজলাগ্রেণ কৃষ্ণা

ধীরা যান্তী লবণ জলধৌ কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা ।

অত্মাপীথং সকল মনুজৈর্দৃশ্যতে সৈব যস্মিন্

ভক্ত্যা বন্দেহুতমিদমহোরামঘটপ্রদেশম্ ॥১৪॥

সেই যমুনা কুপিত বলদেব কতৃক লাজলাগ্রে দ্বারা আকৃষ্টা হইয়াছিলেন
এবং অতি মন্দ গতিতে যে কৃষ্ণ-সম্বন্ধহীনা হইয়া লবণ সমুদ্রে গমন
করিতেছেন, সেই যমুনাঘাটে অত্মাপিও লোক সকল লাজলাকৃষ্টার ত্রায়
দেখিতেছে, সেই যমুনাতীরস্থ রামঘাটকে আমি ভক্তিসহকারে বন্দনা
করি ॥১৪॥

প্রাণপ্রেষ্ট বয়শ্চবর্গমুদরে পাপীয়সোহঘাসুর

স্মারণ্যোদ্ভটপাবকোৎকট বিষেদুষ্টি প্রবিষ্টং পুরঃ ।

ব্যগ্রঃপ্রেক্ষ্য কৃষা প্রবিশ্য সহসা হত্বা খলং তং বলী

যত্নৈনং নিজমাররক্ষ মুরিজং সা পাতু সর্পস্থলী ॥১৫॥

শ্রীকৃষ্ণ, পাপীষ্ঠ অঘাসুরের উদরে পূর্ব প্রবিষ্ট প্রাণাধিক প্রিয়তম
বয়শ্চবর্গকে অবলোকন করত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া অতিশয় ক্রোধে সেই
সর্ব্বারণ্য ব্যাপক বনাগ্নির ত্রায় অত্যাৎকট বিষ দুষ্টি উদর মধ্যে প্রবেশ
করিয়া বলপূর্ব্বক সহসা সেই খলকে বিনষ্ট করত নিজ বয়শ্চবর্গকে যেস্থলে
রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সর্পস্থলী আমাদিগকে কৃষ্ণবয়শ্চবর্গের ত্রায়
রক্ষা করুন ॥১৫॥

দ্রষ্টুং সাক্ষাৎ স্বপতি মহিমোদ্রেকমুৎকেন ধাত্রা

বৎসব্রাতে দ্রুতমপহুতে বৎসপালোৎকরেচ ।

তত্তদ্রূপো হরিরথ ভবন্ যত্র তত্তৎ প্রসূনাং

মোদং চক্রেহশনমপি ভজে বৎসহারস্থলীং তাঃ ॥১৬॥

নিজপতি শ্রীকৃষ্ণের মহিমোদ্রেক সাক্ষাৎ দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা উৎসুক হইয়া বৎসগণ ও বৎসরক্ষক বালকগণকে অপহরণ করিয়াছিলেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যে-স্থলে সেই সেই বৎসপালগণের রূপ ধারণ করত তৎ বৎসপাল গোপবালক সকলের মাতৃগণের হর্ষ ও তাহাদিগের ভোজ্যবস্তু ভোজন করাইয়াছিলেন, সেই বৎসহারস্থলীকে আমি ভজনা করি ॥১৬॥

বাঢ়ং বৎসক বৎসপালহুতিতোজাতাপরাধাদু্যয়ে-

ব্রহ্মা সাত্ত্বমপূর্বপদ্য নিবহৈর্ষস্মিগ্নিপত্যাবনো ।

তুষ্ঠাবাদুত বৎসপং ব্রজপতেঃ পুত্রং মুকুন্দং মনাক্

শ্বেরং ভীকু চতুর্মুখাখ্যমনিশং সেশং প্রদেশং লুমঃ ॥১৭॥

ব্রহ্মা বৎস ও বৎসপাল হরণকৃত্ত অপরাধ হেতু অশ্রুদ্বয়ে ভূমিতে নিপতিত হইয়া যে স্থানে আশ্রয় বৎসপালক, শ্বের বদন, ব্রজপতিনন্দন মুকুন্দকে অপূর্ব পদ্য সকল দ্বারা অতিশয় শ্রব করিয়াছিলেন, সেই শেশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভীকু চতুর্মুখ নামক স্থানকে আমরা নিরন্তর নমস্কার করি ॥১৭॥

গন্ধব্যাকুল ভৃঙ্গ সঞ্চয়চমু সংঘৃষ্টপুষ্পোৎকরৈর্ভাজাং

কল্ললতা পলাশি নিকরৈর্বিভ্রাজিতানি স্মৃটং ।

যানি স্ফার তড়াগ পর্বত নদীবৃন্দেন রাজন্ত্যহো

কৃষ্ণপ্রোষ্ঠবনানি তানি নিতরাং বন্দে মুহূর্দাদিশ ॥১৮॥

গন্ধোন্মত্ত ভৃঙ্গকুল রূপসেনা সমূহ দ্বারা যাহার পুষ্পকুল সংঘৃষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ শোভমান কল্ললতা ও বৃক্ষগণ দ্বারা যাহাদিগকে অত্যন্ত শোভা হইতেছে, বিস্তৃত পদ্মাকর পর্বত ও নদীগণে যাহারা সুশোভিত সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম দ্বাদশ বনকে আমি বারম্বার বন্দনা করি ॥১৮॥

(ক্রমশঃ)

অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর,

ইং ১০।১২।২৮

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্রে শাস্ত্রসারসংগ্রহ দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এই সকল কথা চিন্তে ভাল করিয়া আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আলস্য হইতে জ্ঞাত এঁচড়ে পাকা-বুদ্ধি প্রকৃত প্রস্তাবে ফলপ্রদানে অসমর্থ হয়। আমরা ক্ষুদ্র জীব, বিধিপথের পথিক; তবে রাগের বিরোধী নহি। রাগের কথা বড়, তবে আমাদের মুখে উহা শোভা পায় না। ছোট মুখে বড় কথা শুনিলে ভজনাধুরাগিগণ হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিবেন।

কৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা যাহার উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহার অনুরাগ-পথে উন্নতাধিকার প্রাপ্তির চেষ্টা—আশ্বলজ্ঞাপক; ইহাই মহাজন পদে পদে বলিয়াছেন।

শ্রীভগবান্নাম ও ভগবান্ একই বস্তু। যাহাদের নিজের বদ্ধবিচারে নাম-নামীতে ভেদ বুদ্ধি আছে, তাহাদের অনর্থ-নিবৃত্তির জন্ত ভজনকুশলজনের সেবা করা নিতান্ত আবশ্যক; ইহা দেখাইবার জন্ত শ্রীগৌরসুন্দরের পার্শ্বদ-ভক্তগণ তাহা বর্ণন করেন। তোতাপাখীর স্তায় আমরা যদি উহা আওড়াইতে যাই, তাহা হইলে লোকে আমাদেরকে ‘প্রাকৃত-সহজিয়া’ বলিয়া নির্দেশ-পূর্বক আমাদের আত্মস্তরিতা কমাইয়া দিবে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ এইরূপ ছুর্গতিপক্ষে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া সেই সকল “পক্ষে গৌরব সীদতি” দলকে রাগাধুগা ভক্তির মহিমা প্রদর্শন করিতে হইলে স্বয়ং ভজনচতুর হইয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে হয়। সূতরাং লিখিত কথাগুলি আপনি ভাল করিয়া বুঝিবার যত্ন করিবেন। ‘ভজন’ বাহিরের বা লোক দেখাইবার বস্তু নহে। উচ্চেষ্টা হরিনাম করিবেন, তাহা হইলে আলস্যরূপ ভোগ আমাদেরকে গ্রাস করিতে পারিবে না।

আশীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(জীবহিংসা)

১। পশুহিংসাদি দুষ্প্রবৃত্তি দূরীকরণের উপায় কি?

“মা হিংস্তাং সর্বাণি ভূতানি”—এই বেদ-বাক্যের দ্বারা পশুহিংসার নিষেধ হইতেছে। * * * যে-পর্যন্ত মানবগণ সাত্বিক হইয়া পশুবধ, স্ত্রীসঙ্গ-লালসা ও আসব-সেবা পরিত্যাগ না করে, ততদিন তাহারা সেই সেই প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার উপায়-স্বরূপ বিবাহের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে পশু হনন এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে জুরা পান করুক। ঐ ঐ উপায় দ্বারা প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইলে ক্রমশঃ ঐসকল ক্রিয়া হইতে তাহাদের নিবৃত্তি ঘটিবে,—বেদের এইমাত্র তাৎপর্য্য। পশুবধ করা বেদের আদেশ নয়।”

—জৈঃ ধঃ, ১০ম অঃ

২। হিংসা-বৃত্তিটি কি? কি কি হিংসা একান্তই পরিত্যাজ্য?

“পাপাসক্ত ব্যক্তি তদ্বিপরীত আচরণ করত অস্ত্রের প্রতি দীর্ঘা ও হিংসা করিয়া থাকে। হিংসা একটা বৃহৎ পাপ। সকলেরই উচিত হিংসা পরিত্যাগ করা। নরহিংসা অত্যন্ত গুরুতর পাপ। যে নরের প্রতি হিংসা করা যায়, সেই নরের মাহাত্ম্যের তারতম্য দ্বারা হিংসার গুরুতা বা লঘুতা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-হিংসা, জ্ঞাতি-হিংসা, স্ত্রী-হিংসা, বৈষ্ণব-হিংসা, গুরু-হিংসা—এই সকল হিংসা অধিক পরিমাণে পাপযুক্ত। পশু-হিংসাও সামান্য পাপ নয়। উদরপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বার্থ-বশতঃ যে পশু-হিংসার বিধান করে, তাহা কেবল মানবের অপকৃষ্ট পাশব-প্রবৃত্তির পরিচালন মাত্র। পশু-হিংসা হইতে বিরত না হইলে নর-স্বভাব উজ্জ্বল হয় না।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৩। জীবহিংসা ভক্তির প্রতিকূল কেন?

“জীব-মাংস ভোজন করিতে হইলে অবশ্য পরহিংসা করিতে হয়, সুতরাং যে কার্য্যে জীবহিংসা আছে, তাহা ভক্তির প্রতিকূল।”

—‘পরহিংসা ও দয়া’ সঃ তোঃ ৯৯

৪। হরিভক্তের কি পরহিংসা থাকা উচিত?

“পরহিংসা সর্ব-পাপের মূল, সুতরাং পাপ অপেক্ষা অধিক গুরুতর। বাহ্যিক ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ পরহিংসা প্রবৃত্তি থাকে না।”

—পরহিংসা ও দয়া, সঃ তোঃ ৯৮

৫। কোন্ কৰ্ম ভক্তির অনুকূল ও কোন্ প্রতিকূল ?

“যাহাতে পরোপকার আছে, সেই কৰ্মই ভক্তি-সম্মত এবং যে-কৰ্মে পরহিংসা আছে, তাহাই ভক্তিবিরুদ্ধ।” —‘পরহিংসা ও দয়া’, সঃ তোঃ ৯৮

৬। হিংসা কত প্রকার ? রাগ-দ্বেষের ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত ?

“হিংসা তিন প্রকার, যথা—নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবহিংসা। দ্বেষ হইতে হিংসার উৎপত্তি হয়। কোন ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি করার নামই—রাগ এবং কোন বিষয়ে বিরক্তি করার নামই—দ্বেষ। উচিত রাগ পুণ্য-মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অমুচিত রাগকে লাম্পট্য বলে। দ্বেষ—রাগের বিপরীত ধর্ম। উচিত দ্বেষও পুণ্য-মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু অমুচিত দ্বেষই হিংসা ও দ্বির্বার মূল।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

৭। পশুহিংসা কি মানবধর্ম ?

“বেদাদি-শাস্ত্রে যে পশুযাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে কেবল উক্ত পাশব-প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ সংশ্লিষ্ট করিয়া তাহার নিবৃত্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ফলতঃ পশুহিংসা পশুরই ধর্ম, নরধর্ম নয়।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

৮। নির্ভুরতা কয়প্রকার ও তাহার ফল কি ?

“নৈর্ভূধ্য বা নির্ভুরতা দুইপ্রকার অর্থাৎ নর-প্রতি ও পশু-প্রতি নির্ভুরতা। নর-নারীর প্রতি নির্ভুরতা করিলে জগতে বিষম উৎপাত উপস্থিত হয়, দয়া জগৎ পরিত্যাগ করে এবং নির্দয়তা-রূপ অধর্ম জগতে প্রবেশ করে।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

৯। পশুদিগের প্রতি নির্ভুরতা কি বর্জনীয় নহে ?

“আধুনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মে পশুদিগের প্রতি নির্ভুরতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অযশঃ কীৰ্ত্তন করিতেছে। সামান্য বিষয়-লোলুপ লোকেরা গাড়ীর গরু ও ঘোড়াকে যে-প্রকারে কষ্ট দেয়, তাহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই সমস্ত পশুদিগের প্রতি নির্ভুরতা পরিত্যাগ করিবে।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে ও সাধুগণসমীপে

দীনহীনের নিবেদন

জাগরে জীব, গাহ শ্রীকেশব, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত নাম ।
শ্রীগৌরকিশোর, ভক্তরূপধর, দিবানিশি কর গান ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ, নয়ন আমোদ, যে দেখে নয়নভরি ।
শ্রীকৃষ্ণরতন, লভে সেই জন, রাখয়ে কোটরা পুরি ॥
শ্রীজগন্নাথ, বলদেবসাথ, নীলাচল নদীয়ায় ।
জগত্ৰাণতরে, নগরে নগরে, হরে কৃষ্ণ বলি গায় ॥
জয় শ্রীবামন, জয় নারায়ণ, বল জয় ত্রিবিক্রম ।
পর্যটক সহ, রহি অহরহ, কর হরি-সংকীৰ্ত্তন ॥
শ্রীবিষ্ণুদৈবত, সদা কীৰ্ত্তয়ন্তু, জয় জয় হরিজন ।
উদ্ধমস্থী বটে, সদা নাম রটে, তৌহার চরণে প্রণাম ॥
জয় পূর্ণপ্রজ্ঞ, স্থিতধীঃমনোজ্ঞ, (জয়) অনবদ্য গোরাচাঁদ ।
আসি মর্ত্যভূমে, শ্রীনাম-কীৰ্ত্তনে, জগতে দানিছে প্রসাদ ॥
শ্রীনবযোগেন্দ্র, বৃহৎসুদঙ্গে, অশেষ-বিশেষে ভাই ।
আসিয়া মরতে, শ্রীভাগবতে, ভক্তি-শিক্ষা দিল তাই ॥
গৃহমেধী মুঁঞি, তাঁদের জানাই, কোটী দণ্ডপরণাম ।
কৃপা পাই কবে, শুদ্ধ ভক্তিভাবে, লইব গোবিন্দ নাম ॥
কৃষ্ণকৃপা ভাবি, শুদ্ধভক্ত সেবি, বৃষভানুপুরে যাব ।
স্বাধিকারানন্দে, নাম-মকরন্দে, নিরন্তর মাতি রব ॥
সত্যগৌরদাস, গলে মায়াফাঁস, কাঁদিয়া কাতর অতি ।
সাধুপদ চুমি, শ্রীগুরুপ্রণমি, তরে যাবে ভবনদী ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদরজঃপ্রার্থী—

শ্রীসত্যগৌরদাস অধিকারী

গ্রাম—বাটনান (মেদিনীপুর) ।

গ্রাহক নং—৫০৭৪

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৩)

প্রীতি ব্যতীত শ্রীভগবানের স্বরূপ ও স্বরূপধর্ম্মরূপের সাক্ষাৎকারের অভাব শ্রীমদ্ভাগবতীয় ১১।১৪।২১ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়া প্রিয়ঃ সতাম্। সাধুদিগের প্রিয় আত্মা আমি একমাত্র শ্রদ্ধা-সহকৃত ভক্তি দ্বারাই লভ্য। শ্রীবাসুদেবোপনিষদবচনও—মদ্ভগমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাক্ষ্যতবিবর্জিতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্ অর্থাৎ আমার রূপ অদ্বয় ব্রহ্ম আদি মধ্যাক্ষ্যতবিবর্জিত, সপ্রভ, সচ্চিদানন্দ ও অব্যয় কেবল ভক্তি দ্বারা জানা যায়।

ভক্ত যখন ভগবদ্ সাক্ষাৎ লাভ করে তখন কেবল তদীয় স্বরূপ দর্শন করেন না, পরন্তু তিনি যে স্বেচ্ছাতীত বিজ্ঞাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত, সর্ব-ব্যাপক, জন্মাদিরহিত, স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বদা পূর্ণবস্ত, তাহাও অনুভব করেন। ভক্তি দ্বারা পরতত্ত্বানুভবের সঙ্গে এসকলেরও অমুভূতি হয় বলিয়া প্রীতিদ্বারা স্বরূপ-বৈভবযুক্ত পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের কথা বলা হইয়াছে।

তদ্বিষয়ে শ্রুতি—ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥” ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া যায়—ভক্তিই ভগবানকে দর্শন করায়, শ্রীভগবান ভক্তিরই বশ, ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তির যোগ্যতা যোগেশ্বর কবিও বর্ণন করিয়াছেন—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরহত্ব বৈষ ত্রিক এককালঃ।

প্রপত্তমানস্ত যথাস্নতঃ স্ত্যস্তষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োহনুवासम् ॥

(ভাঃ ১১।২।৪২)

যেমন ভোজনকালে কিঞ্চিৎমাত্র ভোজনে ভোক্তার অন্নতৃষ্টি, অন্নপুষ্টি ও অন্ন ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, অধিক ভোজনে সম্পূর্ণ তৃষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ ভজনরহিত হইতে ক্রমশঃ আবির্ভাব ভগবদানুভব ও অহত্ব বৈরাগ্য এককালে হইতে থাকে।

ছান্দোগ্যের ‘তত্ত্বমসি’ বাক্যও জীবের চরম পুরুষার্থ নির্ণয় করিয়াছে। এই বাক্য জীবকে নিজস্বরূপের পরিচয় জানাইতেছে। ‘তৎ’ পদে পরোক্ষনির্দেশ, ‘ত্বং’ পদে সাক্ষাৎ নির্দেশ আর অসি-ক্রিয়া তদ্বস্তুরে অদ্বয় (যোগ) প্রতীতি করাইতেছে। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—উক্ত ক্রিয়া উভয়ের ঐক্য সূচনা করিতেছে।

একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ নামরূপবিবজ্জিতম্ ।

সৃষ্টেঃ পুরাধুনাত্মস্ত তাদৃক্ভং তদিতীৰ্য্যতে ॥

সৃষ্টির পূর্বে নামরূপ বিবজ্জিত একমাত্র অদ্বিতীয় সংস্করণ পরমব্রহ্ম ছিলেন। সৃষ্টির পরে প্রথমও তিনি তদ্রূপ অবস্থান করিতেছেন। তিনি ‘তৎ’ শব্দের বাচ্য।

শ্রোত্বাদেহান্দ্রিয়াতীতং বস্তুত্বং পদৈরিতম্ ।

একতা গৃহ্যতেহসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্ ॥ (পঞ্চদশী পঃ ৫-৬)

শ্রবণাদিদ্বারা বাক্যার্থ বোধ করিতেছে যে, দেহেন্দ্রিয় হইতে ভিন্নবস্তু জীবাত্মা ‘ত্বং’ পদের বাচ্য। ‘অসি’ পদ তৎ ও ত্বং পদের বাচ্যের একতা প্রতিপাদন করিতেছে। শ্রীমন্মধাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন—তস্ম ত্বং অসি অর্থাৎ তাঁহার তুমি। এই অর্থে জীবেশ্বরের প্রীতিময় সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে। কিন্তু দ্বৈতবাদিগণের মতে ইহাই বুঝায়—জীবেশ্বরে অণু-বিভু, আশ্রিত-আশ্রয়, নিয়মা-নিয়ামক, শক্তি-শক্তিমানরূপ ভেদ বিद्यমান। এই ভেদ নিত্য। সুতরাং জীবেশ্বরে ঐক্য সম্ভব নহে। জীব ও ঈশ্বর উভয়েই চিৎস্বরূপ। দুইটি চেতনবস্তু কেবল প্রীতির বন্ধনে—সম্বন্ধের বন্ধনে যুক্ত হইতে পারে। ‘তত্ত্বমসি’ জীবেশ্বর উভয়ের সংযোগব্যঞ্জক বলিয়া তাহা প্রীতিপর—প্রেম-তাৎপর্য্যব্যঞ্জক। “তুমিই আমি”—একথা বলিলে তুমি পদের বাচ্যের সহিত যেমন কোন সম্বন্ধ সূচনা করে, তদ্রূপ তত্ত্বমসি বাক্যের তৎপদের বাচ্যের সহিত ত্বং-পদের বাচ্যের সম্বন্ধ জানা যাইতেছে। এজন্য উহা ভগবৎ প্রীতিপর।

লোক ব্যবহারেও প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। যেখানে প্রীতি সেখানেই দুইয়ের সম্বন্ধ—প্রীতি ভিন্ন অন্য কিছুতেই প্রগাঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। সমস্ত প্রাণীই প্রীতিতাৎপর্য্যবিশিষ্ট। যে যাহা করে, তাহা প্রীতির বশেই করিয়া থাকে। যাহার জন্ত প্রীতি নাই তাহার জন্ত কিছুই করে না। ভালবাসার জন্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়।

জীবগণ পরস্পরকে প্রীতি করে সত্য, কিন্তু কেহই কাহারও প্রীতির যোগ্য বিষয় হইতে পারে না। কারণ প্রীতি সুখস্বরূপ। সমস্ত সুখাত্মক বস্তু সে চায়। জীব স্বরূপতঃ আনন্দ বস্তু হইলেও অণু-আনন্দ মাত্র। তাহাও আবার ভূমিজলাদি অষ্ট আবরণে অবস্থিত। সেই আবরণ ত্রিতাপময়ী

মায়াবির বিকারহেতু স্বরূপগত আনন্দের নিকট কেহ উপস্থিত হইতে পারে না। দুঃখের আবরণে বেষ্টিত অণু আনন্দ জীবকে ভালবাসিয়া কোন জীব স্মৃতি হইতে পারে না। প্রীতি চায় অনাবৃত আনন্দ। জীবের আবরণ ভেদ করিয়া স্বরূপ ধরিতে পারিলেও ভালবাসিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না, কারণ তাহা পরিমাণে অল্প। এই জন্ত জীব ক্রমশঃ প্রীতির বিষয় সকলে প্রীতি বর্জন করিয়া নূতন প্রীতির বস্তুর সন্ধানে ব্যাকুল হয়। শৈশবে জননী, বাল্যে সখ্য, যৌবনে প্রেমসী, তৎপরে আবার নূতনতর প্রিয়ের সন্ধানে ছুটিতে থাকে। অতএব সকলেই যখন প্রীতির বিষয় অনুসন্ধান করিতেছে, তখন দেখা যায় যে এজগতে কেহই প্রীতির যোগ্য বস্তু নহে; সেজন্তই জীবের প্রীতির অনুসন্ধান পরিবর্তনশীল। তাহা হইলে একজন প্রীতির বস্তু আছেন, জীব যাহাকে সহজে পায় না—সেই ভগবানই একমাত্র ও যথার্থ প্রীতির বিষয়। তিনি অনাবৃত অফুরন্ত প্রীতির ভাণ্ডার বলিয়া তাঁহাকে পাইলেই প্রীতির চরম সৌম্য জীব পৌঁছিতে পারে। যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আর কাহাকেও প্রীতি করেন না। মুক্তি পর্যন্ত তাহাদের নিকট তুচ্ছ সামগ্রী হইয়া যায়।

এই প্রকারে ভগবৎপ্রীতির পরম পুরুষার্থতা প্রতিপাদিত হওয়ায় প্রীতিই জীবের প্রয়োজন-তত্ত্বরূপে প্রমাণিত হইল।

ভাঃ ১২।১৩।১২ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

সর্ববেদান্তসার বদ্ব্রহ্মাঙ্কৈকত্বলক্ষণম্।

বস্তুদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥

অত্বাধিকার ত্যাগ স্বরূপে ব্যবস্থিতরূপ যে মুক্তির লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, সেই লক্ষণাক্রান্ত সাধারণ মুক্তির প্রয়োজনীতা শ্রীশ্রুত জানাইতেছেন, ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান—ত্রিধা আবিভূত, সর্ববেদান্তসার যে অদ্বিতীয় বস্তু। এই পুরাণ (ভাগবত) তন্নিষ্ঠ। কৈবল্য ইহার একমাত্র প্রয়োজন। কেবল—শুদ্ধ, তাহার ভাব কৈবল্য। সেই কৈবল্য একমাত্র প্রয়োজন—পরম পুরুষার্থরূপে প্রতিপাদ্য যাহার, তাহা এই শ্রীভাগবতে। এই শ্লোকে ভাগবত শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও ১২।১৩।৮ শ্লোকস্থিত শ্রীমদ্ভাগবত শব্দের সহিত অস্বয়। জীব স্বরূপতঃ অশুদ্ধ নহে, পরতত্ত্ব জ্ঞানাভাবই জীবের দোষহেতু অর্থাৎ অশুদ্ধির কারণ। ইহা নিমিষক্ষান্তের উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্রাদীশাদপেতন্ত বিপর্যয়োহনুতিঃ ।

তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যেকয়েশং গুরদেবতান্মা ॥

(ভাঃ ১১।২।৩৭)

শ্রীহরিবিমুখ জীবের ভগন্যায়াবশে স্বরূপে অস্মৃতি এবং দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে তজ্জন্মই ভয় (সংসার দুঃখ) হয় । অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি গুরুকে ইষ্টদেবতা ও প্রিয়তম বুদ্ধি পোষণ করিয়া একমাত্র ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে ভজন করিবে ।

জীবের যাবতীয় দোষের কারণ পরতত্ত্ব জ্ঞানলাভ । এতত্ত্ব স্বরূপ-জ্ঞানের স্মৃতি ঘটে না, দেহে আমিত্ব বুদ্ধিও যায় না । আলোক ব্যতীত যেমন অন্ধকার যায় না, তদ্রূপ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান না হইলে দেহে আত্মবুদ্ধি দূর হয় না । যে ব্যক্তি আলোককে পিছনে রাখে, সে যেক্রপ অন্ধকারে থাকে—কিছুই দেখে না । তদ্রূপ ভগবজ্জ্ঞান না হইলে সর্বপ্রকাশক ঈশ্বরের জ্ঞান না হইলে আত্মার পরিচয় বুঝিতে পারে না । মায়াপ্রভাবে অজ্ঞানতা-দোষে স্বরূপপ্রাপ্তি ও সংসারবন্ধন । পরতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইলেই দেহাভিনিবেশের অবসান হয় ।

পরতত্ত্ব জ্ঞান হইলে কৈবল্য অর্থাৎ শুদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে । কৈবল্য-শব্দে শ্রীহরির পরম স্বভাবও কথিত হয় । যথা স্বাক্ষে—

ব্রহ্মেশানাভি দেবৈর্ব্যং প্রাপ্তুং নৈব শক্যতে ।

স যৎ স্বভাবঃ কৈবল্যং স ভবান্ কৈবলো মতঃ ॥

হে হরে, ব্রহ্মাশিবাди দেবগণ যাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহেন, সেই কৈবল্য যাহার স্বভাব, সেই আপনি 'কৈবল' বলিয়া খ্যাত ।

কোন স্থলে কেবল শব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্য প্রত্যয় যোগে কৈবল্য পদ নিষ্পন্ন করিয়া কৈবল্য-অর্থের পরম (শ্রীহরি) কথিত ; যথা—

পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসঙ্গিতঃ ।

কেবলাহুভবানন্দসন্দোহো নিরূপাধিকঃ ॥ (ভাঃ ১১।৯।১৮)

পরাবরগণের শ্রেষ্ঠ কৈবল্য নামক (আদি পুরুষ) আছেন । তিনি নিরূপাধিক, কেবলাহুভবানন্দ রাশি ; সন্দোহ—রাশি । পর—স্বাংশ, মৎস্তাণ্ড-বতার ; অবর বিভিন্নাংশ জীব । এ সকলের শ্রেষ্ঠ—পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ।

কৈবল্যৈক প্রয়োজন শব্দের অর্থ কৈবল্য—কৈবল্য (পরম তত্ত্ব বা তাঁহার স্বভাব-গুণ লীলাদি) অহুভব করাইবার জন্ত শ্রীভাগবতের প্রবৃতি ।

মুক্তিকে পরম পুরুষার্থরূপে কীর্তন করিবার জন্ত শ্রীসঙ্কর্ষণের উক্তি (চিত্রকেতুর প্রতি) জানা যায়—

এতাবানৈব মহুভৈযোগনৈপুণ্যবুদ্ধিভিঃ ।

স্বার্থঃ সর্বাত্মনা জ্ঞেয়ো যৎ পরাত্মৈকদর্শনম্ ॥

যোগে নিপুণ বুদ্ধিবৃদ্ধ ব্যক্তির কেবল (পরমাত্মা তাঁহার) দর্শন পরাত্মৈক-দর্শন। এক শব্দের অর্থ অভিধানে ‘কেবল’ পাওয়া যায়। সেই অর্থে শ্রীমজ্জীবগোস্বামী বলিতেছেন, কেবল পরমাত্মার দর্শনকে পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। ভিতরে বাহিরে, মনে নয়নে শ্রীহরিকে দেখ। অথ কিছু না দেখাই পরম পুরুষার্থ। বস্তুতঃ ভিতরে বাহিরে আনন্দময়ের অমুভূতিতেই পরমানন্দ লাভ।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

সং পুত্রের পত্র

[১]

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

৩ নং মূর এভিনু

টালিগঞ্জ বেতার অফিস

কলিকাতা—৪০

তাং ইং ৭/১১/৭০

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবদ্যতিপূর্ব্বিকেষ্ম—

* * আপনার কৃপালিপিকানা পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। যিনি যে-বিষয় লইয়া আলোচনা করেন, তাকে সেই বিষয় সম্বন্ধে পত্র লিখিলে বা আলোচনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। ইহা সাধারণ জগতের ধর্ম্ম। পারমাখিক জগতেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়না।

যাহা হউক, এক্ষণে আপনার প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করা যাউক। আপনি নিশ্চয়ই অত্যাধিক স্নেহবাৎসল্যাহেতু আমার প্রশংসা করিয়াছেন। আমি যতদূর অধিকারী নহি, তার অধিক লিখিয়া আপনার বৈষ্ণবতাই “অল্পসেবা বহুমান” —এই নীতিকে গ্রহণ করিয়া আপনি মাদৃশ অধমকে জড়-প্রতিষ্ঠার কারাগারে শৃঙ্খলিত করিবেন না,—এই প্রার্থনাই শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি।

আপনি লিখিয়াছেন “যেই কৃষ্ণ সেই দুর্গা, যেই দুর্গা সেই কৃষ্ণ ।” তবে দুর্গার নাম নিয়েই, প্রসাদ পাওয়ার কথা দূরে থাকুক, নাসিকা কুঞ্চিত করে কেন—ইহার কারণ কি? অথচ যোগমায়া কাতায়নীর প্রসাদ বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করেন না ।

এ সম্বন্ধে আমার কোন গভীর জ্ঞান নাই । শাস্ত্রালোচনাও আমার নাই । তবুও আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি । ইহাতে আপনার পরিতৃপ্তি হইবে কিনা জানি না ।

আমরা “সনাতন শিক্ষায়” পাই—“অসংসদ্ব্যত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার । শ্রী-সদ্ব এক অসাধু, ‘কৃষ্ণভক্ত’ আর ।” বৈষ্ণবের আচার ও অবৈষ্ণবের নির্দেশ শ্রীমদ্ভাগবত এই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন । অতএব পাই—“ভক্ত-বৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদাত্ম । হেন কৃষ্ণ ছাড়ি’ পণ্ডিত নাহি জ্ঞে অত্ম ॥” কৃষ্ণভক্ত শিক্ষায়, অতএব শাস্ত্র । ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলি ‘অশাস্ত্র’ ॥

উল্লিখিত কয়েকটি শ্লোকে—কৃষ্ণভক্তের আচার, কৃষ্ণভক্তের ভজনীয় বস্তু এবং কৃষ্ণভক্তের স্নর্হলগ্ন ও সর্কশ্রেষ্ঠত্বের কারণ আমরা জানিতে পারিলাম । শ্রীমদ্ভাগবতের লীলা আলোচনা করিলেই সকল সংশয়ের অপনোদন হয় । তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও নিজের আচার-প্রচারের দ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন । অথচ তাঁহার শিক্ষার কণা মাত্রও আমরা পালন করিবার ক্ষমতা যত্ন লই না । ফলে, কৃষ্ণ-বহির্গুণ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করিয়া সংসারকারাগারে হাবুডুবু খাইতেছি । তাই শাস্ত্র স্মৃদুতভাবে বলেন,—“সিদ্ধান্ত বলিয়া চিন্তে না কর অলস । ইহা হইতে কৃষ্ণ লাগে স্মৃদুত মানস ॥” বৈধ ও রাগানুগ সকলভক্তেরই ভক্তিসিদ্ধান্ত জানা একান্ত আবশ্যিক ।

এক্ষণে সেই ভক্তিসিদ্ধান্তের বিচারে আসা যাক । প্রাকৃত লোকের বিচার,—যিনি যে ভাবেই যাহাকে ভজন করুন না কেন, তিনি পরিণামে ভগবানকেই পাইয়া থাকেন । ধর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা যে উপায়েই ভগবানকে ভজন করা যায়, তাহাতে কিছু আসে যায় না । গন্তব্যস্থানে যাইতে হইলে বিভিন্ন পথ দিয়া যাওয়া যায় । তদ্রূপ ভগবানের নিকট যাইতে হইলেও বিভিন্ন পথের আশ্রয় করা যাইতে পারে । ভগবানকে কালী, দুর্গা, শিব, রাম, গণেশ যেকোন নামেই ডাকা হউক না কেন, তাহাতে

কিছু যায় আসে না। সবই' ত এক, সব ধর্মই সমান ইত্যাদি বাক্য বালোচিত মনোধর্মী ব্যক্তিদিগের মনোরঞ্জন হইলেও সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ উহাকে কুসিদ্ধান্ত বলিয়া থাকেন।

আধিকারীক দেবতার পূজা করিলে, ভগবৎবিমুখিনী মায়াশক্তি সেই দেবতার প্রতি শ্রদ্ধারূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। গীতাশাস্ত্রে এবিষয়ে প্রচুর আলোচনা আছে। গীতা বলেন—

‘যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেভ্য্য যান্তি মদ্ব্যচ্ছিনোহপি মাম্ ॥ (৯২৫)

মায়াশক্তির কার্য—তিনি আত্যন্তিক মঙ্গল হইতে বঞ্চিত করিয়া “কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু। কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু ॥” প্রভৃতি জন্মমরণমালার কষ্মচক্রে ভাসাইয়া থাকেন। অর্থাৎ যিনি যে যে ভাবে ভজ্ঞন করিবেন, তিনি ভজ্ঞনানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন। একটু লক্ষ্য করিলেই জানা যাইবে যে, সকল ফল সমান নহে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামীরা এবং নিত্য অগৈতুক-কৃষ্ণসেবা-প্রার্থীর ফল এক নহে। ইহাতে ‘আকাশ-পাতাল’ ভেদ বিद्यমান।

আপনার লেখাতেই পার্থক্য বিद्यমান। আপনি একস্থানে দুর্গা এবং অত্রস্থানে যোগমায়া কাত্যায়নী দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি যে দুর্গার উল্লেখ করিয়াছেন—ইনি জড়জগৎ অধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী “মহামায়া” শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। অত্রাণ্ড আধিকারীক দেবতাগণও শ্রীভগবানের আধিকারীক শক্তি বা বিরূপ বৈভব। তাঁহারা ভগবানের আদেশে জগৎ-সৃষ্টিকার্যের পরিচালনা করেন। ইহা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তির কোন কার্য নহে। চিন্তামে যে-সকল কার্য হইয়াছে, তাহাই অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য। উহা “যোগমায়া” দ্বারা সাধিত হয়। এসম্বন্ধে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের “অনুভাষ্য” হইতে আপনার অবগতির জন্য নিম্নে কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি,—

“যোগমায়া ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, বা চিচ্ছক্তি, যাঁহারা চিন্তামে ভগবানের সেবাপ্রার্থী হন, তাঁহারা যোগমায়ার নিকট কৃষ্ণ-সেবোন্মুখী কৃপালাভ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা জড়ব্রহ্মাণ্ডে অভ্যুদয়মূলে ধর্ম-অর্থ-কাম প্রভৃতি অত্র অভিলাষ বাঞ্ছা করেন বা ভগবৎসেবা বিমুখিনী নির্বিশেষ গতি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহামায়া বা রুদ্রাদিদেবতার উপাসনা

করিয়া থাকেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রজ-ললনাগণ নন্দগোপ-কুমারকে পতিত্বে লাভ করিবার জন্ত চিচ্ছক্তি যোগমাযার আরাধনা করিয়া ছিলেন। আর সপ্তশতীতেও দেখিতে পাই যে, রাজা সুরথ এবং সমাধি নামক বৈষ্ণু নিজদিগকে বর্ণাশ্রমাত্তর্গত কোন অভাবগ্রস্ত জীব মনে করিয়া জড়াদিষ্টাত্মী মহামায়ার আরাধনায় তৎপর হইয়াছিলেন। সুতরাং যেখানে ‘যোগমায়া’ ও ‘মহামায়া’কে এক করিয়া প্রচার করা হয়, সেস্থানে অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও ভগবৎ স্বরূপোপলব্ধির অভাবই জানিতে হইবে।

অতি সংক্ষেপে “যোগমায়া” ও “মহামায়ার” পার্থক্য উল্লেখ করা হইল, অতএব দেখা যাইতেছে যে দুর্গা এই জড়জগতের অদিষ্টাত্মী দেবী। অর্থাৎ এই সংসাররূপ দুর্গের অধিকর্ত্রী। মায়ামুগ্ধ জীবকে শাস্তিদানই তাহার কার্য্য। যদিও এই কার্য্যের মূল পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তাহারই নির্দেশে এই সৃষ্টিরহস্যের কার্য্য চলিতেছে।

তত্ত্বগত বিচারে আমরা জানিতে পারি কৃষ্ণ মূল সনাতন পুরুষ। তিনি বিভূচৈতন্য সচ্চিদানন্দময়, জীব অণুচৈতন্য এবং দুর্গা রুদ্রাদি আধিকারীক দেবদেবী কৃষ্ণের অংশ, কলা, স্বাংশ, স্বাংশাংশ। দুর্গাদেবী আত্মশক্তি শ্রীমতী রাধারাগীর অংশ। মহাজনগণ গাহিয়াছেন—“উমা রমা সত্যা শচী চন্দ্রা কল্মিণী। রাধা-অবতার সবে আশ্বাস-বাণী॥” শ্রুতি বলেন—শক্তি ও শক্তিমান অভেদতত্ত্ব। পূর্ণ বস্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি সব কিছুই হইতে পারেন।” কর্ত্ত্বম্ অকর্ত্ত্বম্ অত্থা কর্ত্ত্বম্ যঃ সমর্থ স ঈশ্বরঃ।” কিন্তু তাঁর সম বা অধিক কেহ নহে। শাস্ত্র বলেন—“ন তৎ-সমশ্চাত্মাদিকঞ্চ দৃশ্যতে।” অংশ বা কলা পূর্ণ বস্তুর সমান হইতে পারেন না। কৃষ্ণের পক্ষে যাহা সম্ভব দুর্গা বা কালীর পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। ‘Geometrically prove—Part is not equal to the whole। একটি টাকা ভাঙ্গাইলে পয়সা দিকি আধুলী ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু পয়সা দিকি আধুলী বা টাকার সমান হইতে পারে না। উহা টাকার অংশ মাত্র।

অতএব, পূর্ণ বস্তুর বাহারা ভজন করেন, তাহাদের ভিন্নভাবে অণু দেবদেবীর ভজন করিতে হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

“যথা তরোমূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্বল্প-ভুজোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারাজ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্থগমচ্যুতেজ্য।”

মহাজনগণের গীতিতেও পাই—“মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা পল্লবের বল। শিরে বারি নহে কার্য্যকর। হরিভক্তি আছে ঝাঁর, সর্বদেব বন্ধু তার, ভক্তে সবে করেন আদর।”

অচ্যুত ভগবানের সেবক যাহারা, তাঁহাদের প্রার্থনার মধ্যেই তাঁহাদের আরাধনার বিষয়বস্তু প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। যথা—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী কবিতাং বা জগদীশকাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্বক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ (শিক্ষাষ্টকম্)

আর যাহারা অশ্রু কামী হইয়া দেবীর উপাসনা করেন, তাহাদের প্রার্থনা “রূপং দেহী ধনং দেহী যশো দেহি দ্বিষো জহি” ইত্যাদি। এই প্রার্থনাই মায়ামুক্ত জীবের সংসার-কারাগারের পথ সুগম করিয়া দেয়। ভগবানের দেয় স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি, অপব্যবহারে “কর্ত্তাহমিতি মন্বতে” ভাবদ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় তাহারা কৃষ্ণ-ভক্তনের স্মৃতিটুকু ভুলিয়া, অনাদি বহির্নুখ হইয়া নানা দেবীর ভজন করিয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য জরামণের ফাঁদে পা দিয়া অনিত্য সুখের লালসায় ডুবিয়া থাকেন। অশ্রু দেবতার ভজন সম্বন্ধে শ্রীগীতা বলেন—“যেহপ্যশ্রুদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াংষিতাঃ। তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ (৯২৩) এই অবিধিপূৰ্ব্বক পূজাই আমাদের ভক্তনের কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য না বুঝিয়া তত্ত্বগত বিচারকে উপেক্ষা করিয়া অনীশ্বরকে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া পাপের ভার বুদ্ধি করিয়া শ্রীভগবৎচরণে আমরা অহরহ অপরাধ করিতেছি। এই সব স্মৃদ্ধর্শন যাহাদের জানা নাই তাহারাই বৈষ্ণবগণকে গোঁড়া, বৈষ্ণব ধর্ম্মকে গোঁড়ামীর ধর্ম্ম বলিয়া আখ্যা দেন।

সুতরাং, আপনিই বিচার করুন—বৈষ্ণবীশক্তি যোগমায়া পূজা করিয়া গোপীগণ যে আনন্দসিক্ত লাভ করিয়াছিলেন, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্ণব মহামায়া পূজাদ্বারা যে ধনরত্ন লাভ, তাহা কি একই পর্য্যায় বলিতে হইবে? কাত্যায়নীপূজা করিয়া গোপীগণ প্রার্থনা করিলেন,—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিনীশ্বরী।

নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥

কাত্যায়নী, যোগমায়া কৃষ্ণভক্ত। তাঁহাদের ভুক্তাবশেষ সকল ভক্তেরই কাম্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—“কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ’ নাম। “ভক্তশেষ’ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥” অশ্রু দেবদেবীর প্রসাদ আর

কাত্যায়নী বা যোগমায়া প্রসাদ একবস্তু নহে। কাত্যায়নী ও যোগমায়া চিৎজগতের অধিষ্ঠাত্রী এবং কৃষ্ণ ভক্তনের সহায়কারিণী নিগুণা বস্তু। অতএব নিগুণ ব্রহ্মের উপাসক কি করিয়া সগুণ যুক্তা মায়াদেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিবেন ?

সেই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভের উপায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

দৈবীহেমা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা।

মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ (গীঃ ৭।১৪)

এই প্রসঙ্গে পূজকের আচার বিচারও লক্ষণীয়। আমরা সচরাচর কি দেখি। অগ্ন্যাত্ত দেবদেবীর উপাসক বা পূজকের তাঁর আরাধ্য দেবতার প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধার অভাব। ফলে যে সকল দেবতার চরণে নিজ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য দেব-মন্দিরে ছুটাছুটি করে। কিন্তু বিনিময়ে সে কি পায়, তাহা সকলের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। বলা বাহুল্য, এই প্রসঙ্গে অম্বরীষ রাজার প্রতি দুর্কাসার ব্যবহার এবং ভক্ত প্রতি দুর্কাসার আত্মরীক ব্যবহারে সুদর্শন চক্রে তাড়ন এবং বিভিন্ন দেবতার চরণে দুর্কাসার প্রাণভিক্ষা আলোচনা করিলে মায়ামুগ্ধ জীবের কি গতি তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়। নীতিশাস্ত্র বলেন—

আলিঙ্গনং বরং মন্ত্রে ব্যাল-ব্যাঘ্র-জন্মৌকসাম।

ন সঙ্গং শল্যযুক্তানাং নানা-দেবৈক সেবিনাম্ ॥”

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের গানে পাই—বৈষ্ণব সঙ্গিতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ, সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ ॥

“কৃষ্ণ পরসঙ্গই যদি আমাদের কাম্য হয়, তবে কৃষ্ণ কাঞ্চ প্রসাদই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। অধিকন্তু শাস্ত্রে ভগবৎ প্রসাদের কথাই উল্লেখ আছে। অগ্ন্যাত্ত দেবদেবীর স্বতন্ত্র প্রসাদের কথা উল্লেখ নাই। যাহারা গুরুভাবে অগ্ন্যাত্ত দেবদেবীর পূজা করেন। তাহারাই একমাত্র নিবেদিত প্রসাদ দ্বারাই অগ্ন্যাত্ত দেবদেবীর ভোগ দেন। ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। সেই “ভক্তভুক্ত শেষ” হয় মহা-মহাপ্রসাদ” আখ্যান। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই তাহা ‘বিষ্ঠামূত্র’ সমতুল্য হয়। এই প্রসঙ্গে নারায়ণের উচ্ছিষ্টে বঞ্চিতা পার্বতী দেবী শিবের প্রতি যে অভিশাপ দিয়াছিলেন তাহাও অরণ্যযোগ্য।

শাস্ত্র বলেন যাঁহার কৃষ্ণ-ভজনের সহায়ক, তাঁহারাই পরম বন্ধু, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—সেই সে পিতা মাতা । শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেম ভক্তিদাতা ॥” এই প্রেমভক্তি দাতা সকলেই হইতে পারেন না । যাঁহাদের কৃষ্ণোন্মুখিবৃত্তি আছে, তাঁহারাই সমর্থ । কৃষ্ণলীলা-রসাস্বাদনের কামনা যাঁহার করেন, তাঁহারাই যোগমায়ায় কৃপা লাভ করিয়া ভক্তিমার্গে এগিয়ে যান । অন্তকামী যারা, তাহার সংসার-কাণ্ডাগারে দুর্গাদেবীর মায়ায় মোহিত হইয়া কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকেন ।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥

কৃষ্ণ বহির্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে ।

নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥ (চৈঃ চঃ)

“যেই কৃষ্ণ সেই দুর্গা বা কালী”—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বা কোন নিগম অথবা সাত্ত্বিক গ্রন্থে নাই বলিয়াই জানি এবং ভক্তমুখে শুনি । তবে কোন তামসিক বা রাজসিক পুরাণে আছে কিনা আমার জানা নাই । এই প্রসঙ্গে একটি কথা জানিয়া রাখা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতী রাধারানীর জন্ত কালী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন বা বিভিন্ন অবতারে ভক্তরক্ষণে ও অধর্ম্ম বিনাশনে নৃসিংহ-বরাহ প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন । কিন্তু কালি অথবা কোন আধিকারীক দেব-দেবীগণ কখন কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন নাই । বিভিন্ন সাত্ত্বিক পুরাণে কৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ আছে কিন্তু আর কাহারও উল্লেখ নাই । দেবাদিদেব মহাদেব যিনি কালী বা দুর্গার পতিরূপে প্রকাশ তাঁহারও উপাস্ত আছেন উহা হর-পার্বতীর কথপোকথন বহু গ্রন্থেই প্রমাণ হয় । শুধু তাহাই নহে পরন্তু তাঁহার ধ্যানমগ্নতা বিষয় জানিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারও প্রভু রয়েছেন । অতএব সবকে একাকার করিতে গেলে মনিব ও ভৃত্যকে একাকার করার মতই হইবে । আর একটি বিষয় জানিতে হইবে যে, পূর্ণবস্তুর সর্বক্ষমতাই আছে । কিন্তু অংশ বস্তুর পূর্ণবস্তু হওয়ার সামর্থ্য নাই । এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বলেন—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণ্যাং পূর্ণমুদচ্যতে ।

পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

অর্থাৎ পূর্ণরূপ অবতার হইতে পূর্ণরূপ অবতার প্রাপ্তভূত হন ; অবতারী পূর্ণ হইতে লীলা পূরণের জন্ত পূর্ণ অবতার হইলেও অবতারীতে পূর্ণই অবশিষ্ট

থাকে, কিছুমাত্র ন্যূন হয় না। তাঁহার অবতারের প্রকটলীলা সমাপন হইলে অবতারীর পূর্ণতার বৃদ্ধি হয় না।

সুতরাং প্রাকৃত জগতের হিসাব এবং অপ্রাকৃত জগতের হিসাব একরূপ নহে। এই জগতের সবই চিৎজগতের হেয় প্রতিফলন। যেমন, চিৎজগতের হিসাব $১ - ১ = ১$; কিন্তু জড়জগতে $১ - ১ = ০$ ।

মাদৃশ অধমের কোন তত্ত্বজ্ঞান নাই। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাবলে যাহা বোধগম্য হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিলাম। আপনার এই প্রশ্ন সর্বত্রই শোনা যায়। কারণ জীব তার ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে সব একাকার করিয়া ফেলে। এসম্বন্ধে পুনরায় আলোচনার অপেক্ষায় রহিলাম। মহাজনের বাণী শ্রবণ করিয়া আজকের মত লেখনি সমাপ্ত করিতেছি,—

“অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি’ বুদ্ধিমান।

নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥” — ইতি

শ্রীবৈষ্ণবদাসাভাস—

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রাদ্ধ

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে সর্বপ্রথমে শ্রীভগবানকে অন্ন নিবেদন করতঃ একমাত্র শ্রীহরির অবশেষ দ্বারাই ভগবদ্ভক্ত শ্রাদ্ধকার্য্য করিবেন। পদ্ম-পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—বিষ্ণুর নিবেদিত মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা শিবাদি দেবতার আরাধনা ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে উহা অক্ষয়ফল প্রসব করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণেও ব্রহ্মানারদ-সংবাদে দেখা যায়, যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ ভক্তিসহকারে কেশবের পূজা করেন, তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধাদি বা বহু পিণ্ডদানের প্রয়োজন কি? হে মুনিশ্রেষ্ঠ, যাহার উদ্দেশ্যে শ্রীহরির পূজা করা যায় তাঁহাকে নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়া পরমপদে আনয়ন করা হয়। হে নারদ, যিনি পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করিয়া হরির স্থান প্রদান করেন, পিতৃ-গণের সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্তব্য হইতে পারে—তাহা সমস্তই তাঁহার দ্বারা আচরিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র

নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ও পৃথিবী কিছুই ছিল না। দেবতাবৃন্দ, পিতৃগণ ও যাবতীয় মনুষ্য বিষ্ণুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করেন, বিষ্ণুর আঘাত বস্তু আঘাণ করেন, হরির প্রীত বস্তু পান করেন। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—
প্রথমতঃ অগ্রভুক্ত ভগবান্কে না দিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কিছু দিতে নাই ; তাহা করিলে প্রায়শ্চিত্তাই হইতে হয়।

শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব-ভোজন করান উচিত। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উপদেশা-
মৃতের চতুর্থ শ্লোকে বৈষ্ণবগণকে ভোজন করান ও তাহাদের উচ্ছিষ্টগ্রহণ
করাকে প্রীতির ছয়টি লক্ষণের অগ্ৰতম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। উহা
দ্বারা বৈষ্ণবসঙ্গ ও তৎফলে ভক্তিবৃদ্ধি হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস স্বাক্ষরচন
উদ্ধারপূর্বক বলিয়াছেন—যেসকল বিষয়মদাক্ষব্যক্তি বৈষ্ণবের ব্যবহারিক-
দুঃখ-দর্শনে বৈষ্ণবকে মূঢ়বোধে বেদবিদগণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, বিপ্রকৃত
সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষসকর্তৃক গৃহীত হয়। বৈষ্ণব শ্রাদ্ধে গ্রাসপরিমিত অন্নভোজন
গণ্ডুষ-প্রমাণ জল পান করিলে সেই অন্ন স্কুমেরুসদৃশ এবং সেই জল সমুদ্র-
তুল্য হয়। নারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে, হরির উদ্দেশ্যে পিতৃশেষ দ্রব্য অর্পণ
করিলে দাতার পিতৃগণকে রেতঃপান করাইয়া যন্ত্রণা ভোগ করাইতে হয়।
বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে যে, শ্রীহরির অবশেষ পরমান্ন পিতৃগণকে প্রদান
করিলে তাহা অক্ষয় হয়, কিন্তু কখনও ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও গুরু শ্রীহরিকে
পিতৃগণের শেষ প্রদান করিতে নাই। কি দক্ষ, কি পিতৃবর্গ, কি ইন্দ্রাদি-
প্রমুখ দেবতাগণ সকলেই শ্রীহরির কিঙ্কর। এইরূপ আবশ্যকীয় কৃত্য সমাপন-
পূর্বক সর্ব্বাণ্ড্রে বিভাগ করিয়া দিয়া বন্ধুবান্ধবগণের সহিত শ্রীমহাপ্রসাদান্ন
সম্মান করা কর্তব্য।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধারপূর্বক বলিতেছেন—

“স্বভাবশৈঃ কৰ্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।

হরেন্নৈবেদ্যসস্তারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ।”

যাহারা কৰ্ম্মজড়স্মার্ত্ত অর্থাৎ কৰ্ম্মফলাসক্ত হইয়া প্রেত-শ্রাদ্ধাদিতে আসক্ত
ঐ সকল জড়প্রায় লোকগণকে (বিষ্ঠাতুল্য) অনিবেদিত দ্রব্য অথবা
অর্থাদি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবগণকে শ্রীহরির নিবেদিত পরমোপাদেয় বস্তু
প্রদান করা কর্তব্য। কৰ্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ অর্থলোলূপ, অর্থের জন্তই তাহাদের
শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উৎসাহ ; সুতরাং ঐ সকল কৰ্ম্মজড় বিপ্রগণকে ভোগা দেওয়া
কর্তব্য।

কর্ষজডম্মার্ভগণের বিধানানুসারে কৃষ্ণ-পক্ষীয় একাদশীতে শ্রাদ্ধ প্রশস্ত কিন্তু ভগবদ্-ভক্তগণের শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণকে শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন প্রদান করিয়া সগণসহিত নরকপথের পথিক হন না। শ্রীনারায়ণে কোন অমেধ্য দ্রব্য যেমন মৎস-মাংসাদি নিবেদিত হইতে পারে না। সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণ রক্তমাংসপুষ্প-বিষ্ঠাপূর্ণ মৃতদেহাদির দ্বারা পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তিবিধানে যত্নপর হন না। বৈষ্ণবগণ উপাধির শ্রাদ্ধ করেন না, আত্মার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, ভূতপিশাচের শ্রাদ্ধ করেন না, নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের শ্রাদ্ধ করেন। ভগবদ্ভক্তগণ নিগুণ-স্বভাব, তাঁহারা পৈশাচিক শ্রাদ্ধের কোনও মতে পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় আজকাল বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তিগণও আত্মর সমাজের করাল-কবলে নিগৃহীত হইবার ভয়ে নরক-প্রাপক প্রেতশ্রাদ্ধ-কার্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজকাল পুরোহিতগণ পুরের হিত না করিয়া প্রকৃতপক্ষে কি অহিতাচরণ করিতেছেন না? গুরুক্ৰব বৈষ্ণবক্ৰব, গোস্বামিক্ৰবগণ কি পুত্রকন্টার বিবাহের জন্ত আত্মর সমাজের আনুগত্য করিয়া নিজেরা অন্ধতামিশ্রে পতিত অপর অন্ধ ব্যক্তিগণকে ঘোর নরকে পতিত করিতেছেন না? আজকাল যদি কেহ সংসাহসের উপর নির্ভর করিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন, অমনি তাঁহার গুরু-গৌসাই (?), পুরোহিত, ভাই, বন্ধু, সমাজ সকলেই তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, তাঁহাকে 'একঘ'রে' বা নানাপ্রকার লাঞ্ছনা প্রদান করিতে বদ্ধ পরিকর হন। ধর্মের এইরূপ ব্যাভিচার-দর্শনে পরদুঃখদুঃখী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ প্রচলনের বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তৎফলে শুদ্ধ-বৈষ্ণবানুগত গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ-প্রথা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ঐকান্তিক বিরক্ত পরমহংস বৈষ্ণবগণের বিজয়োৎসব-বাসর উপস্থিত হইলে শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণসহ হরিনাম-কীর্তন ও মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন দ্বারা শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করা কর্তব্য। শ্রীমন্নহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের বিজয়ে নীলাচলের সকল নগরে হরিকীর্তন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সিংহদ্বারে পসারিগণের নিকট হইতে শ্রীমহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ভক্তগণসহ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী

কীৰ্ত্তন নিত্য

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের নবধাভক্তি-কথনে,—“শ্রবণং, কীৰ্ত্তনং
বিষ্ণোঃ শ্রবণম্” শ্লোকে এই কীৰ্ত্তনের কথা শুনিতে পাই। এই কীৰ্ত্তনই
সেবা। সেবের প্রতি প্রীতির তারতম্যানুসারে এই কীৰ্ত্তনের বৈশিষ্ট্য বা
বৈচিত্র্য দেখা যায়। অনিত্য বস্তু-বিষয়ের সেবা অল্প সময়ের জ্ঞ; কেন
না, আমরাও চিরকাল থাকিব না এবং সেই বস্তুও চিরকাল থাকিবে না।
অতরাং তৎবিষয়ে কীৰ্ত্তন অনিত্য। কিন্তু নিত্যবস্তুর সেবা সে-প্রকার নয়।
যাঁহারা নিত্যকাল থাকেন তাঁহারাই অথগু নিত্যকালের জ্ঞ সেই নিত্যবস্তুর
সেবা করিয়া থাকেন। “আবৃত্তিরসকুদুপদেশাং” বেদান্তদর্শনের এই উপদেশ
হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অসকুৎ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ—নিরন্তর শব্দ
ব্রহ্মের শ্রবণ কীৰ্ত্তন-মননাদির দ্বারা আবৃত্তি অর্থাৎ অভ্যাস বা অনুশীলন
করিতে হইবে। এই বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুও “কীৰ্ত্তনীয়ঃ
সদা হরিঃ” উল্লেখ করিয়াছেন। মর্ত্যজীব আমরা সৰ্বদা কীৰ্ত্তন করিতে
পারি না। অতরাং এ মহোপদেশ কাহার জ্ঞ? কে নিত্যকাল কীৰ্ত্তন
করিবেন? এসকল কথার মিমাংসা করা উচিত। যিনি কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী,
কৃষ্ণানুরাগই যাঁহার স্বাভাবিকী বৃত্তি, কৃষ্ণই যাঁহার একমাত্র প্রীতির বিষয়,
সেই কৃষ্ণ-গুণমুগ্ধ, কৃষ্ণময়, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টে কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি
প্রচারে পরমোৎসুক নিত্য ব্রজবাসী শ্রীগুরুদেবই শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের কীৰ্ত্তন
করিতে সমর্থ। এবং যাঁহারা এই শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তাহার নিজজনগণের
কুপায় মননধৰ্ম্মকে অতিক্রম করিয়া অতিমর্ত্য হইয়াছেন, কৃষ্ণের সহিত
সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সতত গুরু-গোরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত আছেন, সেই গুরুদাস-
গণই সৰ্বক্ষণ হরিকীৰ্ত্তন করিবার যোগ্য। আর যাঁহাদের কৰ্ণ আছে,
পূৰ্ব পূৰ্ব জন্মের পুঞ্জীভূত স্কৃতিফলে যাঁহারা এই বাস্তবসত্য-প্রচারকারী
জীবন্ত সাধুর মুখে চেতনবাণী শ্রবণ করিবার জ্ঞ অদম্য পিপাসাযুক্ত হইয়া
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে তাঁহাদের নিকট প্রণত হইয়াছেন ও
হইবেন, তাঁহারাই শাস্ত্রের এই আদেশপালনের যোগ্য। শাস্ত্রের বক্তা,
শ্রোতা এবং বক্তব্য বিষয় সবই নিত্য। কৰ্ণবেধ-সংস্কারের অভাবে আমাদের
কৰ্ণ সেবোন্মুখ না হওয়ায় আমরা সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্যত্ব বা কীৰ্ত্তনীয়
বস্তু, কীৰ্ত্তনকারী ও কীৰ্ত্তনের নিত্যত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বাস্তবসত্য-

কথা-কীর্তনকারী মুক্ত সাধুর নিকট চেতনোন্মেষী বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য হইলেই আমাদের সন্দেহ বা অসুবিধাদি আর থাকে না। সেইজন্যই শাস্ত্র বা সাধুগণ মুক্ত পুরুষের নিকট হরিকথা শ্রবণের উপদেশ দিয়া থাকেন; কিন্তু সে সুযোগ উপস্থিত না হইলে অন্ততঃ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গেই প্রয়োজনীয়—ইহাও শাস্ত্রবাক্য। নিজে যাহারা প্রতিষ্ঠিত হ'ন নাই, এরূপ অনর্থযুক্তের নিকটে হরিকথা শুনিলে, আমাদের অনর্থ-নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। তবে অনর্থযুক্ত সাধক যদি শ্রোতপন্থী হ'ন অর্থাৎ দুর্বলতাবশতঃ নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলেও তাঁহার কৃপালাভে প্রতিষ্ঠিত হইবার জ্ঞা যত্নপর থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা কিছু মঙ্গল লাভ করিতে যে না পারি, এরূপ নহে।

যিনি শ্রবণ করিয়াছেন তিনি কীর্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। অমুগত ব্যক্তিগণের স্তুত শ্রবণ হইয়া থাকে এবং তাঁহারাই সাধুগুরু বাণী যোগ্যতানুসারে উপলব্ধি করিয়া তৎকীর্তনে যত্নপর থাকেন। চেতন আশ্রয়ী নিত্য কীর্তন করিতে পারেন। আশ্রয়-প্রতীতি-যুক্ত অভিমান অনিত্য। তাদৃশ অভিমানে কীর্তনের নিত্যত্ব, বিচারের বিষয় হয় না। জড়াভিমান-যুক্ত ব্যক্তির তাদৃশ অভিমান থাকাকালেও হরি-নাম সেবনীয় এবং বিগত-ব্যাধি হওয়ার পরেও ইহা সেবনীয়। এই হরিকীর্তন নিত্যালের জ্ঞা। সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা সাধুমুখে বৈকুণ্ঠ-শব্দ শ্রবণ করিয়া নিত্য জীবাত্মার সেই শব্দব্রহ্মের যে সর্বদা কীর্তন, সেই কীর্তনই 'স্ব' ও 'পর'-মঙ্গলবিধায়ক। এই হরিকীর্তনই উপায় এবং ইহাই উপেষ। এই উপায় ও উপেষ—সাধন ও সাধ্য—সার্বকালিক। এই সকল নিত্যমঙ্গলের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু তন্নিজজন শ্রীল প্রভুপাদই কৃপা করিয়া জগৎকে জানাইয়াছেন।

মুক্তের কীর্তন ও বদ্ধের কীর্তন এক নহে। মুক্তের অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট ভগবদ্-ভক্তের কীর্তন ভগবান্ ও ভক্তের প্রীতির জ্ঞা আর শ্রোতপন্থী অনর্থ-যুক্তের কীর্তন অনর্থযুক্তির পর সেবালাভের জ্ঞা অর্থাৎ মুক্ত হইয়া নিত্যকাল কীর্তন করিবার জ্ঞা। সুতরাং এই কীর্তন তাৎকালিক ও অনিত্য। কিন্তু মুক্তের যে কীর্তন, তাহা সার্বকালিক ও চেতনের বৃত্তি বলিয়া নিত্য ও পরম সত্য এবং ইহা বদ্ধজীবের মনোবল ধ্বংস করিয়া তাহাকে ভগবৎ-সেবায় প্রতিষ্ঠিত করে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম জীব-হৃদয়ে বা জগতে প্রতিষ্ঠা

করিবার জন্তই তাঁহাদের কীৰ্ত্তনের প্রয়াস। প্রকৃত সাধুর নিকট মঙ্গলময়ী চেতনবাণী অর্থাৎ হরিকথা শ্রবণ না করিলে চেতনের উন্মেষ হয় না। এই কীৰ্ত্তন-শ্রবণ ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের অন্য উপায় নাই দেখিয়াই ভগবদ্রূপত সাধুগণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের গুণাবলী আমাদের নিকট রূপা-পরবশ হইয়া কীৰ্ত্তন করেন। ইহা আমাদের প্রতি তাঁহাদের অযাচিত করুণারই পরিচয়।

--শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

শত্রু ও মিত্র

শত্রু ও মিত্র এই দুইটি কথা পরস্পর বিপরীতার্থবোধক। শত্রু আমা-
দিগকে বাধা দেয়, আমাদের অমঙ্গল সাধন করে, আর মিত্র অমঙ্গল আনয়ন
করা ত' দূরের কথা, তাহা সমূলে ধ্বংস করতঃ মঙ্গলের পথ নিকটক করিয়া
দেয়। ভগবৎসেবাতেই আমাদের মঙ্গল। এতদ্ব্যতীত যা কিছু সবই
অনর্থোৎপত্তির জনকস্বরূপ। ভগবানের সেবা যাহারা করেন, সেই ভগবদ্ভক্ত
গণই এই মঙ্গলপথ নির্দ্ধারণের একমাত্র সমর্থ বলিয়া তাঁহারা আমাদের
পরম বন্ধু। ভক্ত ব্যতীত এজগতে আমাদের বন্ধু না থাকায় আত্মক্ষান্ত
সকলেই অল্পবিস্তর অনিষ্টসাধনে তৎপর। সুতরাং বর্তমানে আমরা যে
শত্রুপূরী এই হরিবিমুখ জগতে বাস করিতেছি এবং তৎফলে আমাদের
অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমাদের ধারণা, আত্মীয়স্বজন বা জগতের বস্তু বা ব্যক্তিগণই আমাদের
ভক্তনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ। কিন্তু আমরা যদি স্থিরচিত্তে আলোচনা করি
তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ভক্তনের পথে আমার দেহ ও মনই সর্বাপেক্ষা
বেশী শত্রুতা আচরণ করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে নিত্যমঙ্গলের কথা শুনিয়া
ভক্তনে অগ্রসর হইবার প্রথম মুখে দেহ আমাকে বাধা প্রদান করে এবং
মন তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়া থাকে। এখন আমার মাত্র এই দুইটাই সম্বল
কিন্তু এই দুটাই যখন আমার পরমশত্রু তখন সময় থাকিতে থাকিতে নিজের
মঙ্গলোপায় চিন্তা নিশ্চয়ই বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দেহ-
মনের গোলামী করিতে করিতে ইন্দ্রিয়দাস আমার চিন্তাবৃত্তি যেরূপ কুৎসিৎ
হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে ভালমন্দ-বিচার করিবার শক্তি দিন দিন লুপ্তপ্রায়
হইয়া যাইতেছে। কষ্টে না পড়িলে কেউ কৃষ্ণকে ডাকে না—এই প্রবাদ

বাক্য বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি এবং সেই জন্তই বোধ হয় আমার হৃদয়ে আজ বিপত্ত্যারণ গধুসুদনের কথা ঈষৎ জাগরিত হইতেছে। আমার এই ছুরবস্ত্র দেখিয়া শাস্ত্র (ভাঃ ৭।৫।৩২) বলিয়াছেন,—

নৈষাংমতিস্তাবদ্বক্ষক্রমাজ্জু স্পৃশত্যানর্থাপগমো যদর্থঃ।

মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং নিক্ষিপনানং ন বৃণীত যাবৎ ॥

নিক্ষিপন ভগবন্তক্তের চিরবিক্রীত না হইলে ভজন আরম্ভ হয় না। কিন্তু এই সকল চৈতন্যোদ্বোধিনী শিক্ষা যখন আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমার মন বলিয়া থাকে “সাদুর চরণে বিক্রীত হইলে এত সাধের যোষিৎসঙ্গ বা স্ত্রীগণিরি বা ইন্দ্রিয়তর্পণ কিরূপে চলিবে? সাদুর পাদপদ্মে সব সমর্পণ করিলে নরক-যন্ত্রণার দারস্বরূপ তোমার স্বেচ্ছা-চারিতা বা স্বাধীনতা কি করিয়া টিকিবে? মন যখন দুর্বল আমাকে এইরূপ ধরণের কুযুক্তি দেয় তখনই অল্পবুদ্ধি আমি তাহার কুপরামর্শের বিষময় ফলের কথা চিন্তা করিতে না পারিয়া তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ি এবং ভোগ-বিষয়ে জর্জরিত হইয়া কেবল কষ্টই পাই। আবার স্তুবুদ্ধিক্রমে যখন আমি গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় সতত নিয়োজিত থাকিবার সদিচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করি তখন মন হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে নানা কথার উদয় করাইয়া তাহাদের সেবা হইতে বিচ্যুত হইতে বিচ্যুত হইবার প্ররোচনা দেয়। মন যে অসদ্বস্ত্র এবং তাহার চিন্তাস্রোত যে অসতের দিকে, একথা সদসদ্বিচারপরায়ণ ব্যক্তিমাতেই জানেন। সুতরাং অসৎপথে লইয়া যাওয়াই যাহার কার্য্য, সাদুগুরুর অঙ্গুত হইবার অভিনয় করিয়াও সেই ছুট লম্পট মনের কথায় কাণ দেওয়া বুদ্ধিমন্তার পরিচয়? সেইজন্তই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ মনের বা জগতের ভালমন্দ কোন উপদেশের প্রতি কাণ না দিয়া সাদুশাস্ত্র ও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের পরমমঙ্গলপ্রদ বাণী শুনিয়াই চলেন।

যখনই আমি আমার মনের পরামর্শ শুনি, তখনই পরমবন্ধু গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য আমার ভাল লাগে না, তাহাদের কথায় আমার রুচিকর হয় না। সেইজন্ত আমি তখন সাদুর কর্ণপাত না করিয়া দেহ ও মনের পরামর্শ-গ্রহণকারী দেহ-গেহাসক্ত কোন ব্যক্তির নিকট গিয়া উপদেশপ্রার্থী হই। এবং তাহারাই আমাকে তাহাদের দলে টানিয়া লইবার জন্ত এই শত্রুপুরীতে বসবাস করিয়া ভোগসুখে প্রমত্ত হইবার নানা আশা ও উপদেশ দেয়। আমি দেহ ও মনের দ্বারা চালিত। ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তুই আমার লোভনীয়,

তাই আমি কোন মনোধর্মী জগদ্বাদীকে বা তথাকথিত জনৈক শিক্ষিতা-মানীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। এমনি আমার বুদ্ধির বহর !

বর্তমানে স্বস্থখকামী আমি জড়ভোগপর মনকেই গুরু করিয়াছি। ভোগ ও ত্যাগচিন্তা ছাড়া যাহার অস্ত্র কোন কাজ নাই, সেই মনকে গুরু বা শিক্ষক করিলে ভোগ ও ত্যাগ চিন্তা ছাড়া এবং তৎফল-স্বরূপ নরকপাত ব্যতীত আমার আর বেশী কি লাভ হইতে পারে ? এই মনের আনুগত্য করিয়া অনন্ত জন্ম কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন জন্মেই ত' সুবিধা হয় নাই ; এখনও দেখিতেছি যে, সেই মন কেবল অসৎ-চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকিয়া আনন্দ পাইতেছে। সুতরাং এখনও এই মনরূপ অসতের সঙ্গ বা মনোধর্মীগণের সঙ্গ—অসৎ জগতের সঙ্গ ছাড়িয়া প্রকৃত সাধুর সঙ্গে থাকিয়া তদুপদেশানুসারে ভগবৎ-সেবা-যাজনমুখে জীবন অতিবাহিত করা যে একমাত্র কর্তব্য এবং ইহাই যে জীবমাত্রের চরমলক্ষ্য, পরমধর্ম, তাহাতে সন্দেহের কথা কি আছে ? তাই বলিতেছিলাম, এই দুষ্ট মন ও তদুদ্ভূতা দেহই আমার সর্বনাশ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে।

একটা দুষ্ট মন কিনা আমার গুরু ! সুতরাং আমার মঙ্গলামঙ্গলের কথা আর কি বলিব ? আমার দুঃখের কথা সকলেই অল্পবিস্তর বুঝিতে পারিতেছেন ; কিন্তু হতভাগ্য আমি যদি একটু স্থিরচিত্ত হইতাম, নিজের মঙ্গল যদি একটুও চাইতাম তাহা হইলে আমি আমার মনোধর্মীকে গুরু না করিয়া—মনকে আমার শিক্ষক না সাজাইয়া নিকিঞ্চন শুদ্ধ মহাজনের চরণে বিক্রীত না হইয়া থাকিতে পারিতাম কি ? গুরুবৈষ্ণব আনুগতাহীন বা তৎপ্রীতিরহিত জীবন আমার ভাল লাগিত কি ? যদি বাস্তবিক মঙ্গল চাইতাম তাহা হইলে প্রতিমুহূর্ত্তে সাধুকেই আমি বরণ করিতাম,—যাহার ফলে আমার দেহতরনী আমাকে ভগবৎকৃপানুকূল-বায়ুতে অচিরেই বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইত—আমার জীবনের সার্থকতা ভগবৎ-সেবাসিদ্ধিলাভ-মুখে হইত। সুতরাং যাহারা ভজন করিতে ইচ্ছা করেন, যাহারা মঙ্গলের পথ চান, তাহাদের প্রত্যেকেরই মনই যে আমাদের প্রধান শত্রু ইহা জানা উচিত নহে কি ? ভগবদ্ভক্তনানুখ ব্যক্তিগণ এই পরমশত্রুর কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া গুরুবৈষ্ণব-সেবায় মনঃপ্রাণ নিয়োগপূর্ব্বক আমাকে সেবোৎসাহিত করুন, মনানুগত্য ছাড়িয়া গুরুানুগত্যের ভরসা দিন, ইহাই আমার নিবেদন।

—শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাস ব্রজবাসী

শুদ্ধভজন

শুদ্ধ শ্রদ্ধা হইতে শুদ্ধ ভজন হয়। যেখানে হৃদয়ে ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা, সেইখানেই শুদ্ধভজনের কথা। জীব যখন নিশ্চিতভাবে জানিতে পারেন যে, মায়িক সংসার কারাগৃহ স্তরাং হেয় এবং কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও যোগাদি প্রক্রিয়া আমার স্বীয় স্বভাবকে নিশ্চয়রূপে আনিতে পারেন না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু হয়, তাহা দূততার সহিত বর্জন করিয়া কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক—ইহা দৃঢ়বিশ্বাস করত কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চনভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হন। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার ইহাই লক্ষণ। সম্বন্ধ-জ্ঞান হইতে অনন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস হয়। হরিভজন করিতে হইলে ঐকান্তিক হওয়া চাই। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যিক। যদি কেহ শুদ্ধভজন করিতে চান, তবে তিনি ভজন ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবেন না। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ হইতে সাবধান থাকিবেন। সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইয়া সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। ইহারই নাম শুদ্ধা ভক্তি। কোনপ্রকার ভোগ বা মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ কপট বা অপরাধ থাকিলে সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন হয় না।

ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রদ্ধা-পূর্বক শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি করিতে করিতে অনর্থসকল যতই হ্রাস পাইতে থাকিবে, ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতিনামে পরিচিত হন। সাধনভক্তি হইতে ভাবভক্তি বা রতির উদয় হয়। রতি গাঢ় হইলে প্রেমভক্তি হয়। প্রেম আবার যত গাঢ়তর হইতে থাকে, ততই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, ভাব ও মহাভাব পর্যন্ত উন্নত হয়। শান্তরতি, দাস্তরতি সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুররতি—এই পঞ্চরতি। এই পঞ্চ মুখ্য ভক্তিরস স্থায়ীভাবে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত থাকে। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রোদ্র, বীভৎস ও ভয়—এই সপ্তবিধ গোণরস কারণ উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুকরূপে উদ্ভিত হইয়া মুখ্যরসের পুষ্টিবিধান করিয়া নিবৃত্ত হয়। কৃষ্ণরতি দুইপ্রকার—ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা। বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা ও মথুরায় ঐশ্বর্য্য-মিশ্রা ভক্তি। এইজন্যই তথায় প্রেম সঙ্কুচিত, কিন্তু গোকুলে ঐশ্বর্য্যহীন কেবলা রতিতে পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপরাকাষ্ঠাহেতু আশ্রয়ের বশ।

আমারা অনেক সময় অনেক পরিশ্রম করিয়া সাধন-ভজন করি বটে; কিন্তু বহু আয়াসেও কোন সফল উদয় হয় না। ইহার কারণানুসন্ধানে

জানা যায় যে, শুদ্ধভজন করিলে তৎফলে শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয় এবং শুদ্ধা ভক্তির ফলে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অথ কোন উপায়ে ভগবৎপাদপদ্ম প্রাপ্তি ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধবঃ ॥

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।

শাস্ত্রালোচনা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা কেহ কখনও ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। যাহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন, তাঁহাকে যাহারা স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, ভগবানও তাঁহাদের নিকট আত্মবিক্রয় করেন। কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানকর্ম প্রয়াস পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই শুদ্ধভজনের মূল।

অনর্থযুক্তাবস্থা ও অনর্থমুক্তাবস্থা—এই দুই অবস্থাতেই ভজন হয়। ভজনে যতদিন অনর্থ থাকে, ততদিন ভজন অল্পবিস্তর অন্তর্ভুক্ত থাকে। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে সাধুকৃপায় অনর্থবিগত হইলে ভজন শুদ্ধ হয়। জীবের অনর্থ চারিপ্রকার—স্বরূপভ্রম, অসত্বতা, হৃদয়দোষল্য ও অপরাধ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস—ইহা না জানাই স্বরূপভ্রমরূপ প্রথম অনর্থ। এই অনর্থ-ফলে নানারূপ উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া ভজন শুদ্ধ হয় না। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, বিশ্ব বিশ্বনাথের সেবার উপকরণ—এই তত্ত্বজ্ঞান হইলে জীবের অস্থিরতা হয় না। জ্ঞানিগণ শুদ্ধবৈরাগ্য, শাস্ত্রচর্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বনপূর্বক চিত্তশুদ্ধির আশা করেন। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি না থাকায় তাঁহারের মঙ্গল হয় না।

জ্ঞানী জীবমুক্ত-দশা পাইলু করি মানে।

বস্তুরঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥

যোগিগণ যম-নিয়ম আসন প্রাণায়াম-সহকারে আত্মা-পরমাত্মার সংযোগ সাধন করেন, কিন্তু তাহারাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারেন না। কর্মিগণ কর্মমার্গে নানা দেবদেবীর উপাসনা করিয়াও ভক্তিলাভে অসমর্থ হন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

জ্ঞান-কর্ম-যোগধর্ম্যে নহে কৃষ্ণবশ।

কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস ॥

কর্মনিন্দা, কর্মত্যাগ সর্বশাস্ত্রে কহে।

কর্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥

কর্মজ্ঞানাদি পরিত্যাগ করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজন করিলেই শুদ্ধ-ভজন হয়। জীব কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, প্রেমই জীবের প্রয়োজন, প্রেমবলে কৃষ্ণ লাভ হয় এবং ভক্তিকলেই প্রেম উৎপন্ন হয়—এইরূপ জ্ঞানই শুদ্ধসম্বন্ধাতিথেয়-প্রয়োজন জ্ঞান।

স্বরূপজ্ঞান না থাকিলে হরিভজন হয় না। ‘হে কৃষ্ণ, আমি তোমার’—এই কথা একবার বলিয়া যে শরণগ্রহণ করে, তাহাকে কৃষ্ণ উদ্ধার করেন। শ্রীনামের এত কৃপা! শ্রীনামের ছায় শ্রীধামও বড় করুণাময়। শ্রীনাম আশ্রয় করিয়া ভজন করিলে ভজনে শীঘ্র উন্নতি হয়। কপট বা ভণ্ডামি থাকিলে শ্রীনাম আশ্রয় দেন না। কোন প্রকার ফলকামনার নামই কপটতা। সরল হইতে হইবে—অসঙ্গ হইতে হইবে—নিরপেক্ষ হইতে হইবে। সেবাকাম ব্যতীত অল্প কামনা রহিত ব্যক্তিই নিরপেক্ষ, অসঙ্গ বা সরল। সর্বক্ষণ গুরু-বর্গের সহিত যুক্ত থাকা দরকার, নতুবা ভজন হইবে না। প্রাকৃত অভিমানই দম্ভ। দম্ভ ও কুটিলতা যদি না থাকে, তাহা হইলে সর্বক্ষণ গুরুবর্গের সহিত যুক্ত থাকা যায়। অভিনিবেশ বা শরণাগতিই কৃপার লক্ষণ। কৃপা হইলেই শ্রদ্ধা বা রুচি বাড়িবে। শ্রদ্ধা বা রুচি যদি না বাড়ে, তাহা হইলে কৃপার সহিত যোগযুক্ত হইতেছি না, বৃথিতে হইবে। নিজ হৃদয়কে পরীক্ষা করিয়া বেশ বুঝিতেছি যে, কৃপা ত’ পাই নাই। এখন উপায় কি? কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরুনিত্যানন্দকে জানাই এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায়। যাহার কেহ নাই, তাহার নিত্যানন্দ প্রভু আছেন। তিনি দীনের বন্ধু—কাজালের একমাত্র আশ্রয়। যদি কাজাল হওয়া যায়, তবেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ডাকা যায়, নতুবা অল্প প্রার্থনা আসিয়া বাধা দেয়। শ্রীধাম, শ্রীভাগবত, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীবৈষ্ণব—এই সকল তদীয় বস্তুর আশ্রয় করিতে হইবে। ইহাদের কৃপার আভাসেই মঙ্গল হইবে, যদি কুটিলতা না থাকে। এত কথা শুনিয়াও আমরা অকপটে কৃপা চাহিতে পারি না কেন বা আমাদের ভজনে উন্নতি হয় না কেন? ভজনে অগ্রসর হওয়া বা কৃপা চাওয়া চেতনের স্বভাব বা ধর্ম। যেখানে উহা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, সেখানে হয় মোহ, না হয় কোটিল্য আছে। শ্রীনামের কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিরন্তর হরিনাম করিলে শ্রীনামের কৃপায় সকল অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। অনিত্য বস্তুর চিন্তা দ্বারা মোহ আসে। সংসঙ্গ ও সংচিন্তা দ্বারা ইহা হইতে নিষ্কৃতি হয়। সাধুসঙ্গ দ্বারা মঙ্গল হয়

সত্য, কিন্তু সাধু চিনিব কি করিয়া? শ্রীগুরুদেব কি কৃপা করিয়া সাধু চিনাইয়া দিবেন? সাধুগুরুর কৃপাতেই সাধু চিনা যায়। শরণাগত না হইলে সাধুকে চেনা যায় না। সাধুর চরণে শরণাগত ব্যক্তিই সাধুকে চিনিতে পারেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—শ্রীগুরুদেব ত' নিজেই সাধু—ভক্ত শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে যদি বঞ্চনা না করি, তবে তিনি বঞ্চনা করিবেন না। আমি যদি অকপটে সেবা করিতে চাই, তবে সেবা পাইবই। কৃষ্ণকে দিতে পারেন বলিয়াই ত' তিনি গুরু। আমার যদি শরণাগতি থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দিবেন। নিজকে দীন বলিয়া উপলব্ধি হইলে কৃপা পাওয়া যাইবে। শ্রীগুরুদেব ত' কৃষ্ণকে দিবার জগুই—কৃপা করিবার জগুই প্রস্তুত, কৃপা করাই ত' তাঁহার স্বভাব।

জীবের দ্বিতীয় অনর্থ অসতৃষ্ণা। অসতৃষ্ণা বহুবিধ। ভগবানের সেবা ব্যতীত যা কিছু বাঞ্ছা সবই অসতৃষ্ণা। অসতৃষ্ণা থাকিলে কোনক্রমেই ভজন শুদ্ধ হয় না। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা সবই অসতৃষ্ণা।

ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।

সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

অজ্ঞানতমের নাম कहিয়ে কৈতব।

ধর্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব ॥

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্বান ॥

সামান্য প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগলালসার বশবর্তী হইয়া জীব কপট হইয়া পড়ে। সেই সমস্ত দুরাশা বা ছাই-পাশের আশা ত্যাগ না করিলে শুদ্ধভজন কি করিয়া হইবে? প্রতিষ্ঠাশা-চণ্ডালিনী যতদিন হৃদয়ে নৃত্য করিবে ততদিন পবিত্র-স্বভাবা প্রেমদেবী কিরূপে আসিবেন? অতএব বহুযত্নে ঐ দুরাশা হৃদয় হইতে দূর করা কর্তব্য। প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা স্পর্শ না করাই ভাল—ইহাই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর উপদেশ।

হৃদয়দৌর্ভল্যই জীবের তৃতীয় অনর্থ। অতৃষ্ণাবশতঃ জীব অসদ্বিষয়ে এইরূপ অভিনিবেশ হইয়া পড়ে যে, সে কোনক্রমে ভক্তিসাধক কার্যগুলিকে আদর করিতে পারে না, ইহাই তাহার হৃদয়দৌর্ভল্য। এই অনর্থের ফলে অসংসঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা, কুটীনাটী ও বহির্নুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়। হৃদয়দৌর্ভল্যজাত কুটীনাটী হইতে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি

-রূপ অপরাধ উপস্থিত হয়। নিজের জাতি, বিত্ত বা অত্যাচ্ছ অভিমানের ফলে বৈষ্ণব অধরাগ্নত, তচ্চরণামৃত ও তৎপদরঞ্জে শ্রদ্ধা হয় না। বৈষ্ণবে প্রীতির পরিবর্তে অশ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে, তাহাতে ভক্তনচেষ্টা একেবারেই বিনষ্ট হয়।

কুটীনাটী ত্যাগ না করিলে কিছুতেই সেবাসুখ পাওয়া যায় না। হৃদয়-দৌর্বল্যবশতঃ অনেক সময় ভক্তনপ্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না, অসংকার্যে বা অসংসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে, তাহাতে ভক্তন অন্তর্ভুক্ত হয়। অতএব বলবান্ সাধুর সঙ্গপ্রভাবে হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া ভক্তনে উৎসাহ প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই শুদ্ধভক্তনের সহায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।

নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্য না যায় রক্ষণে ॥

অপরাধই চতুর্থ অনর্থ। স্বরূপভ্রম হইতে অসত্বতা এবং অসত্বকার ফলে হৃদয়দৌর্বল্য জন্মে। হৃদয়দৌর্বল্যবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অপরাধে পরিণত হয়। অপরাধ জন্মিলে বহু সাধনেও ফল হয় না। সুতরাং বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ হইতে সকলেরই বিশেষ সাবধান থাকা দরকার। শাস্ত্র বলেন,—

স্বখে ভব তরিতে যাহার চিত্ত ধরে।

সেজন কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম করে ॥

বিনি কৃষ্ণনামে ভাই গতি নাহি আন।

বিনি কৃষ্ণ না ভজিলে নাহি পরিত্রাণ ॥

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।

তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রদ্ধার ॥

তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।

কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অক্ষুর ॥

অপরাধ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্তন করিলে নামের ফলে প্রেম-লাভ হয়। অত্যাভিলাষ অথ দোষপূজা ও স্বাধীন জ্ঞানধর্ম্য প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্বক অপরাধশূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলেই শুদ্ধভক্তন হয় এবং শুদ্ধভক্তনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম উদ্ভিত হয়। কৃষ্ণপ্রেম উদ্ভিত হইলেই কৃষ্ণসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্নহাপ্রভুর একান্ত নিক্ষিপন বিরক্ত পার্শদ গোস্বামিগণের অগ্রতম। যদিও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মাত্র একটীবার শ্রীল লোকনাথ প্রভুর নামমাত্র দৃষ্ট হয়, তথাপি তাঁহার নিক্ষিপনতা ও ভজন প্রবীণতার কথা শুদ্ধভক্তমাত্রেই অবগত আছেন। একান্ত-বিরক্ত শ্রীলোকনাথ প্রভু অতিশয় দৈন্তবশতঃ তাঁহার নিজ চরিত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদিগ্রন্থে বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়া থাকিবেন। এইজন্তই আমরা তাঁহার চরিত্র বা ভজন চেষ্টার বিষয়ে কোন পরিচয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই না। শ্রীভক্তিরত্নাকর এ শ্রীনরোত্তমবিলাস প্রভৃতি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের চরিত্র-প্রসঙ্গে শ্রীলোকনাথ প্রভুর নিক্ষিপন ও বিরক্ত আদর্শ চরিত্রের কথা দেখিতে পাই।

শ্রীল লোকনাথ প্রভুর পূর্বাশ্রমের বাসস্থান যশোহরের অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামে এবং তৎপূর্বের কাঁচনাপাড়ায় ছিল। ইঁহার পিতার নাম শ্রীপদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য। ইঁহার একমাত্র অল্পজ প্রপল্লভ। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীলোকনাথ প্রভু ব্রজমণ্ডলে বাস করিয়া একান্ত নিক্ষিপনভাবে ভজনে মগ্ন থাকেন। তিনি ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবনের অগ্রতম খদির বনে ভজন করিতেন। তিনি নিক্ষিপন ভজনানন্দীর আদর্শ প্রদর্শন করিয়া দৈন্তবশতঃ কাহাকেও শিষ্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। খেতুঘীর রাজকুমার, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচার্য্য-ব্রতলীলাধক্ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর ব্রজবাসকালে তাঁহার বহু দেবা অকপটে তাঁহার ক্লকসেবায় সহায়তা করিয়া শ্রীলোকনাথের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করেন। তাই শ্রীল নরোত্তমের অমুপম ঐকান্তিকতায় শ্রীলোকনাথ একমাত্র শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহার প্রথম ও শেষ শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর আদেশে খেতুরীতে গিয়া তথায় ভগবৎসেবা প্রকাশ করেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু খদিরবনে ভজন করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তথায় শ্রীলোকনাথ প্রভুর সমাধি আছে।

—শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীনন্দ

ব্রজরাজ শ্রীনন্দ বিশুদ্ধসত্ত্বময় আনন্দ-স্বরূপ তিনি অপ্ৰাকৃত বাৎসল্যরসের মূর্ত্যবিগ্রহ। শ্রীনন্দ-যশোদা উভয়েই আশ্রয়-বিগ্রহ। পরমব্রহ্ম সনাতন-পুরুষ যিনি, জগন্নাথ যিনি, সর্বকারণকারণ যিনি, সকলের একমাত্র উপাশ্রয় যিনি, ব্রহ্মাদি লোকপালগণ ঐহ্যার অনন্ত ভূত্যের ভূতা, সমস্ত বিষুতত্ত্বের মূল আকর যিনি, ঐহ্যার সমান বা উর্দ্ধ কেহ নাই, সেই স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐহ্যার নিত্য পুত্র—সেই পরব্রহ্ম ঐহ্যার গৃহের বারান্দায় হামাগুড়ি দিয়া খেলা করেন, যিনি প্রেমে মুগ্ধ হইয়া—আসক্ত হইয়া সর্বপালক-পালক শ্রীহরিকে তাঁহার পাল্য ও লাল্য জ্ঞান করেন, যিনি পরব্রহ্মকে আশীর্বাদ ও স্নেহের পাত্র মনে করেন, ঐহ্যার কৃপায় জীব ভয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়, সেই কৃষ্ণের অন্তর্ভের আশঙ্কা যিনি করেন, তিনিই আমাদের পরমোপাশ্রয় ব্রজরাজ শ্রীনন্দ।

মথুরার কিছুদূরে নন্দীশ্বর পর্বত। ঐ পর্বতের উপত্যকায় শ্রীপর্জন্তু-নামে এক গোপ বাস করিতেন। তিনি সকলগুণে শুণী ও পরম ধার্মিক ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম—দেবনীচ। পর্জন্তু গোপের মাতা জ্ঞাতিতে বৈশ্য ছিলেন। এই জন্ত যত্ববংশে উদ্ভূত হইয়াও পর্জন্তু গোপ বৈশ্যজাতির অন্তর্গত হইয়াছিলেন। নন্দীশ্বরে ‘কেশী’ নামে দৈত্য বড় উৎপাত আরম্ভ করায় দৈত্যের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া পর্জন্তু গোপ দেশ ত্যাগ করেন এবং পত্নী বরীয়সীর সহিত মহাবনের অন্তর্গত গোকূলে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার। শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিয়া পাঁচটি পুত্র লাভ করেন। পর্জন্তু গোপ পরলোকে গমন করিলে তাঁহার মধ্যম পুত্র ‘নন্দ’ গোকূলের রাজা হন।

পর্জন্তু গোপের ‘শূর’ নামে এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। শূরের মাতা ক্ষত্রিয়া ছিলেন। শূরের ‘বসুদেব’ নামে এক পুত্র হইল। শ্রীবসুদেব মথুরাতেই বাস করিতেন। শ্রীবসুদেব ও শ্রীনন্দের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। শ্রীবসুদেব ও শ্রীনন্দ পরস্পর মিত্র হইলেও শ্রীবসুদেব অপেক্ষা শ্রীনন্দে আনন্দ বা ঐশ্বর্যাশিখিল শুদ্ধ প্রীতি অধিকতর প্রকাশিত। বিশুদ্ধসত্ত্ব যখন আনন্দময়-রূপে প্রকাশিত হয়, তখনই দেখানে সেই আনন্দের আনন্দস্বরূপ শ্রীনন্দ-নন্দন আবিভূত হ’ন। শ্রীযশোমতীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবিভূত হ’ন নাই

বলিয়া তাঁহাকে শ্রীনন্দ-নন্দন বলা হইবে না, এক্রূপ নহে। তিনি নিত্য-নন্দ-নন্দন। হিরণ্যকশিপুর স্তম্ভ হইতে শ্রীনৃসিংদেব আবিভূত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীনরহরিকে স্তম্ভপুত্র বলা যায় না। ব্রহ্মার নাসিকা হইতে বরাহদেব আবিভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মাকে বরাহ-বিষ্ণুর পিতা বলা হয় না; স্তুরাং ভগবান্ কাহারও গর্ভে প্রবেশ করিলেই যে তাঁহাতে মাতৃত্বের আরোপ হইবে, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ যশোমতীর নিত্যপুত্র। তবে শ্রীনন্দ-নন্দের সম্বন্ধে শ্রীব্রজরাজের পারকীয় পিতৃত্ব।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ষাকারণকারণ—সকলের পিতা হইয়াও শ্রীনন্দের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছেন যে, তিনি সর্ষাকারণকারণ হইলেও প্রেমিক ভক্তই তাঁহার প্রকাশের কারণ। ভক্ত প্রকাশনা করিলে কৃষ্ণ প্রকাশিত হন না। এই জ্ঞান নন্দের পূজা—ভক্তের পূজা আগে।

শাস্ত্র পাঠে জানা যায়,—শ্রীনন্দ দ্রোণ-বসুর অবতার। বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ভার্য্যা ধরার সহিত ব্রহ্মার বরে জগতে আবিভূত হইয়াছিলেন। দ্রোণ ও ধরা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন যে ভক্তিদ্বারা জগতে অনায়াসে দুর্গতি হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, ভগবান্ শ্রীহরিতে তাহাদের যেন সেইপ্রকার ভক্তি হয়। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া এই বর অনুমোদন করিলে দ্রোণ 'নন্দ'-নামে খ্যাত এবং ধরা 'যশোদা'-নামে খ্যাত হইয়া ব্রজে আবিভূত হন। এই কথা শুনিয়া যেন শ্রীনন্দ-যশোদাকে কেহ স্বর্গবাসী ব্যক্তিমাত্র মনে না করেন। ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃহত্তাগবতানুতে বলিয়াছেন,—

“ইহা প্রসিদ্ধ যে, বৈকুণ্ঠবাসিগণ গোলোক-বাসিগণের অবতার, আবার স্বর্গস্থ দেবতাগণ বৈকুণ্ঠবাসিগণের প্রতিক্রূপ। স্বর্গবাসিগণকে বৈকুণ্ঠবাসিগণের ছায় অবতার না বলিয়া ‘প্রতিক্রূপ’ বলিবার কারণ এই যে, বৈকুণ্ঠ মায়া অস্তর্গত নহে, কিন্তু স্বর্গ প্রপঞ্চের অন্তর্গত; তাহাতে মায়ািকভাব বিद्यমান; স্বর্গস্থ দেবতাগণ বৈকুণ্ঠের অধিবাসিগণের প্রতিবিম্বরূপ, অর্থাৎ বাস্তব অবতার নহেন, হেয়তা-মিশ্রিত প্রতিচ্ছবিবিশেষ। যেক্রূপ লীলাময় বিষ্ণুর প্রীতির জন্ত ধরাতলে বারংবার দেবতাগণের অবতার হইয়া থাকে, সেইক্রূপ গোলোকে বর্তমান নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দের অবতার বৈকুণ্ঠে নন্দ-নামক নিত্যপার্ষদ; তাঁহারই প্রতিক্রূপ দেবসমাজে দ্রোণ-নামক বসু। কদাচিৎ সেই গোলোকস্থ

শ্রীনন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীবলরাম, বৈকুণ্ঠে শৈব-নামক নিত্যপার্ষদ, দেবসমাজে সপ্তপাতালবন্তী ধরণীধর, পৃথিবীতে সেই মূল বলরাম কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীদামা, তাঁহারই অবতাররূপে বৈকুণ্ঠে নিত্যসিদ্ধপার্ষদ গরুড় ও দেবসমাজে বিনতা-নন্দন, পৃথিবীতে কদাচিৎ সেই শ্রীদামা অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীবসুদেব-দেবকী, বৈকুণ্ঠে সুতপা-পুশ্ণি, দেবসমাজে কণ্ঠপ-অদিতি, সেই শ্রীবসুদেব-দেবকী কদাচিৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণের অবতার-সমূহ যেরূপ অবতারীর সহিত অভিন্ন, সেইরূপ কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দের অবতারসমূহও অবতারী শ্রীনন্দের সহিত অভিন্ন; কারণ অংশ হইতে অংশী অভিন্ন। শ্রীনন্দের অবতারও কাল-অনুসারে কার্য্য-অনুসারে, স্থান-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণেরই হ্রায় কখনও অংশরূপে, কখনও বা অংশীকূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; যেমন শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের আদিতে অংশরূপে বরাহ-মূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আবার দ্বাপরের শেষভাগে নিজপ্রেমভক্তি-বিস্তারের জন্ত—সুখক্ৰীড়াবিশেষের জন্ত শ্রীমথুরায় পূর্ণরূপে উদ্ভিত হইয়াছেন; শ্রীনন্দের সখদ্বন্দ্বও সেইরূপ জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পারকীয় পিতৃভ্রাতৃভিমাণে প্রতিষ্ঠিত গোলোকস্থ শ্রীনন্দ যখন পরমপ্রেমময় লীলাবিশেষের বলে আকৃষ্ট হইয়া নিজ-নাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন স্থানে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের নিজ নিজ অবতারবর্গের সহিত ব্রহ্মার প্রদত্ত বরাদিকে ছল করিয়া—অংশ অবতারবর্গকে ক্রোড়ীভূত করিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই সময়ে নন্দের অবতারগণও তাঁহাতে অবস্থান করেন। এই জন্তই মুনিগণ বলিয়াছেন,—দ্রোণই নন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মার বরে নন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, নন্দের মহিমা অপেক্ষা ব্রহ্মার মহিমা অধিক। ব্রহ্মা গোকুলবাসী শ্রীনন্দাদির প্রেম-মহিমায় মুগ্ধ হইয়া একদিন তাঁহাদের পদরজে অভিষিক্ত হইবার জন্ত গোকুলে যে কোন জন্মলাভের জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এমন কি গোকুলে শান্তরসের রসিক তৃণ-শুল্কাদি হ্রায় যে কোন জন্ম ব্রহ্মার কামা ছিল; কিন্তু গোপরাজ শ্রীনন্দ গোকুলচন্দ্রে নিজে বাৎসল্যরসের নিত্য প্রেমাস্পদরূপে নিত্যকাল ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। কাজেই যাহা ব্রহ্মার পরমদুর্লভ, তাহা কখনও ব্রহ্মার বরে পাওয়ার সম্ভাবন

নাই। এইজন্ত ব্রজরাজদম্পতি-অংশে দ্রোণ ধরাতে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, পরে অংশ অংশীতে প্রতিষ্ট হইয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজার দর্প চূর্ণ করিলেন, তখন ব্রজা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে নন্দপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের প্রেমসৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ-ব্রজৌকসাম্।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রজ সনাতনম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অহো ! নন্দপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি মহাভাগ্য ! কি মহাভাগ্য !! যাহারা পরমানন্দপূর্ণ সনাতনকে তাহাদের নিজস্ব বান্ধবরূপে পাইয়াছেন।

শ্রীনন্দের কৃষ্ণসেবার মধ্যে কর্তব্যবুদ্ধির কোন বিচার নাই। সেখানে আছে কেবল হৃদয়ের স্বাভাবিক টান। একমাত্র স্বাভাবিক প্রেমবশতঃই শ্রীনন্দ নিজ নিত্য-পুত্রের সেবা করিয়া থাকেন। সর্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখ লইয়াই নন্দ ব্যস্ত। কৃষ্ণ কেবল চাহিতেছেন, আর নন্দ কেবল যোগাইতেছেন। চাওয়ার ধর্ম—সেবার ধর্ম নয়; সর্বস্ব দেওয়ার ধর্মই সেবার ধর্ম। যেখানে চাওয়া, সেখানে নিজের ভোগ, আর যেখানে সব দেওয়া, সেইখানেই সেবা—সেখানেই প্রেম।

এই নন্দের কৃপাই কৃষ্ণের কৃপালাভের একমাত্র উপায়। নিজেরা নন্দ সাজিলে নন্দনন্দনের সেবা হয় না। নন্দের অনুগত হইলেই নন্দনন্দনের সেবা সৌভাগ্য পাওয়া যায়। এইজন্ত দুর্গমসঙ্গমনীতে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, আমরা নন্দেরই উপাসনা করিব—নন্দেরই নিত্য মহিমা কীর্তন করিব। নিজেরা নন্দ হইবার কল্পনা-মাত্র করিলেও অহং-গ্রহোপাসনার চিন্তাপ্রোতে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের আনন্দের ভূমিকাস্বরূপ যে চেতনমত্তা, তাহার বিলোপসাধনরূপ চরম দণ্ড লাভ হইবে।

কৃষ্ণ শ্রীনন্দের প্রেমবাধ্য। এই কৃষ্ণ-সেবায় ঐশ্বর্যের লেশমাত্রও নাই। ঐশ্বর্যজ্ঞানে যে শিথিল প্রেম উদ্ভিত হয়, তাহাতে কৃষ্ণের প্রীতি নাই। যে ভক্ত আপনাকে হীন জানিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহার প্রেম ঐশ্বর্যগত। শ্রীকৃষ্ণ কখনও সেই প্রেমের অধীন হন না। কৃষ্ণ আমার পুত্র—এইরূপ বাৎসল্য, কৃষ্ণ আমার সখা—এইরূপ সখ্য, কৃষ্ণ আমার প্রাণপতি—এইরূপ মধুরভাবে যাহারা শ্রীকৃষ্ণে গুহ্যভক্তি করেন, রসভেদে শ্রীকৃষ্ণকে হীন বা সম মনে করেন, সেইভাবে ভগবান্ তাহাদের অধীন হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত ।
 ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
 আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন ।
 তা'র প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
 মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি ।
 এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥
 আপনারে বড় মানেন, আমারে সম-হীন ।
 সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
 মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন ॥
 অতি হীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন ॥
 সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্বন্ধে আরোহণ ।
 তুমি কোন্ বড়লোক—তুমি আমি সম ॥
 প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন ।
 বেদস্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন ॥

শ্রীযশোমতী শ্রীকৃষ্ণকে স্তনপান করান, শ্রীনন্দ যষ্টি লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে
 শাসন করিতে যান—শ্রীনন্দযশোদার এত মহিমা ! পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের
 কোলের শিশু, প্রাণের ধন । শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তাঁহারা আর কিছুই জানেন না ।
 এই শ্রীনন্দ মহারাজের কুপাই আমাদের একমাত্র সঞ্চল হউক । তাই
 প্রার্থনা করিতেছি,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্ত্রে ভজন্ত ভবভীতাঃ ।

অহমিহ নন্দং বন্দে যস্তালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

—শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী

সমিতি-সমাচার

শ্রীল প্রভুপাদের চতুস্ত্রিংশ-বার্ষিক

বিরহ-মহোৎসব

বিগত ৩০শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৬।১২।১০) কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে শ্রীগৌড়ীয়
 বেদান্ত সমিতির অনুগত মঠসমূহে জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী
 শ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের চতুস্ত্রিংশ-বার্ষিক বিরহ-
 মহোৎসব সারস্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে । এই পরম তিথি সমিতির সকল
 শাখামঠে আরাধিত হইলেও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত

হইয়া থাকেন। শ্রীতবাণীর সহায়তায় বিরহ-মাধুর্য্যলোলুপ ভক্তবৃন্দের কর্ণকুহরে ভব-দাবাগ্নি নির্বাপণে মহাবারিরূপ শ্মশীতল বাণী বর্ষীত হয়। সিদ্ধান্ত বাণী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির জীবন। তজ্জন্ম এই তিথি পরম বরণীয়া।

উষাকাল হইতেই সমস্ত দিন বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী হইতে কীৰ্ত্তিত বিরহব্যঞ্জক গীতি, শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী, বৈকুণ্ঠ-পথ-নির্দেশক তাঁহার অমূল্য পত্রাবলী ও ভাষণ-বক্তৃতাди এবং তদীয় অমূল্য জীবন-চরিত আলোচিত হইয়াছে। ঐ দিন মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষভাবে ভোগরাগ হইলে আহুত অনাহুত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসে সন্ধ্যায় এতদ্বন্দ্বেশে আহুত বহু বিদ্বজ্জন-সমাবৃত এক মহতী ধর্ম্ম-সভায় সমিতির সদস্যগণ ভক্তি-ধর্ম্ম সংরক্ষণে শ্রীল প্রভুপাদের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব-উৎসব

বিগত ১ই পৌষ (ইং ২৫।১২।৬০) শুক্রবার দ্বাদশ-গোপালের অষ্টম শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব-উৎসব সমিতির আকরশূল শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্তায় পালিতা হইয়াছেন। শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত গোর-লীলায় একজন বৈষ্ণব-অপরাধীর অভিনয় করিয়া বৈষ্ণব-অপরাধ যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই শিক্ষার পুনঃ প্রসারকল্পে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিবৎসরই সমিতিতে এই বরণীয়া তিথির অনুস্মরণ করা হয়।

ঐ দিবস অমূল্য সিদ্ধান্ত-খনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং অগ্র্য শাস্ত্র-গ্রন্থাদি হইতে বৈষ্ণবতা ও বৈষ্ণব-অপরাধ সম্বন্ধীয় বিবিধ আলোচনা করা হয়। শাস্ত্রে বৈষ্ণব-অপরাধীর অশেষ দুর্দশা বর্ণিত আছে। জগৎকে ঐরূপ ভয়াবহ অপরাধ হইতে সাবধান ও মুক্ত করিতে সন্ধ্যায় শ্রীমুরি-কীর্ত্তন নাট্য-মন্দিরে আয়োজিত এক ধর্ম্মসভায় সমিতির প্রচারকবৃন্দ বৈষ্ণব-তত্ত্ব, বৈষ্ণব-অপরাধ প্রভৃতি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনামুখে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-আম্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

২৬শে পৌষ, ১৩৭৭ ; ইং ১৯১৭

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈষ্কেব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রবণসজ্জা-রাধা বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপ-ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৩০শে মাঘ (ইং ১৩৭৭) শনিবার শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্বদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভা-বিন্দিত- (মাঘী কৃষ্ণ-তৃতীয়া) তিথি হইতে ৫ই গোবিন্দ, ২রা ফাল্গুন (ইং ১৩৭৭) সোমবার ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিনিষ্ঠা সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর (মাঘী কৃষ্ণ-পঞ্চমী) পর্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, মনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন । প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাক্ষর যোগদান করিলে আমরা পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইব । এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবানুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে ।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দৃষ্টব্য :—শনিবার পূর্বাঙ্কে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা । রবিবার অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব সম্বন্ধে আলোচনা । সোমবার পূর্বাঙ্কে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ও অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা বরাহ্মা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অল্প ধর্ম অল্পরূপে পালে যেই জন ।
 অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত্ত ॥ হরি-কথায় রক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২২শ বর্ষ { কীরোদশায়ী, ৩ গোবিন্দ, ৪৮৪ গোরাঙ্গ
 শনিবার, ৩০ মাঘ, ১৩৭৭ ; ইং ১৩২।১৯৭১ } ১২শ সংখ্যা

সান্নাৎ

শ্রী ব্রজবিলাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোঙ্গামি-বিরচিতম্]

পূর্ণঃ প্রেমরসৈঃ সদা মুররিপোর্দাসঃ সখা চ প্রিয়ং
 স্বপ্রাণাৰ্কুদতোহপি তৎপদযুগং হিত্তেহ মাসান্ দশ ।
 প্রীত্যা যো নিবসংস্তদীয় কথয়া গোষ্ঠং মুহুর্জিবয়
 ত্যাতাতং কিল পশ্য কৃষ্ণমিতি তং মুদু। বহাম্যুদ্ববং ॥৯৯॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসে পূর্ণ এবং কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণমিত্র যে উদ্ধব স্বীয় প্রাণ-
 সমূহ হইতেও প্রিয়তম কৃষ্ণপাদযুগল ত্যাগপূর্বক বৃন্দাবনে বাস করিয়া
 “শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে আগত প্রায়, তোমারা দর্শন কর” এইরূপ আশ্বাস
 বাক্যে ব্রজবাসিগণকে দশমাস কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই জীবিত
 রাখিয়াছিলেন, সেই শ্রীউদ্ধকে আমি শিরোধারণপূর্বক বন্দনা করি ॥৯৯॥

মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণনিকর গুল্মাদিষু পরং
সদা কাঙ্ক্ষন্ জন্মাপিত বিবিধকৰ্ম্মাপ্যহুদিনং ।
ক্রমাদেয তত্রৈব ব্রজভূবি বসন্তি প্রিয়জন।
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরমবিনয়াৎ পুণ্যখচিতাঃ ॥১০০॥

শ্রীকৃষ্ণ ষাঁহার প্রতি বিবিধ ভগৎ সৃষ্টির ভার অর্পণ করিয়াছেন সেই ব্রহ্মা সৃষ্ট্যা দিতে ব্যগ্র হইয়াও সে বৃন্দাবনে তৃণনিকর গুল্মাদিতে অর্থাৎ ক্ষুদ্র বৃক্ষাদিতেও দীর্ঘকাল জন্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন সেই বৃন্দাবনে জন্মলাভ করত ষাঁহারা বাস করিতেছেন আমি পরম বিনয়পূর্বক প্রতিদিন ক্রমশঃ তাহাদিগকে বন্দনা করি ॥১০০॥

পুরা প্রেমোদ্রেকৈঃ প্রতিপদ নবানন্দ মধুরৈঃ
কৃত শ্রীগান্ধর্ব্বাচ্যত চবণর্য্যার্চন বলাৎ ।
নিকামং স্বামিন্যাঃ প্রিয়তরসরস্তীরভুবনে
বসান্ত স্মৃতা যে ত ইহ মম জীবাতব ইমে ॥১০১॥

অতি পূর্বে প্রতিক্ষণ নূতনানন্দে স্নমধুর প্রেমোদ্রেক দ্বারা শ্রীরাধা-গোবিন্দের চরণার্চন প্রভাবে ষাঁহারা নিজেস্বরী শ্রীরাধীকার সরোবরের তীর-ভুবনে অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে প্রেমামৃতপানে পুষ্ট হইয়া বাস করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকুণ্ডবাসি মহাত্মাগণ আমার জীবনের উপায় স্বরূপ হউন ॥১০১॥

যৎকিঞ্চিৎ গুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরং ।
শাস্ত্রেণৈব মুহুমূর্ছঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্যেয়া
ব্রহ্মাদেৱপি সম্পূহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে ॥১০২॥

“মুদা যত্র ব্রহ্মা” ইত্যাদি পণ্ডে ব্রহ্ম তৃণ গুল্মাদির স্তব করা হইলে মনে কোন এক শঙ্কা করিয়া পুনর্ব্বার স্তব করিতেছেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি উদ্ধবাদি পর্য্যন্ত সকলেরই প্রার্থনায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে “বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষীধীনাং” ইত্যাদি বহুবাক্য দ্বারা ষাঁহাদিগকে সম্পূষ্টরূপে বারম্বার প্রতিপাদিত করিয়াছেন এবং ষাঁহারা কৃষ্ণলীলার অনুকূলস্বরূপ, কৃষ্ণপ্রিয় ও সর্ব্বানন্দময় সেই যৎকিঞ্চিৎ তৃণ গুল্ম কীট পতঙ্গ প্রভৃতি গোষ্ঠস্থ সমস্ত বস্তুকে আমি সম্পূহে বন্দনা করি ॥১০২॥

ভ্রমণ কচ্ছে কচ্ছে ক্ষিতিধরপতের্বক্রিম গঠৈ
 ধপনুাধে কৃষ্ণোত্যানবরতমুন্মত্তদহং ।
 পতন্ কাপি কাপ্যুচ্ছলিতনয়নদ্বন্দ্ব সলিলৈঃ
 কদা কেলিস্থানং সকলমপি সিঞ্চামি বিকলঃ ॥১০৩॥

আমি নিরন্তর, হে রাধে ! হে কৃষ্ণ ! এই বলিয়া উন্মত্তের ত্রায় প্রলাপ-
 পূর্বক গোবর্দ্ধনের নিকট ভ্রমণ করিতে করিতে এবং কোন কোন স্থানে
 প্রেম বিবশতা হেতু স্থলিত হইতে হইতে কবে আমি ব্যাকুল চিত্তে
 উচ্ছলিত নয়নদ্বয়ের সলিল দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ক্রীড়া স্থান সকলকে সেচন
 করিব ॥১০৩॥

ন ব্রহ্মা ন চ নারদো নহি হরো ন প্রেমভক্তোত্তমাঃ
 সম্যগ্ জ্ঞাতুমিহাঞ্জসাইতি তথা যস্তোচ্ছলন্মাধুরীং ।
 কিস্ত্বেকো বলদেব এব পরিতঃ স্বাধ্বং স্বমাত্রা স্মৃটং
 প্রেমাপ্যুক্তত এষ বেত্তি নিতরাং কিং স ব্রজো বর্ণ্যতে ॥১০৪॥

ব্রহ্মা, নারদ, মহাদেব এবং উত্তম প্রেমভক্ত সকল যাহারা উচ্ছলিত
 মাধুরী শীঘ্র উত্তমরূপে জানিতে পারেন না, কিন্তু একমাত্র বলদেব এবং
 তন্মাতা রোহিণীদেবী ও প্রেম বশতঃ উদ্ধর নিশ্চয় জানেন, আমি সেই
 বৃন্দাবনের কিরূপে বর্ণনা করিব ॥১০৪॥

অন্যত্র ক্ষণমাত্রমচ্যুতপুরে প্রেমামৃতাত্ত্বোনিধি
 স্নাতোহপ্যচ্যুতসজ্জনৈরপি সমং নাহং বসামি ক্বচিৎ ।
 কিস্ত্বত্র ব্রজবাসিনামপি সমং যেনাপি কেনাপ্যলং
 সংলাপৈর্মম নির্ভরঃ প্রতি মুহূর্বাসোহস্তু নিত্যং মম ॥১০৫॥

আমি প্রেম সমুদ্রে স্নাত হইলেও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অত্র
 কোন ভগবদ্ধামে ভগবজ্জনের সঙ্গেও ক্ষণমাত্র বাস করিব না কিন্তু ব্রজ-
 বাসিগণের মধ্যে যে কোন প্রেম শূন্য ব্যক্তির সহিত যদি বৃথালপ করিতে
 হয় তাহা করিয়াও আমার প্রতিক্ষণ অত্যাশক্তিপূর্বক নিতাই ব্রজে বাস
 হউক ॥১০৫॥

রাগেণ রূপমঞ্জর্য্যারক্তীকৃত মুরদ্বিষঃ ।
 গুণারাধিত রাধায়াঃ পাদযুগ্মেরতিমর্ম ॥১০৬॥

রূপমঞ্জরী অনুরাগবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে ষাঁহার অনুরক্ত করিয়া দিয়াছেন সেই বৈদম্ব্যাদি গুণ সকলের দ্বারা আরাধিতা শ্রীরাধিকার পাদযুগলে আমার রতি হউক ॥১০৬॥

ইদং নিয়তমাদরাধু জবিলাস নাম স্তবং
সদা ব্রজজনোল্লসন্মধুর মাধুরী বন্ধুরং ।
মুহঃ কুতুকসম্ভূতাঃ পরিপঠন্তি যে বন্ধু তৎ
সমং পরিকরৈর্দৃঢ়ং মিথুনমত্র পশ্যন্তি তে ॥১০৭॥

॥ ইতি শ্রীব্রজবিলাসস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

ব্রজজনের প্রকাশমান মাধুরী দ্বারা অতি সুন্দর এই ব্রজবিলাস নামক স্তব ষাঁহার আনন্দিত হইয়া নিম্নত সাদরে পাঠ করেন তাঁহার পরিকর-গণের সহিত মনোজ্ঞমুত্তি মিথুন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে এই বৃন্দাবনে দর্শন করেন ॥১০৭॥

॥ ইতি শ্রীব্রজবিলাস-স্তব সমাপ্ত ॥

শোক-শাতন

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা,

ইং ২৯শে মে, ১৯২৭

স্নেহবিগ্রহেষু—

আমি আজ প্রাতে পুরী হইতে শ্রীমান্ পরমানন্দের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আসিয়াছি। ষ্টেশনে আসিয়াই গুনিলাম, ভগবানের ইচ্ছায় ‘তোতা’ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ‘তোতাকে’ আপনার পুত্র জ্ঞান ছিল ; সে একজন কৃষ্ণদাস। বৈষ্ণবের গৃহে আসিয়াছিল বৈষ্ণবের পিতা-মাতাস্বত্রে আপনারা তাঁহার সেবা করিয়াছেন, তাঁহার যতটুকু সেবা গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা ছিল, তাহা পাইয়াই সে চলিয়া গিয়াছে।

‘তোতা’ শরীরটী আপনাদের নিকট হইতে পাঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সে জীবাত্মা বৈষ্ণব। তাঁহার নিত্যকার্য্য ভগবৎসেবা। বৈষ্ণব নিজ নিজ কর্ত্ত্বক্ষেত্রে প্রপঞ্চে আগমন করেন এবং কর্ত্ত্বনির্দিষ্টকাল ভূতাকাশে অবস্থান করে। পরে তাঁহার যোগ্যতা অনুসারে বলদেব তাঁহাকে যেখানে পাঠান সেইখানে চলিয়া যান। সেই বলদেবের অভ্যস্তরে মহালক্ষ্মীর অবস্থান, মহালক্ষ্মীর অভ্যস্তরে ভগবান্—সুতরাং ‘তোতা’ তাঁহার উপাস্ত্র বস্তুর সেবা করিবার উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছে। সে যখন সন্ধিনীবিগ্রহ নিত্যানন্দ প্রভু হইতে জাত জীবাত্মা বৈষ্ণব, তখন আপনি বিষ্ণুকে পুত্ররূপে স্থাপন করিতে শিখিলে আপনার আর অভাব বোধ হইবেন না। ‘তোতার’ অন্তর্য্যামিস্ত্রে ভগবান্ অবস্থান করিয়াছেন, আপনি সেই ভগবানের সেবা করিয়াছেন, এখনও বলদেবের সেবা করুন। ভূতাকাশের জড়পিণ্ড পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। ‘তোতা’র জীবাত্মা শক্তি-শক্তিমানের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। আপনার ভোগ্যপুত্র তাহার ভোগ্য-পিতার সঙ্গ-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সে ভগবদ্ ভোগ্যবস্তুর সুতরাং ভগবানের ভোগ্যরূপে বৈষ্ণব-স্বত্রেই তাঁহার কার্য্য। আমার ছায়া আপনি মায়াবন্ধনে আবদ্ধ নহেন জানিয়াই ভগবান্ তাঁহার অসীমকৃপাবল প্রদান করিয়া আপাকে শোকাভিভূত করিবেন না, ইহাই আমার ধারণা। শ্রীবাসের পুত্রের কথা শ্রবণ করিবেন। ‘শোক-শাতন’ এবং ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ পাঠ করিবেন। মহাপ্রভু যে-সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেইকালে বৃদ্ধ জননীকে, পত্নী-বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে এবং নবদ্বীপবাসী জনগণকে বলিয়াছিলেন যে, আমি মনুষ্য মাত্র, তোমাদের সহিত বিভিন্ন সঙ্ঘক্ষে অবস্থিত। আমি চলিয়া গেলে তোমরা আমার স্থলে কৃষ্ণের সহিত সেই সকল সঙ্ঘক্ষে স্থাপন করিয়া আমাকে স্বতন্ত্রভাবে হরিসেবা করিবার অবসর দিবে। আপনিও ‘তোতা’র অভাবে ভগবৎসেবায় অধিক সময় পাইবেন। ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্ত। আমি মায়াবদ্ধজীব, অধিক আর কি বুঝাইব।

নিত্যাশীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(অপরাধ)

১। অজ্ঞাতসারে অসংসঙ্গ করা কি অপরাধ নহে ?

“আপনারা না জানিয়াও অসাধুসঙ্গ করিলে ভক্তির নিকট অপরাধী হইতেছেন।”
—‘বৈষ্ণব-নিন্দা’, সঃ তোঃ ৫।৫

২। অপরাধের সর্বাধিক গুরুত্ব কেন ?

“বৈষ্ণব-জীবের অনাদর করিলে অপরাধ হয়। পাপসমূহ সামান্য প্রায়শ্চিত্তেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। পাপ—ফুল ও লিঙ্গশরীরনিষ্ঠ। আর অপরাধ—জীবের আত্মনিষ্ঠ পতন-বিশেষ। অতএব যাহারা ভগবদ্ভজন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অপরাধ হইতে বিশেষ আশঙ্কা থাকা আবশ্যক।”
—‘বৈষ্ণব-নিন্দা’, সঃ তোঃ ৫।২

৩। অপরাধ কাহাকে বলে ?

“সাধু ও ঈশ্বরের প্রতি (পাপ, পাতক, মহাপাতকাদি) কৃত হইলে তাহাদিগকে ‘অপরাধ’ বলে। অপরাধ সর্বাপেক্ষা কঠিন ও বর্জনীয়।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

৪। অপরাধ থাকিতে কি কৃষ্ণপ্রেম হয় ?

“বহু জন্ম কৃষ্ণ ভক্তি ‘প্রেম’ নাহি হয়।

অপরাধ-পুঞ্জ তার আছয়ে নিশ্চয় ॥

অপরাধ-শূন্য হয়ে লয় কৃষ্ণ নাম।

তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম ॥” —নঃ মাঃ ১ম অঃ

৫। ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী কাহারো ?

“ঈর্ষা, দ্বেষ, দন্ত অথবা প্রতিষ্ঠাদি ভক্তিবাধক প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে-সকল লোক পরের কথা আলোচনা করেন, তাঁহারা ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী।”
—‘প্রজ্ঞান’ সঃ তোঃ ১০।১০

৬। মধ্যমাদিকারীর কিরূপে বৈষ্ণবাপরাধ হয় ?

“মধ্যম-বৈষ্ণব হইলেই শুদ্ধবৈষ্ণবের গণনা। তিনিই বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারে অপরাধী ; কেন না, শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবাই তাঁহার প্রয়োজন। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার পরিত্যাগ করিলে মধ্যম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাপরাধ হয়।”

—‘সাধুনিন্দা’, হঃ চিঃ

৭। 'বৈষ্ণবাপরাধ' অপেক্ষা অধিক অপরাধ আছে কি ?

“বৈষ্ণব-অবমাননা অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না।” —‘সমালোচনা’, স: তো: ২৬

৮। বৈষ্ণবে জ্ঞাতিবুদ্ধিকারিগণের পরীক্ষা কোথায় ?

“যিনি জ্ঞাতিবুদ্ধি করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের অধরামৃত-সেবনে পরাজুখ হন, তিনি সমবুদ্ধিরহিত কপট ব্যক্তি; তাঁহাকে ‘বৈষ্ণব’ মধ্যে গণনা করা যায় না। যে-সকল লোক জাত্যভিমান করে, মহোৎসবের অধরামৃতই তাহাদের পরীক্ষার স্থল।” —প্র: প্র: ৭ম প্র:

৯। বৈষ্ণবে জ্ঞাতিবুদ্ধি করা অনুচিত কেন ?

“যদি আত্মবঞ্চনাকে ভয় করেন, তবে বৈষ্ণবে জ্ঞাতিবুদ্ধি করিবেন না।”

—‘বৈষ্ণবে জ্ঞাতিবুদ্ধি’, স: তো: ৯৯

১০। কোন্ কোন্ দোষ ধরিয়া নিন্দা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দা হয় ?

“যিনি বৈষ্ণবের জ্ঞাতিদোষ, কাঁদাচিংক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ, নষ্ট-প্রায়-দোষ ও শরণাগতির পূর্বাচরিত দোষ ধরিয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণব-নিন্দক; তাহার কখনও নামে রুচি হইবে না। যিনি শুদ্ধ ভক্তির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব পূর্বোক্ত চারি প্রকার দোষ কথঞ্চিৎ তাঁহাতে লক্ষিত হইতে পারে; তাহার অল্প কোন দোষের সম্ভাবনা নাই।

—‘সাধুনিন্দা’, হ: চি:

১১। ভক্তি-লাভের সহজ উপায় কি ?

“বৈষ্ণবে জ্ঞাতিবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুর পদধূলি দেহে ভক্তি-পূর্বক মুগ্ধ করিবে।” —‘অশ্রুতকর্ম্মে নামের তুল্যজ্ঞান’, হ: চি:

১২। বিষ্ণুমন্দিরে কাহাকে প্রণাম করিলে সেবাপরাধ হয় ?

“দেব (বিষ্ণু) মন্দিরে বিষ্ণু-দেবতা ভিন্ন অল্প কাহাকেও অতিবাদন করিবেন না, কেবল স্বীয় গুরুদেবকে অবশ্য করিবেন।”

—‘সেবাপরাধ’, হ: চি

১৩। কৃষ্ণসংসারটি কিরূপ ?

কৃষ্ণসংসারটি কোনপ্রকার শাঠ্য নাই, সম্পূর্ণ সরলতা বর্ত্তমান, সেখানে অপরাধ নাই।” —জৈ: ধ: ৭ম অ:

১৪। সদৃগৃহস্থের কিরূপ ব্যক্তিকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া কর্তব্য ?

“তাদৃশ অবৈধ ভিক্ষাব্যবসায়ীদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া গৃহস্থগণ অপরাধ করিতেছেন, তদ্বারা তাহাদের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। এখন সমাজ-সংস্কারের সময় এই কুপ্রথাটি রহিত করা চাই। তাহা হইলে সদৃগৃহস্থের অবস্থা ভাল হইবে, উপযুক্ত ভিক্ষুকের দুঃখ নাশ হইবে এবং সংসারের সাধারণ উন্নতি হইবে। ‘অপাত্রে দীযতে দানং তদানং তামসং বিদুঃ’—এই ভগবাক্য অবলম্বনপূর্বক সকলেই সুপাত্রে দান করুন।”

—‘মুষ্টিভিক্ষা’, সঃ তোঃ ৬।৩

১৫। সর্বসাধারণের নিকট রস-গান শ্রবণ কীর্তন করা কি অপরাধ নহে ?

“শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গার লীলার গীত ও শ্রবণ, উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্য-ভজন। এই ভজন-লীলা সর্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। ‘আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা-তথা’—আচার্য্য-বাক্য বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রস-গান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে।”

—‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসভাস’, সঃ তোঃ ৬।২

১৬। কদাচিত্ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ছুরাচার দেখিয়া বৈষ্ণবের নিন্দা করা কি নামাপরাধ নহে ?

“বৈষ্ণব-শরীরে কর্তৃগতিকে যে-কিছু অভদ্র দেখা যায়, তাহাকে ‘অভদ্র’ মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। বৈষ্ণবের শ্রুতি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কোন বিশেষ ছুরাচার দেখিলেও তাহাকে ‘সাদু’ বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা নামাপরাধ হইবে।”

—‘কুটীনাটী’, সঃ তোঃ ৬।৭

১৭। সেবাপরাধের ভাগী কে কে ?

“সেবাপরাধগুলি শ্রীবিগ্রহসেবা-সম্বন্ধেই ঘটয়া থাকে। যাহারা শ্রীমূর্তি-সেবা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ ; যাহারা শ্রীমূর্তি স্থাপন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ যাহারা শ্রীমূর্তি দর্শন করিতে যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ এবং সকলের পক্ষে কতকগুলি অপরাধ নির্দিষ্ট আছে ; তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

—‘সেবাপরাধ’, হঃ চিঃ

১৮। বক্তৃতাটি সেবাপরাধ কি কি ?

“পাছুকা-সহিত যায় দীধর-মন্দিরে ।

যানে চড়ি’ যায় তথা স্বচ্ছন্দ-শরীরে ॥

উৎসবে না সেবে, আর প্রণতি না করে ।

উচ্ছিষ্ট অশৌচ-দেহে বন্দন আচরে ॥

এক হস্তে প্রণাম, সম্মুখে প্রদক্ষিণ ।

দেবাগ্রে প্রসরে’ পদ, হয় বীরাসীন ॥

দেবাগ্রে শয়ন, আর ভক্ষণ করয় ।

মিথ্যা কথা, উচ্চভাষা-জল্পনা-চয় ॥

নিগ্রহাশুগ্রহ, যুদ্ধ, অভক্তি, রোদন ।

ক্রুরভাষা, পরনিন্দা, কঘলাবরণ ॥

পরস্বতি, অশ্লীলতা, বায়ুবিমোক্ষণ ।

শক্তিসম্বন্ধে গোণ উপচারের যোজন ॥

দেবানিবেদিত দ্রব্য-ভক্ষণ-স্বীকার ।

কালোদিত ফলাদির অনর্পণ আর ॥

অতুভুক্ত অবশিষ্ট খাদ্য-নিবেদন ।

দেবপ্রতি পৃষ্ঠ করি’ সম্মুখে আসন ॥

দেবাগ্রে অস্ত্রের অভিবাদন, পূজন ।

গুরু-প্রতি মৌন, নিজ-স্তোত্র-আলোচন ॥

দেবতা-নিন্দন—এই দ্বাত্রিংশ প্রকার ।

সেবা-অপরাধ মহাপুরাণে প্রচার ॥”—‘সেবাপরাধ’, হ: চি:

১৯। অপরাধ কি কি ও তাহাদের লক্ষণ কি ?

“অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানত: তিন ভাগে বিভক্ত হয়—বৈষ্ণবা-
পরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ । বৈষ্ণবাপরাধ, যথা স্বান্দে,—

হস্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি ।

ক্রূধ্যতে যাতি নো হর্যং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

বৈষ্ণবের হনন করা, নিন্দা করা, ঘেঁষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের
প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব-দর্শনে হর্যযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টি
অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজন-প্রয়াসীর যেন এই অপরাধ
না হয়। সেবা-অপরাধ শ্রীমুক্তি-সেবা-সম্বন্ধেই বিচার্য্য। নামাপরাধ—
দশবিধ।

—‘বিশুদ্ধ ভজন’, স: তো: ১১।৭

২০। ভাগবত-ব্যবসায়ী পরিত্যাজ্য কেন ?

“এ ব্যবসায়ী (ভাগবত-পাঠ)-সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি রস-পিপাসু ; রসের নিকট অপরাধ করিবে না। ‘রসো বৈ সঃ’ (তৈঃ আঃ ২।৭)—এই বেদ-বাক্যে রসই কৃষ্ণ-স্বরূপ। শরীর নিকাহের জন্ত শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই তুমি অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি রসিক শ্রোতা পাও, তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দ ভাগবত শ্রবণ করাইবে।”

—জৈ ধঃ ২৮শ অঃ

২১। হরিনাম-বিক্রয়ী কি অপরাধী নহে ?

“জীবিকা-নিকাহের অত্যাশ্রয় অনেক উপায় আছে ; তাই অবলম্বন করিয়া সে-কার্য্য নিকাহ করা কর্তব্য। * * হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসার নিকাহের বৃত্তি-স্বরূপ মনে করা নিতান্ত অত্যাশ্রয় ও ভুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নামদাতা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রেমফল-লাভের সম্ভাবনা থাকে না, প্রতুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। পয়সা হরিনামের মূল্য নয়। একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য, অতএব শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত।” —‘টহল’, মঙ্গলিনী সঃ তোঃ ৮।৮

২২। ধামাপরাধিগণের চেষ্টা, পরিচয় ও পরিণাম কিরূপ ?

“কতকগুলি লোক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে এবং দীর্ঘ-বশতঃ শ্রীমায়া-পুরের উন্নতি-সাধনের নানাপ্রকার ব্যাবাত উৎপন্ন করিতেছিলেন। তাহারা সেই ধামের উন্নতি দেখিয়া সম্প্রতি হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। দুই এক-জন নিতান্ত দীর্ঘ পরবশ হইয়া এখনও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পত্রিকায় দুই এক কথা বলিতেছেন। মহাপ্রভু তাহাদিগকেও অতি শীঘ্র দমন করিবেন, সন্দেহ নাই। * * * আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহুদিন হইতে শ্রীমায়াপুরের বাথার্থ্য গোপন করিয়া কতকগুলি লোক কনক কামিনী সঞ্চয়ে যত্নবান্ ছিল। যে-মুহূর্ত্তে শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেই মুহূর্ত্তেই ঐসকল কলির চেষ্টা নানা আকারে এবং নানা কৌশলে ধামের মাহাত্ম্য গোপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পরমেশ্বর ও তাহার সত্য—অজ্ঞেয়, এই দুই বৎসরের মধ্যে কলির চেলাদিগের মুখে কালিচূণ পড়িয়াছে ; ভক্ত-জগৎ আর তাহাদিগের কথা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং নিজে নিজেই তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পরিত্যক্ত। কলির কি খেলা ! অমাবস্তাকে পূর্ণিমা

বলিয়া প্রকাশ করিয়া, তাহাতে তাহাদের ক্রিয়া আরম্ভ করিল ! কিন্তু লোকে সহসা তাহাদিগের কার্য চিন্তে পারিয়া চতুর্দিকে তাহাদিগের প্রতি হস্ত করিতেছে । এখন সৰ্ব্বলোকেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, শ্রীধাম-মায়াপুরই শ্রীনবদ্বীপের চুড়ামণি পীঠ ।”

—‘নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা’, সঃ তোঃ ৮।১

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

আৰ্ত্তি নিবেদন *

পরমারাধ্য দেব !

কত দীর্ঘ দিন ধরি, তব চরণ দর্শন লাগি,
মনে মনে করেছিলাম আশা ।

সব আশা না পুরিল, মনোরথ বিফল হইল,
আশাভঙ্গে হুঃখিত এ অধমা ॥

বুঝিয়াছি ভাল মতে, বিনা ভাগ্যে নাহি মিলে,
শ্রীগুরুর চরণ দর্শন ।

মম মন্দভাগ্য লাগি, সঙ্কোপনে সদা কাঁদি,
ধিক্ ধিক্ মোর এ'জীবন ॥

আমি ত' অধম অতি, তায়ে অতি মন্দমতি,
কৃপা না হইল মম প্রতি ।

প্রভু ! তুমিত' করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
উপেক্ষিলে কি হ'বে মোর গতি ??

যদিও অপরাধী আমি, তুমি 'ত একমাত্র গতি,
দয়া করো, না করহ বঞ্চন ।

তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, মোর ইচ্ছা পূর্ণ করু,
দিয়া তব অভয় চরণ ॥

—শ্রীমতী উমারানী

চুচুঁড়া (হুগলী) ।

* লেখিকা তাহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডি-
স্বামী শ্রীশ্রীমন্তুতিবেদান্ত বামন মহারাজের দীর্ঘ দিন দর্শন নাপাইয়া
আৰ্ত্তি নিবেদন করিয়াছেন ।

— প্রকাশক

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৪)

উৎক্রান্ত দশায় অর্থাৎ মৃত্যুর পর মুক্তি দুইপ্রকারে লাভ হয়—সত্ত্ব ও ক্রমরীতিতে। এই দ্বিবিধ মুক্তি—সত্ত্বোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি নামে কথিত।

সত্ত্বোমুক্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (২।২।১৫-২১) বর্ণিত—

স্থিরং সুখধামনমাস্থিতো যতির্যদা জিহাস্মরিমমঙ্গ লোকম্ ।
দেশে চ কালে চ মনো ন সজ্জয়েৎ প্রাণান্ নিযচ্ছেন্ননসা ত্রিতানুঃ ॥
মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েত্তমাস্মিন ।
আত্মানমাত্মজ্ঞবরুধ্য ধীরো লক্কোপশান্তিবিরমেত কৃত্যাং ॥
ন যত্র কালোহনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ কুতো হু দেবা ভগতাং য ঈশিরে ।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্ ॥
পরং পদং বৈষ্ণবমানন্তি তদ্যন্তেতি নেতীত্যতদ্বৎসিস্থক্ষবঃ ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনত্সৌহৃদা হৃদোপশুহাইপদং পদে পদে ॥
ইথাং মুনিশূপরমেদ্যবস্থিতো বিজ্ঞানদৃগ্‌বীৰ্য্য সুরক্টিভাশয়ঃ ।
স্বপাক্ষিনাগীডা গুদং ততোহখিলং স্থানেষু ষট্‌স্থলময়েজ্জিতক্রমঃ ॥
নাভ্যাং স্থিতং হৃদাধিরোপ্য তস্মাদুদানগত্যোরসি তং নয়েম্মুনিঃ ।
ততোহনুসন্ধায় ধিয়া মনস্বী স্বতালুমূলং শনকৈর্নয়েত ॥
তস্মাদ্‌ক্রবোরন্তরমুন্নয়েত নিরুদ্ধসপ্তাস্বনোহনপেক্ষঃ ।
স্থিত্বা মুহূর্ত্তাক্রমকুণ্ঠদৃষ্টির্নিভেদ্য মূর্দ্ধন্‌ বিসৃজেৎ পরং গতঃ ॥

ভক্তিমিশ্রযোগ সাধন পরায়ণ যোগিগণ নিজ হৃদয় মধ্যে শ্রীহরিকে সতত চিন্তা করিয়া স্বয়ং যখন দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন দেশকালাদি বিচার না করিয়া অর্থাৎ উত্তম দেশ পুণ্যক্ষেত্র বা উত্তম কাল উত্তরায়ণাদির প্রতি মনোযোগ না দিয়া সুখাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মনোদ্বারা প্রাণ—ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিবেন অর্থাৎ মন প্রাণকে বিলীন করিবেন। মনকে নির্মূল বুদ্ধিতে বিলীন করিবেন। বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দ্রষ্টা জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ গুদ জীব, শুদ্ধজীবকে পরব্রহ্মে যোজিত করতঃ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া কৃত্য হইতে বিরত হইবেন। এইপ্রকার প্রাপ্ত ব্রহ্মরূপে (মুক্ত পুরুষের প্রতি) দেবগণের পরমপ্রভু কাল কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। অতরাং দেবগণের যে তদুপরি প্রভাববিস্তারের সামর্থ্য নাই তাহা বলা

বাহুল্য। তাহাতে সত্ত্ব, রজস্তম গুণত্রয় নাই, জগৎকারণভূত অহঙ্কার-
তত্ত্ব, মহত্ত্ব বা প্রকৃতিও নাই। যোগিগণ আত্মব্যতিরিক্ত বস্তুমাত্রকে
পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠাখ্য বিষ্ণুধামকে পরম প্রকৃতির অতীত বলিয়া
জানেন। তাঁহারা শ্রীভগবানে ও আপনাকে অভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া
সেব্য শ্রীভগবানের শ্রীচরণ ক্ষণে ক্ষণে আলিঙ্গন করেন। তাঁহারা অনন্ত
সৌহৃদ অর্থাৎ শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভাল বাসেন না। এইরূপে
শ্রীহরিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত বুদ্ধি যতি বিষয়ে বৈরাগ্যবান হইয়া স্বরূপ সংপ্রাপ্ত
পরতত্ত্বানুভবরূপ বীৰ্য্য দ্বারা বিষয়-বাসনা সমূলে বিনাশ করেন।

যোগিগণের দেহত্যাগের রীতি—পাদমূল দ্বারা মূলাধার (গুহ ও লিঙ্গের
মধ্যবর্তী স্থান) নিপীড়ন করিয়া অশ্রান্তভাবে শ্রবণবায়ুকে যথাক্রমে নাভি,
হৃদয়, বক্ষঃস্থল তালুমূল ক্রমশঃ ও ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া যাইবে। নাভিদেশে মণি-
পূরক চক্রে অবস্থিত প্রাণবায়ুকে হৃদয়স্থ অনাহত চক্রে তথা হইতে কণ্ঠ-
দেশের অধোভাগে বিগুহ্ণচক্রে, তৎপরে তালুমূলে লইয়া যাইবে। অতঃপর
কর্ণ নেত্র নাসিকা, মুখ নিরোধপূর্বক প্রাণবায়ুকে ক্রমশঃ মধ্যস্থিত আজ্ঞা-
চক্রে স্থাপন করিতে যদি সর্বপ্রকার ভোগাকাজ্জা রহিত হন তবে ঐস্থানে
অর্দ্ধমূর্ত্ত অবস্থানপূর্বক পরমব্রহ্মগত হইয়া প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া উহা
ভেদপূর্বক দেহ ত্যাগ করেন। ইহা সত্যোমুক্তী। সত্যোমুক্তযোগী দেহত্যাগের
পর ব্রহ্মধামে (নির্বিশেষ ধাম) বা বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

যদি সত্যোমুক্তি লাভের অভিলাষ না থাকে, ব্রহ্মপদ বা সিদ্ধগণের ক্রীড়া
স্থান—অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্য বা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা
থাকে, তবে উক্ত সম্পদসকল ভোগের জন্ত প্রাণবায়ু নির্গত করিতে হইবে।

যাঁহারা ক্রমমুক্তির অভিলাষী, তাঁহারা বিবিধ ভোগসম্পন্ন হইলেও
তাঁহাদের গতি কন্মীর গতির মত নহে। কন্মীর গতি পরিচ্ছিন্না, তাঁহারা
স্বর্গাদি ভোগ করত ভোগক্ষয়ে কন্মপরতন্ত্র হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করে।
যোগের গতি তদ্রূপ নহে। বায়ুর মধ্যে যোগেশ্বরগণের লিঙ্গশরীর থাকে
তদ্বারা ত্রিলোকের ভিতরে বাহিরে গমনাগমন সম্ভব হয়। তাঁহারা
উপাসনা, অষ্টাঙ্গযোগ ও সমাধি দ্বারা এই গতি লাভ করেন।

হৃদয়ে ১০১টী নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটী অণ্ডক হইতে নিঃসৃত।
এই নারী দ্বারা উৎক্রমণে (দেহ ত্যাগ) মোক্ষ এবং অন্যান্য নাড়ী দ্বারা

সংসার গতি লাভ হয়। ঐ নাড়ী সুষুমা, উহা ব্রহ্মলোক গমনের পথস্বরূপ। ইহা কেবল দেহমধ্যে সীমাবদ্ধা নহে, দেহের বাহিরেও বিস্তৃত। যোগী আকাশপথে অত্যাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তথায় তাঁহার মলিনতা স্থলিত হয়, কিছুতেই আসক্তি থাকে না। তদুপরি শিশুমার আকার জ্যোতিঃক্ষেপে; সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রবলোক পর্য্যন্ত উহার ব্যাপ্তি। ব্রহ্মবিদগণ সেইস্থান অতিক্রম করিয়া মহর্লোকে গমন করেন। তথায় কল্লায়ু ভূগু প্রভৃতির অবস্থান। তথায় কল্লায়ু পর্য্যন্ত থাকার ইচ্ছা করিলে অনন্তদেবের মুখাগ্নি দ্বারা ত্রিলোক দগ্ধ হইলে, মহর্লোকেও উষ্ণ হওয়ায় তত্রত্য অধিবাসীগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাহা দ্বিপারাদ্বিকাল স্থায়ী। উহা সত্যলোক নামেও প্রসিদ্ধ। উক্ত সত্যলোকে শোক, জরা, মৃত্যু ও দুঃখ নাই। ঐহারা উক্ত সত্যলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের গতি তিন প্রকার—ঐহারা পুণ্যফলে তথায় গমন করেন কল্লায়ুতে পুণ্যের তার-তম্যানুসারে তাঁহারা অত্র অধিকারী হন, হিরণ্যগর্ভের উপাসনাফলে ঐহারা তথায় যান, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত যুক্ত হন। আর যাহারা শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া স্বেচ্ছায় সেইস্থান প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিষ্ণুধামে গমন করেন। ব্রহ্মাণ্ড কোটি যোজন পরিমিত। তাহাতে চতুর্দশ ভুবনের স্থিতি। পৃথিবী উহার প্রথম আবরণ। তাহা হইতে উত্তরোত্তর দশগুণ বড় জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্ত্ব এই ছয়টি আবরণ আছে। অষ্টম আবরণ প্রকৃতি, ক্রমমুক্তিভাগী ব্যক্তিগণ লিঙ্গদেহ দ্বারা পৃথিবীস্বরূপ হইয়া পরে অব্যবহিত জলরূপ ধারণ করেন। সেই শরীর ক্রমে অনল মূর্ত্তি, বায়ু মূর্ত্তি ও আকাশ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

রক্তমাংসাদি গঠিত স্থূল পঞ্চভূত দ্বারা নিম্নিত, আর সূক্ষ্ম দেহ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে নিম্নিত। স্থূলদেহত্যাগের পর ভূর্লোক ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহে উর্দ্ধ লোকে গমন হয়। অষ্টমাবরণ পর্য্যন্ত এই সূক্ষ্মদেহের স্থিতি। সত্যলোকের উর্দ্ধে অষ্টমাবরণে প্রবেশকালে ইহা অস্থির রূপ হয়। পৃথিবী আবরণে প্রবেশকালে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের পার্থিব অংশে আবেশ হয়। আমরা যেমন স্থূল শরীরভিমানী, দেবগণ তদ্রূপ সূক্ষ্ম শরীরভিমানী; পৃথিবী আবরণে প্রবিষ্ট জীব সেইরূপ পৃথিবী মূর্ত্ত্যভিমানী হয়। এইরূপে জলাবরণে প্রবেশ সময়ে জলাভিমানী জলমূর্ত্তি ধারণ হয়। সূক্ষ্মদেহাভিমান লাভের সময় স্থূলদেহাভিমান নষ্ট হয়। তদ্রূপ পৃথিব্যাতি বিশেষ সূক্ষ্মদেহা-

ভিমান উপস্থিত হবার সময় সাধারণ স্মৃদেহাভিমান বিদূরিত হয়। আবরণ-সমূহে যে স্মৃদেহাবেশ থাকে, তাহাতে দেবতুল্য প্রচুর সুখানুভব হয়। আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ শব্দস্পর্ষাদি কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ করিয়া জীব সুখী হয়। কি স্থূল কি সূক্ষ্মদেহে পরিমিত বিষয় সুখ উপভোগ করে। যদি একটি মানুষের নিখিল শক্তি চক্ষুঃ-ইন্দ্রিয়ে নিবদ্ধ থাকে তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডের সকলরূপ চক্ষুদ্বারাই তাহার উপভোগ হয়। পৃথিব্যাদি আবরণগত জীব তদ্রূপ বিপুলসুখ উপভোগ করে। ভগবৎসেবাসুখ ইহা হইতে অনন্তকোটীশুণে শ্রেষ্ঠ। ক্রমমুক্তিভাগী বিভিন্নলোকে বিভিন্ন সুখ ভোগ করিলেও তাঁহাদের সেইসকল ভোগসাধন দেহ কর্ম্মাধীন নহে। লীলাবশে সেসকল দেহ সঙ্কল্পমতি গ্রহণ ও ত্যাগ হয়।

অতঃপর যোগী স্মৃদভূত ও ইন্দ্রিয়ের লয় স্থান মনোময় ও দেহময় অহঙ্কারাবরণ প্রাপ্ত হন। তামস অহঙ্কার হইতে স্মৃদভূতের, রাজস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়ের ও সাত্ত্বিকাহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দশ দেবতা ও মনের উৎপত্তি। গমনক্রমে অহঙ্কারের সহিত মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপরে গুণাফলের লয়স্থান অষ্টমাচরণ প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া প্রাকৃত সম্বন্ধ পরিহারপূর্বক উদ্ধে গমন ঘটে। এইস্থানে স্মৃদ দেহোপাধি লয় প্রাপ্ত হয়। অবশেষে শ্রদ্ধ জীব স্বরূপে শান্ত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। এইপ্রকার গতি লাভ করিলে আর সংসারাবৃত্তি হয় না। অনন্তকাল বৈকুণ্ঠ সুখ ভোগ করেন।

অবিভাকর্তৃক আত্মার আরোপিত এই সদসদ্রূপ বাহাতে স্বসংবিৎ দ্বারা ভ্রম বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই ব্রহ্মদর্শন।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লক্ষণা জীবনুজ্জির বিষয় শ্রীভাগবত ১।৩।৩৩এ বর্ণিত—

যত্রৈবে সদসদ্রূপে প্রতিসিদ্ধে স্বসংবিদা।

অবিভায়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ ব্রহ্মদর্শনম্ ॥

বাহাতে—যে দর্শনে সদসদ্রূপ—স্থূল সূক্ষ্ম শরীর, স্বসংবিৎ-জীবাত্মার স্বরূপজ্ঞান দ্বারা নিষিদ্ধ হয় তাহাই ব্রহ্মদর্শন। স্থূলসূক্ষ্ম শরীর নিষিদ্ধ হয় কি প্রকারে? বস্তুতঃ এই শরীরদ্বয় স্বরূপভূত নহে, আত্মাতে গুপ্ত হইয়াছে এইজন্মই স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা তিরোহিত হইতে পারে। স্থূল সূক্ষ্মদেহ অবিভাকর্তৃক আত্মাতে আরোপিত হওয়ায় আমি স্থূলদেহ বা আমি সূক্ষ্মদেহ এই

ভ্রান্তি হইয়াছে। যে জ্ঞানের আবির্ভাবে এই ভ্রান্তি দূর হইবে তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। যে দর্শনে জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞানদ্বারা—একথা বলায় জীবের স্বরূপ জ্ঞানও ব্রহ্মদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মদর্শন না হইলে জীবের স্বরূপ জ্ঞান হয় না, ব্রহ্মদর্শনে তাহা বিনা প্রযত্নেই ঘটয়া থাকে। কেবল জীবস্বরূপ জ্ঞানদ্বারা সূল সূক্ষ্ম দেহাভিনিবেশ ঘুচে না পরতত্ত্ব জ্ঞান দ্বারাই তাহা বিদূরিত হয়। তাহা হইলে যে জীবের স্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা অবিচ্ছিন্নতায় মায়া-কার্য্য (দেহাদি সম্বন্ধ) মিথ্যা বলিয়া অবগত হওয়া যায় জীবদশাতেই সেই সাক্ষাৎকারকে জীবমুক্তি বলা হয়।

মায়াবদ্ধজীবের মায়াসম্বন্ধ তিরোধানই মুক্তি। তাহা দেহত্যাগের পরও হইতে পারে, দেহস্থিতিকালেও হইতে পারে। জীবদশায় এই মুক্তি লাভ করা যায় বলিয়া ইহার নাম জীবমুক্তি। জীবের স্বরূপ সাক্ষাৎকারের অভাবরূপ যে অজ্ঞান, তাহার প্রভাবেই দেহ ও দৈহিকবস্তুরে আমি—আমার ভ্রান্তি ঘটয়াছে। সূলসূক্ষ্মদেহ, জীপুত্রপরিজন, ধনসম্পদ সকলই মায়াকার্য্য। যখন স্বরূপ সাক্ষাৎ ঘটে তখন এসকল সম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া জানা যায় ও আত্মা আমি, পরমাত্মা আমার আশ্রয়—এই জ্ঞান উদ্ভিত হয়। পরমাত্ম-জ্ঞান জীবাত্মজ্ঞানের হেতুভূত। ভক্তগণের মুক্তাবস্থায়ও উভয় জ্ঞান পৃথক থাকে। সেব্যসেবকবুদ্ধি বর্তমান থাকে। জ্ঞানিগণের সাধনের উভয় স্বরূপের অভেদাত্মসম্বন্ধ। তাহা হইলেও উভয়ের ঐক্যাত্ম্য সম্ভব নহে তদাত্ম্য সম্ভব। একই বস্তুর খণ্ডিত অংশ সকল মিলিয়া এক হইতে পারে। জলবস্তুর বিভিন্ন অংশ নদীর জল মিলিয়া এক হইতে পারে, লৌহ অগ্নি দুই ভিন্ন বস্তু মিলিয়া এক হয় না। অগ্নি সংযোগে লৌহ অগ্নিধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও লৌহের স্বরূপতঃ কোন পরিবর্তন হয় না। সাগরের জল নদীর জল মিলিয়া যাওয়া ঐক্যাত্ম্য, আর লৌহের অগ্নিময় হওয়া তদাত্ম্য। জীবের ও ব্রহ্মের শক্তি ও শক্তিমাত্র ভেদ বর্তমান। সুতরাং তাহাদের তদাত্ম্য অসম্ভব, ঐক্যাত্ম্য হইতে পারে না।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

ভক্তির তাৎপর্য

পাপ ইহলোক ও পরলোক—উভয় লোকেই অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। কৰ্ম্ম-মার্গে পাপ বিনাশের জন্ত যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেখা যায়, তদ্বারা পাপ বিনষ্ট হইলেও পাপমূল অবিদ্ধা নষ্ট হয় না। এইজন্তই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও ভীষণগকে পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। কেবলমাত্র শ্রীবাসুদেবে ভক্তিযোগ-প্রভাবে পাপমূল অবিদ্ধা চিরতরে নষ্ট হইয়া থাকে। কৰ্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত ত' দূরের কথা, জ্ঞানমার্গে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও প্রারব্ধকৰ্ম্ম ভোগব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু জিহ্বাগ্রে শ্রীনামস্ফুটিমাত্রেরই কৰ্ম্মবীজও সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

কেচিং কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব পরায়ণাঃ ।

অৰং ধূম্বন্তি কাংস্মোন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ (ভাঃ ৬।১।১৫)

সূর্য্য যেক্লপ হিমরাশিকে সম্পূর্ণপে বিনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বাসুদেব-পরায়ণ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণও ভক্তিবলে সমস্ত পাপকে সমূলে উৎপাটিত করেন। যেমন আলোক-দানই সূর্য্যের মুখ্যকার্য্য এবং হিমাশি-বিনাশ আনুষঙ্গিক, তদ্রূপ ভগবৎসেবা বা প্রেমপ্রাপ্তিই ভক্তির মুখ্য সাধ্য এবং অবিদ্ধা বা পাপাদি বিনাশ আনুষঙ্গিক। সূর্য্য উদিত হইলে যেমন আর কোথাও নীহার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কেবলা ভক্তি উদিত হইলে জীবের আর পাপাদিতে প্রবৃত্তি থাকে না।

ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘূতাকুং, স্তূৰ্ণভা, সাদ্রানন্দ-বিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণ-কর্ষিণী—ভক্তির এই ছয়টি গুণ। সাধনভক্তিতে ক্লেশনাশকত্ব ও শুভপ্রদত্ব—এই দুইটি গুণ আছে। ভাব-ভক্তিতে চারিটি গুণ এবং প্রেমভক্তিতে ছয়টি গুণ আছে। যেখানে ভক্তি সেখানে ক্লেশ নাই। ভক্তি ক্লেশদা নহে, পরন্তু ক্লেশঘ্নী। ক্লেশ তিনপ্রকার—পাপ পাপবীজ ও অবিদ্ধা। অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ-ভেদে পাপ দুইপ্রকার বাহ্য অদৃশ্যরূপে চিত্তে অবস্থিত থাকে এবং যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহাই প্রারব্ধ পাপ। উহা অনাদি—আর বাহ্য আরব্ধ ফলোন্মুখ হইয়াছে, তাহাই অপ্রারব্ধ পাপ। ভক্তিই অপ্রারব্ধ এবং প্রারব্ধ—উভয়বিধ পাপই বিনষ্ট করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়া-ছেন,—“হে উদ্ধব, প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভষ্মসাৎ করে, তদ্রূপ মৎসঙ্গিনী ভক্তি নিখিল পাপকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে।” পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে,—“যাঁহাদের চিত্ত বিযুক্তভক্তিতে একান্তভাবে অমুরক্ত তাঁহা-দিগের ‘ফলোন্মুখ’ ‘বীজ’, ‘কুট’ এবং ‘অপ্রারব্ধকল’—এই পাপ-চতুষ্টয় ক্রমে

ক্রমে বিলম্বপ্রাপ্ত হয়।” ‘ফলোন্মুখ’ অর্থে প্রারন্ধ, ‘বীজ’-অর্থে বাসনময় বা প্রারন্ধত্বের উন্মুখতা-কারণ, ‘কূট’-অর্থে বীজত্বের উন্মুখতাকরণ ‘অপ্রারন্ধ-ফল’—যাহাতে কূটহাদিরূপ কার্যাবস্থা আরন্ধ হয় নাই।

পাপ করিবার বাসনা-সমূহই পাপবীজ। ভক্তিপূত হৃদয়ে সে সমস্ত বাসনা থাকিতে পারে না। জীবের স্বরূপভ্রমের নাম—অবিद्या। গুহ্যভক্তির উদয়ে ‘আমি কৃষ্ণদাস’—এই বুদ্ধি সহজে উদিত হয় বলিয়া স্বরূপ-ভ্রম-রূপ অবিद्या থাকে না। ভক্তি দূরের কথা, ভক্তির আভাসেই সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। গুরুবর্ণের বাণীতে পাঠ—“ভক্তি দ্বিবিধা—সন্ততা (সর্বদা বর্তমানা, নিষ্ঠাময়ী) ও কাদাচিৎকী (যাহা সর্বদা বর্তমান নহে, কখনও বর্তমানা, উদিত হয়)। সন্ততা বা নৈরন্তর্য্যামী ভক্তি দ্বিবিধা—আসক্তি-মাত্রযুক্তা এবং রাগময়ী। কাদাচিৎকী ভক্তি ত্রিবিধা—রাগাভাসময়ী, রাগাভাসশূন্য-স্বরূপভূতা ও আভাসরূপা। কাদাচিৎকী ভক্তির মধ্যে সর্বনিম্না আভাসরূপা ভক্তির দ্বারাই যখন সমস্ত পাপ সমূলে নষ্ট হয়, তখন সন্ততা ভক্তির অর্হণত রাগময়ী বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আসক্তিময়ী ঐকান্তিক ভক্তির ত’ কথাই নাই। হিমরাশিকে বিনাশ করিতে হইলে যেক্রপ হিমের সহিত সূর্য্যাকিরণের সংস্পর্শের আবশ্যক হয় না, সূর্য্যরশ্মির দ্বয় আভাস সম্মে সম্মেই হিমরাশি নিঃশেষিতরূপে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ পাপ বিনাশ করিবার জন্য আভাসরূপা ভক্তিই যথেষ্ট।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাঠ,—

নামাভাস হৈতে হয় সর্বপাপক্ষয়।

নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥

নামাভাসে “মুক্তি” হয়, সর্বশাস্ত্রে দেখি।

শ্রীভাগবতে তা’তে অজামিল সাক্ষী ॥

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং

শ্রদ্ধা-রজান্নতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।

প্রোত্তমন্তঃকরণকুহরে হস্ত যন্মামভানো-

রাভাসোহপি ক্ষপয়তি মহাপাতক-ধ্বাস্তরাশিম্ ॥

হে গুণনিধে, তুমি পরমপাবন উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধামূল্য মতির সহিত অতিশয় শীঘ্র সরলভাবে ভজন কর; কেন না, তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে।

পরমকরুণাময় শ্রীভগবানের নাম-কীর্তনের ফলে প্রেম হয়—ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ব্যবধান রহিত হইলে শ্রীনামের ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। “নামৈকং যন্ত বাচি”-শ্লোকে ‘ব্যবহিতরহিতং’-শব্দটি শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকার সহিত ভাল করিয়া আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ব্যবধান দুইপ্রকার—(১) বর্ণ-ব্যবধান বা শব্দ-ব্যবধান এবং (২) তত্ত্ব-ব্যবধান। বর্ণ বা অক্ষরগত ব্যবধান এবং তত্ত্ব-ব্যবধান শ্রদ্ধাহীন জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা জড়ভোগপর প্রবৃত্তি হইতে জাত; সুতরাং তাহা শুদ্ধ নাম নহে, জড়ীয় শব্দ বা অক্ষরসমষ্টি মাত্র। সেখানে নাম-নামীর, শব্দ-শব্দীর মধ্যে ভেদ কল্পিত হয়; উহা শুদ্ধনামোচ্চারণ-ফলের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক মাত্র; পক্ষান্তরে সেবোন্মুখ ব্যক্তির অস্ফুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধানই যেখানে উদ্দিষ্ট, সেখানে সেইরূপ অস্ফুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধান সত্ত্বেও শ্রীনামপ্রভু সেবোন্মুখ ব্যক্তির শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে আপন প্রভাব অর্থাৎ অনর্থক্ষয় ও প্রেমোদয়রূপ ফল-দানশক্তি প্রকটিত করেন। “রাজ-মহিষী” ও “হলংরিক্ত” শব্দোচ্চারণের দৃষ্টান্তে বা “হারাম” শব্দের দৃষ্টান্তে অজ্ঞকৃষ্টি বা সাধারণ-কৃষ্টিতে যাহা বুঝা যায়, প্রকৃত বিদ্বৎকৃষ্টি তাহা নহে। সেবোন্মুখের পক্ষে যে কথা, অপরাধীর পক্ষে সে কথা নহে। ‘রাজমহিষী’, ‘হলংরিক্ত’ প্রভৃতি বর্ণব্যবহিত ‘রাম’ বা ‘হরি’ শব্দ দূরে থাকুক, বর্ণ-ব্যবহিত ‘হারাম’ শব্দ অসংখ্যবার উচ্চারণের দ্বারা যদি ‘শুকর’ উদ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা নামাভাস হইবে না; কেন না, সেখানে নাম-নামী বা শব্দ-শব্দীতে ভেদ আছে। ‘হারাম’ বা ‘শুকর’-শব্দটি তদুদ্দিষ্ট বস্তুতে ভেদ আছে—ইহাই জড়ের ধর্ম। কিন্তু যখন ‘হারাম’ শব্দের দ্বারা সর্বজীব-রমণ ‘রাম’ এই ভগবদ্-বস্তুর সঙ্কেত হয় অর্থাৎ যখন শব্দ শব্দীর অভেদের আভাস হৃদয়ে উদ্ভূত হয়, তখনই ‘হারাম’ শব্দ উচ্চারণের দ্বারা নামাভাস এবং তৎফলস্বরূপ অনর্থমুক্তি হইতে পারে; নতুবা দুনিয়ায় যতলোক জড়েদ্রিয়তর্পণমূলে ‘হারাম’ উচ্চারণ করিতেছেন, তাহার সকলেই মুক্ত হইতে পারিতেন।

তত্ত্ব-ব্যবধান বা দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ পাষণ্ডরূপ ব্যবধান অতীব গুরুতর। সেইরূপ ব্যবধান থাকিলে ভগবন্নাম উদ্ভূত হইতে বিলম্ব হয়। নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামাপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

বণিগ্‌বৃত্তি

মূল্য-বিনিময়ে দ্রব্য আদান-প্রদান কার্যকেই বণিগ্‌বৃত্তি বলা যায়। ধর্ম্মজগতে বিশেষতঃ সকাম ও নিকাম দেবযাজী বা ভগবদুপাসকগণের (?) মধ্যে এইরূপ বণিগ্‌বৃত্তির প্রভাব নিরপেক্ষ বিচারজ্ঞ পরিদর্শকগণ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। অবশু ধর্ম্মজগতে এইরূপ কেনাবেচা বা দরদস্তুরের ব্যাপারে থাকিতে পারে, তাহা হয় ত' এসম্বন্ধের খবরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ অবগত নহেন; তাঁহারা মোটামুটি ধারণা রাখেন, ধর্ম্মজগতে বণিকের প্রভাব মলিনাভ। কিন্তু ধর্ম্মজগতের সওদাগরগণ যে তাঁহাদের ভারতের বা অত্যা ত দেশের অনেক বড় বড় সওদাগরগণকেও পরাজিত করিতে পারেন ও করেন, সে সম্বন্ধে তাঁহারা খবর রাখেন না। বরং ভারতের বা অত্যা ত স্থানের বণিকুলের মধ্যেও অনেককে দেখা যায়, তাঁহারা অনেক সময় অত্য়ের উপকারার্থ তাঁহাদের বণিগ্‌বৃত্তি স্থগিত রাখিয়া মূল্য ব্যতিরেকেই বহু ধনাদি বা দ্রব্যাদি দান করেন, কিন্তু ধর্ম্মজগতের সওদাগরগণের নিকট সেরূপ দানের আশা নির্বৃদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। ধর্ম্মজগতের যে-সকল সওদাগরগণ দেবভোগ্য (অর্থাৎ দেবর্চনাদি) বা ভগবন্নৈবেদ্য প্রদান করিয়া বা তদভিনয় করতঃ সোজাসুজি ধনং দেহি, জনং দেহি—রূপ স্বীয় দত্ত বস্তুর দরদস্তুর করে, তাহারা তবু একপ্রকার ভাল, “কিছু দিয়ে কিছু নেওয়া” দানশব্দবাচ্য নহে। যাহারা দেবভোগ্য বা ভগবন্নৈবেদ্য প্রদান করিয়া নিকামন্তস্তে নিজেদের নাম উজ্জলভাবে খোদিত করে, অথচ ভিতরে ভিতরে সোজাসুজি প্রার্থনাকারী সওদাগর-গণ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ কিছুই আশা নিকাম হৃদয়ের গুপ্তস্থানে সুপ্ত রাখে, তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রবঞ্চক ও সওদাগর নহেন কি? তজ্জন্মই সুধীসমাজ—ধর্ম্মজগতের সকাম বা নিকাম বিশেষণে বিশেষিত দেবযাজী অথবা ভগবদ্যাজীই (?) হউক না কেন, তাহাদিগকে একবাক্যে বণিক বা সওদাগর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

যিনি প্রকৃতই ধর্ম্মজগতের কেহ, তাঁহার নিকট সত্যসত্যই ঐপ্রকার কোনও বণিগ্‌বৃত্তি স্থান পায় না। বিশেষ কথা দেবযজ্ঞকারিমাতেই ঐরূপ বণিগ্‌বৃত্তিসম্পন্ন; যেহেতু তাঁহাদের উপাস্ত ন্যূনাধিক তদ্বৃত্তিজীবী। ভগবদ্যাজী বলিয়া আত্মপরিচয়কারিগণের মধ্যেও যাহারা ঐরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট

তঁাহারা বস্তুতঃপক্ষে ভগবদ্ব্যাজী নহেন। তঁাহারা “বিশ্বো সর্বৈশ্বরেণৈ
তদিতর সমধীর্য়শ্চ বা নারকী সঃ”—এই বাক্যানুযায়ী সেবাপরাধযুক্ত নারকী।
সর্বৈশ্বর ভগবান্কে তঁাহারা পঞ্চোপাশ্রের অগ্রতম মনে করেন বলিয়া
ভগবদ্ব্যাজনের নামে তঁাহাদের দেবযাজন অনুষ্ঠিত হয় এবং সে ক্ষেত্রে
আমাদের ইহাও স্বৰ্জব্য যে, যেখানেই দেবযজনের কিঞ্চিং অনুষ্ঠানের প্রশ্ন
উঠিতে পারে, সেখানেই বণিগবৃত্তির স্থান—সেখানেই উপাসক উপাশ্রের
ব্যক্তিগত স্বার্থ বিদ্যমান।

যাঁহারা প্রকৃত ভগবদুপাসক, ভগবানের “সর্বদেবেশ্বরেশ্বর” স্বরূপ
অবগত হইয়া যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভাসিত সরল হৃদয়ে স্বধৰ্ম্ম বা আত্মকর্তব্য-
অভিজ্ঞান-লাভ-পুরঃসর ভগবদ্ব্যাজনা তঁাহাদের একমাত্র কৃত্যবোধে
ভগবানের উপাসনায় ব্রতী, তঁাহাদের মধ্যে ঐক্লপ বণিগবৃত্তির দূষিত
আবহাওয়া স্থান পায় না। এমন কি শ্রীভগবান্ও যদি পরীক্ষাকালেও
উক্তরূপ দেনালেনার কথা ঐক্লপ সৰ্ব্বলাভ পরিপূর্ণ পাদপদ্মাভিলাষী ভক্ত-
গণের নিকট উপস্থাপিত করেন, তাহা হইলে সেই প্রকৃত ভগবদ্ব্যাজিগণ
স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন—“যন্তু আশীষ আশান্তে ন স ভূত্যঃ স বৈ বণিক্।”

যেখানে আশীষাদির আশায় ভূত্যত্ব বা যাজনপুঙ্কন, তথায় প্রকৃত
ভূত্য বা পূজকের স্থান নাই, উহা বণিগবৃত্তির পরাকাষ্ঠা। বণিক্ যেমন
মূল্যাভিলাষী হইয়া গ্রহীতার কাম্যবস্তু দান করে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি
ভগবানের নিকট হইতে যে কোনও প্রকার লাভরূপ মূল্যাভিলাষী হইয়া
ভগবানের সেবা-পূজা করেন, তিনি প্রকৃত সেবক নহেন, আবার যে
প্রভু ভূত্যের নিকট হইতে প্রভুত্বের দাবী ও স্বীয় ভূত্যের তচ্চরণ সেবা
ব্যতীত অত্যাভিলাষের ইন্ধন-সরবরাহকারী, সে প্রভুও প্রকৃত প্রভু নহেন
বস্তুতঃ উভয়েই আপন আপন বণিগবৃত্তি চালিত যন্তু। নিত্য ভূত্য
তাই প্রভুর নিকট প্রকাশ করেন,—

আশাসানো ন বৈ ভূত্যঃ স্বামিত্যাশিষ আত্মনঃ।

ন স্বামী ভূত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ ॥ (ভাঃ ৭।১০।৫)

অবশ্য প্রকৃত প্রভু প্রকৃত ভূত্যকর্তৃক কোনও কিছুর নিমিত্ত প্রার্থিত
না হইলেও স্বীয় ভক্তবাৎসল্যহেতু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ভক্ততৃপ্তিবিধানকল্পে
নানা ব্যবস্থা করেন, কিন্তু উহা স্বকীয় প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষার বেশে নহে, পরন্তু

ভক্তবাৎসল্যগুণবশ হইয়া ভক্তের তৃপ্তিবিধানকল্পে মাত্র। নিত্য প্রভু তদীয় নিত্যসেবকের পোষণরক্ষকেই স্বীয় ব্রত বলিয়া ঘোষণা করেন।

সক্কেদেব প্রপন্নো যন্তবাস্মীতি চ যাচতে।

অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥

নিত্য প্রভু ও নিত্যভূত্যের মধ্যে কখনও বণিগ্‌বৃত্তির স্থান না থাকিলেও নিত্যভূতা প্রভুসেবা-কল্পে সমস্ত প্রকার স্বস্থবর্জনকারী এবং প্রভু তদ্রূপ ভূত্যের ভূতত্ত্বের সার্থকতা-সম্পাদনমুখে নিত্যকাল ভূতাসেবা স্বীকার দ্বারা ভূত্যানন্দবর্দ্ধনকারী।

বণিগ্‌বৃত্তিযুক্ত প্রভু (?) ও ভূত্যের (?) মধ্যে কিরূপ স্বীয় স্বীয় ব্যক্তিগত স্বার্থের টানাটানি, তাহা আমরা একটি উদাহরণ দ্বারা প্রকাশ করিতেছি,—

অযোধ্যার ধর্ম্মনরবর হরিশ্চন্দ্রের নাম এতদ্দেশে কাহারও অবিদিত নাই। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মশীল হইলেও অপতারত্বে বঞ্চিত হইয়া সর্বদা বিষমভাবে অবস্থান করিতেন। একদা দয়ার সাগর শ্রীনারদ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের এবিধ বিষমতাদর্শনে কুপার্ত্ত হইয়া কহিলেন,—হে নরাধিপ! তুমি অপত্যাভাবে আর বিষমভাবে অবস্থান করিও না, অতঃপর শ্রীবরুণদেবের শরণগ্রহণ কর, তিনি তোমার অভাবমোচন দ্বারা তোমার এই মর্ম্মপীড়াপ্রদ বিষমতা দূর করিবেন। শ্রীনারদের আজ্ঞা শিরোধার্য্যজ্ঞানে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র অতঃপর বরুণের শরণাগত হইয়া তত্ব্তৃপ্তিবিধান পুরঃসর কহিলেন,—“হে প্রভো, আমার একটি অপত্যালাভ হয়, অপনার নিকট আমার ইহাই প্রার্থনা”। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আরও কহিলেন—হে প্রভো, যদি আমি একটি পুত্রসন্তান আপনার কৃপায় লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে সেই পুত্রদ্বারা আমি আপনার প্রতিবিধানার্থ যজ্ঞ করিব।

এতচ্ছবণে বরুণ ‘তথাস্তু’ (তাহাই হউক) বলিয়া বর প্রদান করিলেন।
ক্রমশঃ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের একটি সুদর্শন পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

অনন্তর বরুণদেব আগমন করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, “হে হরিশ্চন্দ্র, তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এই পুত্রের দ্বারা তুমি আমার যজ্ঞ করিবে বলিয়াছিলে, তদন্তরে দেবযাজী মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—হে দেব, দশদিবস গত হইলে পশু যজ্ঞাই হয়।

“যদা পশুনির্দিশঃ স্রাদথ মধ্যো ভবেদিতি ॥

দশদিন অতীত হইলে বরুণ দ্বিতীয়বার আগমন করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে কহিলেন, অহে হরিশ্চন্দ্র ! যজ্ঞাভুষ্ঠান কর। তচ্ছ্রবণে হরিশ্চন্দ্র কহিলেন—“হে দেব !

“দন্তাঃ পশোৰ্যজ্ঞায়েরন্নথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥”

পশুর যখন দন্তোদগম হয় তখনই উহা যজ্ঞার্থ পবিত্র হইয়া থাকে।

অতঃপর বরুণদেব দন্তোদগমকাল অতীত হইলে হরিশ্চন্দ্র সমীপে উপনীত হইয়া হরিশ্চন্দ্রের পূৰ্ব্ব প্রতিশ্রুতি শ্রবণ করাইয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র “ইহার দন্তসমূহ যখন নিপতিত হইবে, তখন ইহা যজ্ঞার্থ হইবে।”

“যদা পতন্ত্যস্ত দন্তা অথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥”

বলিয়া বরুণকে প্রতিনিবৃত্তি করিলেন। অতঃপর দন্তনিপতনকালে বরুণ আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন—“পুনর্জাতা যজ্ঞশ্বেতি।”—দন্তের পুনরুদগম হইয়াছে, স্মরণ্য যজ্ঞ কর। হরিশ্চন্দ্র তদন্তরে কহিলেন—

“সান্নাহিকো যদা রাজন্ রাজত্বোহথ পশুঃ শুচিঃ।”

ক্ষত্রিয়-পশু যখন কবচবন্ধন করিতে অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তখনই উহা পবিত্র হইয়া থাকে।

ইতি পুত্রানুরাগেণ স্নেহযন্ত্রিতচেতসা।

কালং বঞ্চয়তা তং তমুক্তো বেদন্তুমৈক্ষত ॥

অর্থাৎ এইরূপে তিনি (হরিশ্চন্দ্র) পুত্রস্নেহাসক্তচিত্তে বরুণদেবকে যে সকল ক্ষেপণ করিতে বলিতেছিলেন, বরুণদেবও তাহার প্রার্থনায় সেই কাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে হরিশ্চন্দ্র যেমন বরুণকে তাহার স্বীয় স্বার্থস্বরূপ পুত্রের বলিদান-দ্বারা বরুণকে সন্তুষ্ট করিতে নারাজ, অপরদিকে বরুণও হরিশ্চন্দ্রের অনুষ্ঠিত পূজাগ্রহণ-মানসে। তেমনি “নাছোড়-বান্দা” ইহাই বণিগ্‌বৃত্তিবান্ প্রভু-ভূত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বণিগ্‌বৃত্তিসম্পন্ন ভূত্য প্রথমতঃ যে-কোনও প্রকারে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি লাভ করতঃ তৎপর প্রভুকে সর্বতোভাবে বর্জনপূর্বক আপনহারি ভোগস্বখে মত্ত থাকেন, আবার বণিগ্‌বৃত্তি-সম্পন্ন প্রভুও ভূত্যের কামেক্ষন সরবরাহ করতঃ তন্মিকট হইতে প্রভুত্বের দাবী বা উক্তরূপ সেবা-পূজার আকাজক্ষা করেন। স্মরণ্য নিত্যপ্রভু ও নিত্যদাস এবং বণিগ্‌-প্রভু ও সওদাগর দাস, এতদ্বন্ডের মধ্যে পূর্ণ বৈষম্য বিद्यমান। নিত্যসেবক

প্রভু পাদপদ্ম পূজা করিয়া তদ্বিনিময়ে কিছু প্রার্থনার পরিবর্তে ইহাই প্রকাশ করিয়া থাকেন—

নাহং বন্দে তব চরণয়োঃ ন্দমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুন্তীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্ ।
রম্যা রমা যুততুলতা নন্দনে নাভিরস্তং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবরেয়ং ভবন্তুম্ ॥

নিত্য ভৃত্য ভগবদারাধনার কৃতকার্য্য হইয়া তৎপ্রাপ্তিকালে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্রগুহম্ ।
কাচং বিচিন্মপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে ॥

হে স্বামিন্ ! কাচ-অশ্বেষী হইয়া দেব-মুনীন্দ্রগুহ তোমা হেন দিব্যরত্ন লাভ করিয়াছি, হে দেব ! কৃতার্থ হইয়াছি, আর বর চাহি না।

তুমি ত আমার,

আমি ত তোমার,

কি কাজ অপর ধনে ॥

— শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

সংগ্রহ করুন !

সংগ্রহক করুন !!

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত ৪৮৫ শ্রীগোরাধের
বিশুদ্ধ সান্ন্যাস

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

আনুকূল্য—১.৫০ পয়সা, ডাক-মাণ্ডুল স্বতন্ত্র।

শ্রীধর

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর নামে পরিচিত। তাহার অন্তর্গত শরডাজ্ঞা নামক স্থানে গৌরপার্শ্বদ শ্রীধরের বাসস্থান অবস্থিত। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কলার খোলা, খোড়, মোচা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া দিনাতিপাত করিতেন।

মহাপ্রভু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সহিত হান্তপরিহাসে অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন। একদিন মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রীধর তাঁহাকে দেখিয়া সবিনয়ে অভ্যর্থনা করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন যে, শ্রীধর তুমি লক্ষ্মীকান্ত-সেবা কর কেন? এই দেখ, সমস্ত মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি পূজা করিয়া কত ধনরত্নের অধিকারী, আর তুমি দুবেলা খাইতে পাও না। সাধারণ লোকের মনোবৃত্তির সহিত ভক্তের পার্থক্য কোথায়, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই পরিহাসহলে ভগবান্ তাঁহার ভূত্যের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। লুপ্তভুক্ত শ্রীধর বলিলেন,— তাহার। ধনরত্নের অধিকারী হইলেও সকল লোকেরই সময় একইভাবে কাটে। রাজা সুউচ্চ মনোরম হস্তোপরি থাকিয়া উত্তম খাদ্যাদি গ্রহণ করে, আর পক্ষিগণ বৃক্ষের উপর থাকে এবং খড়-কুটা দ্বারা বাসা নির্মাণ করে; তবুও তাহারা তাহার মধ্যে বাস করিয়া শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা হইতে আত্মরক্ষা করে। রাজাও উহার বেশী কিছু করিতে সমর্থ হয় না। সকল প্রাণীই আপন কৰ্ম্মানুসারে ফলভোগ করে।

লক্ষ্মীকান্তের সেবক দরিদ্র ইহা আকাশ-কুসুমের ত্রায় অলিক। ব্যবহারিক দুঃখের দিকে তাঁহারা দৃকপাত করেন না। পুরাণে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিতেছেন তখন কুন্তীদেবী তাঁহাকে বলিলেন যে, পাণ্ডবগণকে চিরকাল দুঃখেই রাখিও তাহা হইলে তোমার কথা নিত্য আমাদের স্মৃতি পথে থাকিবে। কেন না,—

“জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।

নৈবাহঁত্যাভিধাতুং বৈ ত্র্যমকিঞ্চন-পোচরম্ ॥

সম্পদই মানবের প্রকৃত বিপদ; কারণ সম্পদের ভিতর থাকিলে পরম-পুরুষার্থ কৃষ্ণের স্মরণ হয় না। তাই মঙ্গলাকাজক্ষী ব্যক্তিগণ জাগতিক স্তূথ অপেক্ষা কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে মগ্ন থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। ভগবানের শ্রীমুখবাণী হইতে পাই,—

“যা নিশা সৰ্ব্বভূতানাং তস্তাং জাগতি সংযমী।

যন্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

কাজেই সাধারণ লোক তাঁহাদিগকে অভাবগ্রস্ত দেখিলেও সাধুগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে সংসারী লোকদিগকেই অভাবগ্রস্ত বলিয়া জানেন। আদিম কাল হইতে এ পর্য্যন্ত তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় যে মনুষ্য-জাতি নিজবুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা প্রাকৃত-বিজ্ঞানসাহায্যে ভোগোপকরণের কত প্রাচুর্য্যের সমাবেশ করিতেছেন, কিন্তু অশ্রাববোধ তাহাতে ত' কমিতেছে না—বাড়িয়াই চলিতেছে। এই সকল ভোগপন্ন ব্যক্তিগণের স্বভাব এতই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে তাঁহারা অভাব বোধ করাটাই খুব ভাল বলিয়া প্রচার করেন। অবশ্য সরস্বতী তাঁহাদের মুখে প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। স্মৃতিজননগণও জাগতিক দ্রব্যে অভাবের পরি-পূরণ হয় না জানিয়া ভাবের মূলসূত্রের অনুসন্ধান করেন।

মহাপ্রভু শ্রীধরের কথা শুনিয়া বলিলেন যে, তুমি অনেক গুপ্ত ধনের অধিকারী। চরম ও পমর অর্থ যে প্রেমধন, তিনি তাহারই অধিকারী হইয়াছেন, তাহাই ছলে মহাপ্রভু বলিলেন। শ্রীধরকে ভয় দেখাইলেন যে, তোমার ধনের কথা সকল লোকের নিকট ব্যক্ত করিয়া দিব। অর্থাৎ জগতের ভাগ্যে সুদিন উপস্থিত হইলে শ্রীধরের ভক্তিধন “প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন”—বহনকারী লোকের নিকট প্রকাশিত হইবে।

শ্রীধর তখন জানাইলেন যে, তাঁহার ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত নিমাই পণ্ডিতের কলহ যুক্তিবৃত্ত হয় না। কিন্তু মহাপ্রভু বলিলেন যে, আমি তোমায় ছাড়িব না। ভক্তের সহিত আলাপনে তিনি সুখী হ'ন। ভক্ত সহজ দৈন্ত্র্যভরে নিষেধ করিলেও তিনি জোর করিয়া কথা বলেন।

প্রভু গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন যে, আমাকে তুমি কি দিবে বল ? শ্রীধর ভাবিলেন যে প্রভু বড়ই উদ্ধত, কি জানি যদি আমায় প্রহার করেন ! আমার দিন সঙ্কুলান ত' হয় না। বিনামূল্যে কি করিয়া দিই ? তবে ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-অংশ, কাজেই ইনি যদি জোর করিয়া নেন তবে তাহাতে আমারই মঙ্গল, কারণ নিজে ইচ্ছা করিয়া দিবার কিছু সামর্থ্য নাই।

মহাপ্রভু বলিলেন, দেখ, তোমার গুপ্তধন যা আছে থাকুক, সে আমি পরে লইব, এখন থোড়, কলা প্রভৃতি দাও। অর্থাৎ শ্রীধরের প্রেম-সম্পত্তি তিনি পড়ে প্রকাশ করিবেন, এখন তাঁহার বাহ্য সেবোপকরণ গ্রহণ করিবেন। শ্রীধর বলিলেন যে, তাহাই হইবে। তুমি আমার সহিত বাগড়া করিও না।

তাঁহার স্বরূপ-পরিচয় দিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে শ্রীধরের কিরূপ মনে হয়। শ্রীধর বলিলেন যে, ব্রাহ্মণকে বিষ্ণু-অংশ বলিয়াই তিনি মনে করেন। মহাপ্রভু পরিহাসচলে বলিলেন যে, তিনি কিন্তু নিজেকে গোয়াল মনে করেন। তাঁহার পর ঠাকুরালী প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে, শ্রীধর! তোমার গঙ্গাদেবী আমার নিকট হইতেই মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যোগমায়ায় মুগ্ধ শ্রীধর তাহা বল-চাপল্য মনে করিয়া মুহু তিরস্কার করিয়া কহিলেন যে, তোমার কি গঙ্গাকেও ভয় নাই? বহুসের সঙ্গে শাস্ত হওয়া দূরের কথা, তুমি দ্বিগুণ চঞ্চল হইতেছ। কখনও বা তাঁহার পসরা হইতে খোলা প্রভৃতি তুলিয়া লইতেন। শ্রীধর অশ্রু দোকানীর নিকট হইতে কিনিতে বলিলে মহাপ্রভু তাঁহার নিত্যসেবকত্বের পরিচয় প্রকাশ করিয়া “নিত্যযোগানদারকে ছাড়িব না” একথা বলিতেন। কখনও বলিতেন যে, তুমি ত’ গঙ্গাপূজার দ্রব্য কিনিয়া দাও—আমি গঙ্গার উপাশ্রয়, আমাকে না হয় বিনামূল্যে কিছু দ্রব্য দিলে। শ্রীধর বিষ্ণু নাম স্মরণ করিয়া কাঁপে হাত দিতেন।

শ্রীবাসগৃহে কীর্তনকালে মহাপ্রভু একদিন শ্রীধরকে কহিলেন যে, তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, আমি অষ্টসিদ্ধি বর তোমায় দিতেছি। আমার রূপ দর্শন কর। শ্রীধর চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ। লম্বাগণ তাব্দুল দিতেছেন, ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণ স্তব করিতেছেন, অনন্ত নাগ মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করিয়া ছত্রধারণ করিয়াছেন। শ্রীধর সে-রূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধিত হইলেন। মহাপ্রভুর আস্থানে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে শ্রীধর সदैদেহে অপূৰ্ণ সিদ্ধাস্তবাণীদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহার কণ্ঠে শুদ্ধ সরসতীর সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

তাঁহার স্তব শেষ হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। শ্রীধর বলিলেন যে, তুমি আমায় স্বধনা করিও না। তোমার সেবা করিয়া তাঁহার বিনিময়ে কিছু সুবিধা গ্রহণ করিব একরূপ বণিগ্‌বৃত্তি আমি পোষণ করি না। ভক্তগণ প্রহ্লাদও নৃসিংহদেবকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

“যন্তু আশীষ এব আশান্তে
ন স ভূত্যোঃ স বৈ বণিক্।”

মহাপ্রভু বলিলেন যে, আমার দর্শনের ফল তুমি পাইবে। শ্রীধর তখন বলিলেন,—

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত ।

সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ ।

যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল ।

মোর প্রভু হউক তাঁ'র চরণ-যুগল ।

শ্রীধর এই বলিয়া প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । অস্বাস্থ্য ভক্তগণও শ্রীধরের এইরূপ ভক্তি দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । তখন মহাপ্রভু বলিলেন যে, “এক মহারাজ্যে করো তোমারে দৈব” । শ্রীধর বলিলেন তোমার নামগান ছাড়া কিছুই আমি চাই না । তখন মহাপ্রভু তাঁহার বেদগোপ্য ভক্তিযোগ বরদান করিলেন ।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন মনস্থ করিয়া শচীদেবী এবং নিত্যানন্দ্যাদি কয়েকজনকে বলিলেন । যে রাত্রে গৃহ ত্যাগ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন সেই দিনই—দ্বিপ্রহরে শ্রীধর একটা লাউ আনিলেন । শ্রীধরের লাউ দুষ্ক-মরিচ-দ্বারা পাক করাইয়া গ্রহণ করিতে মহাপ্রভু ভালবাসিতেন । সেদিন তিনি মনে করিলেন এ’লাউ আর খাওয়া হইবে না । কিন্তু তাহারই অব্যবহতি পরে একজন কিছু দুষ্ক আনিলেন—মহাপ্রভু তখন জননীকে বলিলেন যে, তুমি ইহা এখনই রন্ধন কর এবং মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করিলেন ।

—শ্রীমুখলসখা ব্রহ্মচারী

নিবেদন

‘শ্রীপত্রিকা’ এই সংখ্যায় দ্বাবিংশ বর্ষ পূর্ণ হইল । সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সাহু্যয় নিবেদন, স্বাঁহাদের আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা যেন অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন ।

বিনীত নিবেদক—

কার্য্যাধ্যক্ষ,

“শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা”

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীশুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;

নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ।

সাদর সন্তোষপূৰ্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল-ভুবন মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ২১শে ফাল্গুন ১৩৭৭, ইং ৬ই মার্চ ১৯৭১, শনিবার হইতে ২৭শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ, শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে । এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ইচ্ছাগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে ।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষ্যে শ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্তন ও নগর-সংকীর্তন-মুখে ষোল ক্রোশ ধাম-পরিক্রমা করা হইবে । এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লীতে মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও মহাপ্রসাদ-সেবা ও তদন্তে অপরাহ্নে সহর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্কব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন । এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যনুযায়ী সুকৃতি অর্জিত হইবে ।

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল । ইতি—১৭ই মাঘ ১৩৭৭; ইং ১৩।১।৭১

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২১শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ শনিবার ; (১) **শ্রীগোবিন্দদ্বীপ** (কীৰ্তনাখ্য) —গঙ্গা-স্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাচা, হরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী (মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবা) ; (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য) —মাজিরা, হাটডাঙ্গা আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ।

২। ২২শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ রবিবার : (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য) —গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের-দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চনাখ্য) —রাতুপুর ।

৩। ২৩শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ, সোমবার ; (৫) **শ্রীজঙ্ঘদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জান্নগর (জঙ্ঘমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্কভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদক্ৰমদ্বীপ** (দাস্তাখ্য) —মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা মাগাপুর পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ।

৪। ২৪শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ, মঙ্গলবার ; (৭) **শ্রীকুন্ডদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) —কুন্ডপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর, গুগঞ্জের ডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য) —সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেঙ্গপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা ।

৫। ২৫শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ, বুধবার ; (৯) **শ্রীঅমৃতদ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য) —শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রী-ব্রহ্মশেখর-আচার্য্য-ভবন) জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন ।

৬। ২৬শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ, বৃহস্পতিবার — **শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব** ।

৭। ২৭শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ, শুক্রবার — **সাধারণ মহোৎসব (মহা-প্রসাদ বিতরণ)** ।

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদিবসামী **শ্রীশ্রীমন্ত্তিবেন্দাস্ত বামন মহারাজের** নিকট পূর্বপৃষ্ঠার ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য ।

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর

বিরহ-মহোৎসব

বিগত ২রা মাঘ (ইং ১৬।১।৭১) শনিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আকরস্থল শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল নরহরি ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র তিরোভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। অজ্ঞাতশত্রু শ্রীল ঠাকুর মহাশয় জগদগুরু ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত। শ্রীল প্রভুপাদের অশ্রুতম একনিষ্ঠ সেবকগণের মধ্যে তিনিও একজন। তাঁহার সেবাসৌষ্টবতা দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে 'সেবা-বিগ্রহ' উপাধীতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি প্রভুবরের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য অকৃত্রিম ঘনিষ্ঠতাই তাঁহাকে সমিতির পৌরাণিকত্বে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। সারস্বত-গগনে আবিভূত এই মহাপুরুষের অবদান সারস্বত গৌড়ীয়গণ বিশেষভাবে অবগত আছেন। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার সর্বসাধারণেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রাচীন স্তম্ভ। তিনি অধিকাংশ সময় নবদ্বীপস্থ মঠেই অবস্থান করিতেন এবং তাঁহার উপরেই মঠের সেবাকার্যের দায়িত্ব স্থাস্ত ছিল। তাঁহার তিরোভাব-তিথি-দিবসে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের আলোখ্য স্থাপন করতঃ তদীয় শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করা হয় এবং তদুদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউকেও ঐ দিবস মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগ নিবেদন করা হয়।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমঠের শ্রীহরি-সঙ্কীৰ্ত্তন-নাট্য-মন্দিরে তদীয় বিরহ-সভার অনুষ্ঠান হয়। তাঁহার অহৈতুকী আশীর্বাদে জীবকুল হরিসেবা গ্রহণে তৎপর হউন—ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনাঞ্জলি।

সার-কথা

কৃষ্ণ কিसे বশ হন?

জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ধর্ম নহে কৃষ্ণ বশ।

কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম-রস॥

গৌরকৃষ্ণের সেবা কিরূপ ?

গোবিন্দ কহে—আমার সেবা সে নিয়ম ।
 অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥
 ‘সেবা’ লাগি’ কোটি ‘অপরাধ’ নাহি গনি ।
 স্ব-নিমিত্ত ‘অপরাধাভাসে’ ভয় মানি ॥
 নিকৃপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি ।
 প্রীতিবিষয়কসুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥

ঐকান্তিক সেবক ও সেব্য কিরূপ ?

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছারে প্রভুর চরণ ।
 সেই প্রভু ধন্য, যে না ছারে নিজ-জন ॥
 দুর্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে ।
 সেই ঠাকুর ধন্য, তা’রে চূলে ধরি’ আনে ॥

বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ জগতের পার-
 মাখিক ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া আজ দ্বাবিংশ বর্ষ পূর্ণ করিলেন । জাগতিক
 শত-সহস্র বাধাবিপত্তির মধ্যেও শ্রীপত্রিকা গুরুবর্গের মনোহভীষ্টের বিজয়
 ঘোষণা করিয়া স্মৃতিমান্ জনগণের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছেন । অকপট
 হরিভজন-পিপাসু সজ্জনগণ তাঁহার মঙ্গলময় কৃপাসঙ্গ পাইয়া পরমোপকৃত ও
 কৃতার্থ হইতেছেন । তাঁহার বাস্তবসত্য-বাণী হরি-ভক্তনোমুখ জীবকুলকে
 সংশোধিত করিয়া তাহাদিগকে শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গের অকপট সেবার পথে
 সুপরিচালিত করিতেছেন ; দুর্বল, অকপট হরিসেবাভিলাষীর হৃদয়ে চিদ্বল
 সঞ্চার করিয়া শ্রীগুরুদেব অনর্থপীড়িত ভবরোগগ্রস্থ জীবের অনর্থোপশম
 করিয়া তাহাদিগকে নিত্যনিরাময়ের পথে লইয়া যাইতেছেন ।

সপরিবার শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধার্বিকা-গিরিধারীজীউর অপার করুণা-মহিমার কথা হরিবিমুখ এই বিশ্বে নিয়ত ঘোষণা করিয়া তিনি ভাগ্যবান জীবগণকে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে নিত্য আকৃষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন। করুণানিলয় শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণকমলে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য শ্রীপত্রিকা প্রতিমাসেই জীবের দ্বারে দ্বারে পর্যটন করেন। তাঁহার শ্রীগুরু-গোরাঙ্গের মহিমার কথায় আকৃষ্ট হইয়া শত শত জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের সৌভাগ্য পান—জীবন ধন্যতীতন্য করিবার সুভাবসর লাভ করেন। বৈকুণ্ঠবার্তাবহ ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ প্রকাশের নবনব-রসানন্দ নিত্যানূতন বৈকুণ্ঠ-সন্দেশ সংসার হইতে ছুটি পাইবার যোগ্য ব্যক্তি-গণের হৃৎকর্ণ-বসায়েন হইয়া তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ হইয়াছেন।

‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ নিরন্তরকুহক বাস্তবসত্যের একনিষ্ট নির্ভীক প্রচারক। তাহাতে কোনপ্রকার মনোবিক্ষেপের কথা নাই—আপোষের কথা নাই, আর কোনপ্রকার মনযোগান ইত্যর কথারও সমাবেশ নাই। যাহারা তাঁহার দুঃসঙ্গ বর্জনের নির্মম কঠোর উপদেশকে তিক্ত মনে করেন, তাহারা তাদৃশ একনিষ্টতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার যোগ্যতায় উদ্ভাসিত হইতে পারিলে নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন। যাহারা তাঁহার এতাদৃশ অসংসঙ্গ-ত্যাগের মনোব্যাসঙ্গ-ছেদনকারী বাণীতে অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার প্রতি অযথা বিরূপভাবাপন্ন হইবে—তাহারা নিশ্চয়ই নিত্যস্বার্থ ভ্রষ্ট। আবার যাহারা তাঁহার কেবল প্রেমপ্রচারলীলা দেখিবার জন্য উৎসাহী, কিন্তু তাঁহার দুঃসঙ্গ-বর্জনের উপদেশে অমনোযোগী, তাহারাও তাহাদের সেইপ্রকার জাড়া হইতে সাবধান না হইলে নিত্যস্বার্থভ্রষ্ট হইবার দুর্ভাগ্য স্বেচ্ছায় বরণ করিতে-ছেন বলিতে হইবে। কেবলমাত্র তাঁহার অদ্ভুত অহৈতুকী বদান্ততায় মৌখিক আশাবন্ধের সৌধ উত্তোলন করিয়া নিজ আচরণের দিকে ওদাসীত্ব পোষণ করিলে তাহারা নিশ্চয়ই মঙ্গললাভে অসমর্থতা প্রমাণিত করিবেন। যাহারা তাঁহার প্রেমপ্রচারণ ও দুঃসঙ্গ-বর্জন—এই উভয় উপদেশের উপর স্থায়ী সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, অমনোদয়দয়া-বিতরণকারী শ্রীপত্রিকা তাঁহাদিগকেই শ্রীগুরু-গোরাঙ্গের অমায়িক কপায় উদ্ভাসিত-জীবন দান করিবেন—সন্দেহ নাই।

যাহারা নিত্য ভগবৎসেবা-সৌভাগ্য লাভের অযোগ্যতায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রতি বিমুখ, তাহারা কখনই শ্রীপত্রিকার অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবার্তার

প্রতি অক্ষাশীল হইতে পারে না। তাহাদের জন্মজন্মান্তরীণ সঞ্চিত দুর্ভাগ্য-সমূহ তাহাদিগকে শ্রীপত্রিকার প্রেমপ্লাবন হইতে দূরে রাখিবে। তাহাদের তাদৃশ অথবা বৈমুখ্যপোষণের ব্যর্থ দাস্তিকতা তাহাদিগের কেবল বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করিবেন। তাহাদের মঙ্গলের জন্য অকপট সেবকগণের কেবলমাত্র ভগবচ্চরণে প্রার্থনা ব্যতীত অত্ন উপায় নাই।

বৈকুণ্ঠবস্ত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার মূল্য জাগতিক কোন কিছুদ্বারা প্রদান করা সম্ভব নয়। সেবোদ্ধত জীবহৃদয়ে বৈকুণ্ঠবস্ত্রের রূপায় অবতীর্ণ অপ্রাকৃত বিষয়ে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই শ্রীপত্রিকার রূপাসঙ্গলাভের মূল্য। শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা মাত্র ষট্ মুদ্রা, কার্পণ্য-দোষেতুষ্ট আমরা তাহা প্রদানেও বিমুখতা প্রদর্শন করিলে তাহার সেবা-স্বযোগ-বরণে আমরা নিতান্ত অনিচ্ছুক—ইহাই প্রমাণিত হয়। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় সহৃদয় গ্রাহকগণকে আমরা তজ্জন্তু নিবেদন জানাইতেছি—তাহারাও যেন শ্রীপত্রিকা-প্রকাশের তাদৃশ অহুকল্প-আহুকূল্য বর্ষারম্ভেই প্রদান করিয়া আমাদিগকে পুনরায় একবর্ষ প্রকাশের সেবায় স্বযোগ প্রদান করেন।

সর্বশেষে আমরা তাহাদের অষ্টকৌ অমন্দোদয়-দয়ায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সেবায় সর্বপ্রকারে অযোগ্য হইলেও তৎসেবা-কার্যে নিযুক্ত থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, সেই শ্রীগৌর-পরিবর—**শ্রীভক্তিবিনোদ-চৈতন্য-সরস্বতী-গৌড়ীয়কেশব-প্রমুখ গুরুবর্গের** ত্রিভুবনবন্দিত শ্রীচরণারবিন্দ মস্তকে ধারণ করিয়া তাহাদের রূপায় জয়গান করিতেছি। ভগবৎ-সেবা-প্রগতির পথে চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গুকে সেবাপ্রগতিতে ভগবৎ-সেবাস্তরায়াদ্রি উল্লঙ্ঘনকারক, অধোক্ষজ সেবাবার্তার বধিরগ্রাম্য-কথাপ্রমত্ত মুকুকে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবার্তা-মুখরকারী রূপার অবতার তাহারা, তাহাদের তাদৃশ রূপাবরণে ধৃত হইবার স্বযোগ মাদৃশ নরাধমকেও প্রদান করিয়াছেন। আজ বর্ষশেষে তাহাদেরই রূপার কাঞ্চাল হইয়া তাহাদেরই শ্রীচরণসংলগ্ন ধূলিস্বরূপে সমাপ্ত বর্ষের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সেবায় ব্যক্তিগত অযোগ্যতার ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। তাহারা অমায়িক রূপাবিস্তার করিয়া তাহাদের সেবায় অধিকার প্রদান করুন—ইহাই শ্রীচরণে সক্রম প্রার্থনা।

—প্রকাশক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, বাৎসরিক ৩.২৫ টাকা। ভারত ও পাকিস্থানবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।
- ৫। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন। নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।
- ৬। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-আলোচনা সর্বদা আদরণীয়।
- ৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে “কার্য্যাধ্যক্ষ”, অথবা ‘প্রকাশক’, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-কার্যালয়, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) —এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

- ১। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী)—বার্ষিক ভিক্ষা ৫.০০, ২। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (১ম ও ২য় খণ্ড)—২.৭৫ পঃ, ৩। সাংখ্য-বাণী—১.৯০ পঃ, ৪। মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়—৩.০০ টাকা। Sree Chaitanya Mahaprabhu—1.00., ৬। প্রেম-প্রদীপ—১.৭৫ পঃ, ৭। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী—১.৭৫ পঃ, ৮। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলী-সহ)—.৬০ পঃ, ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—৩.৭৫ পঃ, ১০। ত্রৈলোক্য (বাংলা)—৫.০০ টাকা, ১১। ঐ (হিন্দী-সংস্করণ)—১০.০০, ১২। শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর-শিক্ষা—১.৭৫ পঃ, ১৩। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১.০০ টাকা, ১৪। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা—১.৭৫ পঃ, ১৫। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণসংগ্ৰহ)—১.২৫, ১৬। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী (প্রাচীন কাব্য)—১.০০ টাকা, ১৭। শ্রীশ্রী-ভক্তি-পঞ্জিকা—১.৫০ পঃ, ১৮। শ্রীদামোদরোষ্টকম্—.৬০ পঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-মহারাজের স্থাপিত

ভুক্তভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।
- ৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা), ইউ. পি.
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।
- ৪। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী।
- ৫। শ্রীপিছলন্দা গৌড়ীয় মঠ—পিছলন্দা, আন্ততিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ব্রজবাসী।
- ৬। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীউপানন্দ ব্রজবাসী।
- ৭। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়্যার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।
- ৮। শ্রীপিছলন্দা পাদপীঠ—পিছলন্দা, আন্ততিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী।
- ৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয় আশ্রম—হরিখালিবাজার, ইটামগরা পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীদয়্যালহরি ব্রহ্মচারী।
- ১০। শ্রীযাকট গৌড়ীয় আশ্রম—জাপট মহল্লা, কালনা পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীঅধোক্ষত্রদাস বাবাজী মহারাজ।
- ১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র—কোরণ্ট, রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ।
- ১২। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম—পুরাণকাছারী রোড, মাথাভাঙ্গা পোঃ, (কুচবিহার)
রক্ষক—শ্রীগোরাচাঁদদাস বাবাজী মহারাজ।
- ১৩। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ।
- ১৪। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ।
- ১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড, নবদ্বীপ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ।
- ১৬। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী।